A SERIES OF MEDITATIONS
On the Life
OF OUR LORD

VOLUME II

BY

Rev. Fr. A. LePailleur, C. S. C.

Catholic Mission,

DACCA.

Price. Re. 1/- মূল্য ১৲ এক টাকা

১৯২৫

Imprimatur
J. LEGRAND, C. S. C., D. D.
Bishop of Dacca.

PREFACE.

It afforded us great pleasure to introduce the first volume of this work (511 pages), issued by the Catholic Mission, Dacca, in 1924. That volume contained a series of meditations on the Childhood, the Hidden and the Public Life of Our Lord, based on the excellent English work, "Half Hours with God," published by the Catholic Orphan Press, Calcutta. We were pleased to learn that the demand for the first volume of this work, thanks to the zeal of the clergy and devoted religious, was most encouraging. We are confident that this second volume will give equal satisfaction, and we trust it will be very widely used.

The second volume now appearing completes the cycle of meditations on the Life of Our Lord. The former volume closed with the Public Life of Christ, this book carries on the series through the Suffering and Glorious Life of Our Redeemer. Meditations on the Life of Christ proper, are followed by a series of practical considerations on the principal feasts of the ecclesiastical year, and to these are added twelve recollections suitable for the monthly retreat. The meditations of this second volume are adapted from "Half House with God," the work in English referred to above.

In preparing these subjects of mental prayer, the first complete course of meditations in the Bengali

language—the thought ever kept in mind by the author was to provide for the Catholic people of Bengal a practical understanding of the Life of Our Blessed Lord. Assuredly this is a most useful undertaking. Meditating day after day on the Divine Model of sanctity brings the well-disposed soul under the spell of the holiest influences. Reason and faith unite in such meditation to strengthen the will to fashion one's own life after the Divine Example. The series of meditations here presented are admirable for this purpose in view of their suggestive character, directness and simplicity. We hope very much that the teaching contained in these two volumes will sink deeply into the minds and hearts of the faithful of Bengal, and be productive of abundant and lasting fruit.

DACCA,
21, September, 1925.

† **J. Legrand**, C. S. C.
BISHOP OF DACCA

ভূমিকা

১৯২৪ সনে ঢাকা কাথোলিক মিশন দ্বারা ৫১১ পৃষ্ঠাপূর্ণ "নির্জ্জন ধ্যান" নামক পুস্তকখানির প্রথমখণ্ড প্রকাশিত হওয়াতে আমরা বড়ই আনন্দিত হইয়াছিলাম। সেই পুস্তকখানিতে আমাদের প্রভুর বাল্যজীবন, আর সাধারণের কাছে প্রভুর জীবনের অপ্রকাশিত আর প্রকাশিত ঘটনা ও কার্য্যাবলী সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে অনেকগুলি ধ্যান সন্নিবেশিত হইয়াছে। কলিকাতার "কাথোলিক অর্ফেন প্রেস" হইতে প্রকাশিত "ঈশ্বরের সহিত অর্দ্ধ ঘণ্টা" নামক অতি উত্তম একখানা ইংরেজী পুস্তক অবলম্বনে "নির্জ্জন ধ্যান" প্রথম-খণ্ড লিখিত হয়। এই পুস্তকখানি সর্ব্বত্রই সমাদর পাইয়াছে দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত। আর এই পুস্তকখানা সম্বন্ধে পুরোহিতবর্গ এবং ভক্ত কাথোলিকবৃন্দের উৎসাহপূর্ণ আগ্রহের জন্য তাঁহাদের কাছেও আমাদের অশেষ ধন্যবাদ। "নির্জ্জন ধ্যানের" এই দ্বিতীয়-খণ্ডও যে প্রথম-খণ্ডেরই মত সর্ব্বত্র সমাদর পাইবে ইহাই আমাদের নিশ্চয় বিশ্বাস।

এই দ্বিতীয়-খণ্ডে আমাদের প্রভুর জীবনের সমস্ত ঘটনা ও কার্য্যাবলীর বিষয়ে ধ্যানমালায় সম্পূর্ণ। প্রথম-খণ্ড আমাদের প্রভুর প্রকাশ্য কার্য্যাবলী লইয়া সমাপ্ত; দ্বিতীয়-খণ্ডে আমাদের ত্রাণকর্ত্তার দুঃখভোগ ও গৌরবান্বিত জীবনের বিষয়ে ধারাবাহিক ধ্যানমালা আছে। খ্রীস্তের সমগ্র জীবন সম্বন্ধে ধ্যানের শেষে ইহাতে মণ্ডলীর বাৎসরিক পালনীয় প্রধান প্রধান পর্ব্বদিন এবং তাহার সঙ্গে প্রত্যেক মাসের উপযোগী বারটি ধ্যানও যোগ করা হইয়াছে। "নির্জ্জন ধ্যানের" এই দ্বিতীয়-খণ্ডও সেই পূর্ব্বোক্ত

ইংরেজী ভাষার "ঈশ্বরের সহিত অর্দ্ধঘণ্টা" নামক পুস্তকখানা অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে।

আমাদের ধন্য প্রভুর জীবন সম্বন্ধে বাঙ্গালী কাথোলিকবর্গের যাহাতে প্রকৃত জ্ঞান জন্মে, সেইজন্য ধ্যান সম্বন্ধীয় একখানা সম্পূর্ণ পুস্তক বঙ্গভাষায় হওয়া যে, নিতান্ত আবশ্যক, গ্রন্থকারের মনে এই চিন্তা বরাবরই ছিল। এই কার্য্যটি নিশ্চয়ই অতীব হিতকর। প্রতিদিন পবিত্রতার আদর্শের চিন্তায় ও ধ্যানে পুণ্য-কামী আত্মাকে পবিত্রতার প্রভাবাধীনই করে। এই প্রকার ধ্যানে বিশ্বাস ও যুক্তি একযোগে স্বর্গীয় দৃষ্টান্তের অনুযায়ী জীবন গঠন করিয়া লইবার জন্য মনের ইচ্ছাকেও সবল করিয়া তুলে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই এই দ্বিতীয়-খণ্ডের চমৎকার ধ্যানমালা অতি সরল ও স্পষ্টভাবে লিখিত হইয়াছে। নির্জ্জন ধ্যান" প্রথম ও দ্বিতীয়-খণ্ডের মধ্যে যে সকল মনোরম শিক্ষাকলাপ সন্নিবেশিত হইয়াছে, সেই সমস্ত শিক্ষা বঙ্গভাষী বিশ্বাসীবর্গের হৃদয়ে ও মনে গভীরভাবে বদ্ধমূল হইয়া যে, প্রচুর পরিমাণে স্থায়ী সুফল উৎপাদক হইবে, ইহাই আমরা আশা করি।

ঢাকা,
২১ সেপ্টেম্বর, ১৯২৫।

† জে, লেগ্রান্দ, সি, এস, সি,
বিশপ, ঢাকা।

সূচীপত্র।

তৃতীয় ভাগ।

পবিত্র দুঃখ-ভোগ।

চতুর্থ ভাগ।

পুনরুত্থান, স্বর্গারোহণ, পেন্তেকস্ত।

পঞ্চম ভাগ।

আমাদের প্রভুর, ধন্যাকুমারীর, ও পবিত্র ব্যক্তিগণের পর্ব্বদিন সম্বন্ধে ধ্যান।

পবিত্র সাক্রামেন্তের অষ্টাহ।

প্রতিমাসের ধ্যানের বিষয়।

জুন।

জুলাই।

আগষ্ট।

সেপ্টেম্বর।

অক্টোবর।

নবেম্বর।

ডিসেম্বর।

প্রিণ্টার—শ্রীগোপালচন্দ্র দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত

হেনা প্রেস, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা।

তৃতীয় ভাগ।

পবিত্র দুঃখভোগ।

২১৩। যেশু পাস্খা-পর্ব্ব ভোজন করেন।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঘটনাটি দেখিব ;—"পাস্খা পর্ব্বাহের পূর্ব্বে যেশু, এই সংসার হইতে পিতার নিকটে আপনার যাইবার সময় আসিয়াছে জানিয়া, সংসারে তাঁহার যে মিত্রগণ ছিল, তাহাদিগের প্রতি তাঁহার স্নেহ জন্মিয়াছিল, বলিয়া তিনি তাহাদিগকে শেষ পর্য্যন্ত স্নেহ করিলেন। (যোহান ১৩ ; ১)। এবং যখন সময় হইল, তখন তিনি ও তাঁহার সহিত বার জন প্রেরিত ভোজনে বসিলেন এবং তাহাদিগকে কহিলেন, আমার নিগ্রহ ভোগের অগ্রে আমি তোমাদের সঙ্গে এই পাস্খা ভোজ গ্রহণ করিতে আকাঙ্ক্ষার সহিত ইচ্ছা করিয়াছি, (লুক, ২২ ; ১৪-১৫)। এবং তাহারা যখন ভোজন করিতেছিল, তখন কহিলেন, আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি যে, তোমাদের মধ্যে একজন আমাকে (শত্রু হস্তে) সমর্পণ করিবে।" (মাথেয় ২৬ ; ২১)।

৪। নম্র-অন্তরে আমাদের প্রভুর নিকট এই প্রার্থনা করিব,—আমাদের প্রতি তাঁহার কেমন মহা প্রেম, তিনি যেন আমাদিগকে তাহা আরো উত্তম-রূপে বুঝিতে দেন; আর তাঁহাকে আরো অধিক পরিমাণে প্রেম ও ভক্তি করিবার দৃঢ়-সঙ্কল্পটি যেন আমাদের অন্তরে উদ্দীপিত করিয়া দেন।

৫। ধ্যান করিব;—আমরা যেন পাপ ও নরক হইতে উদ্ধার পাইয়া ঈশ্বরের পুত্র-কন্যা হইয়া স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের যোগ্য হই। এইজন্যহেত তাঁহার যে সমস্ত ভয়ঙ্কর দুঃখ-ভোগ ও অবমাননা অপেক্ষা করিতেছিল, তিনি সে সমস্ত সহ্য করিতে পশ্চাৎ-পদ হইলেন না; বরং সেই সমস্ত সহ্য করিতেই ইচ্ছুক হইলেন। নিরুপায় দুর্ভাগ্য জীব যে আমরা, সেই আমাদেরই প্রতি **তাঁহার কেমন মহা প্রেম!** আর আমাদের কর্ত্তব্য সম্পন্নের জন্য যতটুকু **ত্যাগস্বীকার আমাদের আবশ্যক,** সৎসাহসের অভাবে, আমরা সেই ত্যাগস্বীকারটুকু করিতেও পিছাইয়া পড়ি। আমাদের এই স্বভাবের সঙ্গে আমাদের প্রভুর ভাবটির কেমন **আশ্চর্য্য প্রভেদ!** আমাদের স্বভাব প্রভুর ভাবের কেমন বিপরীত! অতএব, আমাদের প্রেমময় ত্রাণকর্ত্তার সম্মুখে আমরা অবনত হইয়া আমাদের জীবনে যে অকৃতজ্ঞ-ভাব দেখাইয়াছি, তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব, আর ভবিষ্যতে আরো অধিক সৎসাহসের সহিত তাঁহাকে প্রেম ও ভক্তি করিবার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা করিব।

৬। ধ্যান করিব;—আমাদের প্রভু তাঁহার নিজের যে প্রেরিতগণকে অন্তরের সহিত বিশেষভাবে ভালবাসিতেন, যাহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য তিনি এত কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, তাহারাই তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে; তাঁহার জন্য লজ্জা বোধ করিবে; না, ইহার চাইতেও বেশী, সেই প্রেরিতগণেরই একজন তাঁহাকে **একবারে অস্বীকার** করিবে; আর একজন **বিশ্বাসঘাতকতা**

করিয়া তাঁহাকে শত্রুর হস্তে সমর্পণ করিবে! এই সমস্ত চিন্তায় আমাদের প্রভুর পবিত্র নির্ম্মল অন্তরটি কেমন অকথ্য যাতনায় পূর্ণ হইয়াছিল। সেই দুঃখের সময় **আমার বিষয়েও** যেশুর অন্তরে কি ভাব হইয়াছিল, তিনি আমার বিষয় কি ভাবিয়াছিলেন, সে বিষয়ে আমি অবশ্যই চিন্তা করিয়া দেখিব। আমিওত তাঁহার বিশেষ যত্নের পাত্র ছিলাম ; তথাপি কতবার না জানি, আমার নানা পাপের দ্বারা, সৎসাহসের অভাবের দ্বারা, তাঁহার দিকে আমার অবহেলা ও অগ্রাহ্যভাবের দ্বারা তিনি আমার জন্য যাহা যাহা করিয়াছিলেন তাহারই প্রতিদান দিয়াছি!

৭। এই কথাগুলি ধ্যান করিব ;—"তিনি তাহাদিগকে শেষ পর্য্যন্ত স্নেহ করিলেন।" এই কথাগুলি আমারও প্রতি খাটে, আর আমার প্রতিও আমাদের প্রভুর কেমন পরম-স্নেহ তাহারই সত্যতা প্রমাণ করে। আমার এত **অযোগ্যতা সত্ত্বেও** যেশু আমাকে স্নেহ করিতে কখনও বিরত হন নাই ; আর আমার উপর তাঁহার **নব নব, রাশি রাশি কৃপা ও অনুগ্রহ** দান করিতে কখনও ক্লান্ত হন নাই। ইহা কেমন যথার্থ ও সত্য কথা! তথাপি আমি তাঁহারই হইব না কি? আমি তাঁহার কৃপালাভের এমন অযোগ্য হইলেও যখন আমার প্রতি তিনি এত করুণা ও স্নেহ প্রকাশ করিয়াছেন, তখন তাঁহার প্রতি আমি কৃতজ্ঞতার প্রমাণ না দেখাইয়া পারি কি? আমি এই বিষয়টি মনে মনে চিন্তা করিব, আর তাঁহার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার প্রমাণ সতত দেখাইতে দৃঢ়-সঙ্কল্প করিব।

৮। পরিশেষে, ভক্তিভরে এ বিষয়ে যেশুর সহিত আলাপ করিব।

২১৪। যেশু তাঁহার প্রেরিতগণের পা' ধুইয়া দেন।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঘটনাটি দেখিব ;—"—পিতা সমস্তই তাঁহার হস্তে প্রদান করিয়াছেন, এবং তিনি ঈশ্বরের নিকট হইতে আসিয়াছেন, আর ঈশ্বরেরই নিকটে যাইতেছেন জানিয়া তিনি ভোজ হইতে উঠিলেন, এবং উপরের বস্ত্র খুলিয়া রাখিয়া গামছা লইয়া কটিদেশ বন্ধন করিলেন ; পরে তিনি পাত্রে জল ঢালিলেন ও শিষ্যদের পা ধুইয়া দিতে লাগিলেন ;..... যখন তিনি তাঁহাদের পা ধুইয়া দিলেন, আর আপনার উপরের বস্ত্র পরিয়া পুনর্ব্বার বসিলেন, তখন তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমি তোমাদের প্রতি কি করিলাম, জান ? তোমরা আমাকে 'গুরু", ও "প্রভো" বলিয়া ডাক, এবং তাহা ঠিকই বল, কারণ আমি তা'ই বটি। ভাল, আমি প্রভু ও গুরু হইয়া যখন, তোমাদের পা' ধুইয়া দিলাম, তখন তোমাদেরও পরস্পরের পা' ধুইয়া দেওয়া উচিত। কেননা আমি তোমাদিগকে আদর্শ দিলাম ; আর আমি তোমাদের প্রতি যেমন করিয়াছি, তোমরাও যেন তদ্রূপ কর। আমি তোমাদিগকে সত্য সত্য কহিতেছি, দাস আপন প্রভু হইতে বড় নয়, ও প্রেরিত নিজ প্রেরণকর্ত্তা হইতে বড় নয়। ইহা যদি তোমরা বুঝ, তবে তাহা করিলে তোমরা ধন্য হইবে।" (যোহান ১৩ ; ৩—৫, ১২—১৭)।

৪। নম্র অন্তঃকরণের সহিত আমাদের প্রভুর নিকট এই প্রার্থনা করিব, তিনি যেন আমাকে সৎসাহসের সহিত ও উদ্যমের সহিত নম্রতা সাধনে সতত নিয়োজিত থাকিতে সাহায্য করেন।

৫। ধ্যান করিব ;—আমাদের প্রভু কেমন **জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষার** সহিত ইচ্ছা করেন যে, যাহারা তাঁহার, **তাহারা যেন নম্রতা**

অভ্যাস করে। এইজন্যই দুঃখ-ভোগে পড়িবার পূর্ব্বে তিনি তাঁহার প্রেরিতগণের নিকট একটি **চমৎকার আদর্শ** স্থাপন করিলেন, যেন তাঁহারা এই শিক্ষাটি কখনও না ভুলেন। যেশুত আমাকেও তাঁহার প্রেরিত হইতে মনোনীত করিয়াছেন, আর সেইজন্য আমার অন্তরেও এই পুণ্যটি দেখিতে বাঞ্ছা করেন। **অহঙ্কারে আমাদের কেমন মহা বিপদ ঘটায়,** এইটি তিনি যেমন জানেন, তেমনি **নম্রতা আমাদের জন্য কত আবশ্যকীয় ও মঙ্গল-জনক** তাহাও তিনি জানেন, আর আমাদের প্রতি তাঁহার যারপর নাই স্নেহ বলিয়াই তিনি আমাদের অন্তরে এই নম্রতা পুণ্যটি দেখিতে বাঞ্ছা করেন। আমরা যেন আমাদের প্রভুর এই পবিত্র শিক্ষাটি উত্তম হইতেও উত্তমরূপে বুঝিতে পারি, আর এই সুন্দর পুণ্যটি উপার্জ্জনের জন্য আগ্রহের সহিত সচেষ্ট থাকিতে পারি, এইজন্য তাঁহার কাছে সতত সাহায্য প্রার্থনা করিব।

৬। ধ্যান করিব ;—যেশু তাঁহার প্রেরিতগণের পা' ধুইতেছেন। তিনি অসীম মহিমাময়, ঈশ্বরের পুত্র। তিনি কি করিতেছেন তাঁহার এই কার্য্যটি দেখিব। এই কাজটিত সাধারণতঃ, **চাকর নফরের কাজ**। যাহারা মানুষের মধ্যে অতি দীনহীন অবস্থার লোক, মান সম্ভ্রমের হিসাবে অতি হেয় ও নগণ্যের ম॰ নীচ শ্রেণীর লোক, এই কাজ তাহারাই করে। আমাদের প্রভু কি করিলেন? যাহারা অতি দীনহীন অবস্থার লোক, মানুষের দৃষ্টিতে অতি নিম্ন শ্রেণীর লোক, তাঁহার অপেক্ষা যে কত নীচে বলা যায় না, সেই সকল লোকেরই পা' **তিনি নিজে** ধুইলেন! এমন স্থলে, আমরা যে নিজেদেরে অন্যদের অপেক্ষা উচ্চ মনে করি, অথবা **অন্য লোকের সেবার জন্য** কোন সামান্য কাজ করিতে হইলে, আমাদের মর্য্যদাহীন হইতে হইবে এমন যদি ভাবি, তবে

কেমন লজ্জার বিষয় হয়! অতএব আরো ঘনিষ্ঠভাবে আমাদের **ঈশ্বর প্রভুরই অনুকরণ** করিতে দৃঢ়-সঙ্কল্প হইব; কারণ আমাদের প্রভুইত বলেন, "প্রেরণকর্ত্তা হইতে প্রেরিত বড় নয়।"

৭। ধ্যান করিব;—আমাদের প্রভু **যিহুদারও পায়ের** কাছে! যেশু পূর্ব্বেই তাঁহার এই দুর্ভাগ্য প্রেরিতকে সাবধান করিয়াছেন। এখন তিনি যিহুদার পায়ের কাছে বসিয়া তাহার পা' ধুইয়া, মুছিয়া দিতেছেন; কিন্তু প্রভুর এমন প্রেমপূর্ণ অবনত ভাবেও যিহুদার অন্তর স্পর্শ করিল না; তাহার মনটা কঠিন ও অবিচলিত হইয়াই রহিল। যাহারা ঈশ্বরের অশেষবিধ মহা কৃপালাভ করিয়াও সেই **কৃপারাশির অপব্যবহার** করে, তাহাদের কেমন **পতন ঘটে**! তাহাদের অন্তর এমনি **কঠিন** হইয়া যায় যে, তাহাদের আর মনের পরিবর্ত্তন ঘটেনা; যিহুদাই ইহার ভয়ঙ্কর দৃষ্টান্ত! অতএব, ইহা দেখিয়া আমি সতর্ক ও সাবধান হইব; ইহাই যেন আমার মনের মন্দ প্রবৃত্তিগুলিকে সতেজে পরাভূত করিবার পথে নিয়া যায়, ও ঈশ্বরের প্রচুর কৃপারাশির সদ্ব্যবহার করিতে উদ্যোগী করিয়া তুলে, আমি প্রভুর কাছে এইজন্য প্রার্থনা করিব।

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে ভক্তিভরে যেশুর সহিত আলাপ করিব।

২১৫। পবিত্র এউখারিস্তিয়া সংস্থাপন।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঘটনাটি দেখিব ও প্রভুর শ্রীমুখের বাক্য শুনিব;— "আর তাহারা ভোজন করিতে করিতে যেশু রুটি লইয়া, আশীর্ব্বাদ করিয়া

ভাঙ্গিলেন ; এবং আপন শিষ্যদিগকে দিয়া কহিলেন, লইয়া খাও, ইহা আমার শরীর। পরে তিনি পান-পাত্র লইয়া প্রসাদ স্বীকার করিয়া তাহাদিগকে দিয়া কহিলেন ; ইহা হইতে সকলে পান কর। কেননা ইহা নূতন সন্ধির আমার রক্ত, যে (রক্ত) পাপমোচনের নিমিত্তে অনেকের জন্যে পাতিত হইবে সেই রক্ত।" (মাথেয় ২৬ ; ২৬—২৮)।

৪। নম্র অন্তরে আমাদের প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিব, তিনি যেন আমার অন্তরে, পবিত্র সাক্রামেন্তের প্রতি মহাভক্তি ও প্রেম উদ্দীপিত করিয়া দেন।

৫। ধ্যান করিব ; আমি নিজেও এই শেষ ভোজনে উপস্থিত রহিয়াছি, আর এই পবিত্র এউথারিস্তিয়া সংস্থাপন আমাকেও দেখান হইতেছে। মানুষের কাছে তাঁহার কি প্রত্যাশা করিবার ছিল, তাহা আমাদের প্রভু জানিতেন। এই সাক্রামেন্তে তিনি কেমন অনেকের অবিশ্বাস, অবহেলার ভাব, ও অকৃতজ্ঞ ভাব দেখিবেন ; আর অনেকে তাঁহার প্রেমের সাক্রামেন্তের কেমন অপবিত্র ভাবে ব্যবহার করিবে, তাহাও তিনি পূর্ব্বেই দেখিয়াছিলেন। তথাপি মানুষের কাছে থাকিতে ও যাহারা বিশ্বাস এবং প্রেম-ভক্তি সহকারে **তাঁহার নিকট আসে,** তাহাদের জন্য অক্ষয় আশীর্ব্বাদের উৎস ও উপায় হইতে,প্রতিদিন তাহাদের **আত্মার ভক্ষ্য হইতে** তিনি অন্য সকল অলৌকিক কার্য্য অপেক্ষাও অতি মহৎ-অলৌকিক এই কার্য্যটি নিত্য সম্পাদন করেন। এই প্রেমের সাক্রামেন্তে তিনি আমাকে যাহা দেখাইয়াছেন, তাহার পরিবর্ত্তে যেশুকে আমি কি **প্রতিদান** করিয়াছি, ইহাই চিন্তা করিব ; আমার **অকৃতজ্ঞ ভাবের** জন্য আমি অনুতাপ করিব। আমার অন্তরের ধন্যবাদ, প্রেম, ভক্তি-ভালবাসা, আর অন্য **সকলেও যেন তাঁহাকে ভালবাসে ও সম্মান দেয়,** এই আকাঙ্ক্ষাটি তাঁহারই কাছে উৎসর্গ করিয়া দিব। অবশেষে, কেবল আমার

নিজের নয়, কিন্তু অপর লোকেও তাঁহার প্রতি যে অকৃতজ্ঞভাব, ভক্তিহীনতা, ও অবজ্ঞার ভাব দেখাইয়াছে, যতদূর পারি, তাহার ক্ষতিপূরণ করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প হইব।

৬। ধ্যান করিব ;—অসীমজ্ঞানী ও প্রেম-ময় ভিন্ন অন্য কেহই এমন মহা আশ্চর্য্য উদ্দেশ্য স্থিরও করিতে পারিত না ; আর **অসীম শক্তিমান্** ভিন্ন কেহই এমন আশ্চর্য্য কার্য্য সংসাধনও করিতে পারিত না। নম্র অন্তরে বিশ্বাসের সহিত তাঁহারই পূজা করিব। আমাদের কৃপাময় ঈশ্বর আমাদের কাছে তাঁহার নিজেকে সমর্পণ করিয়া যে অতিলৌকিক কার্য্যসমূহ সম্পন্ন করিয়াছেন, সেই সমস্তের জন্য **প্রেম ও ভক্তিভরে** তাঁহার প্রশংসা কীর্ত্তন করিব। আমিও আর একবার আমার নিজেকে তাঁহারই কাছে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করিতে দৃঢ়-সঙ্কল্প হইব।

৭। ধ্যান করিব ;—এই ধন্য এউখারিস্তিয়া সংস্থাপনে আমাদের প্রভুর উদ্দেশ্যগুলি কি ছিল ? স্নেহময় পিতা যেমন তাঁহার সন্তানের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে চান ; তিনিও তেমনি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে চাহিলেন। আমাদের **বাধা বিঘ্নের সময়** সাহায্য করিতে, আমাদের **দুঃখের সময়** সান্ত্বনা করিতে, **সন্দেহের** সময় পরামর্শ ও উপদেশ দিতে, **প্রলোভন প্রতিরোধের জন্য** শক্তি দিতে, আমাদের **কার্য্যে আশীর্ব্বাদ** করিতে, সর্ব্বদাই আমাদের জন্য কিছুনা কিছু করিতে ইচ্ছা করিলেন। মঙ্গলময়, প্রেমময়, আবার এত জ্ঞানী ও শক্তিমান এমন একজন বন্ধু পাওয়া কেমন সুখের কথা ! ঈশ্বরের যে সন্তানের এইরূপ সাহায্যের অতি আবশ্যক, তাহার পক্ষে এমন সহায়তা কেমন মহামূল্য ধন সম্পত্তির স্বরূপ ! যে ইহা অবহেলা করে, সে কেমন নির্ব্বোধ ! ইহা ছাড়া আমাদের প্রভু আমাদেরই **আত্মার খাদ্য** হইতে, ও আমাদের অন্তরটি **তাঁহারই আবাসস্থল** করিয়া লইতে চাহিলেন ;

যেন আমরা পবিত্র হইয়া তাঁহারই সহিত একযোগে থাকিয়া **স্বর্গের জন্য** আরো অধিকতর প্রস্তুত হইতে পারি। তবে এমন অতিথির যথোপযুক্ত অভ্যর্থনার জন্য আমাদের যথাশক্তি চেষ্টা করা কর্ত্তব্য নয় কি? যিনি অসীম পবিত্র, অসীম মহিমাময় **তাঁহারই আবাসের জন্য** আমাদের অন্তরকে যতদূর সম্ভব উপযোগী করিয়া লওয়া কি কৃতজ্ঞতার জন্যও কর্ত্তব্য নয়? অতএব, আমি পবিত্রতা অভ্যাস করিব, এবং আমার অন্তরটি সকল রকম পূণ্যরাশিতে সাজাইয়া লইতে চেষ্টা করিব।

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে ভক্তিভরে যেশুর সহিত আলাপ করিব।

২১৬। যেশুর আদেশ, "তোমরা পরস্পরকে প্রেম কর।"

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। যেশুর শ্রীমুখের আদেশবাণী শুনিব; পবিত্র এউখারিস্তিয়া সংস্থাপনের পর যেশু আরো একবার তাঁহার ঈশ্বরত্বের সম্বন্ধে নিশ্চয়ভাবে প্রকাশ করিয়া তাঁহার প্রেরিতবর্গের নিকট বিদায় লইতে লইতে বলিলেন; "আমি এক নূতন আজ্ঞা তোমাদিগকে দিতেছি যে, তোমরা যেন পরস্পরকে প্রেম কর, যেমন আমি তোমাদিগকে প্রেম করিয়াছি, তেমনি তোমরাও যেন পরস্পর প্রেম কর, ইহাতে সকলে বুঝিবে যে, তোমরা আমার শিষ্য, যদি তোমরা পরস্পরের প্রতি প্রেম রাখ।" (যোহান ১৩; ৩৪—৩৫)।

৪। নম্র অন্তকরণে আমাদের প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিব, তিনি যেন আমার অন্তরে তাঁহার বাক্য পালনের জন্য দৃঢ়-সঙ্কল্প উদ্দীপিত করিয়া দেন।

৫। ধ্যান করিব ;—আমাদের প্রভু কেমন আগ্রহের সহিত চান, যে, তাঁহার শিষ্যগণের অন্তরগুলি যেন **প্রেমেই** অধিকার করিয়া রাখে ; বিশেষভাবে তাঁহার প্রেরিতগণের অন্তরে যেন প্রেমই রাজত্ব করে। তাঁহার কথাগুলি তাঁহার অন্য কোন ইচ্ছাই প্রকাশ করে না ; কিন্তু একটি দৃঢ় আদেশই প্রকাশ করে ; আর এইটিই তাঁহার মর্ত্ত্য-জীবনের শেষ অনুরোধ। তিনি অতি আগ্রহের সহিত বারবার এই প্রার্থনা করেন যে,তাহার প্রেরিতগণ ও তাঁহাতে বিশ্বাসীগণ সকলে যেন প্রেমের বন্ধনে ঘনিষ্ঠ-ভাবে একযোগে আবদ্ধ থাকে। এই পরস্পর প্রেমেই আবদ্ধ থাকিতে তিনি জেদ্ করিয়া বলেন, আর জগতের লোক তাঁহার প্রকৃত শিষ্যগণকে যাহা দ্বারা চিনিতে পারিবে প্রেমই তাহার লক্ষণ বলিয়া ঘোষণা করেন। যে প্রেম যেশুর অন্তরের এত প্রিয়, সেই প্রেম লাভের জন্য আমার নিজেকে নিয়োজিত করা যে কেমন আবশ্যক, প্রভুর এই বাক্যেই ইহা কি আমার হৃদ্বোধ হইবে না ? আমার কার্য্যে, চিন্তায়, কথায়, ভালমন্দ বিচারে সর্ব্ববিষয়ে সম্পূর্ণরূপে ইহাই অভ্যাস করিতে আমি কি চেষ্টা করিব না ? যেশু আমাকে কি তাঁহার প্রকৃত শিষ্য বলিয়া চিনিতে পারেন ?

৬। ধ্যান করিব ;—আমাদের প্রভু **প্রেম অভ্যাসের** জন্য কেমন একটি উন্নত আদর্শ আমাদের কাছে প্রস্তাব করেন। প্রতিবাসীকে আমাদের আত্মতুল্য প্রেমকরা ছিল পুরাতন আজ্ঞা ; যেশু আমাদিগকে উহা অপেক্ষাও পূর্ণ ও সিদ্ধাবস্থার একটি আজ্ঞা দিতেছেন ; তিনি যেমন আমাদিগকে ভালবাসিয়াছেন, তেমনি একজন অন্যজনকে ভালবাসিতে হইবে। যেশু মানবগণকে কিরূপ ভালবাসিয়াছেন ? তিনি ভাল বাসিয়াছেন **অতিলৌকিক** প্রেমের সহিত ; মানুষের মধ্যে তাঁহার স্বর্গস্থ পিতার যে প্রতিমূর্ত্তি ও সাদৃশ্য আছে, তাহাই ভালবাসিয়াছেন ; তিনি মানুষকে বিশ্ব-জনীন প্রেমের সহিত ভালবাসিয়াছেন, ইহার

মধ্যে তাঁহার অতি ঘোর শত্রুগণও আছে। বড়ই করুণা ও ধৈর্য্যের সহিত তিনি তাহাদিগকে ভালবাসিয়াছেন। তাহাদের অজ্ঞতা, অশিষ্টতা, নানাদোষ, এমন কি, তাহাদের নানাপাপ সত্ত্বেও তাহারা তাঁহার অসীম দয়ার পাত্র; তিনি তাহাদিগকে নিরতিশয় **নিঃস্বার্থ** ও **আত্মত্যাগপূর্ণ** প্রেমের সহিত ভালবাসিয়াছেন। তিনি মানবগণের শিক্ষার জন্য নিজেকেই উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহাদেরই জন্য তিনি এই জগতের যত সুখ স্বচ্ছন্দতা পরিত্যাগ করিয়া সকল রকমে বাধ্যতা, হীনতা ও দীনতার জীবন অবলম্বন করিয়াছিলেন; যত কঠোর দুঃখ কষ্ট হউক, যতদূর অবনতভাব ও হীনতা হউক, মানুষের জন্য তিনি সেই সকলই সহ্য করিতে পশ্চাৎ-পদ হন নাই। মানুষের জন্য তিনি তাঁহার দেহের শেষ **শোণিত বিন্দুটি** পর্য্যন্ত পাত করিয়া ক্রুশের উপর প্রাণ দিলেন। আমি যদি আমার নিজের স্বার্থই কেবল খুজি, অন্যের মঙ্গলের জন্য আবশ্যকমত আমি যদি আমার সুখ স্বচ্ছন্দতা, আমোদ প্রমোদ পরিত্যাগ করিতে না পারি, তবে আমি তাঁহার শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিবার কেমন অযোগ্য?

অতএব, আমি এই স্বর্গীয় আদর্শের আলোকে আমার আত্ম-পরীক্ষা করিয়া ঈশ্বরের কৃপার সাহায্যে সৎ-সাহসের সহিত তাঁহারই পদানুসরণ করিয়া চলিতে দৃঢ়সঙ্কল্প করিব।

৭। পরিশেষে, ভক্তিভরে এই বিষয়ে যেশুর সহিত আলাপ করিব।

২১৭। যেশুর গেথ্‌সেমানীতে গমন

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঘটনাটি দেখিব, এবং প্রভু শ্রীমুখের বাক্য শুনিব। "তখন যেশু গেথ্‌সেমানী নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া, তাহাদিগকে কহিলেন, আমি যতক্ষণ ঐ স্থানে গিয়া প্রার্থনা করি, তোমরা ততক্ষণ এইস্থানে বসিয়া থাক আর তিনি পেত্রকে এবং জেবেদেয়ের দুই পুত্রকে সঙ্গে লইয়া গিয়া, দুঃখার্ত্ত ও বিষণ্ণ হইতে লাগিলেন, তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন ; আমার আত্মা মর্ম্মান্তিক বিষণ্ণ হইতেছে, তোমরা এই স্থানে থাক, এবং আমার সঙ্গে জাগরণ কর।"

(মাথেয় ২৬ ; ৩৬—৩৮)

৪। নম্রঅন্তঃকরণের সহিত আমাদের প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিব, তিনি যেন আমার পাপগুলির জন্য গভীর দুঃখ ও সেইগুলির প্রায়শ্চিত্ত সাধনের জন্য আমার অন্তরে সরল আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত করিয়াদেন।

৫। ধ্যান করিব ;—আমার প্রতি আমাদের প্রভুর কেমন মহাপ্রেম। সেই গেথ্‌সেমানী বাগানে তাঁহার জন্য যে সকল দুঃখ-ভোগ ও যাতনা অপেক্ষা করিয়া আছে, তাহা তিনি জানেন। সেখানে তাঁহার কেমন নিদারুণ **দুঃখ-কষ্ট** ও **যাতনা** ও **হীনতা** আরম্ভ হইবে, আর সেই সকল ভয়ঙ্কর দুঃখ-যাতনায় মানুষের স্বভাবজাত ভয়ে তাঁহাকে কত কাতর করিয়া ফেলিবে! তাহা হইলেও, যে পরিত্রাণের কার্য্য-সাধনের জন্য তিনি এই জগতে আসিয়াছিলেন, তাহা হইতে কিছুতেই তাঁহাকে **নিবৃত্ত** করিতে পারিবে না। দুঃখ, কষ্ট, যাতনা ও লাঞ্ছনার ভয় হইতে তাঁহার প্রেম ও স্নেহ বহু অধিক। আমার জন্য ইহা কেমন উচ্চ ও সুন্দর আদর্শ-দৃষ্টান্ত। যেশুর প্রতি আমার **প্রেম-ভক্তি** কম বলিয়া আমার কেমন লজ্জিত হওয়া উচিত? আমার উপর যদি একটু দুঃখ-কষ্ট আসে, তবে আমি আমার উত্তম সঙ্কল্পগুলির মত কাজ করিতে পারি না ; হয়ত, পাপেই পড়িয়া যাই। আমার এই সৎ-সাহসের অভাবের জন্য আমার

অন্তরকে **নত ও নম্র** করিয়া আমাদের প্রভুর নিকট এই প্রার্থনা করিব, আমি যেন ভবিষ্যতে আরো অধিক সাহসী ও উদ্যোগশীল হই।

৬। ধ্যান করিব ;—কোন্ কোন্ কারণে যেশুর অন্তরকে প্রাণান্তক দুঃখার্ত্ত করিয়াছিল। প্রথমতঃ, একটি কারণ তাঁহার নিজের দুঃখ-যাতনা আর তাঁহার পবিত্রা জননীর নিদারুণ কষ্ট। দ্বিতীয়তঃ, মানবগণের নানাবিধ পাপের দৃশ্য। তিনি তাঁহার স্বর্গস্থ পিতাকে যেরূপ প্রেম করিতেন, সেই প্রেমের **পরিমাণ** আমরা করিতে পারিনা ; সেই প্রেম যে কেমন তাহাও আমরা বুঝিতে পারিনা। তাই তিনি তাঁহার পিতার অসীম মহিমা আর মঙ্গলময় ভাবের উপর তাঁহারই জীবগুলি রাশি রাশি **পাপের** দ্বারা এমন নীচতার সহিত নিয়তই অত্যাচার করিতেছে দেখিয়া তাঁহার কেমন মহা যন্ত্রণাজনক দুঃখই না হইয়াছিল। আমার ত্রাণকর্ত্তার অন্তরে এই তীব্র-যাতনা দেওয়ার মধ্যে আমারও ত অংশ রহিয়াছে ; আমি সেই বিষয়ে চিন্তা করিব। অনুতাপ করিয়া **ক্ষমা** প্রার্থনা করিব, আর পাপের প্রতি আমার অন্তরের **ঘৃণা** উদ্দীপিত করিব। তৃতীয়তঃ, আমাদের প্রভুর দুঃখের কারণ এই, যে অসংখ্য অসংখ্য আত্মাগুলিকে তিনি কত **আগ্রহের** সহিত ভালবাসেন, যাহাদের জন্য তিনি **ক্রুশের উপর** নিজের প্রাণ দিতেছেন, আর উহারাই ইচ্ছাপূর্ব্বক অনন্ত-নরকের দিকে যাইতেছে! এই আত্মাগুলির বিনাশের জন্য তাঁহার দুঃখ। আমি যেশুর কাছে আগ্রহের সহিত প্রার্থনা করিব, আমার জন্য তাঁহার যে দুঃখ-ভোগ ও মৃত্যু সহ্য করিতে হইয়াছে, তাহা যেন নিষ্ফল না হয়।

৭। পরিশেষে, এই বিষয়ে ভক্তি ভরে যেশুর সহিত আলাপ করিব।

২১৮। গেথ্‌সেমানী বাগানে আমাদের প্রভুর যাতনা।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঘটনাটি দেখিব, আর প্রভুর শ্রীমুখের কথা শুনিব ;—"আর তিনি কিঞ্চিৎ অগ্রে গিয়া, উবুড় হইয়া পড়িয়া, এই বলিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন ; হে আমার পিতঃ যদি সম্ভব হয়, তবে আমা হইতে এই-পাত্র চলিয়া যাউক ; তথাপি আমার যেমন ইচ্ছা তেমন নয়, তবে তোমার যেমন ইচ্ছা তেমন হউক ;—তখন স্বর্গ হইতে এক দূত তাঁহাকে দর্শন দিয়া, তাঁহাকে আশ্বাস দিল এবং তিনি মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় মগ্ন হইয়া অধিক বিস্তারিতরূপে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন ; তাঁহার ঘর্ম্ম ফোটা ফোটা রক্ত বিন্দুর মত গড়াইয়া গড়াইয়া ভূমিতে পড়িতে লাগিল। মাথেয় ২৬ ; ৩৯। লুক ২২ ; ৪৩—৪৪)।

৪। নম্র-অন্তরে এই কৃপা প্রার্থনা করিব, আমি যেন আমাদের প্রভুকে আরো ভালরূপে জানিতে পারি, তাঁহাকে প্রেম-ভক্তি করিতে পারি, আর তাঁহারই অনুকরণ করিয়া চলিতে পারি।

৫। ধ্যান করিব ;—অকথ্য দুঃখভোগ করিতে হইবেই দেখিয়াও যেশু কেমন সম্পূর্ণরূপে, **আত্মত্যাগ সহকারে** তাঁহার স্বর্গস্থ পিতারই ইচ্ছার উপর সমস্ত ভার সমর্পণ করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন। দুঃখ কষ্ট যতই হউক না কেন, যেশু তাঁহার **পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করিতেই দৃঢ়-সঙ্কল্প** করিয়াছেন। আমি সেই কৃপাটির জন্য প্রার্থনা করিব যাহাতে ঈশ্বরের পবিত্র বিধানের মহত্ত্ব ও মঙ্গলময়-ভাব আর তাঁহার অসীমজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করিয়া, আমি যেন ঈশ্বরেরই ইচ্ছামত সম্পূর্ণরূপে আত্মত্যাগ স্বীকার করিয়া নতভাবে, বশ্যতার সহিত, প্রেম-ভক্তি-ভরে সকল রকম দুঃখ কষ্টই আলিঙ্গন করিতে পারি।

৬। ধ্যান করিব,—যে যাতনায় তাঁহার দেহ হইতে রক্ত-ঘর্ম্ম ঝরিয়া ভূমিতে পড়িতেছিল, **পবিত্রহৃদয়ের** সেই **যাতনা** না জানি কেমন কঠোর! আমারই জন্যত তাঁহার এই যাতনা ও দুঃখভোগ! তাঁহার দুঃখে আমি দুঃখিত হইব, তাঁহাকে ধন্যবাদ করিব। আমার ত্রাণকর্ত্তার যাতনায় যে **আমারও অংশ আছে,** ইহা চিন্তা করিব। সরলভাবে অনুতাপ করিয়া পাপ যে কেমন মহা ভয়ঙ্কর! এই ভয়টি আমার অন্তরের মধ্যে নূতনভাবে উদ্দীপিত করিয়া তুলিব। আমাদের প্রভু যে মহা দৃষ্টান্ত রাখিয়াছেন, তাহা হইতে মঙ্গলকর বিষয়সমূহ উদ্ধার করিয়া লইব। অতীব তীব্র ও গভীর দুঃখেও তাঁহাকে প্রার্থনা **ত্যাগ করাইতে** পারে নাই; বরং তাহাতে তাঁহাকে আরো অধিক **প্রার্থনা করিতে উত্তেজিত** করিল। কতবার হয়ত, দুঃখ কষ্ট দেখা দিতেই আমি প্রার্থনায় শিথিল হইয়া গিয়াছি; আর যে প্রার্থনা **শক্তি ও সান্ত্বনার মূল** সেই প্রার্থনাই পরিত্যাগ করিয়াছি।

৭। ধ্যান করিব;—যে স্বর্গদূত আমাদের প্রভুকে সান্ত্বনা দিতে আসিয়াছিল, তাহার কার্য্য-ভার-টি কেমন সুন্দর। সেই দূত অলস ও অবহেলার ভাবে ঐ কার্য্যটি সম্পন্ন করিয়াছিল বলিয়া কি মনে করিতে পারি? প্রকৃতই সেই দূত নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিবার জন্য যথাশক্তিতে কার্য্যটি সাধন করিয়াছেন। এই রকম যাহাদিগকে যেশু তাঁহার নিজের লোক হইতে বিশেষভাবে মনোনীত করিয়াছেন, তাহাদের নিকট হইতেও সান্ত্বনা পাইবার আশা করেন। বহুলোক **দুষ্টতা ও অকৃতজ্ঞতা** দ্বারা তাহাকে যে দুঃখ দিয়াছে, তাহার জন্য তিনি চান, আমার **জ্বলন্ত আগ্রহে, প্রেম ও ভক্তিতে,** এবং **নানা পুণ্যাচরণ অভ্যাস করণ দ্বারা** আমি যেন তাঁহাকে সান্ত্বনা

দেই। এই কার্য্যভারটি কেমন মহৎ ও শ্রেষ্ঠ! কত আগ্রহ, ব্যাকুলতা ও কৃতজ্ঞতার সহিত এই কার্য্য সম্পন্নের জন্য আমার দৃঢ়-সঙ্কল্প হওয়া উচিত!

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে যেশুর সহিত ভক্তিভরে আলাপ করিব।

২১৯। যেশুর চেতনাবাক্য,

"জাগিয়া থাক, ও প্রার্থনা কর।"

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। প্রভুর শ্রীমুখের বাক্য মনে মনে শুনিব। "এবং প্রার্থনা হইতে উঠিয়া আপন শিষ্যদের নিকট আসিয়া দেখিলেন যে, তাহারা বিষাদের ভরে নিদ্রা যাইতেছে;—অনন্তর তিনি আপন শিষ্যদিগকে নিদ্রা যাইতে দেখিয়া পেত্রকে কহিলেন; এইরূপ তবে তোমরা এক ঘণ্টা আমার সঙ্গে জাগিয়া থাকিতে পারিলে না? জাগরিত হইয়া থাক, ও প্রার্থনা কর, যেন পরীক্ষাতে না প্রবেশ কর, আত্মা ইচ্ছুক বটে কিন্তু শরীর দুর্ব্বল।" (লুক্ ২২; ৪৫। মাথেয় ২৬; ৪০—৪১)।

৪। নম্র অন্তরের সহিত প্রার্থনা করিব, তিনি যেন আমার অন্তরে দৃঢ়-সঙ্কল্প উদ্দীপিত করিয়া দেন, আর আত্মিক পুণ্য অভ্যাসে কখনও যেন অবহেলা করিতে না দেন।

৫। ধ্যান করিব;—যখন আমাদের প্রভুর শত্রুগণ তাঁহার বিরুদ্ধে খুব পাকাপাকি করিয়া ষড়যন্ত্র করিতেছিল, তখন তাঁহার অতি প্রিয়তম বন্ধুগণও তাঁহার সঙ্গে **একঘণ্টাকালও** জাগিয়া থাকিয়া তাঁহার

প্রতি তাহাদের প্রেম ও অনুরাগ দেখাইল না। ইহাতে আমাদের প্রভু অন্তরে কেমন বেদনা বোধ করিলেন! হয়ত, তখন তিনি আমারও কথা ভাবিয়াছিলেন; আমার কেমন অপ্রেমের ভাব, প্রার্থনাতে ও আত্মিক পুণ্যসমূহ সাধনে আমার কেমন অবহেলার ভাব! তিনি এখন কি আমার কাছে বলিতে পারিতেন না, "আমি তোমাকে এত ভালবাসিয়াছি, তোমার জন্য এত করিয়াছি; আমি তোমাকে আমার প্রিয়তম বন্ধুগণের স্থান দিয়াছি, এমন কি, আমি **তোমাকে আমার প্রেরিত করিয়াছি,** আর তুমি কিনা আমাকে এত কম ভালবাস যে, যখন আমার শত্রুগণ আমার প্রতি অত্যাচার করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে, তখন তুমি আমাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য আগ্রহের সহিত প্রার্থনায় একটু সময়ও কাটাইতে পারিলেনা?" তাহা হইলে আমি তাঁহাকে কি উত্তর দিতাম?

৬। আমাদের প্রভুর বাক্যগুলি ধ্যান করিব; "জাগরিত হইয়া থাক, ও প্রার্থনা কর। যেন পরীক্ষাতে না প্রবেশ কর, আত্মা উদ্যত বটে, কিন্তু শরীর দুর্ব্বল।" এই চেতনা বাক্যে মনোযোগ না দেওয়াতে পবিত্র পেত্র ও প্রেরিতগণের কি অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিব। তাঁহাদের ঈশ্বর প্রভুকে তাঁহারা সত্য সত্যই ভালবাসিতেন। অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই তাঁহারা প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, প্রভুকে ছাড়িয়া যাওয়া অপেক্ষা বরং যে কোন রকম দুঃখ কষ্টই ঘটুক না কেন, তাঁহারা সমস্তই সহ্য করিবেন। তাঁহারা নিজ নিজ শক্তির উপর নির্ভর করিয়াই জাগরিত থাকিয়া প্রার্থনা করেন নাই। তাহার ফল এই হইল যে, প্রথম কষ্টটুকু আসিতেই তাঁহারা সকলে পড়িয়া গেলেন। অতএব, আমি এই বিষয়টি মনে রাখিব, আমি **কেমন দুর্ব্বল,** আর আমার আত্মার শত্রু কেমন চতুরও বলবান্! আমিত প্রেরিতগণের অপেক্ষাও সবল নই, আর তাঁহারা প্রভুকে যেমন ভালবাসিতেন, আমার মনে প্রভুর প্রতি তেমন আগ্রহপূর্ণ প্রেম ভক্তিও

নাই। আমি যে কেমন দুর্ব্বল তাহা আমিত কতবারই বুঝিয়াছি! তবে আমার চক্ষু, জিহ্বা, মনের চিন্তা ও অনুরাগ প্রভৃতির দিকে নিয়ত মনোযোগের সহিত দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইবে; আর **প্রলোভন** জয় করিতে শক্তিলাভের জন্য নিয়ত প্রার্থনা করা আমার জন্য অত্যন্ত আবশ্যক নয় কি? যিনি দুর্ব্বলের বল্ তাঁহারই উপর অবনত ভাবে বিশ্বাস ও নির্ভর রাখিয়া ঈশ্বরের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করিব, তাঁহারই কৃপায় আমি জাগরিত থাকিবার সঙ্কল্পটি পুনরুদ্দীপ্ত করিয়া, অতি আগ্রহের সহিত আত্মিক পুণ্য অভ্যাস করনে নিরত থাকিব।

৭। পরিশেষে, ভক্তিভরে প্রভু যেশুর সহিত এই বিষয় আলাপ করিব।

২২০। যেশুকে শত্রুরা ধরিল।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঘটনাটি দেখিব এবং প্রভুর শ্রীমুখের কথা শুনিব;— "অতএব যিহুদা এক কহরস্ (সৈন্যদলকে) লইয়া ও মহা যাজকদের ও ফারিশিদের নিকট হইতে, ভৃত্যলোক লইয়া লণ্ঠন ও মশাল ও অস্ত্রের সহিত সেইস্থানে আসিল। অতএব যেশু আপনার যাহা যাহা ঘটিবে, সমস্ত জানিয়া অগ্রসর হইলেন, এবং তাহাদিগকে কহিলেন; তোমরা কাহার অন্বেষণ করিতেছ? তাহারা তাঁহাকে উত্তর করিল; নাজারেতীয় যেশুর। যেশু তাহাদিগকে কহিলেন; আমিই সেই। তাঁহাকে যে ধরাইয়া দেয়, সেই যিহুদাও তাহাদের সহিত দণ্ডায়মান ছিল। কিন্তু তিনি যেই তাহাদিগকে কহিলেন, "আমিই সেই" অমনি তাহারা পিছাইয়া

ভূমিতে পড়িল; অতএব কুহরস্ (সৈন্যদল) ও সেনাপতি ও যিহুদীদের ভৃত্যেরা যেশুকে ধরিল এবং তাহাকে বান্ধিয়া ..লইয়া গেল,—তখন শিষ্যেরা সকলে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।" (যোহান ১৮; ৩—৬, ১২। মাথেয় ২৬; ৫৬)।

৪। নম্র অন্তরের সহিত আমাদের প্রভুর নিকট এই সাহায্য প্রার্থনা করিব, আমি যেন আমার পাপগুলির জন্য দুঃখ বোধ করি।

৫। ধ্যান করিব;—শত্রু হস্তে নিজেকে ধরা দিবার পূর্ব্বে যেশু তাঁহার শত্রুগণকে নিজের ক্ষমতার বিষয়ে কেমন বিস্ময়-জনক প্রমাণ দেন। ইহার দুইটি কারণ; প্রথমতঃ, তাহারা যে দুষ্কর্ম্মটি করিতে উদ্যত হইয়াছে তাহার জন্য সাবধান করিতে, আর দ্বিতীয়তঃ, তিনি নিজে স্ব-ইচ্ছায়ই যে এই সমস্ত দুঃখ-কষ্ট-ভোগ গ্রহণ করিলেন, তাহাই স্পষ্টভাবে বুঝাইবার জন্য। যিহুদাও অন্যান্য লোকদের সঙ্গে সঙ্গে পিছাইয়া ভূমিতে পড়িল, কিন্তু তাহার ঈশ্বর প্রভু যে, তাহাকে কেমন প্রেমভাবে **সাবধান** করিলেন, তাহাতে সে মন দিলনা; তাঁহার প্রেমের কত **অসংখ্য প্রমাণ** সে দেখিয়াছে, সেই বিষয়ে তাহার জ্ঞান হইল না; এখন আমাদের প্রভুর **ভয়ঙ্কর শক্তির** একটু প্রকাশ দেখিয়াও তাহার চেতনা হইল না। সুতরাং চিন্তা করিব, যে ব্যক্তি ঈশ্বরের বিশেষ বিশেষ কৃপাসমূহের অপব্যবহার করে, সেই **পাপীর অন্তর** কেমন বিষম কঠিন হইয়া যায়! ঈশ্বরের প্রেম কিম্বা ভয়ানক দণ্ড-ভয়েও তাহার অন্তরে কোনরূপ দাগ বসে না। ঈশ্বরের সন্তান হইয়া, তাঁহার পরিচারক হইয়া কেহ যদি নিজের **কামনার** প্রশ্রয় দেয়, তবে সেও কি ঠিক যিহুদার মতই হয় না? এই দুর্ভাগ্য লোকটি ঈশ্বরের কেমন **মহা প্রেম** তাহা জানে; পাপীর জন্য ঈশ্বরের কেমন **ভয়ঙ্কর-দণ্ড** তাহাও জানে; সে বহুবার অন্য অন্য লোকের কাছেও এই বিষয় প্রচার করিয়াছে; এই

কথায় **সাংসারিক-মনা** লোকের মন-পরিবর্ত্তন ঘটাইলেও তাহার অন্তরে কিন্তু কোন ফল হইল না। অতএব, আমি প্রার্থনা করিব। হে কৃপাময় ঈশ্বর, যে সকল বিষয়ে আমাকে এই রকম অবস্থায় নিয়া ফেলে, সেই সকল বিষয় হইতে আমাকে রক্ষা কর।

৬। ধ্যান করিব ;—যেশু নিজেই কেমন এই সমস্ত নীচমনা লোকদেরে মহা-অপরাধীর মত আপনাকে **বাঁধিতে, অপমান ও প্রহার** করিতে দিলেন! তাঁহার মুখ হইতে একটি ও রাগের কথা বাহির হইল না। তিনি তাহাদিগকে শাস্তি দিতে পারিতেন ; যাহাতে তাহারা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহার পায়ে পড়ে, তেমন করিতে পারিতেন ; কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি তাহাদিগকে কেবল **সাবধান** করিয়াদিলেন, আর তাহাদের জন্য প্রার্থনা করিলেন। ইহা আমার পক্ষে কেমন একটি উত্তম দৃষ্টান্ত! যেশুত অনন্ত মহিমাময়, সমস্ত সম্মান ও গৌরব তাঁহারই ; আর তিনি **ধৈর্য্যের** সহিত ও **প্রেমভরে** এই সকল অত্যাচার আমারই জন্য সহ্য করিলেন। আমিত কেবল একজন নিরুপায় পাপী, সকলের ঘৃণার পাত্র। তাহা হইলেও আমি হয়ত আমাদের প্রভুর জন্য অতি সামান্য একটু কষ্টও সহ্য করিতে ইচ্ছুক নই। অতএব, ভবিষ্যতে আরো সৎ-সাহসী হইতে দৃঢ়-সঙ্কল্প করিব ; আর নম্রতা, মৃদুশীলতা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি পুণ্যগুলি অভ্যাস করিতে করিতে আরো ঘনিষ্ঠভাবে আমার ঈশ্বর প্রভুর অনুকারী হইতে চেষ্টা করিব।

৭। পরিশেষে, ভক্তিভরে এই বিষয়ে যেশুর সহিত আলাপ করিব।

২২১। আমাদের প্রভুর সহিত যিহুদা বিশ্বাস-ঘাতকতা করে।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঘটনাটি দেখিব ;—যিহুদা আমাদের প্রভুর মনোনীত বারজন শিষ্যের একজন। **অর্থলালসার** জন্য তাহার ঈশ্বর প্রভুকে যিহুদিদিগের প্রধান লোকদের কাছে বিক্রয় করিয়া ফেলিল ; আর তাহাদের নিকট হইতে একদল অস্ত্রধারী সৈন্য লইয়া গিয়া যেশুকে তাহাদের হাতে ধরাইয়া দিল ! কিন্তু কাজটি যখন শেষ হইয়া গেল, তখন সে তাহার বিশ্বাস-ঘাতকতার মূল্য হাতে পাইল ; তখন সে যে কি ঘোরতর অপরাধ করিয়াছে, তাহা টের পাইতে লাগিল। যাহাদের নিকট হইতে সে টাকা পাইয়াছিল, তাহাদের কাছে এই কথা বলিয়া টাকা ফিরাইয়া দিতে গেল ; "কহিল নির্দ্দোষ রক্ত সমর্পণ করিয়া, আমি পাপ করিয়াছি।" কিন্তু তাহারা তাহাকে বলিল, আমাদের কি ? তুমিই তাহা দেখিও। পরে সে রৌপ্য মুদ্রাগুলি মন্দিরের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া প্রস্থান করিল ; এবং যাইয়া, গলায় দড়ী দিয়া মরিল।" (মাথেয় ২৭ ; ৪—৫)।

৪। নম্র অন্তঃকরণের সহিত প্রার্থনা করিব, তিনি যেন কৃপা করিয়া আমাকে আমার রিপু ও প্রবৃত্তি নিগ্রহের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দেন।

৫। ধ্যান করিব ;—যিহুদা প্রেরিতগণের একজন হইয়া যেশুর সহিত কেমন অন্তরঙ্গ-ভাবে থাকিয়া, প্রতিদিন তাঁহার পবিত্র শিক্ষা ও উপদেশগুলি শুনিত, আর তাঁহার মহৎ দৃষ্টান্ত সকল নিয়ত দেখিত। তথাপি একটু একটু করিয়া সে কেমন ভয়ঙ্কর **অপরাধের** মধ্যে আসিয়া পড়িল !

সে তাহার অন্তরের মধ্যে **ধনসম্পত্তির আকাঙ্ক্ষা** ও **অর্থ লোভকে** আসিতে দিয়াছিল। ইহাতেই তাহাকে চোর করিয়া তুলিল ; তাহার বিবেককে অন্ধকার করিয়া ফেলিয়া, সেই অন্ধকারটাকে এমনই বাড়াইয়া তুলিল যে, সে তাহার কৃপাময় প্রভুকেই **বিশ্বাসঘাতকতা** করিয়া শত্রুর হাতে ধরাইয়া দিল! এই কথাটি স্মরণ রাখিব, যে কোন রকমের মন্দ-প্রবৃত্তিই হউক না কেন, উহাকে দমন না করিলে, আমাদের মধ্যেও ঐ রকম ফলই উৎপাদন করিবে ; আর আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে **আত্মিক-ধ্বংসের** মধ্যে নিয়া ফেলিবে। যত পবিত্রকার্য্যের জন্যই আমরা আহূত হইয়া থাকিনা কেন, আর ঈশ্বর হইতে বিশেষ বিশেষ যত কৃপাই লাভ করিনা কেন, তাহাতেও আমাদের উদ্ধার নাই। অতএব, আত্ম-পরীক্ষা করিয়া দেখিব, আমার অন্তরের মধ্যে অহঙ্কার, ক্রোধ, হিংসা ও ইন্দ্রিয়াসক্তি প্রভৃতি লুকাইয়া আছে কিনা। ইহার কোনটা যদি লুকাইয়া থাকে, তবে অতি দৃঢ়তার সহিত এই সঙ্কল্প করিব যে, ঈশ্বরের কৃপায় সেইটিকে সম্পূর্ণরূপে জয় না করা পর্য্যন্ত আর বিশ্রাম করিব না।

৬। ধ্যান করিব ;—যে অর্থের জন্য যিহূদার এত লোভ ছিল, সে যখন এমন গুরুতর অপরাধ করিয়া সেই অর্থ লাভ করিল, তখন তাহার কোনই সুখ হইলনা ; বরং এই অর্থের প্রতি তাহার **ঘৃণা** জন্মিল ; এই অর্থই তাহার **মহাদুর্গতির মূল** হইল। যাহারা নিজেদের মন্দ-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে চায়, তাহাদের এই রকমই ঘটিয়া থাকে। তাহারা যেমনটি চায়, ঠিক সেইটি পাইতে না পাইতেই সেইটির জন্য তাহারা নিজেদেরে কেমন অসুখী ও দুর্গতিগ্রস্থ মনে করে ; তাহাদের মনস্তাপ ছাড়া আর কিছুই থাকে না ; নিজেদেরে **অধঃপতিত** দেখে আর ঈশ্বরের দণ্ডের ভয়ে অস্থির হইয়া থাকে। অতএব, আমাদের রিপু ও কামনাগুলিকে নিগ্রহ করিয়া দমন রাখা আরো কত বেশী ভাল কথা।

তাহা করিলেই আমরা প্রকৃত সুখ শান্তি লাভ ও ভোগ করিতে পারিব। এই জন্য যথোচিত দৃঢ়-সঙ্কল্প করিব।

৭। ধ্যান করিব ;—যিহুদা কেমন ঘোর নিরাশ ও হতাশ অবস্থার মধ্যে পড়িল! সে যদি তাহার প্রবৃত্তির বশে না চলিয়া সরলভাবে অনুতাপ করিতে করিতে যেশুর পায়ে পড়িত, তবে আমাদের **ত্রাণকর্ত্তার** কৃপাপূর্ণ অন্তরখানি যে, তাহার জন্য খুলিয়া যাইত, আর সে ক্ষমা লাভও যে করিত ; এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমার **ত্রাণকর্ত্তার** কৃপারাশি আমি কতবার পাইয়াছি, ইহা স্মরণ রাখিব। ইহার জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিয়া তাঁহার কাছে বিশ্বস্ত থাকিতে সঙ্কল্প করিব।

৮। পরিশেষে, এই বিষয় যেশুর সহিত ভক্তিভরে আলাপ করিব।

২২২। যেশু মহা-যাজকের সম্মুখে।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঘটনা দেখিব; প্রভুর শ্রীমুখের কথা শুনিব। "প্রথমতঃ আন্নাসের নিকটে লইয়া গেল ; কারণ যে কায়িফাস সে বৎসরের মহা-যাজক ছিল, সে তাহার শ্বশুর ; . এদিকে মহাযাজক যেশুকে তাঁহার শিষ্যদের ও তাঁহার শিক্ষার বিষয় জিজ্ঞাসা করিল, যেশু তাহাকে উত্তর করিলেন, আমি প্রকাশ্যভাবে লোকদের সহিত কথা কহিয়াছি ; আমি সতত "সীনাগোগায়" ও মন্দিরে, যিহুদীরা সকলে যেখানে মিলিত হয়, এমন সকল স্থানে শিক্ষা দিয়াছি, এবং গোপনে কিছুই বলি. নাই। আমায় কেন জিজ্ঞাসা করেন? যাহারা শুনিয়াছে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করুন,

আমি তাহাদিগকে কি কহিয়াছি; দেখুন, আমি কি কি বলিয়াছি, তাহা ইহারা জানে। তিনি এই কথা বলিলে, নিকটে দণ্ডায়মান ভৃত্যদের একজন যেশুকে চপেটাঘাত করিয়া বলিল; তুই মহাযাজককে এমন উত্তর দিস্? যেশু উত্তর করিলেন; আমি যদি মন্দ কথা বলিয়া থাকি, তবে সেই মন্দ কথার সাক্ষ্য দেও; যদি ভাল কথা কহিয়া থাকি, তবে কেন আমাকে প্রহার কর? সেই সকল লোক যেশুকে ধরিয়া, মহাযাজক কায়িফাসের নিকট লইয়া গেল; তথায় শাস্ত্রী ও প্রাচীনবর্গ একত্র হইয়াছিল।...আর প্রধান যাজকগণ ও সমস্ত সভা যেশুকে বধ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্যের অনুসন্ধান করিতে লাগিল; এবং তাহা পাইল না, তখন মহাযাজক উঠিয়া তাঁহাকে বলিল; ইহারা তোমার বিরুদ্ধে যাহা যাহা সাক্ষ্য দিতেছে, তুমি তাহার কোন উত্তর দিতেছ না? কিন্তু যেশু নীরব হইয়া রহিলেন। মহাযাজক তাঁহাকে বলিল; আমি তোমাকে জীবিত ঈশ্বরের দিব্য দিতেছি তুমি ঈশ্বরের পুত্র খ্রীস্ত যদি হও তবে আমাদিগকে বল। যেশু তাহাকে কহিলেন, আপনি ঠিক বলিয়াছেন; অথচ আমি আপনাদিগকে কহিতেছি,ইহার পরে আপনারা মনুষ্য-পুত্রকে ঈশ্বরের প্রতাপের দক্ষিণ-পার্শ্বে বসিয়া থাকিতে ও আকাশের মেঘরাশির মধ্যে আসিতে দেখিবেন। তখন মহাযাজক আপন বস্ত্র ছিঁড়িয়া কহিল, এ ঈশ্বরের অবমাননা করিল; আর সাক্ষীতে আমাদের কি প্রয়োজন? দেখ তোমরা এক্ষণে ঈশ্বরের অবমাননা শুনিলে। তোমাদের কি বোধ হয়? তাহারা উত্তর করিয়া বলিল, সে প্রাণদণ্ডে যোগ্য। (যোহান ১৮; ১৩, ১৯—২৩। মাথেয় ২৬; ৫৭—৬৬)।

৪। নম্র অন্তঃকরণের সহিত আমাদের প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিব; তিনি যেন আমার প্রতি কৃপা করিয়া তাহাকে আরো ভালরূপে জানিতে, ভালবাসিতে ও তাহাকে অনুকরণ করিতে দেন।

৫। ধ্যান করিব ;—আন্নাস ও কায়িফাস যাজকদিগের সম্মুখে যেশু কেমন **অত্যাচার** সহ্য করিয়াছিলেন ; তাঁহার শত্রুরা কেমন সতৃষ্ণ-নয়নে তাঁহার এই **অবমাননা** দেখিতেছে ! তাঁহার প্রতি তাহারা মিথ্যা দোষারোপ করিল ; তাঁহার গালে চপেটাঘাত করিল ! তিনিত অসীম **মহিমাময় ও পবিত্র, সর্ব্বশক্তিমান,** সকল মানবের **সৃষ্টিকর্ত্তা** ; আর এই মানুষ এত দুষ্টতায় এত কপটতায় পূর্ণ যে, তাহারাই তাঁহাকে অপমান করে ! তথাপি তিনি নীরবে সহ্য করেন, যখন উত্তর দেওয়ার নিতান্ত আবশ্যকই হয়, তখন কেমন **মৃদু ও নম্রভাবে** তিনি উত্তর দেন। এই বিষয়টি সতত স্মরণ রাখিয়া, এই চিন্তা করিব **অবমাননা, প্রতিবাদ** অথবা কোন দোষের জন্য **তিরস্কৃত** হইবার সময় আমি কি ভাবে তাঁহার দৃষ্টান্তটি অনুকরণ করিয়া থাকি ?

৬। ধ্যান করিব ;—যিহুদী যাজকেরা তাহাদের **অহঙ্কারে** কেমন অন্ধ ! তাহাদের পিতৃপুরুষদের কাছে ঈশ্বর যে ত্রাণকর্ত্তার বিষয় অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, আর যিহুদী জাতি যাঁহাকে চাহিত, যাঁহার আগমনের প্রতীক্ষা করিত, সমস্ত ভাববাণী যাঁহাতে সফল হইয়াছিল, তিনিই স্বয়ং তাহাদের **সম্মুখে** দাঁড়াইয়া আছেন, তাহারা ইহা দেখিতে পায় না। তাঁহার দাবীর বিষয় পরীক্ষা না করিয়া আগেই তাঁহাকে দণ্ড দিল ; আর যিহুদী জাতির কাছে তাহারা কি ওজর দেখাইয়া নিজেদেরে নির্দ্দোষী প্রতিপন্ন করিতে পারে, তাহারই জন্য সচেষ্ট হইল। যেশুর চেতনাবাক্যে কেহ মন দিল না। ঈশ্বরের পুত্রকে তাহারা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিল। আমিও চিন্তা করিব, দমন না করিলে এই **অহঙ্কার রিপু** মানুষকে কেমন **অন্ধ করিয়া দিয়া** অতীব ঘোরতর অপরাধের মধ্যে নিয়া ফেলে ! অতএব, **আমার নিজের উপর** আমার কেমন সতর্ক দৃষ্টি

রাখা উচিত ; আর নিয়ত সৎ-সাহস ও উদ্যমের সহিত আমার রিপুগুলিকে নিগ্রহ করা ও আমার প্রবৃত্তিগুলিকে নিয়মাধীন করিয়া লওয়া যে, অতি আবশ্যক এই বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করা আমার কেমন উচিত।

৭। ধ্যান করিব ;—মহাযাজকের প্রশ্নের উত্তরের ফলটি কি হইবে তাহা যদিও যেশু জানিতেন, তথাপি তিনি কেমন স্পষ্টভাবে সাহসের সহিত সেই প্রশ্নের উত্তর দিলেন। ইহাদ্বারা আমরা এই শিক্ষা পাই যে, আমাদের যাহাই ঘটুকনা কেন, সত্যের ও ঈশ্বরের মহিমা-জনক কর্ত্তব্যটি, আমাদের সাধন করিতেই হইবে। এমন গুরুর শিষ্য হইয়া মানুষের **মহাভিমতের ভয়** করিয়া, আর **ভীরুতার** জন্য কথায় ও কাজে কর্ত্তব্যটি সাধন করিতে না পারিলে, আমাদের পক্ষে কেমন লজ্জার কথা হয় !

৮। পরিশেষে, এই বিষয় ভক্তিভরে যেশুর সহিত আলাপ করিব।

২২৩। পবিত্র পেত্র আমাদের প্রভুকে তিনবার অস্বীকার করেন।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চহিব।

৩। মনে মনে ঘটনাটি দেখিব। ..“আর পেত্র দূরে থাকিয়া মহাযাজকের প্রাঙ্গন পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিলেন, এবং শেষ দেখিবার জন্য ভিতরে প্রবেশ করিয়া ভৃত্যদের সঙ্গে বসিলেন।...এদিকে পেত্র বাহিরে প্রাঙ্গনে বসিয়াছিলেন ; আর একদাসী তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিল, তুমিও গালিলেয় যেশুর সঙ্গে ছিলে। কিন্তু তিনি সকলের সাক্ষাতে অস্বীকার

করিয়া বলিলেন, তুমি কি বলিতেছ তাহা আমি বুঝি না। আর তিনি দ্বারের বাহিরে গেলে অন্য এক দাসী তাঁহাকে দেখিয়া সে স্থানের লোকদিগকে বলিল, এই ব্যক্তিও নাজারেথ যেশুর সঙ্গে ছিল। কিন্তু তিনি শপথপূর্ব্বক পুনর্ব্বার অস্বীকার করিয়া বলিলেন, আমি সে ব্যক্তিকে চিনি না। আর কিয়ৎক্ষণ পরে, যাহারা দণ্ডায়মান ছিল তাহারা নিকটে আসিয়া পেত্রকে বলিল, সত্যই তুমিও তাহাদের একজন ; কেননা তোমার ভাষাই তোমার পরিচয় দিতেছে। তখন তিনি আপনাকে অভিশাপ দিয়াও শপথ করিয়া বলিতে লাগিলেন, যে, তিনি সেই ব্যক্তিকে চিনেন না। আর তখনই কুক্কুট ডাকিয়া উঠিল,—এবং প্রভু মুখ ফিরাইয়া পেত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলেন,—আর "কুক্কুট ডাকিবার পূর্ব্বে তুমি তিনবার আমাকে অস্বীকার করিবে", এই যে কথা যেশু বলিয়াছিলেন, তাহা পেত্রের স্মরণ হইল ; এবং তিনি বাহিরে গিয়া অতিশয় দুঃখে রোদন করিতে লাগিলেন।" (মাথেয় ২৬ ; ৫৮ ; ৬৯—৭৫। লুক ২২ ; ৬১, ৬২)।

৪। নম্রঅন্তরে প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিব, জাগ্রত থাকিয়া প্রার্থনা করার আবশ্যকতা বুঝিবার জ্ঞানটি যেন তিনি আমার অন্তরের মধ্যে ছাপ দিয়া দেন।

৫। ধ্যান করিব ;—পবিত্র পেত্র যেদিন প্রথম কোম্মুনিয়োন পাইলেন, যে দিন তিনি পুরোহিত নিযুক্ত ও বিশপপদে বরিত হইলেন, ঠিক সেইদিনই তাঁহার কেমন **পতন** হইল! তিনি এক সময় প্রভুর কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, যে রকম **দুঃখ-কষ্টই** ঘটুক না কেন, তিনি প্রভুর জন্য সেই সমস্তই সহ্য করিতে, এমন কি, মরিতেও প্রস্তুত। বাস্তবিক তাঁহার মনের ভাবও তাহাই ছিল! কিন্তু তিনি তাঁহার **নিজের** শক্তিতে বড় বিশ্বাস ও নির্ভর করিতেন, আর যেশু যে, তাঁহাদেরে জাগিয়া থাকিয়া প্রার্থনায় রত থাকিতে সাবধান করিয়াছিলেন, সেই কথাটি

অবহেলা করাতেই তাঁহার এই পতনের কারণ ঘটিল। তাঁহার প্রথম যে **আগ্রহ ও উৎসাহটি** ছিল, তাহা তিনি যে পূর্ব্বেই হারাইয়াছিলেন, দূরে দূরে থাকিয়া যেশুর পশ্চাৎ-গমন করা হইতেই তাহা দেখা যায়। তিনি আমাদের **প্রভুর শত্রুদের** মধ্যে একসঙ্গে বসিয়া নিজেকে আরো বিপদে ফেলিলেন। এমন স্থলে, একটা স্ত্রীলোকের কথায় তাঁহার যে এমন দুঃখ-জনক পতন হইবে, ইহা কি আশ্চর্য্যের কথা? অতএব, জ্বলন্ত আগ্রহ ও উৎসাহে **শিথিলভাব** আসিলে, অসাবধানতার সহিত **সুযোগ ছাড়িয়া দিলে,** অথবা নিজেকে **প্রলোভনের** সম্মুখে নিয়া ফেলিলে, কেমন বিপদের আশঙ্কা থাকে, তাহাই চিন্তা করিব। আমিত পবিত্র পেত্র হইতে সবল নই, কিম্বা তাঁহার অপেক্ষা আমি আমাদের প্রভুকে বেশী প্রেমভক্তিও করিনা। এমন স্থলে তাঁহারই যদি এইরূপ শোচনীয় পতন হইতে পারে, তবে আরো কত সহজে আমার পতন ঘটিবার সম্ভব! সুতরাং, আমার অন্তর ও ইন্দ্রিয় সমূহের প্রতি সতত মনোযোগের সহিত দৃষ্টি রাখিতে, এবং আমার আত্মিক পুণ্য অভ্যাসে কখন ও অলস না হইতে দৃঢ় সঙ্কল্প করিব।

৬। ধ্যান করিব;—পবিত্র পেত্র তিনবার এইভাবে **অস্বীকার করাতে** যেশুর প্রেমময় অন্তরটিতে কেমন যন্ত্রণা দিয়াছিলেন! আর যে পেত্র তাঁহার এত প্রিয়, যাঁহার উপর এমন উচ্চমর্য্যদা-পূর্ণ কার্য্যের ভার প্রভু নিজেই অর্পণ করিয়াছিলেন, সেই পেত্র তাঁহাকে অস্বীকার করাতে তাঁহার অন্তরের বেদনা ও তেমনি অধিক হইয়াছিল। আমিওত আমার প্রভুর **বিশেষ প্রেমের ও বিশ্বাসের** পাত্র। আমার পাপে তাঁহার প্রতি আমার অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করে; আর যাহারা বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র নয়, তাহাদের পাপের অপেক্ষা আমার পাপ যে আরো অধিক **শোচনীয়**!

৭। ধ্যান করিব ;—পবিত্র পেত্রের প্রতি যেশুর কেমন **করুণা**। তিনি পেত্রের দিকে মুখ ফিরাইয়া এমন দুঃখপূর্ণ ও কৃপাময় কোমল ভাবের তিরস্কার-ব্যঞ্জক দৃষ্টিতে চাহিলেন যে, তাহাতে অবিশ্বস্ত প্রেরিত পেত্রের হৃদয়টি বিদীর্ণ করিয়া দিয়া অন্তরের মধ্যে **সরল অনুতাপের** আগুন জ্বালিয়া দিল। আমাদের প্রভু আমার উপর কেমন করুণা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিব। আমি যখন পাপ করিয়াছিলাম, তখন তিনি আমাকেত **ন্যায়তঃ** দণ্ড দিতে পারিতেন ; কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে তিনি আমাকে **কত কৃপা** করিয়াছেন ! তাঁহার দৃষ্টিতে আমারও অন্তর বিদ্ধ হউক। এমন মঙ্গলময় প্রভুকে বিরক্ত করিয়াছি বলিয়া আমার অন্তরেও **সরল অনুতাপ** হউক। তাঁহার অসীম কৃপার জন্য আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাকে ধন্যবাদ কীর্ত্তন করিব ; তাঁহারই কৃপাবলে, আমি আর কখনও যেন তাঁহার অসন্তুষ্ট না করি, এই জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প করিব।

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে অতি-ভক্তিভরে যেশুর সহিত আলাপ করিব।

২২৪। পবিত্র পেত্রের অনুতাপ।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঘটনাটি দেখিব ;—"প্রভু মুখ ফিরাইয়া পেত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন ; আর প্রভুর কথা পেত্রের মনে পড়িল, কেমন তিনি বলিয়াছিলেন ; কুক্কুট ডাকিবার পূর্ব্বে তুমি তিনবার আমাকে অস্বীকার করিবে। এবং বাহিরে গিয়া পেত্র অতিশয় দুঃখে রোদন করিতে লাগিলেন।" (লুক ২২ ; ৬১, ৬২)।

৪। নম্রঅন্তরে আমাদের প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিব, আমি যে সব পাপ করিয়াছি, তাহার সংশোধন করিয়া লইবার জন্য তিনি যেন আমার মনে প্রবল আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত করিয়া দেন।

৫। ধ্যান করিব ;—যেশুর দৃষ্টি পবিত্র পেত্রের মনে, তাঁহার ঈশ্বর প্রভুর চেতনা-বাণীটি কেমন মনে করাইয়া দিল ; আর তাঁহার প্রতি আমাদের প্রভুর কত **প্রেম**, কত **অনুগ্রহ** ছিল, প্রভু তাঁহাকে কত **পবিত্র শিক্ষা** ও দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, সেই সমস্তই কেমন পেত্রের মনে পড়িল। এই সকল মনে পড়াতেই প্রেরিত পেত্র বুঝিতে পারিলেন, প্রভুর প্রতি তাঁহার কেমন গভীর **অকৃতজ্ঞতা** প্রকাশ করা হইয়াছে ! আর এইজন্য তাঁহার অন্তর **তীব্রদুঃখে** পূর্ণ হইল। এই চিন্তা করিয়া আমার অন্তরেও এই ভাবগুলি উদ্দীপিত হয় কি ? অথবা আমার দিকে যেশুর কেমন দৃষ্টি তাহা আমি লক্ষ্য করিতে পারি কি ?

৬। ধ্যান করিব ;—পবিত্র পেত্র আর যিহুদার অনুতাপের মধ্যে কেমন প্রভেদ ! যিহুদা একেবারে **নিরাশায়** ডুবিয়া গেল ! পবিত্র পেত্র যখন নিজের অকৃতজ্ঞভাবটি জানিলেন, তখন তিনি যে, যেশুর অসীম **করুণাপূর্ণ** অন্তরের কত অসংখ্য সুন্দর সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখিয়াছিলেন, সেইগুলি তাঁহার মনে পড়িল ; আর তাহাই মনে করিয়া পেত্র তাঁহার মঙ্গলময় ঈশ্বর প্রভুর দয়ার উপরই সম্পূর্ণ **বিশ্বাস ও নির্ভর** করিয়া রহিলেন। আর যেশুর **কৃপা লাভে** তিনি বঞ্চিত হন নাই। যেশু তাঁহাকে কেবল পাপের ক্ষমাই দিলেন না ; বরং পেত্রের অবিশ্বাসের জন্য তিনি কখনও পেত্রকে ভৎর্সনাও করেন নাই ; যেশু পেত্রকে আবার তাঁহার সহিত বিশেষভাবে বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে দিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা আরো অধিক **অনুগ্রহে** পূর্ণ করিয়া দিলেন। ইহা চিন্তা করিয়া আমার অন্তর যেশুর প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভরে পূর্ণ হউক। **আমি যত গুরুতর**

ও যত পাপই করিয়া ফেলিয়াছি, তাহার জন্য আমি নিরাশ ও উৎসাহহীন না হইয়া **সরলভাবে** যদি **অনুতাপ করি,** তবে যেশু আমাকেও কখনই পরিত্যাগ করিবেন না।

৭। ধ্যান করিব ;—পবিত্র পেত্রের **অনুতাপ** কেমন সরল ও অকপট ছিল! তাঁহার অনুতাপ একদিন বা দুইদিনের ছিল না ; যেশু যদিও সর্ব্ববিষয়ে সকল রকমে ইহাই দেখাইয়াছিলেন যে, তিনি পেত্রকে **সম্পূর্ণরূপে** ক্ষমা করিয়াছেন, তথাপি পেত্র তাঁহার ঈশ্বর প্রভুর অন্তরে যে দুঃখ দিয়াছিলেন, তাহার জন্য কখনও কাঁদিতে ছাড়েন নাই। যেশুর অনুগ্রহ পেত্র যতই বেশী পরিমাণে পাইতে লাগিলেন, ততই সেই জঘন্য অকৃতজ্ঞতার কথা **জ্বলন্তভাবে** তাঁহার মনে জাগিতে লাগিল। ইহা ছাড়া পবিত্র পেত্রের অনুতাপ একটা ফাঁকা অসার দুঃখই ছিল না ; উহা তাঁহার নিজের দোষের ও অপরাধের **প্রায়শ্চিত্ত-প্রবর্ত্তক** ছিল। ইহাতে তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে **অবনত** এবং অন্যলোকের প্রতিও তাহাদের পাপ ও দুর্ব্বলতার জন্য **দয়াশীল** করিয়া লইয়াছিল ; তিনি আমাদের প্রভুকে কেমন **অকপটভাবে** প্রেম-ভক্তি করিতেন, তাহা প্রকাশ করিবার প্রতিটি সুযোগ ধরিয়া লইবার জন্য তাঁহাকে অত্যন্ত **উদ্যোগী** করিয়া দিয়াছিল। এই হইতেই তিনি তাঁহার ঈশ্বর প্রভুর গৌরবের জন্য পরিশ্রম করিতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহারই জন্য স্বইচ্ছায় যত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে কাতর হন নাই। অবশেষে, মহানন্দে তাঁহারই গৌরবের জন্য জীবন-পাত করিয়া গেলেন। প্রকৃত অনুতাপের এই **আদর্শটি** দেখিব। আর সৎসাহস ও উদ্যমের সহিত পবিত্র পেত্রের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিতে দৃঢ়-সঙ্কল্প হইব।

৮। পরিশেষে,এই বিষয়ে অতি ভক্তিভরে যেশুর সহিত আলাপ করিব।

২২৫। যেশু মহাযাজকের গৃহে।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঘটনাটি দেখিব; আর প্রভুর শ্রীমুখের কথা শুনিব,—"আর যাহারা তাঁহাকে ধরিয়াছিল, তাহারা তাঁহাকে প্রহার করিয়া উপহাস করিতে লাগিল। এবং তাঁহার চক্ষু আচ্ছাদিত করিয়া তাঁহার গালে প্রহার করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কহিল, তোমাকে যে মারিল সে কে, দিব্যজ্ঞান দ্বারা বল দেখি? এবং তাঁহাকে অপমান করিয়া আরো অনেক অনেক কথা বলিতে লাগিল।"

(লূক ২২; ৬৩—৬৫)।

৪। নম্রঅন্তরে আমাদের প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিব, তিনি আমাকে কত বেশী ভালবাসিয়াছেন, তাহা যেন আমাকে বুঝিতে দেন; আর আমিও যেন তাঁহাকে প্রেম-ভক্তি করিতে পারি, এই জন্য তিনি যেন আমাকে সাহায্য করেন।

৫। ধ্যান করিয়া মনে মনে এই দৃশ্যটি দেখিব,—ইতর ভৃত্যেরা ও সৈন্যেরা আমার **ত্রাণকর্ত্তার** প্রতি কেমন দুর্ব্ব্যবহার করিতেছে, তাঁহার উপর কেমন অত্যাচার করিতেছে! তাহারা কেমন **ঈশ্বর নিন্দাজনক** ও **অপমানজনক** কথা বলিতেছে? ঐ যে, তাহারা আমার প্রভুকে চড় মারিল, থাব্ড়া মারিল, তাঁহার পরম-পবিত্র মুখ-মণ্ডলে থুথু দিল! অসীম মহিমাময় ঈশ্বর যেশু, মানবের **অহঙ্কার ও সংসার-সুখাসক্তি-জনিত** পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য এই সকলই সহ্য করিতেছেন। তাঁহাকে এই দুঃখ-কষ্ট দেওয়া ও অত্যাচার করার মধ্যে আমারও নিজের অংশ নাই কি? অতএব,

আমার এই পাপের জন্যও দুঃখিত আর আমার প্রিয়তম প্রভুর প্রতি আমার অন্তরের মমতা, প্রেম-ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার ভাব উদ্দীপিত করিয়া লইব।

৬। ধ্যান করিব ;—আমার প্রিয়তম যেশু, নামধারী খ্রীস্তীয়ান ও অবিশ্বাসীদের নিকট হইতে কার্য্যতঃ যে সমস্ত অপমান ও অত্যাচার ভোগ করেন, এই সমস্ত অপমান ও দুর্ব্ব্যবহারত তাঁহার ঐ সকল দুঃখভোগেরই প্রতিচ্ছায়া। অতএব, এই চিন্তা দ্বারা তাঁহার প্রতি আমার নিজের **প্রেম-ভক্তি** ও **অনুরাগের** দ্বারা তাঁহার এই সমস্ত দুঃখ-ভোগের প্রতিবিধান করিবার জন্য আমার অন্তরে জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত করিয়া লইব।

৭। ধ্যান করিব ;—যেশু আমাদের জন্য **নম্রতার, ধৈর্য্যের** ও **মৃদুতার** কেমন আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। তিনিত **মহিমায় অসীম,** তথাপি অতি ইতর লোককেও তাঁহার নিজের উপর দুর্ব্ব্যবহার করিতে দিলেন! আর আমরা নিরুপায় পাপী-জীব হইয়াও মান, সম্ভ্রম লোকের সুখ্যাতি চাই ; আর তাহা না পাইলে, আমরা অসন্তুষ্ট হইয়া উঠি। যিনি **পবিত্রতায় অসীম,** তিনিই আমাদেরই পাপের জন্য এই সমস্ত অত্যাচার ও যন্ত্রণা সহ্য করেন, আর আমরা কি না সামান্য একটু **অসুবিধা** অথবা **অবনতভাব** সহ্য করিতে অনিচ্ছুক হই; কিম্বা তেমন কিছু সহ্য করিতে হইলে, আমরা রাগে অস্থির হইয়া কত কর্কশ কথা বলিয়া বচসা করিতে থাকি। **যেশু ত সর্ব্ব-শক্তিমান্,** যাহারা বিনা কারণে এমন নিষ্ঠুরভাবে তাঁহার প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছিল, তিনিত তাহাদিগকে ঠিক উপযুক্ত দণ্ডও দিতে পারিতেন, তথাপি তিনি সেই সমস্তই **মৃদুভাবে** ও **নীরবে** সহ্য করিতেছেন ; আর তাঁহার উপর অত্যাচার-কারীদের জন্যই কেবল **প্রার্থনা**

করিতেছেন। কিন্তু কেহ যদি আমাদের ক্ষতিজনক কিছু করে বা বলে, তবে আমরা কেমন **ক্রোধ ও প্রতিহিংসারভাবে** উত্তেজিত হইয়া পড়ি! অতএব, আমাদের ঈশ্বর প্রভুর সাক্ষাতে আমাদিগকে অবনত করিবার কারণ কত অধিক। তাঁহার প্রকৃত শিষ্য হইবার পূর্ব্বে আমাদের আরো কত বেশী শিখিবার বিষয় রহিয়াছে? সুতরাং যেশুর প্রেমের জন্য আমার আচরণে যে যে দোষ রহিয়াছে, সেই দোষগুলি সংশোধন করিতে আমি সৎসাহস ও উদ্যমের সহিত দৃঢ়-সঙ্কল্প করিব।

৮। পরিশেষে, অতি ভক্তিপূর্ব্বক এই বিষয়ে যেশুর সহিত আলাপ করিব।

২২৬। পীলাতের সম্মুখে যেশুর প্রতি মিথ্যা দোষারোপ।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঘটনাটি দেখিব, আর প্রভুর শ্রীমুখের কথা শুনিব। "প্রভাত হইলে, তখনই মহাযাজকগণ, প্রাচীনবর্গের ও শাস্ত্রীদের ও সমস্ত সভার সহিত পরামর্শ করিয়া যেশুকে বান্ধিয়া, পীলাতের নিকটে লইয়া সমর্পণ করিল।— পরে যেশুকে কায়িফাসের নিকট হইতে শাসনকর্ত্তার প্রাসাদে লইয়া গেল। তখন প্রাতঃকাল হইয়াছিল; কিন্তু আপনারা শাসনকর্ত্তার প্রাসাদে প্রবেশ করিল না, যেন অশুদ্ধ না হয়, ও পাস্খা ভোজন করিতে পারে। এইজন্য পীলাত তাহাদের নিকট বাহিরে আসিয়া

কহিলেন তোমরা এই ব্যক্তির নামে কি দোষ দিতেছ? তাহারা উত্তর করিয়া তাহাকে বলিল, এ যদি দুষ্কর্ম্মকারী না হইত তাহা হইলে ইহাকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিতাম না। এবং এই কথা বলিয়া তাঁহার নামে দোষ দিতে আরম্ভ করিল;—আমরা ইহাকে আমাদের জাতিকে ভ্রষ্ট করিতে, ও কৈসরকে কর দেওয়া নিষেধ করিতে ও আপনাকে রাজা খ্রীস্ত বলিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি।—তখন পীলাত তাঁহাকে কহিলেন; তোমার বিপক্ষে কত সাক্ষ্য দিতেছে শুনিতেছ না? এবং তিনি তাঁহার কোন কথায় উত্তর করিলেন না; তাহাতে শাসন-কর্ত্তার অতিশয় বিস্ময় জন্মিল।" (মার্ক ১৫; ১। যোহান ১৮; ২৮—৩০। লুক ২৩; ২। মাথেয় ২৭; ১৩—১৪)।

৪। নম্রঅন্তরে আমাদের প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিব, সরলভাবে ও সৎ-সাহসের সহিত তাঁহারই সেবার জন্য আমাকে তিনি যেন স্থিরপ্রতিজ্ঞ করেন।

৫। ধ্যান করিব;—যেশুর শত্রুরা তাঁহাকে দোষী করিয়া দণ্ড দেওয়াইবার জন্য কেমন উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে; তাহারা প্রায় সমস্ত রাত্রি এই জন্য মহা ব্যস্ততায় কাটাইয়াছে; পরে প্রভাত হইতে না হইতে তাঁহার বিরুদ্ধে বিচারসভা করিয়া বসিয়াছে। প্রভুর প্রতি তাহাদের **হিংসা** ও **ঘৃণা** এত বেশী যে, পীলাতের প্রতি তাহাদের যত বিতৃষ্ণার ভাব ছিল, তাহাও এখন শান্ত হইয়া গিয়াছে। তাহারা নিজেরাই যেশুকে তাঁহার নিকট আনিয়াছে। মনে মনে চিন্তা করিব, এখনও পর্য্যন্ত যেশুর শত্রুরা সেই একই রকমের **ক্রূরতার** সহিত কেমন তৎপর হইয়া তাঁহার মণ্ডলীকে বিনাশ করিবার জন্য যেশুর পিছু পিছু ছুটিয়া যায়! তাঁহার সন্তান-সন্ততিকে **বিপথগামী** করিবার জন্য, তাঁহার অতিপ্রিয় আত্মাগুলি **ধ্বংস** করিবার জন্য তাহারা যতদূর

করিতে পারিত, তাহার কিছুই বাকী রাখে নাই। তাহারা যখন তাহাদের **বিদ্বেষভাব** চরিতার্থ করিতে চায়, তখন তাহাদের পক্ষে এমন কিছুই থাকে না, যাহা করা তাহাদের পক্ষে কঠিন বোধ করে; এমন কোন নীচ কাজ নাই, যাহা তাহারা করিতে না পারে। তাঁহার শত্রুরা তাঁহাকে আক্রমণ করিতে ও তাঁহার অতি প্রিয় আত্মাগুলির বিনাশ সাধন করিতে যেমন তৎপরতা দেখায়, আমরা প্রভুর স্বপক্ষ হইতে ও তাঁহারই জন্য কাজ করিতে বিশেষ অধিকার-প্রাপ্ত লোক হইয়াও যদি তাহাদের অপেক্ষা **কর্ম্মশীল** কম হই, তবে কেমন লজ্জার কথা! আমাদের নিজ নিজ সিদ্ধতা লাভের জন্য, অন্যান্য আত্মাগুলির পরিত্রাণের জন্য ও কেবল কৃতজ্ঞতার অনুরোধে, আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা করিতে কি আমরা বাধ্য নই?

৬। ধ্যান করিব ;—যিহুদীদের আচরণ কিরূপ? একদিকে, একজন পরজাতীয়ের গৃহে গেলে, বিধি ব্যবস্থা অনুসারে অশুচি হইবার ভয় তাহাদের অত্যন্ত বেশী; আবার অন্যদিকে হিংসা দ্বেষ, মিথ্যা অভিযোগ, এমন কি **যাহাকে তাহারা নির্দ্দোষ** বলিয়া জানে, **তাঁহাকেই** হত্যা করিতেও পশ্চাৎ-পদ হয়না! তাহারা বাহিরে বাহিরে খুব ন্যায় বিচারের **ভাণ** করে, কিন্তু **ঈশ্বরের বিরুদ্ধে** অতি গুরুতর অপরাধ করিতেও তাহারা ভ্রূক্ষেপ করেনা। তাহাদের কপটতা যেমন ঘৃণা করিব, তেমনি সামান্য বিষয়েও কখনই তাহাদের অনুকরণ না করিতে আমরা সঙ্কল্প দৃঢ় করিব। আমার উপরিস্থগণ যেন অসন্তুষ্ট না হন, এইজন্য কেবল আমার কর্ত্তব্য সাধন করিব, এবং আমি যে, সততই ঈশ্বরের দৃষ্টিতে রহিয়াছি ইহা ভুলিব না।

৭। ধ্যান করিব ;—যিহুদীরা দণ্ডযোগ্য কোন কারণ না পাইয়াও মিথ্যা দোষারোপের সুযোগ ধরিল। আর লোকজনকে রাগাইয়া দিয়া পীলাতকে

ভীত করিয়া বশ করিল। শয়তানও এইরকমে আমাদের **পাপের দ্বারা** আমাদের অন্তরে যখন আমাদের প্রভুকে **ক্রুশারোপিত** করিতে চায়, তখন আমাদেরে দিয়া ঐরূপই করায়। আমরা যে এইরূপ দুষ্কর্ম্ম করিব তাহার কোন সৎ যুক্তি সে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারেনা; সেইজন্য সে চাতুরী করিয়া মিথ্যাছল ও প্রবঞ্চনায় আমাদের **অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়লালসা** প্রভৃতি রিপুগুলিকে উত্তেজিত করে। পীলাতের মত দুষ্ট আত্মাদ্বারা চালিত না হইতে আমি দৃঢ়সঙ্কল্প করিব; আর বীরত্ব ও সাহসের সহিত উচ্ছৃঙ্খল রিপুগুলিকে বাধা দিয়া দমন করিব।

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে অতি ভক্তিভরে যেশুর সহিত আলাপ করিব।

২২৭। পীলাত যেশুকে প্রশ্ন করেন।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঘটনাটি দেখিব এবং প্রভুর শ্রীমুখের বাক্য শুনিব;— "সুতরাং পীলাত পুনরায় প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া যেশুকে ডাকিয়া তাঁহাকে কহিলেন; তুমি কি যিহুদীদের রাজা—যেশু উত্তর করিলেন; আমার রাজ্য এই সংসারের নহে; যদি আমার রাজ্য এই সংসারের হইত, তাহা হইলে যাহাতে আমি যিহুদীদের হাতে সমর্পিত না হই, তন্নিমিত্তে আমার ভৃত্যেরা অবশ্যই চেষ্টা করিত; কিন্তু এখন আমার রাজ্য এখানকার নয়। তাহাতে পীলাত তাঁহাকে কহিলেন, তবে কি তুমি

রাজা? যেশু উত্তর করিলেন, আমি যে রাজা তাহা আপনিই বলিতেছেন। আমি যেন সত্যের সাক্ষ্য দেই এইজন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছি ও এইজন্য সংসারে আসিয়াছি; যে কেহ সত্যের পক্ষে, সে আমার কথা শুনে। পীলাত তাঁহাকে কহিলেন, সত্য কি? এবং এই কথা বলিয়া পুনরায় যিহুদীদের নিকট বাহির হইয়া আসিয়া তাহাদিগকে বলিলেন; আমি উহার কোন দোষ্ পাইতেছিনা।"—(যোহান ১৮, ৩৩, ৩৬—৩৮।)

৪। নম্রঅন্তরে, প্রভুর প্রতি আমার প্রেম ও ভক্তি বৃদ্ধি করিতে এবং উত্তম ও সৎসাহসের সহিত তাঁহারই সেবা করিতে প্রভুর সাহায্য প্রার্থনা করিব।

৫। ধ্যান করিব;—যেশুর কথা মনোযোগ দিয়া শুনিব, তিনি তাঁহার রাজ-পদের বিষয় কি বলিতেছেন; তিনিই আমার **হৃদয়-রাজ্যের** মহান্ রাজা হইবার কেমন প্রকৃত অধিকারী, ইহাই চিন্তা করিব। তিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া, আর আমার যাহা কিছু আছে, আমি নিজে যেমন আছি, এই সমস্তের জন্য তাঁহারই উপর নির্ভর করিতে হয় বলিয়াইত ন্যায়তঃ তিনিই আমার রাজা। আমি যখন একেবারে বিনষ্টই হইতেছিলাম, তিনিই আমার মূল্যস্বরূপ নিজের রক্তদিয়া আমাকে উদ্ধার করিলেন। সুতরাং, ন্যায়তঃ তিনিই আমার রাজা; আমি তাঁহারই উদ্দেশ্যে পবিত্রীকৃত হইয়াছি বলিয়াই তিনি আমার **রাজা**। আমার অন্তর-রাজ্যে **রাজত্ব** করিবার জন্য তাঁহার মত এমন যোগ্য আর কে আছে? **জ্ঞান, ক্ষমতা, মহিমা, মঙ্গলময়ভাব, ও পবিত্রতায়** তাঁহার সহিত তুলনা হইতে পারে, এমন আর কে আছে? অতএব, সর্ব্ববিষয়ে তাঁহারই **অধীন** হইয়া থাকা কেমন মহা লাভজনক ও বাঞ্ছনীয়! তিনি আমাকে আমার প্রবল শত্রুগণের চাতুরী-জাল হইতে মুক্ত করিবেন; তিনিই তাঁহার **স্বর্গীয় ধনে** আমাকে ধনী করিবেন; ঈশ্বরের

সন্তানগণ মানব বুদ্ধির-অগম্য যে শান্তি-সুখ উপভোগ করে; তাহাই তিনি আমাকে দিবেন। আমি **আত্মপরীক্ষা** করিয়া দেখিব, একমাত্র আমাদের প্রভুই আমার অন্তরে সম্পূর্ণভাবে **রাজত্ব** করেন কিনা? আমার মনের চিন্তা ও বাসনাগুলি, মুখের কথা ও কার্য্যগুলি তাঁহারই **পবিত্র ইচ্ছার** অনুরূপ কিনা? যদি তাঁহার ইচ্ছার অনুরূপ হয়, তবে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিব; আর কৃতজ্ঞমনে তাঁহারই কৃপাধীন হইয়া থাকিতে সতত চেষ্টা করিতে প্রতিশ্রুত থাকিব। আর যদি তাহা না হয়, তবে এখন হইতে যাহা তাঁহার অপ্রীতিকর ও অসন্তুষ্টিজনক, সেই সমস্ত বিষয় দৃঢ়সঙ্কল্পের সহিত দূর করিয়া দিতে অনবরত চেষ্টা করিব।

৬। ধ্যান করিব;—পীলাত কেমন আচরণ করিলেন! সে আমাদের প্রভুকে তিনি একটি অতি গুরুতর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু তাহার উত্তর শুনিবার জন্য অপেক্ষা না করিয়াই চলিয়া গেলেন। যাহারা চাল্ বদলাইবার ভয়ে কর্ত্তব্যের দিকে চক্ষু বন্ধ করিয়া রাখে, পীলাতও তাহাদেরই মত লোক। আমাদের প্রভুই সত্য, জীবন ও পথ আমি ইহা জানি; নিজের ইচ্ছামত আরো স্বাধীনভাবে চলিব বলিয়া যদি **নতভাব, আত্মনিগ্রহ, জাগতিক বিষয় ও স্বার্থে অনাসক্তি** প্রভৃতির আবশ্যকতা সম্বন্ধে তাঁহার শিক্ষা না শুনি, তবে আমি নিজেকে নিজেই কেমন **প্রবঞ্চনা** করিতেছি, নিজের কেমন **অনিষ্ট** নিজেই করিতেছি! পীলাত যদি **সত্যে** মনযোগ করিতেন ও **সত্যের অনুসরণ** করিতেন, তবে তাঁহার অবস্থা কেমন ভিন্ন হইত!

৭। পরিশেষে, এই বিষয়ে ভক্তিভরে যেশুর সহিত বাক্যালাপ করিব।

২২৮। পীলাত যেশুকে হেরোদ রাজার নিকট পাঠান।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঘটনাটি দেখিব, ও প্রভুর শ্রীমুখের কথা শুনিব। "কিন্তু তাহারা (প্রধান যাজকেরা) আরো জেদ্ করিয়া বলিতে লাগিল, এ গালিলীয়া দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া এইস্থান পর্য্যন্ত সমুদয় যিহুদাদেশে শিক্ষা দিতে দিতে লোকদিগকে বিচলিত করিতেছে। এবং পীলাত গালিলীয়ার উল্লেখ শুনিয়া ব্যক্তিটি গালিলীয়ার লোক কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং সে যখন বুঝিলেন যে, তিনি হেরোদের অধিকারের আয়ত্ত, তখন তাঁহাকে হেরোদের নিকট পাঠাইয়া দিলেন; আর হেরোদ স্বয়ং ও সেই সময় যেরুশালেমে ছিলেন। হেরোদ যেশুকে দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন; কারণ তাহার বহুকাল অবধি তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা ছিল; কেননা তিনি তাঁহার বিষয় অনেক কথা শুনিয়াছিলেন, ও আশা করিতেন তাঁহাকে কোন আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিতে দেখিবেন। সে তাঁহাকে অনেক বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহাকে কোন উত্তর দিলেন না। এবং হেরোদ আপন সেনাচয়ের সহিত তাঁহাকে অবজ্ঞা করিলেন ও শুভ্র-বস্ত্র পরাইয়া উপহাস করিয়া পীলাতের নিকট ফিরিয়া পাঠাইলেন।" (লুক ২৩; ৫—৯, ১১)।

৪। নম্র অন্তঃকরণের সহিত আমাদের প্রভুর নিকট এই প্রার্থনা করিব, এই ধ্যানেতে আমি যেন তাঁহাকে আরো উত্তমরূপে জানিতে ও ভালবাসিতে পারি।

৫। ধ্যান করিব ;—প্রভুর শত্রুগণ তাঁহার উপর অশেষবিধ **মিথ্যা দোষারোপ** করা সত্বেও তিনি কেমন আশ্চর্য্যভাবে নীরব হইয়া রহিলেন! পীলাত নিজেও তাঁহাকে **নির্দ্দোষ** জানিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত না হইয়া পারেন নাই। **নম্রতা ও দীনভাব** অবলম্বনের জন্য যেশু আমাদিগকে কেমন সুন্দর দৃষ্টান্ত দিতেছেন, তাহাই চিন্তা করিব। কোন ব্যক্তি দুঃখ ও ক্ষতিজনক কোন কথা বলিলে, বা তিরস্কার করিলে, আমি কি যেশুর মত এইরূপ নম্রতায় ও দীনভাবে নীরব থাকার অনুকরণ করি?

৬। ধ্যান করিব ;—হেরোদ কেমন আগ্রহের সহিত আমাদের প্রভুকে কত প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে একটি কথাও বলিলেন না। হেরোদ একজন **অহঙ্কারী** লোক ছিলেন, ও **অপবিত্র জীবন** যাপন করিতেন ; তাঁহার এই পাপ-জীবনের প্রতিকার ও সংশোধন করিবার আকাঙ্ক্ষায় নয়, কিন্তু কৌতুহল তৃপ্তির জন্যই তিনি যেশুকে ঐ সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন। ধ্যান করিব, এমন মহান্, জ্ঞানী ও পবিত্র যেশু যে, তাঁহার এই নিরুপায় অধম **পাপীগণের** সঙ্গে আলাপ করিবেন, ইহা তাঁহার কেমন মহা অনুগ্রহের কথা! যাহাই হউক, তিনি অনুগ্রহই করিতে চান ; এবং আমরা যদি নিজেদেরে উপযুক্ত করিয়া লইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করি, তবে উত্তরোত্তর আরো অধিক পরিমাণে তিনি নিজেকে আমাদের কাছে নিশ্চয়ই পরিচিত করিবেন। যেশু **অহঙ্কারীর** কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন না, অথবা যাহাদের অন্তর **পাপের প্রতি আসক্ত,** কিম্বা তাঁহার কৃপা দ্বারা **মঙ্গললাভে অনিচ্ছুক,** তাহাদের কাছে নিজেকে তিনি প্রকাশ করেন না। আমরা যতই অধিক **পবিত্র ও নম্র-অন্তঃরের** লোক হইব, যতই তাঁহার পবিত্র শিক্ষানুযায়ী

চলিতে **অভ্যাস** করিব, তিনি ততই বাহুল্য পরিমাণে আমাদিগকে **সত্যের জ্ঞানালোক** দান করিবেন। তাঁহার অনুগ্রহ লাভের কি কি বাধা আমাতে রাখিয়াছি তাহাই দেখিব; আর সেইগুলিকে দূর করিয়া দিতে দৃঢ়-সঙ্কল্প হইব।

৭। ধ্যান করিব;—তিনি নিজেকে যখন নির্ব্বোধের পোষাক পরাইয়া দিনের বেলায় যিরুসালেম সহরের রাস্তায় রাস্তায় নিয়া, ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে দিলেন, তখন নিজের উপর আমাদের জন্য কেমন গভীর অবনতির ভার লইলেন। আমরা যদি নিজেদেরে জ্ঞানী ও পণ্ডিত মনে করি, অথবা অপর লোকেরা তাহাদের নিজেদের পরামর্শ আমাদের অপেক্ষা ভাল বলিয়া আমাদের মতগুলি তুচ্ছজ্ঞান করিলে যদি রাগ করি, তবে আমরা তাঁহার শিষ্য নামের কেমন অযোগ্য! ঐ রকম সময়ে আমরা হয়ত রাগও করি। আমি আমাদের প্রভুর নিকট এই প্রার্থনা করিব যে, তিনি আমাকে এই কৃপাদান করুন, আমি যেন ধৈর্য্যের সহিত অন্ততঃ এই রকম অবমাননা সহ্য করিয়া তাঁহার অনুকরণ করিতে পারি।

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে অতি ভক্তিভরে যেশুর সহিত আলাপ করিব।

২২৯। যিহুদীরা বারাব্বাস্‌কেই চায়!

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঘটনাটি দেখিব; "আর শাসনকর্ত্তার এই রীতি ছিল যে, পর্ব্বদিনে লোকেরা যাহাকে ইচ্ছা করিত এমন একজন বন্দীকে মুক্ত করিতেন। তখন তাহাদের বারাব্বাস্ নামে একজন প্রসিদ্ধ

বন্দী ছিল। অতএব, পীলাত তাহাদিগকে একত্র করিয়া কহিল; তোমরা কাহাকে চাও যে, আমি তোমাদের নিকট ছাড়িয়া দি? বারাব্বাস্‌কে না যাহাকে খ্রীস্ত বলে সেই যেশুকে? কেননা তিনি জানিতেন যে, তাহারা ঈর্ষা প্রযুক্ত তাঁহাকে সমর্পণ করিয়াছে। অপর তিনি বিচারাসনে উপবিষ্ট থাকিতে থাকিতে তাঁহার পত্নী তাঁহাকে এই বলিয়া পাঠাইলেন; ঐ ধার্ম্মিকের বিষয় তুমি কোন হাত দিও না; যেহেতুক আমি অদ্য স্বপ্নে তাঁহার জন্য অনেক নিগ্রহ ভোগ করিয়াছি। কিন্তু প্রধান যাজকেরা ও প্রাচীনবর্গ লোকদিগকে এই মতি দিল যেন বারাব্বাস্‌কে চাহিয়া লয় ও যেশুকে বিনষ্ট করে।.... তখন সকলে পুনর্ব্বার চীৎকার করিয়া বলিল, ইহাকে নয় বারাব্বাস্‌কে, বারাব্বাস্ একজন দস্যু ছিল। পীলাত তাহাদিগকে কহিল, তবে যাহাকে খ্রীস্ত বলে সেই যেশুকে কি করিব? সকলে কহিল উহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হউক।" (মাথায় ২৭; ১৫-২০। যোহান ১৮; ৪০। মাথায় ২৭; ২২-২৩)।

৪। নম্র অন্তঃকরণে প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিব, পাপের দুরাচারিতা বুঝিতে ও পাপকে ঘৃণা করিতে তিনি যেন আমাকে শক্তি দেন।

৫। ধ্যান করিব;—যিহুদীরা কেমন দারুণ **বিদ্বেষভাবে** যেশুকে অবমাননা করিল! যিনি অসীম মহিমাময়, পবিত্র ঈশ্বর সেই যেশুকে চাওয়া অপেক্ষা একজন জঘন্য খুনী ও দস্যু বারাব্বাস্‌কে চাহিয়া লওয়াই ভাল মনে করিল। আমি যদি কোন **মারাত্মক পাপ** করিয়া থাকি, তবে আমিও আমাদের প্রভুকে এইভাবে অথবা হয়ত, আরো অধিক মন্দভাবে অত্যাচার করিয়াছি! তিনি যে আমার ঈশ্বর, আমার ত্রাণকর্ত্তা, আমার পরম মঙ্গলকারী প্রভু; তিনি আমাকে ভালবাসিতেন বলিয়াইত আমার জন্য প্রাণ দিলেন; আর তবু তাঁহার ও আমার জঘন্য রিপুর মধ্যে কিছু মনোনীত করিতে হইলে, যেশুর বিষয়ও

শয়তানের বিষয়ের মধ্যে কিছু মনোনীত করিতে হইলে, আমি কি যেশুকে **অবজ্ঞা** করিয়া, রিপুকেই ভাল মনে করি! এই রকম কার্য্যের জন্য এমন হেয় অকৃতজ্ঞতার জন্য; কেমন করিয়া আমি যথেষ্ট অনুতাপ করিতে পারিব? ঈশ্বরের নিকট ও মানুষের নিকট কিরূপে আমি নিজেকে যথেষ্ট পরিমাণে **অবনত** করিতে পারিব? কখন ইহার জন্য উপযুক্ত **প্রায়শ্চিত্ত** করিব, আমার এমন অবস্থায় তিনি আমাকে কত প্রেম করিতেছেন, ইহার জন্য আমি কখন তাঁহার ধন্যবাদ দিব?

৬। ধ্যান করিব, যেশু যখন শুনিলেন, যিহুদীরা তাঁহাকে ক্রুশে দিবার জন্য চীৎকার করিতেছে, তখন তাঁহার অন্তরে কতই না দুঃখ ও যাতনা হইয়াছিল! যিহুদীরা তাঁহারই নিজের লোক ছিল। সমস্ত জাতির লোকের মধ্যে তাহাদিগকেই তিনি মনোনীত করিয়াছিলেন, তিনি তাহাদিগকে বহু **অনুগ্রহে** ডুবাইয়া রাখিয়াছিলেন। যিহুদীদের এমন **অকৃতজ্ঞতা** দেখিয়া যদি আমি শিহরিয়া উঠি, তবে আমারও এই কথা মনে রাখা উচিত যে, আমার অকৃতজ্ঞতাও হয়ত ঐ রকম। আমাদের প্রভু তখন আমার বিষয়ও ভাবিয়াছিলেন, আর যে সকল লোক তাঁহার প্রেমময় অন্তরখানি দুঃখের শেলে বিদ্ধ করিয়াছিল, আমিও হয়ত তাহাদেরই মধ্যে একজন ছিলাম! যদি তাহা না হইয়া থাকে, তবে আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিব। আর তাঁহার কৃপায় এমন দৃঢ়-সঙ্কল্প করিব যে, আমি কখনও যেন এইরূপ **লজ্জাস্কর অকৃতজ্ঞতা দোষে** দোষী না হই।

৭। পরিশেষে, অতি ভক্তিভরে যেশুর সহিত এই বিষয়ে আলাপ করিব।

২৩০। যেশুর কশাঘাত।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন কৃপা চাহিব।

৩। মনে ঘটনাটি দেখিব; "তখন পীলাত আপনার চেষ্টার কোন ফল হইতেছে না, বরঞ্চ আরও কোলাহল হইতেছে দেখিয়া, জল লইয়া লোক সমূহের সাক্ষাতে হস্ত প্রক্ষালন করিয়া কহিলেন, এই ধার্ম্মিকের রক্ত হইতে আমি মুক্ত, তোমরা দেখিবে। আর সকল লোক উত্তর করিয়া কহিল, উহার রক্ত আমাদের ও আমাদের সন্তানদের উপর পড়ুক। তখন তিনি তাহাদের নিকট বারাববাস্‌কে মুক্ত করিয়া দিলেন, কিন্তু যেশুকে কশাঘাত করিয়া তাহাদের হস্তে ক্রুশে বিদ্ধ করিবার নিমিত্ত সমর্পণ করিলেন।" (মাথায় ২৭; ২৪—২৬)।

৪। নম্র-অন্তকরণের সহিত প্রভুর নিকট এই প্রার্থনা করিব, আমি যেন তাঁহাকে আরো ভালরূপে জানিতে, ও তাঁহাকেই আরো অধিক প্রেম করিতে পারি। আর প্রকৃত **প্রায়শ্চিত্ত** সাধনের ভাবে আমার অন্তর যেন অনুপ্রাণিত হয়।

৫। ধ্যান করিব;—পীলাতের দণ্ডাদেশ কেমন **নিষ্ঠুর** ও **অন্যায়**! যাহারা ক্রীতদাস আর অতি জঘন্য **অপরাধে দোষী** তাহাদিগকেই কেবল **কশাঘাত** করা হইত। এই শাস্তিটি এমনই **ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর** ছিল যে, যাহারা এই দণ্ডভোগ করিত, তাহাদের অনেকে অসহ্য যাতনায় তখনই মরিয়া যাইত; অথবা সারা-জীবন খোঁড়া ল্যাংড়া হইয়া থাকিত। পীলাত কেবল নিজের **ভীরু স্বভাবের** বশবর্ত্তী হইয়া যেশুকে এই দণ্ড দিলেন। আবার তখনই নিজেকে এই বিষয়ে নির্দ্দোষ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। আমাদেরই জন্য

আমাদের প্রভু এই সকল দণ্ড ও যাতনা গ্রহণ করিলেন। এমন কোন রজ্জু বা শৃঙ্খল কি আছে, যাহাতে তাঁহাকে এই **লজ্জাস্কর** মহা যন্ত্রনাদায়ক **দণ্ডের অধীন** করিবার জন্য বাঁধিয়া রাখিতে পারিত? আমাদের প্রতি তাঁহার মহা প্রেমেই তাঁহার অন্তরের সমস্ত অপ্রীতিকর ভাবকে দমন করিল। যখনই সামান্য একটু বাধাবিঘ্ন বা অপ্রীতিকর বিষয় ঘটে, তখনই আমাদের কর্ত্তব্য সাধন হইতে আমাদিগকে দূরে রাখে! তখনই আমরা কেমন বিপরীতভাবে তাঁহার দয়ার প্রতিদান করি! আমাদের প্রভুকে তাঁহার মহা দয়ার জন্য **ধন্যবাদ** করিব; তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইব; আরো উত্তমরূপে আমাদের কর্ত্তব্য সাধন করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প করিব।

৬। ধ্যান করিব;—আমার নিজের সম্মুখে এই ভয়ঙ্কর কশাঘাতের দৃশ্য প্রকাশিত! নির্দ্দোষ যেশুর উপর বার বার যে আঘাত পড়িতেছে, আমি তাহার শব্দ শুনিতেছি! তাঁহার **পবিত্র দেহখানি** সেই নিষ্ঠুর কশাঘাতে **ক্ষত-বিক্ষত** হইয়া গিয়াছে, একটি ক্ষতের উপর আর একটি ক্ষতচিহ্ন দেখিতেছি! তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া রক্তের ধারা বহিয়া পড়িতেছে! প্রত্যেকটি আঘাতে তাঁহার **কোমল অঙ্গ** কাটিয়া যাইতেছে আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে **রক্তের ধারা** ছিটিয়া গিয়া চারি পাশের প্রাচীরের গায় লাগিতেছে! **আমার জন্য,** আমার স্থলে, যিনি এমন শাজা ভোগ করিতেছেন; তাঁহার প্রতি আমার অন্তরের গভীর প্রেম-ভক্তি ও মমতার উদ্দীপিত হইতে দিব না কি? **আমার নানা পাপের দ্বারাইত** তাঁহাকে এই সকল শাজা ও যাতনা দিলাম বলিয়া তাঁহার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিব; আর **ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা, অশুচিতা** প্রভৃতি আমার যে সমস্ত পাপ আছে, তাহাইত প্রধানতঃ তাঁহার এই যাতনার কারণ! সেই পাপগুলির প্রতি অন্তরের **গভীর ঘৃণা** উদ্দীপিত করিব।

৭। ধ্যান করিব;—সৈন্যেরা যে স্তম্ভের সঙ্গে রজ্জু দিয়া বাঁধিয়া যেশুকে প্রহার করিয়াছিল, সেই স্তম্ভ হইতে শেষে তাহারা রজ্জুর বন্ধন খুলিয়া দিল; আর নিদারুণ প্রহারে ক্ষত-বিক্ষত আমাদের প্রভুর দেহখানি মাটিতে পড়িয়া আছে! **তাঁহার নিজের রক্তের স্রোতে** নিজে ভাসিতেছেন, ভূমি ভিজিয়া যাইতেছে! এই কথা মনে রাখিব, আমার প্রভু ও ঈশ্বর আমারই **পাপগুলির প্রায়শ্চিত্ত** করিবার জন্য, আমাকে **নরক হইতে** টানিয়া তুলিবার জন্য আর আমাকে **পবিত্রীকৃত** করিয়া একদিন স্বর্গ-সুখের **অধিকারী** করিবার জন্য, এইভাবে নিজেকে দান করিলেন। ইহার প্রতিদান আমি কি দিব? আমার নিজের আত্মা ও যাহাদের জন্য যেশু এমন অকথ্য যাতনা সহ্য করিলেন, তাহাদের আত্মাগুলি রক্ষা করিবার জন্য আমি যথাসাধ্য পরিশ্রম করিব না কি?

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে অতি ভক্তিভরে যেশুর সহিত আলাপ করিব।

২৩১। যেশুর মাথায় কাঁটার মুকট।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঘটনাটি দেখিব। "পরে শাসনকর্ত্তার সৈন্যগণ যেশুকে শাসনকর্ত্তার প্রাসাদে লইয়া গিয়া তাঁহার নিকট সমুদয় কহর্‌স্ (সৈন্যদল) একত্র করিল, এবং তাঁহার বস্ত্র খুলিয়া লইয়া তাঁহাকে একখানি লোহিত বর্ণ রাজবস্ত্র পরিধান করাইল। এবং কণ্টকের মুকুট

গাঁথিয়া তাঁহার মস্তকে দিল, ও একগাছ নল তাঁহার দক্ষিণে হস্তে দিল, পরে তাঁহার সম্মুখে জানুপাতিয়া "হে যিহুদীদের রাজন্ প্রণাম" বলিয়া তাঁহাকে উপহাস করিতে লাগিল। এবং তাঁহার গাত্রে থুৎকার করিয়া নলগাছটি লইয়া তাঁহার মস্তকে আঘাত করিতে লাগিল! (মাথেয় ২৭ ; ২৭—৩০)।

৪। নম্রঅন্তরে আমাদের প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিব, আমি যেন সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাকে প্রেম করিতে পারি, এইজন্য তিনি আমাকে কত প্রেম করিয়াছেন, তাহা যেন তিনি আমাকে বুঝাইয়া দেন।

৫। ধ্যান করিব ;—কাঁটার মুকুট মাথায় যেশুর দৃশ্যটি কেমন দুঃখ-জনক! কশাঘাতে তাঁহার দেহ জর্জ্জরিত, ক্ষত বিক্ষত ; তিনি এখন মৃত প্রায়! ইহার উপর তাঁহার পবিত্র মস্তকে **কাঁটাগুলি** বিঁধিয়া বিঁধিয়া গভীর ছিদ্র করিয়া ফেলিতেছে, কেমন ভয়ানক যন্ত্রণা তাঁহার যে হইতেছে! তাহাই বুঝিয়া দেখিতে চেষ্টা করিব। প্রত্যেকবার প্রহারে তাঁহার ক্ষতদেহে কত যাতনা ও বেদনা হইতেছে ধ্যান করিয়া দেখিব। কেমন **লজ্জাস্কর** ভাবে ইতর সৈন্যগণ ঠাট্টা, বিদ্রূপ ও প্রহার করিয়া, মুখে থুথু দিয়া তাঁহাকে কেমন **অপমানিত** করিতেছে! এই বীভৎস-কার্য্যে যে আমারও অংশ আছে, ইহা মনে করিব ; আমিওত আমার **মন্দ চিন্তাগুলি** দ্বারা, **কাঁটার মুকুট** করিয়া যেশুর মাথায় পরাইয়াছি! সেই **কাঁটাগুলি** বিঁধিয়া বিঁধিয়া তাঁহার পবিত্র মস্তকে কেমন ছিদ্র ছিদ্র করিয়া দিতেছে! তাঁহার চক্ষের সম্মুখে তাঁহার নিয়ম সকল অমান্য করিয়া, ভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে আমিওত ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়াছি ; তাঁহার রাজপদ ও ঈশ্বরত্বের **অবজ্ঞা** করিয়াছি! অতএব, অনুতপ্ত অন্তরে তাঁহার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করিব, এবং আমার অন্তরে পাপের প্রতি **ঘৃণা** জন্মাইয়া দিতে প্রার্থনা করিব। আর আমি

নিজে যে সমস্ত দুঃখভোগের যোগ্য আমার সেই সমস্ত দুঃখ-কষ্টই আমাদের প্রভু তাঁহার **নিজের উপর** তুলিয়া লইয়াছেন। এইজন্য আমি কৃতজ্ঞ অন্তরে তাঁহার ধন্যবাদ করিব।

৬। ধ্যান করিব ;—যেশু কি ভাবে এই সমস্ত অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করিতেছেন ; তাঁহার কেমন **সাহস,** তিনি এই সমস্ত দুঃখ-কষ্ট দেখিয়া একটুকুও পশ্চাৎ-পদ হন নাই ; তিনি কেমন **ধৈর্য্যের সহিত** এই সকল সহ্য করেন ; তিনি একটুও উচ্চ বাচ্য করেন না। যিহুদীদের **ঘৃণা** ও **হিংসার** জন্য সৈন্যগণের নিদারুণ **নিষ্ঠুর ব্যবহারের** জন্য, আর অন্যায় বিচারক পীলাতের **কাপুরুষতার জন্য** তাঁহার একটুও রাগের ভাব নাই ; কেমন নম্রভাবে সমস্ত সহ্য করিতেছেন ! যাহারা তাঁহাকে এত অকথ্য যন্ত্রণা দিতেছে, তিনি তাহাদের দিকে বিরক্তি বা তিরস্কার-ব্যঞ্জক ভাবে দৃষ্টিও করেন না। তিনি তাঁহার স্বর্গস্থ পিতারই গৌরবের জন্য এই সকল **অত্যাচার** সহ্য করিতে, লোকের **অবজ্ঞাত, পরিত্যজ্য** হইতে, নিতান্ত কীটানুকীটের মত **নগণ্য** হইতে ইচ্ছুক হইয়াছেন ! যিনি অসীম মহিমাময় ঈশ্বর, তিনিই নিজেকে এইরূপে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও উৎপীড়িত হইতে দিলেন, কেবল আমাদের প্রতি তাঁহার অপার **প্রেমের** জন্য। আমাদের ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যে সকল দুঃখ ও যাতনা ভোগ করিলেন, যত অবমাননা সহ্য করিলেন, তাহার সহিত আমার নিজের দুঃখ-কষ্টের তুলনা করিয়া দেখিব। তাঁহার দুঃখ ভোগের কাছে আমার দুঃখ-কষ্টত কিছুরই মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। আর আমরাত নিজেরা নিরুপায় পাপী ; আমাদের উপযুক্ত অবমাননা এমন কি হইতে পারে ? আমরা যে ভাবে আমাদের অবমাননা সহ্য করি, তাহার সহিত আমাদের প্রভু যেশু তাঁহার দুঃখ-যাতনা কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহারই তুলনা করিব। আমি

কত শীঘ্র **নিরাশ** হইয়া যাই, কত সহজে **অধীর** হইয়া পড়ি, **ক্রুদ্ধ ও প্রতিহিংসা-পরায়ণ** হই! আমাকে অবনত করিব, এই বিষয় অভ্যাস করিতে দৃঢ়-সঙ্কল্প করিব।

৭। পরিশেষে, এই বিষয়ে ভক্তির সহিত যেশুর সঙ্গে আলাপ করিব।

২৩২। "এই দেখ সেই মনুষ্য।"

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঘটনাটি দেখিব;—"তখন পীলাত পুনরায় বাহিরে আসিয়া তাহাদিকে কহিলেন; দেখ, যেন তোমরা বুঝিতে পার যে, আমি ইহার কোন দোষ পাইতেছিনা, এইজন্য আমি তাহাকে তোমাদের নিকটে বাহিরে আনিয়াছি। তখন যেশু কণ্টকময় মুকুট ও নীল-লোহিত বস্ত্র পরিধানে বাহিরে আসিলেন, এবং (পীলাত) তাহাদিগকে বলিল; "এই দেখ সেই মনুষ্য।" তখন মহাযাজকেরা ও ভৃত্যেরা তাঁহাকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, উহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করুন, উহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করুন।" (যোহান ১৯; ৪৬—৬ পদ)।

৪। নম্রভাবে আমাদের প্রভুর নিকট এই প্রার্থনা করিব, তিনি যেন আমার অন্তরে তাঁহার প্রতি প্রেম ও ভক্তি বৃদ্ধি করেন, এবং তাঁহারই পাদঙ্ক ধরিয়া চলিতে সাহায্য করেন।

৫। ধ্যান করিব;—পীলাত আমাদের প্রভুকে কি ভাবে যিহুদীদের কাছে উপস্থিত করিলেন? এই দৃশ্যটি মনে মনে দেখিব। সত্য সত্যই তিনি কেমন দুঃখ ও যাতনার মানুষ! তাঁহার মাথায় **কাঁটার**

মুকুট ; তাঁহার পবিত্র, পূজ্য **শ্রীমুখখানি** আঘাতে আঘাতে শ্রীহীন করিয়া দিয়াছে ; ইতর সেনারা থুথু দিয়া নোংড়া করিয়া দিয়াছে ; তাঁহার হাতদুখানি দঁড়ী দিয়া বাঁধা ; তাঁহার ক্ষত-বিক্ষত **দেহখানিতে** আর শক্তি নাই, দুর্ব্বলতার জন্য কাঁপিতেছে ! আমাদের উপর তিনি যে মহা **কৃপারাশি** অকাতরে অজস্র ধারায় দিতেছেন, কেমন অকথ্য কষ্টে, ও কত মহার্ঘ্য মূল্য দিয়া তিনি উহা আমাদের জন্য ক্রয় করিয়াছেন. ইহাই ভাবিয়া দেখিব। আমাদের মঙ্গলময় পরিত্রাতা যে **অমূল্য কৃপারাশি** আমাদিগকে দিয়াছেন, তাহার মূল্য যে কত, ইহা জানিয়া আমরা যেন তাহা অপব্যবহারে উড়াইয়া না দেই। আমরা ইহাই শিক্ষা করিব।

৬। পীলাতের কথাগুলি ধ্যান করিব ;—"এই মনুষ্যকে দেখ।" যেশু **প্রকৃতই আমার ঈশ্বর,** তথাপি আমারই জন্য এই সমস্ত দুঃখ ও যাতনা সহ্য করিতে **মানব** হইলেন ; তিনি আমাকে কত ভালবাসেন ! তাঁহার **প্রেমের প্রতিদান** স্বরূপ আমিও যে তাঁহাকে **প্রেম ও ভক্তি** করি, ইহার প্রমাণ দিবার জন্য আমি কি করিতে পারি, ইহাই ভাবিয়া দেখিব। কোন কিছুতে আমার **সুখ-স্বচ্ছন্দতার** একটু বাধা বিঘ্ন অথবা দুঃখ-কষ্ট কিম্বা একটু **মানের হ্রাস** হইলে, আমি ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া উঠি কি ? যদি তাহা হয়, তবে যিনি আমার হৃদয়ের সমস্ত **প্রেম ও ভক্তির পাত্র** তাঁহারই প্রতি আমার প্রেমভক্তির ভাব কত অল্প ! ভবিষ্যতে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া তাঁহাকে প্রেম ও ভক্তি করিতে দৃঢ়-সঙ্কল্প করিব।

৭। ধ্যান করিব ;—এইস্থলে আমাদের প্রভু অবনতভাব, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা এবং আত্মা সকলের জন্য আগ্রহ সম্বন্ধে কেমন সুন্দর শিক্ষা দিতেছেন। আমিওত তাঁহার একজন **মনোনীত** শিষ্য ;

তাঁহার এই **পবিত্র-শিক্ষা** দ্বারা আমারও উপকার লাভ করা উচিত। দুঃখ, কষ্ট ও অবনতভাব গ্রহণে আমার যে ভাব, তাহার সহিত যেশুর পবিত্র দৃষ্টান্তের তুলনা করিয়া দেখিব। সৎসাহস ও উদ্যমের সহিত তাঁহারই অনুকরণ করিতে দৃঢ়-সঙ্কল্প করিব।

৮। পরিশেষে, ভক্তিভরে যেশুর সহিত এই বিষয় আলাপ করিব।

২৩৩। যিহুদীরা যেশুর মরণই চায়।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঘটনাটি দেখিব; প্রভুর শ্রীমুখের কথা শুনিব। "তাহারা উচ্চৈঃস্বরে যাচ্ঞা করিয়া পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল, যেন তাঁহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হয় এবং তাহাদের রব প্রবল হইতে লাগিল। তখন মহাযাজকেরা ও ভৃত্যেরা তাঁহাকে দেখিয়া চীৎকার করিতে লাগিল, উহাকে ক্রুশে বিদ্ধ কর, উহাকে ক্রুশে বিদ্ধ কর। পীলাত তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা আপনারা উহাকে লইয়া ক্রুশে বিদ্ধ কর; কারণ আমি উহার কোন দোষ পাইতেছি না। যিহুদীরা উত্তর করিল; আমাদের এক ব্যবস্থা আছে আর সেই ব্যবস্থানুসারে উহার মরা উচিত; কারণ সে আপনাকে ঈশ্বরের পুত্র করিয়াছে। এই কথা শুনিয়া পীলাতের আরো ভয় হইল। এবং তিনি পুনরায় প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া যেশুকে বলিলেন, তুমি কোথাকার (লোক)? কিন্তু যেশু তাহাকে কোন উত্তর করিলেন না। তাহাতে পীলাত তাঁহাকে বলিলেন; আমার সহিত কথা কহিতেছ না? তুমি কি জাননা যে, তোমাকে ক্রুশে বিদ্ধ করিবার ক্ষমতাও আমার আছে, আর তোমাকে ছাড়িয়া দিবার ক্ষমতাও আমার আছে। যেশু উত্তর করিলেন

উৰ্দ্ধ হইতে যদি আপনাকে না দেওয়া হইত, তাহা হইলে আমার উপর আপনার কোন ক্ষমতা থাকিত না। এইজন্য যে আমাকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিয়াছে তাহার পাপ অধিক। এবং সেই অবধি পীলাত তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু যীহুদীরা চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল। আপনি যদি উহাকে ছাড়িয়া দেন, তবে আপনি চেসারের মিত্র নহেন; কারণ যে কেহ আপনাকে রাজা করে সে চেসারের বিপক্ষতা করে। পীলাত এখন এই সকল কথা শুনিয়া যেশুকে বাহিরে আনিলেন... তাঁহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করিবার জন্য তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিল।" লুক ২৩; ২৩ (যোহান ১৯; ৬—১৩, ১৬)।

৪। নম্র-অন্তঃকরণের সহিত আমাদের প্রভুর নিকট এই প্রার্থনা করিব, তিনি যেন উত্তম সঙ্কল্প সাধনের জন্য আমার অন্তরে সৎ-সাহস ও উগুম উদ্দীপিত করিয়া দেন।

৫। ধ্যান করিব ;—পীলাত কি ভাবের কার্য্য করিলেন। ছয় বার তিনি যেশুকে নির্দ্দোষ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু যদিও তিনি ইহাও স্পষ্টভাবে দেখিলেন যে, তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়াই তাহার **কর্ত্তব্য,** তবু তাঁহার বিবেকের শান্তির জন্য সব রকম ছল চাতুরীই দেখাইলেন; কিন্তু যে যিহুদীদিগকে তিনি নিজে ঘৃণা করেন, তাহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতেও চাহিলেন। ইহার মধ্যে অন্যায় বিচার করিয়া ও যেশুকে ভয়ানক দুঃখ-যাতনা ভোগ করিতে দিয়া পীলাত কেমন মহা **অপরাধ** করিলেন! এই ভাবের কার্য্যটি করিয়া তিনি তাঁহার বিবেকের শান্তিও পাইলেন না, আর যিহুদী-দিগকেও সন্তুষ্ট করিতে পারিলেন না। এই রকম আচরণ করা কেমন লজ্জাজনক ও কাপুরুষের কাজ! এই রকম আমার কর্ত্তব্যটি **পরিষ্কার-ভাবে** বুঝিয়াও যদি আমার **ইন্দ্রিয়-সুখাভিলাষ** ও **অহঙ্কার** প্রভৃতির সঙ্গে আপোস করিয়া লই, তবে আমার আচরণও

ঠিক পীলাতেরই মত হয়। এই ভাবের আচরণে আমি কতবার গুরুতর গুরুতর অপরাধ করিয়াছি! এই সব অপরাধ করিয়া, ঈশ্বরের **অসন্তোষ** ঘটাইয়াছি! নিজ আত্মারও **অনিষ্ট** সাধন করিয়াছি। আমরাত দুই **মনিবের** সেবা করিতে পারি না। আমাদের ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বরের সেবা কার্য্যই **মনোনীত** করিব, তাহাই সাধনের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প করিব।

৬। ধ্যান করিব ;—যিহুদী, মহাযাজক ও যাজকেরা কেমন আচরণ দেখাইল! তাহারা ঈশ্বরের মনোনীত লোক, তাহারা পবিত্র শাস্ত্রের রক্ষক ; ত্রাণকর্ত্তার সম্বন্ধে শাস্ত্রে কি কথা রহিয়াছে, সেই সব তাহারা জানে ; কিন্তু **অহঙ্কার, ঘৃণা** এবং **হিংসা** প্রভৃতিতে তাহাদের অন্তরটা একেবারে **অন্ধ** করিয়া ফেলিয়াছিল ! যেশু তাঁহার প্রতি তাহাদের ভক্তি ও অনুরাগের যে দাবী করিয়াছিলেন, সেই বিষয় অনুসন্ধান করিতে তাহারা **অস্বীকার** করিল ; কেবল তাহাদের **পাপ** ও **ক্রোধাদি রিপুর তৃপ্তি** সাধনের বিষয়ই ভাবিল। রিপুগুলিকে নিগ্রহ না করিলে, ঈশ্বরের উদ্দেশে **পবিত্রীকৃত** ব্যক্তিদেরও **কেমন অবস্থা** ঘটে, ইহাতে তাহাই দেখিতেছি। অহঙ্কার, ঘৃণা, হিংসা প্রভৃতিতে যাহাদের অন্তর পূর্ণ থাকে, তাহারা যুক্তি ও বিশ্বাসকে উপেক্ষা করে ; আর যাহারা এই প্রকার সৎ-ভাবগুলি ভালবাসে, তাহাদিগকেও তুচ্ছ করে ; অবশেষে নিজেদের আত্মাগুলির সম্পূর্ণ বিনাশ ঘটায়! এই রিপুগুলি কত অসংখ্য অসংখ্য লোকের যাহা ঘটাইয়াছে, আমার প্রতিও তাহাই ঘটাইতে পারে। তাহা হইলে, ঐ **রিপুগুলিকে** দমন করিয়া রাখা আমার কর্ত্তব্য নয় কি? এ বিষয়ে আমার যে সকল সঙ্কল্প আছে, তাহা পুনরালোচনা করিয়া দেখিব।

৭। পরিশেষে, ভক্তিভরে এই বিষয়ে যেশুর সহিত আলাপ করিব।

২৩৪। যেশুর প্রাণ-দণ্ডাদেশ।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঘটনাটি দেখিব ;—"পীলাত এই সকল কথা শুনিয়া যেশুকে বাহিরে আনিলেন। এবং যে স্থানকে লিথোস্ত্রোতোস্ ও ইব্রীয়তে গাব্বাথা বলে, সেই স্থানে বিচারাসনে বসিল। সেদিন পাস্খার আয়োজন দিন, ও বেলা প্রায় দুই প্রহর, এবং (পীলাত) যিহূদীদিগকে বলিলেন ; এই দেখ, তোমাদের রাজা। কিন্তু তাহারা চীৎকার করিতে লাগিল। উহাকে বিনাশ করুন, বিনাশ করুন ; উহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করুন। পীলাত তাহাদিগকে কহিলেন ; আমি কি তোমাদের রাজাকে ক্রুশে বিদ্ধ করিব ? মহাযাজকেরা উত্তর করিল ; চেসার ব্যতীত আমাদের রাজা নাই। অতএব তখন তিনি তাঁহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করিবার জন্য তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন। (যোহান ১৯ ; ১৩—১৬)।

৪। নম্র অন্তঃকরণে আমাদের প্রভুর কাছে এই প্রার্থনা করিব, আমার প্রতি তাঁহার কেমন মহা প্রেম, তাহা যেন তিনি আমাকে বুঝাইয়া দেন, আর আমিও যেন তাঁহাকেই প্রেম ও ভক্তি করিতে সাহায্য পাই।

৫। ধ্যান করিব ;—চেসার অপ্রসন্ন হইবার ভয়ে পীলাত তাঁহার নিজ বিবেকের বাণীও কেমন অগ্রাহ্য করিলেন! ঈশ্বরের **অপ্রসন্নতায়** ভয় করিলে, তাঁহার আরো কত ভাল হইত। তাহা হইলে, তিনি একজন পবিত্র লোক হইতে পারিতেন। যে চেসারের অসন্তোষ হইবে বলিয়া তখন তিনি ভয় করিয়াছিলেন, সেই চেসারেরই অনুগ্রহও তিনি হারাইলেন, আর ঈশ্বরও তাঁহার উপর এক **ভয়ানক দণ্ড** আনিয়া ফেলিলেন। তিনি নির্ব্বাসিত হইলেন, আর সেই স্থলেই ভয়ঙ্কর দুর্দ্দশাগ্রস্থ হইয়া বিনষ্ট

হইলেন! বাস্তবিক কেবল একটি বিষয়ই আছে, যাহার জন্য সতত সচেষ্ট থাকা উচিত। ঈশ্বরকে **সুপ্রসন্ন** করাই সেই বিষয়। কিন্তু ভয়েরও কেবল একটি বিষয় আছে; ঈশ্বরকে অপ্রসন্ন করাই ভয়ের একমাত্র বিষয়। ইহাই হৃদয়ঙ্গম করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিব।

৬। ধ্যান করিব;—আমাদের প্রভুর প্রতি ক্রুশীয় মৃত্যুর দণ্ডাদেশ হইল। তিনি সম্পূর্ণ **নির্দ্দোষ** ও কোন দণ্ডের যোগ্য নন্ জানিয়াও, এক জন বিচারক এই ভীষণ দণ্ডাদেশ দিলেন, ইহা কেমন অন্যায়, অবিচার! আহা! ইহা কেমন নিষ্ঠুরতা! ক্রুশীয় মৃত্যু অকথ্য যন্ত্রণা-দায়ক! অতি ঘোরতর পাষণ্ডের জন্যই এই দণ্ডের বিধান ছিল। ইহা অতি **অপযশ ও লজ্জাজনক** দণ্ড। তথাপি আমাদের প্রভু এই সমস্ত দুঃখ-ভোগ গ্রহণ করিলেন! আমাদের প্রতি তাঁহার **অসীম প্রেম** বলিয়াইত তিনি তাঁহার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালনের জন্য এই সমস্ত **অবিচার অত্যাচার** ও **অকথ্য যাতনা** ভোগ করিলেন। অতএব ঈশ্বরের হাত দিয়া আমাদের যেসমস্ত দুঃখ-কষ্ট ঘটে, যেগুর প্রতি প্রেমের জন্য আমার ঈশ্বর প্রভুর দৃষ্টান্ত দেখিয়া, সেই সমস্তই গ্রহণ করিব। তিনি আমাদের জন্য যে দুঃখ-যাতনা সহ্য করিলেন, তাহার সহিত তুলনায় আমাদের দুঃখ-কষ্টত অতি সামান্য।

৭। যিহুদীদের সেই ভয়ঙ্কর কথাগুলি চিন্তা করিব। তাহারা বলিল, "তাঁহার **রক্তের** দায়, আমাদের উপর আর আমাদের সন্তান-সন্ততির উপর বর্ত্তুক।" কয়েক বৎসর পরে, রোমানেরা যখন যিহুদী জাতিকে ধ্বংস করিয়াছিল, যখন লক্ষ লক্ষ যিহুদী যুদ্ধে বিনষ্ট হইল; একলক্ষেরও উপর যিহুদী লোককে ক্রীতদাস করিয়া রোমানেরা বেচিয়া দিল, তখন কেমন ভয়ঙ্করভাবে এই **পাপের ফল** ফলিল! তাহারা যেমন বলিয়াছিল, তাহাদের কথা তেমনি সফল হইল।

যাহারা ঈশ্বরের **কৃপা অগ্রাহ্য** করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করে, যাহারা **মারাত্মক পাপ** করিয়া তাহাদের ত্রাণকর্ত্তার **রক্তের দায়** নিজেদের উপর বর্ত্তাইয়া নিজেদেরে শাস্তির পাত্র করিয়া তুলে, শেষ দিনে, তাহাদের কেমন **ভয়ঙ্কর** শাস্তি হইবে! তাহাই চিন্তা করিব। এই মুহূর্ত্ত হইতে পাপ ঘৃণা করিতে ও যাহাতে পাপের দিকে লইয়া যায়, সেই সমস্ত পরিহার করিয়া চলিতে দৃঢ়সঙ্কল্প করিব।

৮। পরিশেষে, ভক্তিভরে এই বিষয়ে যেশুর সহিত আলাপ করিব।

২৩৫। যেশু আপন ক্রুশ-বহন করেন।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে এই দৃশ্যটি দেখিব, যেশুর শত্রুগণ একটি গুরুভার ক্রুশ তাঁহার আহত ও রক্তাক্ত স্কন্ধে-চাপাইয়া দিতেছে!

৪। নম্রঅন্তরে আমাদের প্রভুর নিকট এই প্রার্থনা করিব যে, ক্রুশের যথার্থ মূল্য কি তাহা যেন তিনি আমাকে শিখাইয়া দেন, আর আমি যেন ক্রুশকে মূল্যবান্ জ্ঞানে শ্রদ্ধাভক্তি করিতে পারি, এইজন্য তিনি যেন আমাকে সাহায্য করেন।

৫। ধ্যান করিব;—যেশু যে ক্রুশে এত কষ্টভোগ করিয়া প্রাণ দিবেন, কেমন **প্রেমভরে,** সেই তিনি ক্রুশ গ্রহণ করিলেন! ক্রুশে **প্রাণ দিবার** জন্যই তিনি জগতে আসিয়াছিলেন। মানবের **পাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধনের** জন্যই মারীয়ার হাত দিয়া মন্দিরে তিনি নিজেকে **বলি** উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার সমস্তটি জীবনই

দুঃখময় ছিল; কিন্তু সম্পূর্ণরূপে তাঁহার **আত্মবলি** সম্পাদন না করা পর্য্যন্ত, তাঁহার অন্তরের প্রেম অবিতৃপ্ত ছিল। প্রেম কি? ইহা হইতেই শিক্ষা করিব। আমার কর্ত্তব্যসমূহ সম্পন্ন করনে যেশুর জন্য আমার যে ত্যাগস্বীকার, তাহাতেও যেশুর প্রতি আমার প্রেমের পরিমাণ করে। যেশুর প্রেমের প্রতিদান স্বরূপ আমিও তাঁহাকে প্রেম করিতে কি সৎসাহস ও উত্তম প্রকাশ করিয়া থাকি? তাহা যদি না হয়, তবে সৎসাহসের সহিত ভবিষ্যতে যেশুর প্রতি আমার প্রেমের প্রমাণ দিতে দৃঢ়সঙ্কল্প করিব।

৬। ধ্যান করিব;—যেশু যদি কেবল দুঃখ-কষ্টের ও ক্রুশের লজ্জার দিকেই দেখিতেন, তাঁহার শত্রুগণ **ঈর্ষাবশে** তাঁহাকে যতদূর অপমান ও লাঞ্ছনা করিল, সেই সমস্তের দিকেই দেখিতেন, তবে তিনি ঐ সমস্ত কখনই ভালবাসিতে পারিতেন না। তিনি দেখিলেন, ইহাই আমাদের সকল **পাপের প্রায়শ্চিত্তের** উপায়, আমাদের জন্য **পুণ্য অর্জ্জনের** একটি উপায়, তাঁহার প্রতি আমাদের **হৃদয় আকর্ষণের** আর তাঁহার স্বর্গস্থ পিতাকে **গৌরবান্বিত** করিবার উপায়; তাই, তিনি **প্রেমভাবে** এই সমস্তকে আলিঙ্গন করিলেন। যেশু যেমন ক্রুশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমরাও যদি তেমনি অবনতভাবে এবং ঈশ্বরের পবিত্র ইচ্ছার সম্পূর্ণ বাধ্য হইয়া **ক্রুশ বহন** করি, তাহা হইলে ইহাতে আমাদের মধ্যেও একই ফল উৎপন্ন করিবে। আমাদের **ত্রাণকর্ত্তার** গুণে ইহাই আমাদের **আত্মাকে নির্ম্মল** করিবে; আমাদের জীবনের অতীত **অপরাধ-সমূহের** প্রায়শ্চিত্ত হইবে; স্বর্গের জন্য মহাসম্পদ **অর্জ্জনের সহায়** হইবে। যেশুর সঙ্গে আরো **ঘনিষ্ঠভাবে** আমাদের **যোগ** হইবার ও আমাদের স্বর্গস্থ পিতার মহাগৌরব প্রকাশ করিবার সাহায্য করিবে।

যদি আমরা এই একমাত্র যথার্থভাবে ক্রুশের দিকে দেখি, তবে আমরাও ক্রুশকে ভালবাসিতে পারিব, এবং সাহসের সহিত ক্রুশ-আলিঙ্গন করিতে পারিব। আমরা যদি ক্রুশ ভাল না বাসি, ইহা পরিত্যাগ করিয়া চলি, অথবা ইহার সহিত দুঃখ-কষ্টের ও অবনতভাব আছে বলিয়া আমরা যদি গজ্ গজ্ করি তাহা হইলে, এখনও আমাদের যে, যথার্থ জ্ঞান শিক্ষা হয় নাই, তাহারই কেবল প্রমাণ দেখাই; আর ক্রুশের দুঃখ, যাতনা, লজ্জা আমাদের দুঃখ-কষ্ট যাহারা ঘটায়, কেবল তাহাদের **ঈর্ষাই** দেখি। এই বিষয়গুলি ধ্যান করিব, আর উত্তমরূপে ক্রুশবহন করাই যে, একদিন **নিত্য-সুখের** উপায় হইবে, তাহাই ভাবিয়া দেখিব। আমাদের প্রভুর জন্য দুঃখ-কষ্টভোগের একটু সুযোগও যেন না হারাই এই সঙ্কল্প করিব।

৭। পরিশেষে, ভক্তিভরে এই বিষয়ে যেশুর সহিত আলাপ করিব।

২৩৬। যেশু ক্রুশ-ভারে প্রথমবার পড়িয়া যান।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে এই দৃশ্যটি দেখিব;—ক্রুশভারের চাপে যেশু উহার তলে পড়িয়া গেলেন!

৪। নম্র-অন্তরে আমাদের প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিব, তাঁহারই পবিত্র সেবার কার্য্যে আত্মদানের সঙ্কল্প করিতে যেন তিনি আমায় সাহায্য করেন।

৫। ধ্যান করিব;—কশাঘাতে ক্ষত বিক্ষত যেশুর স্কন্ধদেশে এই প্রকাণ্ড গুরুভার ক্রুশ-কাঠ কেমন চাপিয়া পড়িতেছিল! ঐ দেখিতেছি,

তিনি কেমন কষ্টে গুরুভার ক্রুশ কাষ্ঠের চাপ সহিতে সহিতে সম্মুখ দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াও অগ্রসর হইয়া যাইতেছেন; পা দুইখানি তাঁহার টলিতেছে, প্রতি পদক্ষেপে তাঁহার যাতনা বাড়িতেছে; প্রতি পদক্ষেপে ভূমির উপর তাহার **পবিত্র রক্তের দাগ** লাগিয়া যাইতেছে! আমার জন্যইত তিনি এই সকল যাতনা সহ্য করিতেছেন; আমার **পাপরাশিই** যে, তাঁহার ক্রুশকে এত ভারী করিয়া ফেলিয়াছে! এই সকল দুঃখ ও যাতনার দৃশ্যটি দেখিয়া আমার অন্তরে মমতা, অনুতাপ প্রেম-ভক্তি, ও কৃতজ্ঞতা উদ্দীপিত হউক।

৬। ধ্যান করিব;—যেশু কিভাবে ক্রুশ বহন করিতেছেন! তাঁহার কোন সান্ত্বনা নাই; তাহাকে কেহই সান্ত্বনা দেয় না। তাঁহার শত্রুগণ তাঁহার চারিদিক ঘেরিয়া চলিয়াছে, তাঁহার এই **অকথ্য যাতনায়** তাহারা আনন্দিত! কঠোর ও রূঢ়-স্বভাবের রোমীয় সেনারা তাঁহাকে টানিয়া হিঁচড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে; ঠেলা ধাক্কা দিতেছে; নির্দ্দয়-ভাবে এক একবার গোঁতা মারিতেছে; তাঁহার শিষ্যগণ লজ্জায় ও ভয়ে দূরে দূরে থাকিতেছে; যতই তিনি অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহার **যাতনা** ততই আরো প্রবল হইয়া উঠিতেছে! আমার অবনতভাব ও দুঃখ-কষ্টগুলি একবার যেশুর এই যাতনার সঙ্গে তুলনা করিব। আমার দুঃখ-কষ্ট কেমন **অকিঞ্চিৎকর!** তাহা হইলেওত দেখি, লোকে আমার দুঃখ-কষ্টে আমাকে সমবেদনা দেখায়; তাহারা অনুরাগ দেখাইয়া **স্নেহ-মমতার** সহিত সান্ত্বনার কথা বলে; আমার কষ্ট-যন্ত্রণা কমাইবার জন্য **যথাসাধ্য** চেষ্টাও করে। তাঁহার যাতনায় কেহইত তাহাকে সান্ত্বনাও দেয় নাই! আরো ভাবিয়া দেখিব, আমার নানা পাপের জন্য আমিইত এই সব যন্ত্রণার পাত্র, আমারই এই শাজা ও **অবমাননা** হওয়া উচিত! তথাপি আমি সামান্য দুঃখ-কষ্ট পাইলেই বচসা করি; অসন্তুষ্ট হই; অধৈর্য্য হইয়া

পড়ি! যেশুর এই আদর্শ দৃষ্টান্তটি সম্মুখে রাখিয়া আরো উত্তমরূপে তাঁহারই অনুকরণ করিতে দৃঢ়-সঙ্কল্প করিব।

৭। ধ্যান করিব ;—যেশু যে শিষ্যগণকে এত স্নেহ করিতেন, এত ভালবাসিতেন, তাঁহারাই যখন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, তখন তাঁহার কেমন অকথ্য যাতনা হইয়াছিল! খ্রীষ্টের অনুকরণ পুস্তকের কথাটি কেমন সত্য ; "যেশুর স্বর্গরাজ্য ভালবাসে এমন অনেক লোক তিনি পান ; কিন্তু তাঁহার ক্রুশ বহন করিতে ভালবাসে, এমন লোক অতি অল্পই দেখাযায়।" সকলেই তাঁহার সহিত **আনন্দ** করিতে ইচ্ছুক ; কিন্তু তাঁহার সহিত **দুঃখভোগ** করিতে প্রস্তুত লোক অতি অল্প! হয়ত, আজ পর্য্যন্ত আমিও ক্রুশবহন করিতে ভালবাসি নাই ; এমন কি, অতি সামান্য **দুঃখ** ও **কষ্ট** দেখিয়াই, **অবমাননারভাব** দেখিয়াই আমি আঁত্‌কিয়া উঠি ; বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখিয়া ঐ সমস্ত দুঃখ-কষ্ট **পরিহার** করিয়াই চলিতে চাই। যদি তাহাই হয়, আমি কি যেশুর প্রকৃত শিষ্য নামের যোগ্য? অতএব, আমি আরো সৎসাহস উদ্দীপিত করিয়া, যিনি আমাকে এতদূর ভালবাসিয়াছেন, সেই যেশুর **অনুরাগী** হইব, তাহাকেই প্রেমভক্তি করিব।

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে যেশুর সহিত ভক্তিভরে আলাপ করিব।

২৩৭। যেশু ও তাঁহার শোকার্ত্তা জননীর সাক্ষাৎ।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে, মাতা-পুত্রের এই শোকাবহ সাক্ষাতের দৃশ্যটি দেখিব

৪। নম্র-অন্তরে ঈশ্বরের নিকট এই কৃপা প্রার্থনা করিব, আমি যেন যেশু ও জননী মারীয়াকে আরো ভালরূপে জানিতে পারি; আর তাঁহাদিগকে আরো ভালরূপে প্রেম-ভক্তি করিতে পারি।

৫। ধ্যান করিব;—জননী মারীয়া পুত্রের দণ্ডাদেশের কথা শুনিবা-মাত্রই তাঁহার দুঃখ-যাতনা, অবমাননা প্রভৃতির সহভাগিনী হইবার জন্য কেমন দৃঢ়-সঙ্কল্প হইলেন! পবিত্র যোহানও অন্যান্য প্রেরিতগণের মত পলাইয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু জননী মারীয়ার ব্যাকুলতায় উদ্দীপিত হইয়া, প্রেম ও সাহসে বুক বাঁধিয়া আবার তাঁহারই সহিত আমাদের প্রভুর সাক্ষাতে আসিলেন; আর শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার দুঃখভোগের **সহভাগী** হইলেন। ঈশ্বর যে কার্য্যে আমাকে **আহ্বান** করিয়াছেন, তাহাতে যেশুর জন্য যত **দুঃখ-কষ্ট**, অবমাননাই হউক না কেন, আমিও যেন সেই সমস্তই সাহসের সহিত অবলম্বন করিতে পারি। মাতা মারীয়ার দৃষ্টান্ত দ্বারা এই সাহস ও উৎসাহ আমার বৃদ্ধি হউক।

৬। ধ্যান করিব;—এইভাবে মাতা পুত্রের সাক্ষাৎ উভয়েরই পক্ষে কেমন **অন্তর্বেদনা-জনক** হইয়াছিল! মাতা মারীয়া যখন দেখি-লেন, **ঈশ্বর-ভয়হীন** নিষ্ঠুর শত্রু লোকেরা তাঁহার ঈশ্বর-পুত্রের সর্ব্বাঙ্গ প্রহারাদি অত্যাচারে ক্ষত বিক্ষত করিয়া কদাকার করিয়া দিয়াছে; দারুণ-ভার প্রকাণ্ড ক্রুশ-কাঠ তাঁহার স্কন্ধে চাপাইয়া তাঁহাকে টানিয়া হিঁচড়াইয়া ধাক্কা দিতে দিতে লইয়া যাইতেছে; তাঁহাকে কত **অপমান** করিতেছে, কত **ঈশ্বর-নিন্দা** করিতেছে, তাঁহার ঘোর শত্রুরা তাঁহাকে **ঈর্ষা** করিয়া কত **দুর্ব্ব্যবহার** করিতেছে, তখন তাঁহার কেমন **অকথ্য** অন্তর্যাতনা হইল! আর যেশু যখন দেখিলেন, তাঁহার পবিত্রা জননীর স্নেহপূর্ণ **নির্ম্মল হৃদয়খানি** শোকে, দুঃখে ও **মর্ম্ম যাতনায়** ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তখন তাঁহারও কেমন তীব্র অন্তর্যাতনা হইল! তাঁহাদের

প্রতি আমাদের অন্তরে মমতা হউক ; তাঁহাদের এই অন্তর্যাতনায় আমাদেরও নিজ নিজ পাপগুলির যে অংশ রহিয়াছে, সেইজন্য অনুতাপ করিব। **অকৃতজ্ঞ মানুষের** ব্যবহারে তাঁহাকে যে সমস্ত অকথ্য দুঃখ, কষ্ট ও যাতনা সহ্য করিতে হইয়াছে, আমাদের প্রেম ও ভক্তির দ্বারা তাহার **ক্ষতিপুরণ** করিব। জননী মারীয়ার সঙ্গে আমাদের ত্রাণকর্ত্তার **সান্ত্বনা-জনক** হইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

৭। ধ্যান করিব ;—যেশু কিম্বা মাতা মারীয়া কেহই **ভীষণ আত্মবলি** উৎসর্গ করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। তাঁহারা উভয়েই একত্রে এই আত্ম-বলিদানে সম্মত হইলেন ; আর পাপের দ্বারা মানুষ ঈশ্বরের যে অসম্মান করিয়াছে, তাহারই প্রতিকার করিয়া মানব আত্মাগুলির **পরিত্রাণ** সাধনের জন্য প্রেমপূর্ণ অন্তরে উভয়েই একত্রে এই **আত্ম-বলি** উৎসর্গ করিলেন। তিনি যে মহাকার্য্য সাধনার্থে জগতে অসিয়া-ছিলেন,সেই কার্য্যে আমাকেও একজন **কার্য্যকারী** করিয়া লইতে যেশু কেমন ইচ্ছা করেন, তাহাই চিন্তা করিব। ইহা একটি **বিশেষ কৃপা**। তিনি আমাদিগকেও ইহাই দিতে চান। তাঁহার এই মঙ্গলময় আকাঙ্ক্ষায় তাঁহাকে আমি নিরাশ করিব না ; মাতা মারীয়ার সঙ্গে আমার ঈশ্বর **ত্রাণকর্ত্তার** ক্রুশে আমার অংশ অবশ্য গ্রহণ করিব। অতএব, ঈশ্বর আমার উপর যে সকল পরীক্ষাই পাঠান না কেন, সাহসের সহিত তাহা গ্রহণ করিয়া, যেশুর সহিত একযোগে **ধৈর্য্যপূর্ব্বক** তাহা সহ্য করিতে, আর এইভাবে আমার নিজের এবং অপরের পাপ ও অপরাধসমূহের **প্রায়শ্চিত্ত** সাধন করিতে দৃঢ়-সঙ্কল্প হইব।

৮। পরিশেষে, অতি ভক্তিভরে যেশুর সহিত এই বিষয় আলাপ করিব।

২৩৮। সিরেনেয় শিমোন ক্রুশ বহনে যেশুর সাহায্য করিল।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঘটনাটি দেখিব ;—"এবং তাহারা যেশুকে লইয়া যাইতে যাইতে শিমোন নামে যে একজন সিরেনেয়া লোক গ্রাম হইতে আসিতেছিল, তাহাকে ধরিয়া যেশুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ বহন করিবার জন্য তাহার স্কন্ধে ক্রুশ চাপাইল।" (লুক ২৩ ; ২৬)।

৪। নম্র অন্তঃকরণের সহিত এই প্রার্থনা করিব, আমি যেন অতি উচ্চভাবে ক্রুশের প্রশংসা করিতে পারি ও ক্রুশ ভালবাসিতে পারি।

৫। ধ্যান করিব :—সৈনিকেরা যখন সিরেনের শিমোনকে ক্রুশ বহনের জন্য জোর করিয়া ধরিয়া বাধ্য করিল, তখন তাহাদের মনে একটুও অনুগ্রহ বা দয়া ছিল না। তাহাদের কার্য্যটি ছিল **পাশবিক বলপ্রয়োগ,** আর শান্তিপূর্ণ নিরীহ লোকের প্রতি **অন্যায়** ব্যবহার। শিমোন যেশুকে চিনিত না। সে কেবল ইহাই দেখিল, একজন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীর ক্রুশ বহিয়া নেওয়া বড়ই **অপমানের** কথা! আর তাহার কাঁধে চাপান ক্রুশের বোঝাও তাহার বড়ই ভারি বোধ হইল। কিন্তু ঈশ্বরের বিধান কেমন দেখিব ;—এই ক্রুশ বহন করাতেই শিমোনকে **যেশুর সংস্পর্শে** আনিল। ইহাই তাহাকে আমাদের প্রভু যেশুর শিষ্য করিয়া লইল ; ইহাই পবিত্রতা লাভের যে, একটি উপায় তাহার প্রমাণ দেখাইয়া দিল। আমার নিজের দিকে ফিরিয়া চিন্তা করিয়া দেখিব, যদি অন্যায়ভাবে কোন দুঃখ-কষ্ট, অবমাননা প্রভৃতি ঘটে, এমন কি দুষ্ট-বুদ্ধি

লোকেরা যদি তাহাদের মন্দ অভিপ্রায়েও এই সব ঘটায়, তথাপি ইহা ঈশ্বরেরই ইচ্ছায় হয়; কারণ ইহাতেই আমাকে যেশুর **আরো নিকটে** আনে, ইহাই পবিত্রতা লাভের উপায় হয়। ঠিকভাবে গ্রহণ করিলে, এই ক্রুশই **অন্তর** নির্ম্মল করে; সাংসারিক বিষয়সমূহ হইতে মনকে **অনাসক্ত** করে; ঈশ্বর ও স্বর্গস্থ বিষয়সমূহের দিকে মনের **অনুরাগ** ও **আগ্রহ** জন্মায়; যাবতীয় **মঙ্গলের উৎস** যেশুর সঙ্গে আরো **ঘনিষ্ঠভাবে যোগ** করিয়া দেয়; আর আমাদের জন্য স্বর্গের **অশেষ পুরস্কার** অর্জ্জন করিয়া আনে। অতএব, ঈশ্বরেরই **ইচ্ছানুযায়ী** প্রতিদিন আমার উপর যে সমস্ত দুঃখ-কষ্ট উপস্থিত হয়, ঈশ্বর-ইচ্ছার **সম্পূর্ণ বাধ্য** থাকিয়া, সেই ক্রুশ ধৈর্য্যপূর্ব্বক প্রেম ও ভক্তিভরে সাহসের সহিত আমি গ্রহণ করিব।

৬। ধ্যান করিব;—শিমোন যখন জানিতে পারিল যেশু কে, তখন সে কত সুখী হইয়াছিল! তাহার ঈশ্বর প্রভুর ক্রুশ বহনে সাহায্য করিতে পারিয়াছিল বলিয়া সে আপনাকে কেমন **সম্মানিত** মনে করিয়াছিল! ইহাত প্রকৃতই **মহা সম্মান** ও **অধিকারের** কথা। মৃত্যু সময়ে তাহার জন্য এই চিন্তাটি তাহাকে কেমন সান্ত্বনা দিয়াছিল! আর তাহাই এখন স্বর্গে কেমন আনন্দ ও অনন্ত কৃতজ্ঞতার উপায় হইয়াছে। সুতরাং আমি যদি যেশুর জন্য ক্রুশ বহন করি, তবে ক্রুশ একদিন আমার পক্ষেও এইরূপ আনন্দ-দায়ক হইবে।

৭। পরিশেষে, ভক্তিভরে এই বিষয় যেশুর সহিত আলাপ করিব।

২৩৯। বেরোনীকা যেশুর মুখ মুছিয়া দেন।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে এই দৃশ্যটি দেখিব ; আমাদের প্রভু প্রকাণ্ড ক্রুশের ভারে বড়ই কষ্টে চলিতেছেন ; তাঁহার পা দু'খানি টলিতেছে ; তাঁহার মুখমণ্ডল রক্ত-ঘামে ভিজিয়া যাইতেছে ! এই পবিত্রা নারী বেরোনীকা জনতার মধ্য দিয়া আসিয়া অতি মমতা ও ভক্তিভরে তাঁহার পরমপূজ্য মুখখানি মুছিয়া দিলেন। আমাদের প্রভুও তাহার এই কার্য্যের পুরস্কার দিলেন ; যে রুমালখানা দিয়া তিনি তাঁহার এই ভক্তির কার্য্যটি করিয়াছিলেন, সেই রুমালে প্রভুর শ্রীমুখের একটি মূর্ত্তির ছাপ রহিয়া গেল।

৪। নম্রঅন্তরে আমাদের প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিব, তাঁহার এই পবিত্র দুঃখভোগের প্রতি ভক্তিমান হইতে যেন তিনি আমার অন্তরকে উদ্দীপিত করেন।

৫। ধ্যান করিব ;—সেই জনতার মধ্যে এমন লোক অনেক ছিল, যাহারা তাঁহার নিকট রাশি রাশি উপকার পাইয়াছিল ; তখনও তাহাদের অনেকে তাঁহাকে বিশ্বাস করিত। তথাপি হয় লজ্জায়, না হয় ভয়ে, একজনও প্রভুকে সাহায্য বা সান্ত্বনা করিতে আসিল না। তাহাদের এই ব্যবহার যেশুর প্রেম-পূর্ণ অন্তরে কত দুঃখই না জানি দিয়াছিল ! আজও এইরূপ অনেকেই করে ; তাহারা আমাদের প্রভুকে ভালবাসিতে চায়, কিন্তু **দুঃখ কষ্টের** ভয়ে অথবা মানুষের কাছে **মান-সম্ভ্রম** কমিবার ভয়ে, তাহারা তাহাদের **কর্ত্তব্য** করিতে পারে না। এই ঘটনা যদি এখন হইত, কিম্বা হয়, তবে আমি নিজে কি করিতাম ? আমার ত্রাণকর্ত্তার কাছে আমি কত **ঋণী** তাহাত আমি জানি ; কিন্তু

আমার **অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়াসক্তি** প্রভৃতি কি আমার **প্রভুর ইচ্ছা** পালনে বাধা দেয় না? তাহা যদি হয়, তবে তাঁহার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ভবিষ্যতে আরো সাহসের সহিত কার্য্য করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইব।

৬। ধ্যান করিব;—এই পবিত্রা নারীর দৃষ্টান্তটি কেমন সুন্দর! প্রবাদ আছে, ইনি একজন উচ্চ বংশীয়া সুশিক্ষিতা মহিলা ছিলেন। যাহাই হউক, যেশুর শত্রুরা তাঁহাকে ঘৃণা করিবে বলিয়া, অথবা সেনারা তাঁহার উপর দুর্ব্ব্যবহার করিবে বলিয়া তিনি পিছ্‌পা হইলেন না। তিনি সাহসের সহিত অগ্রসর হইয়া অতি **ভক্তি** ও **শ্রদ্ধাভরে** তাঁহার ঈশ্বর-প্রভুর রক্তাক্ত মুখমণ্ডলখানি মুছিয়া দিলেন। তাঁহার এই সাহসের প্রশংসা করিয়াই কেবল নিরস্ত হইব না; কিন্তু তাঁহার অনুকরণ করিতেও দৃঢ়-সঙ্কল্প করিব। কোন রকম বাধা, বিঘ্ন ও কষ্ট আর মানুষের মতামত, কিম্বা হাসি-তামাসার ভয়ে, আমার কর্ত্তব্য হইতে আমি যেন পশ্চাৎ-পদ না হই।

৭। ধ্যান করিব;—এই প্রেম ও ভক্তির কার্য্যে আমাদের প্রভু তাহার প্রীতির নিদর্শন-স্বরূপ একটি অতি-লৌকিক কার্য্য করিলেন। বেরোনীকা যে রুমাল ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রভু তাঁহার নিজের আকৃতি অঙ্কিত হইয়া যাইতে দিলেন। এই দানটি বেরোনীকা না জানি কতই মূল্যবান জ্ঞান করিয়াছিলেন! তাঁহার সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া, নিষ্ঠুর আঘাতে বিকৃত-দেহ যেশুর পরমপূজ্য মুখ-মণ্ডলখানি বেরোনীকার অন্তরে, প্রভুর প্রেমকে কেমন **জ্বলন্তভাবে** দেদীপ্যমান রাখিয়াছিল? তাঁহার নামে প্রত্যেকটি ভক্তির কার্য্যে, বিশেষতঃ, যখনই আমি কোন বাধা-বিঘ্ন উত্তীর্ণ হই, অথবা তাঁহার জন্য অবমাননা সহ্য করি, তখন কি ভাবে তাঁহার **প্রীতি সাধন** করি ইহাই মনে করিয়া দেখিব। যেশুর কাছে এই প্রার্থনা করিব, তিনি যেন তাঁহার দুঃখভোগের **চিত্রটি**

আমার অন্তরে এমনভাবে অঙ্কিত করিয়া দেন যে, আমার অন্তরে এই পরম-মঙ্গলময়, কৃপাবান্ প্রভুর প্রতি আমার উপযুক্ত প্রেম-ভক্তি নিয়ত বৃদ্ধি হইতে থাকে।

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে যেশুর সহিত ভক্তিভরে আলাপ করিব।

২৪০। আমাদের প্রভু দ্বিতীয়বার ক্রুশ-ভারে পড়িয়া যান।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে এই দৃশ্যটি দেখিব, আমাদের প্রভু দ্বিতীয়বার ক্রুশ-ভারের চাপে পড়িয়া গেলেন।

৪। নম্র-অন্তরে আমাদের প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিব, সিদ্ধতায় উন্নত হইবার জন্য সাহসের সহিত সচেষ্ট হইবার জন্য দৃঢ়-সংকল্প যেন তিনি আমার অন্তরে উদ্দীপিত করিয়া দেন।

৫। ধ্যান করিব ;—আমাদের প্রভু তাঁহার **ক্ষত বিক্ষত স্কন্ধে** দারুণ ভার **ক্রুশকাষ্ঠ** বহন করিয়া চলিতেছেন আমাদেরই জন্য, আমাদিগকেই **পরিত্রাণ** ও **পবিত্র** করিবার জন্য তিনি এই **ক্রুশ** বহন করিতেছেন! আমাদেরই জন্য তিনি এই সমস্ত **অকথ্য** ও **অসহ্য যাতনা** ও **অত্যাচার** সহ্য করিতেছেন! আমাদিগকে পবিত্র করিবার জন্য সমস্ত কষ্টই সহিতেছেন ; স্বর্গের পথে যাইতে আমাদের যদি সাহায্য হয়, তাহা হইলে তিনি যে, কোন কিছুই **কষ্টকর** ও **অবমাননা-জনক** মনে করেন না, আমাদের

প্রভু ইহাই দেখাইতেছেন। যে সিদ্ধতালাভ করা আমার অতি আবশ্যকীয় তাহার জন্য আমি হয়ত, চেষ্টা করিতে পশ্চাৎ-পদ হইয়া পড়ি; কারণ সিদ্ধতার চেষ্টায় আমরা **বহু কষ্ট ও দুঃখ** দেখি! আমাদিগকে সিদ্ধ ও পবিত্র-লোক করিবার জন্য যেশু যে সমস্ত দুঃখ-যাতনা ভোগ করিয়াছেন, তাহার তুলনায়, **সিদ্ধতা** ও **পবিত্রতা** লাভের জন্য আমাদিগকে যে সমস্ত দুঃখ-কষ্ট **জয়** করিতেই হইবে, যে সমস্ত **অবমাননা** সহ্য করিতেই হইবে, তাহাত কিছুই নয়।

৬। ধ্যান করিব;—যেশু আবার **ক্রুশ-ভারে** পড়িয়া গেলেন! চিন্তা করিয়া দেখিব; আমাদেরই জন্য তিনি তাঁহার সমস্ত মানবীয় বল ক্ষয় করিয়াছেন। চিন্তা করিব, তিনি কে? আর আমাদিগকে কেন এত ভাল বাসেন? আহা, আমরা তাঁহার এই **ভালবাসার** কেমন অযোগ্য পাত্র! তাঁহার এই ভালবাসার **প্রতিদানের** জন্য আমরা এমন প্রেমভক্তি ও কৃতজ্ঞতা কি দেখাইতে পারি, যাহা যথেষ্ট হইতে পারে? তাঁহার সেবার কার্য্যে আমাদের সমস্ত শক্তি কত সন্তুষ্টচিত্তে ব্যয় করা উচিত! আমাদের জীবনে যত **শৈথিল্যভাব** দেখাইয়াছি, তাহার জন্য ক্ষমা করিতে আর আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনে তাঁহার সেবার কার্য্যে আরো উত্তমরূপে সৎ-সাহস দানের জন্য আমাদের প্রভুর কাছে প্রার্থনা করিব।

৭। ধ্যান করিব;—রূঢ়-স্বভাব, কঠিন-হৃদয় সেনারা আমাদের প্রভুকে আবার উঠিয়া **ক্রুশ কাঁধে** লইয়া চলিবার জন্য কেমন নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করিতেছে! কেমন নির্ম্মমের মত তাঁহাকে ধরিয়া টানাটানি করিতেছে! তাহারা কি নির্দ্দয়! তথাপি তাহাদিগকে একভাবে ক্ষমা করা যায়, কারণ তাহারা যেশুকে জানেনা। আমরাত তাঁহাকে ভাল করিয়াই জানি, তিনি যে অসীম **মহিমাময়, প্রেমময়**; তিনিই

পবিত্রতার আধার; তাঁহাকে আমাদের ত্রাণকর্ত্তা জানিয়াও কি আমরা তাঁহার **যাতনা, অখ্যাতি ও অপমান** বাড়াইয়া থাকি? আমরা তাঁহার কেমন লজ্জাজনক! তাঁহার প্রতি কেমন অকৃতজ্ঞ! আর যেশুর অন্তর কেমন **আশ্চর্য্য দয়ায় পূর্ণ**! এত যাতনা, অবমাননা সত্ত্বেও তিনি আমাদিগকে ভালবাসিতে বিরত নন; সতত নানাভাবে তিনি আমাদের উপর রাশি রাশি অনুগ্রহ দান করিতেছেন! ভবিষ্যতে আরো উত্তমভাবে যেশুর সেবা করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প করিব।

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে ভক্তিভরে যেশুর সঙ্গে আলাপ করিব।

২৪১। পবিত্রা নারীগণ যেশুর জন্য রোদন করেন।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঘটনাটি দেখিব;—"এবং বহু সংখ্যক পুরুষ ও স্ত্রীলোক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল; সেই স্ত্রীলোকেরা তাঁহার জন্য বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে রোদন করিতে লাগিল। কিন্তু যেশু তাহাদের প্রতি মুখ ফিরাইয়া কহিলেন; হে যেরুসালেমের কন্যাগণ, আমার নিমিত্ত রোদন করিওনা, কিন্তু আপনাদের নিমিত্ত ও আপন সন্তানদের নিমিত্ত রোদন কর।...... কারণ যদি সবুজ বৃক্ষেতেই তাহারা এই সকল করিতেছে, তবে শুষ্ক-বৃক্ষে কি না হইবে?" (লুক ২৩; ২৭, ২৮—৩১)।

৪। নম্র অন্তরে আমাদের প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিব, আমি যেন আমার সমস্ত পাপের জন্য গভীর দুঃখ অনুভব করিতে পারি; আর সেইজন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প করিতে পারি।

৫। ধ্যান করিব ;—সেই নারীগণ, যে যেশুকে এত সৎ ও পবিত্র বলিয়া জানিতেন, তাঁহাকেই এই ভয়ঙ্কর যাতনাভোগ করিতে দেখিয়া মমতায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। যেশুকে তাঁহারা যত জানিতেন, আমিত তাঁহাদের অপেক্ষাও তাঁহাকে অধিক জানি। তিনি আমার **প্রিয়তম বন্ধু**, আমার **পিতা**, আমার **ত্রাণকর্ত্তা** আমার **প্রভু** ও **ঈশ্বর** ; আর আমারই জন্য তিনি এই দুঃখভোগ করেন। এই দুঃখ-যাতনার মধ্যে যেশুর প্রতি এই নারীগণের মমতা হইবার কারণ হইতেও তাঁহাকে আমার **মমতা** করিবার আরো বহু কারণ রহিয়াছে। বিশেষতঃ, তাঁহার দুঃখ-কষ্ট ঘটাইবার মধ্যে আমারও যে অংশ রহিয়াছে, তাহার জন্যও যেশুকে আমার মমতা করা কর্ত্তব্য।

৬। ধ্যান করিব ;—যেশু আমার পাপসমূহের জন্য আমাকে **প্রায়শ্চিত্ত** করিতে শিক্ষা দিতেছেন। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্যই যত দুঃখ-কষ্ট ও অবমাননা নিজের উপর লইলেন। আর আমি এই সমস্ত যাতনা, অবমাননার পাত্র হইয়াও, অপরের নিকট হইতে সামান্য একটু তুচ্ছ **তাচ্ছল্যভাব** সহ্য করিতে চাইনা! কেহ আমার দোষ **সংশোধনের** জন্য তিরস্কার করিলে, আমি সহ্য করিতে অনিচ্ছুক হই! আমারই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য যেশু কালবারীর পথে এত অকথ্য যাতনা সহ্য করিলেন! আর আমি ন্যায়তঃ **সম্পূর্ণ দণ্ডেরপাত্র** হইয়াও গজ্ গজ্ না করিয়া একটু সামান্য কষ্টও সহ্য করিতে পারি না! আমারই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে যেশুর পবিত্র অন্তরখানি দুঃখের ভারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল! আর আমি আমার পাপের জন্য খুব কমই অনুতাপ করি। অতএব, যেশু যেরুসালেমের নারীগণকে যে পরামর্শ দিতেছেন, "আমার জন্য কাঁদিও না, কিন্তু তোমাদের নিজেদের জন্যও আপন আপন সন্তানদের জন্য রোদন কর।"

আমিও এই পরামর্শ মত আমার পাপ-সমূহের জন্য **সরলমনে** অনুতাপ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প করিব।

৭। যেশুর শ্রীমুখের এই কথাগুলি ধ্যান করিব ;—"সবুজ বৃক্ষেতেই যদি তাহারা এই সব করিতেছে, তবে শুষ্ক-বৃক্ষে কি না হইবে ?" আমাদের প্রভু নিজে **নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক** ও **ঈশ্বরের প্রিয়তম পুত্র** হইয়াও আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য নিজেকে **বলি** উৎসর্গ করিয়া যদি এমন অকথ্য যাতনা ও দুঃখভোগ করিলেন, তবে যাহারা নিজে যথাসময়ে অনুতাপ ও প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ঈশ্বর-কৃপার মঙ্গল লাভ করিতে অবহেলা করে, সেই পাপীদিগের কেমন ভয়ঙ্কর দশাই না ঘটিবে !

৮। পরিশেষে, অতি ভক্তিভরে এই বিষয়ে যেশুর সহিত আলাপ করিব।

২৪২। যেশু তৃতীয়বার ক্রুশ-ভারের চাপে পড়িয়া যান।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঘটনাটি দেখিব ; আমাদের প্রভু একবারে শক্তিহীন হইয়া ক্রুশ-ভারের চাপে ক্রুশ-কাঠের তলে পড়িয়া গিয়াছেন।

৪। নম্র অন্তরে আমাদের প্রভুর কাছে এই প্রার্থনা করিব, আমার অন্তরে তাঁহারই সেবার জন্য যেন তিনি সৎ-সাহস উদ্দীপিত করিয়া দেন।

৫। ধ্যান করিব ;—যেশু তৃতীয়বার ক্রুশ কাঠের নীচে পড়িয়া গেলেন ! আরও **দুঃসহ দুঃখভোগের** জন্য আবার অনেক কষ্টে উঠিলেন। এই দৃশ্যটি আমাদের পক্ষে **দৃঢ়তার** ও **ধৈর্য্যসহিষ্ণুতার** কেমন সুন্দর দৃষ্টান্ত হইল ! আমরাত, একটু কষ্ট ভুগিতে হইলেই কিম্বা একটু অবমাননা সহ্য করিতে হইলেই, অতি সহজেই কেমন হতাশ ও অস্থির হইয়া পড়ি ! তবে আমাদের প্রভু এত সাহসের সহিত এই ভয়ঙ্কর **ক্রুশবহনের** শক্তি কি করিয়া পাইলেন ? তাঁহার **স্বর্গস্থ পিতা ঈশ্বরের প্রতি** আর **মানব-আত্মাগুলির** জন্য তাঁহার **অসীম প্রেমই** সেই শক্তি ; কারণ তাঁহার স্বর্গস্থ পিতা ঈশ্বরের গৌরবের জন্য আর **মানব-আত্মাগুলির** প্রতি তাঁহার প্রেমের জন্যইত তিনি সম্পূর্ণরূপে নিজেকে **বলি** উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত। অন্যদিকে, সামান্য দুঃখ-কষ্টেই আমাদেরে পিছ পা' করিয়া ফেলে কেন ? আমাদের প্রভু ঈশ্বরের প্রতি আমাদের **প্রেমের অল্পতা** ও **আত্ম-প্রীতির** প্রবলতাই তাহার কারণ। অতএব, আমি চিন্তা করিয়া দেখিব, আমাদের সমস্ত **কর্ত্তব্য** ও **ত্যাগস্বীকার** ঈশ্বরেরই জন্য করা উচিত ; তিনিই ইহার একমাত্র যোগ্য। এই চিন্তা করিয়া আমার অন্তরে ঈশ্বরের প্রতি ও মানব-আত্মার জন্য আরো অধিক প্রেম উদ্দীপিত করিতে চেষ্টা করিব।

৬। ধ্যান করিব ;—যেশু শেষ পর্য্যন্ত ক্রুশ বহন করিয়া, এইভাবে জগতের **পরিত্রাণ** সাধনের জন্য তাঁহার স্বর্গস্থ পিতার যে ইচ্ছা ছিল, সেই ইচ্ছাটি কেমন সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন করিলেন। তিনি ক্রুশে প্রেক-বিদ্ধ হইলেন, ক্রুশে ঝুলিয়া প্রাণ দিলেন ! এইরূপে কেমন মহাপ্রেমের সহিত, প্রত্যেক বিষয়ে সম্পূর্ণ নিখুঁত ও প্রকৃতভাবে, **বাধ্যতার** অতি দুষ্কর কার্য্য সম্পাদন করিলেন। আমার ঈশ্বর যেশু আমাদের উপর যে কর্ত্তব্য

ভার রাখিয়াছেন, তাঁহার নিজের কার্য্যের সহিত তুলনায় তাহা কত সহজ। তথাপি সেই সকল সম্পন্ন করিতে আমরা কত বিরক্ত হই, কত গজ্ গজ্ করি! আর তাহাতে একটু দুঃখ ঘটিবে দেখিলেই কেমন পিছাইয়া গিয়া কর্ত্তব্যটি সম্পন্ন করিতে অবহেলা করি! আমার **সৎ-সাহসের** অভাবের জন্য আমার লজ্জিত হওয়া উচিত। ইহার জন্য **সরলভাবে** অনুতাপ করিয়া, ঈশ্বর আমার দ্বারা যাহা করাইতে চান, প্রেম-পূর্ণ অন্তরের সহিত তাহাই সম্পন্ন করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প করিব।

৭। ধ্যান করিব ;—এই তৃতীয়বার পতনের পর যেশু একেবারে **শক্তিহীন**-দেহে কেমন মহাকষ্টে আবার উঠিয়া কালবারীর পথে অতি ভীষণ **নিষ্ঠুরভাবে হত** হইতে যাইতেছেন। যতক্ষণ একবিন্দু রক্ত তাঁহার দেহে ছিল, যে কোন রকমের একটি সামান্য ত্যাগ-স্বীকারের কার্য্যও যতক্ষণ বাকী ছিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের প্রতি তাঁহার প্রেমের যেন তৃপ্তি হয় নাই। তাঁহার দেহ, আত্মা যাহা কিছু আছে, সমস্তই আমাদের জন্য তাঁহাকে যে, দিতে হইবেই হইবে! এই সমস্তের পরেও আমাদের নিজের কথা ভাবিয়া আমাদের কি লজ্জিত হওয়া উচিত নয়? আমাদের কর্ত্তব্যের জন্য যে ত্যাগস্বীকার করা উচিত, তাহা দেখিয়া যদি পিছাইয়া যাই, আর ঈশ্বরের মহাগৌরবের বিষয় না ভাবিয়া সব সময় নিজের সুখ-স্বচ্ছন্দতারই সন্ধানে থাকি, তবে কি বাস্তবিকই অতি লজ্জার কথা হয় না?

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে ভক্তিভরে যেশুর সহিত আলাপ করিব।

২৪৩। যেশুর গায়ের কাপড় খুলিয়া লওয়া হইল।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঘটনাটি দেখিব;—"এবং তিনি স্কন্ধে বহন করিয়া যে স্থানকে কালবারী এব্রেয় ভাষায় গোল্‌গথা বলে, সেই স্থানের দিকে বাহির হইলেন। আর তাহারা (তাঁহার বস্ত্র খুলিয়া লইয়া) তাঁহাকে গন্ধরস মিশ্রিত দ্রাক্ষারস পান করিতে দিল। তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন না।" (যোহান ১৯; ১৭। মার্ক ১৫; ২৩)।

৪। নম্রঅন্তরে আমাদের প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিব, তিনি যেন আমার অন্তরে আমার পাপসমূহের প্রকৃত অনুতাপ ও তাঁহার প্রতি আমার গভীর প্রেম ও ভক্তি উদ্দীপিত করিয়া দেন।

৫। ধ্যান করিব;—আমাদের প্রভু দুইপ্রহর বেলার **জ্বলন্ত-রৌদ্রের** মধ্যে কেমন তাঁহার ক্রুশ বহন করিয়া লইয়া গেলেন! তাঁহার গায়ের কাপড় তাঁহার দেহের ক্ষতগুলির সঙ্গে আট্‌কাইয়া গিয়াছিল, আর রূঢ়-স্বভাবের সেনারা নিষ্ঠুর অসভ্যের মত যখন তাঁহার গায়ের কাপড় টানিয়া টানিয়া খুলিয়া ফেলিতে লাগিল, তখন কশাঘাতে ক্ষত স্থানগুলির মুখ আবার খুলিয়া যাইতে লাগিল! কশাঘাতের যাতনা আবার নূতন হইয়া উঠিল! আমাদেরই **পাপ ও ইন্দ্রিয়াসক্তি-সমূহের** জন্য আমাদের প্রভু এইভাবে তাঁহার নিজ নিষ্কলঙ্ক দেহ দ্বারা **প্রায়শ্চিত্ত** সাধন করিলেন। আমার ত্রাণকর্ত্তাকে নূতনভাবে এই যাতনা দেওয়ার মধ্যে আমারও যে অংশ রহিয়াছে, তাহাই চিন্তা করিয়া দেখিব। ইহার জন্য **অনুতাপ** করিয়া, **প্রায়শ্চিত্ত** করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প করিব,

আর অন্তরের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়াসক্তি ও পাপ-অপরাধের মহা ভয় উদ্দীপিত করিয়া লইব।

৬। ধ্যান করিব ;—তাহারা যেশুকে কেমন গন্ধরস মিশ্রিত দ্রাক্ষারস পান করিতে দিল! তিনি তাহা পান করিলেন না। **ক্রুশীয় প্রাণ-দণ্ডে** যাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইত, তাহাদিগকে এই প্রকার পানীয় দেওয়া হইত ; ইহাতে দণ্ডিত ব্যক্তি একরকম সংজ্ঞা-শূন্য হইত ; আর ভীষণ ক্রুশীয় যাতনার তীব্রতা তাহারা অধিক অনুভব করিতে পারিত না। আমাদের প্রভু তাহা পান করিতে অস্বীকার করিলেন ; কারণ মানবের যাবতীয় **প্রায়শ্চিত্ত** সাধনের যত **তীব্র যাতনাময় দুঃখ** তাঁহাকে ভোগ করিতে হইবে,তাহার একটুও তিনি হ্রাস করিয়া লইতে চাহিলেন না। প্রায়শ্চিত্ত সাধনের এই **আকাঙ্ক্ষায়** আমারও অংশ আছে কি? আমিত সদা-সর্ব্বদা অতি গুরুতরভাবে ঈশ্বরের **বিরক্তি-জনক** কার্য্য করিয়াছি। তাহার প্রতিকারের জন্য আমি কি করিয়াছি? ঈশ্বর ইহার জন্য আমার উপর যে সামান্য দুঃখ-কষ্ট আসিতে দেন, আমি কি **উপযুক্ত ধৈর্য্যের সহিত** অন্ততঃ সেইটুকুও সহ্য করিয়া থাকি?

৭। ধ্যান করিব ;—সেনারা আমাদের প্রভুকে তাঁহার **ক্রুশীয় যাতনা** লাঘবের জন্য কেমন এই ঘৃণাজনক তীব্র তিক্তরস দিয়াছিল! যেভাবে আমরা ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করিতে চাই, তাহাদের এই কার্য্যটা, ঠিক তাহারই নিদর্শন। আমাদের কার্য্যগুলি এমন অসম্পূর্ণ ও নানা দোষযুক্ত যে, তাহাতে আমাদের কার্য্যগুলি সম্পূর্ণরূপে সমস্তই নষ্ট বলিলেই হয়। আমরা প্রার্থনা করি, কিন্তু কত অবহেলার ভাবে! আমরা ঈশ্বরের বিষয় পাঠ ও আলোচনা করি, কিন্তু তাহাতে আমাদের হয়ত উচ্চাভিলাষ, অসার নাম-যশঃ লাভেরই উদ্দেশ্য থাকে। আমরা আমাদের উচ্চ-পদস্থগণের আদেশ পালন করি, কিন্তু স্পষ্টভাবে তাহাতে কোন আপত্তি বা বিরক্তির

সহিত গজ্ গজ্ না করিলেও তাহাতে কেমন যেন একটা **অনিচ্ছার-ভাব** থাকে। আমরাত যখন তখনই এইভাবে আমাদের প্রভুকে দ্রাক্ষারসের সহিত গন্ধরস মিশাইয়া একটা তীব্র তিক্তরস পান করিতে দিয়া থাকি। অতএব, কেমন ন্যায়সঙ্গতভাবে তিনি **আমাদের** সান্ত্বনা চান, আমরা যেন জ্বলন্ত আগ্রহের সহিত আমাদের **পাপের প্রায়শ্চিত্ত** সাধন করি, এই বিষয়ে আমরা ভবিষ্যতের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প করিব।

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে যেশুর সহিত ভক্তিভরে আলাপ করিব।

২৪৪। যেশু ক্রুশে প্রেক্-বিদ্ধ হইলেন।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঘটনাটি দেখিব ;—"এবং কাল্‌বারীয়ার নামক স্থানে আসিয়া...তাহাকে তাহারা ক্রুশে বিদ্ধ করিল...আর যেশু কহিলেন, "পিতঃ ইহাদিগকে ক্ষমা করুন, কারণ ইহারা কি করিতেছে, তাহা জানে না।" (লুক ২৩ ; ৩৩—৩৪)।

৪। নম্র অন্তরে আমাদের প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিব, আমার প্রতি তাঁহার কেমন মহা প্রেম, আমি যেন তাহা আরো পরিষ্কার ভাবে বুঝিতে পারি, আর তাহার পরিবর্ত্তে আমিও যেন তাঁহাকে আরো অধিক প্রেম করিতে পারি।

৫। ধ্যান করিব ;—নিষ্ঠুর ঘাতকেরা কেমন রূঢ়স্বরে যেশুকে ক্রুশের উপর প্রেকে বিদ্ধ করিবার জন্য হাত পা' বিস্তার করিতে আদেশ

করিল ! যেশু কেমন **মৃদুভাবে** তাহাদের আদেশ পালন করিলেন ! তিনি সম্পূর্ণভাবে তাহাদের হাতে নিজেকে সমর্পণ করিলেন, কোনরূপ তিরস্কার বা আপত্তি-জনক একটি কথাও বলিলেন না ! আমাদেরই জন্য তিনি এইসব যাতনার অধীন হইলেন ; তিনিত শত শত দিক্ দিয়া তাহাদের হাত হইতে সরিয়া পড়িতে পারিতেন ; কিন্তু আমাদিগকে **নরক-দণ্ডের যাতনা** হইতে রক্ষা করিয়া, **ঈশ্বরের সন্তান** করিয়া, একদিন যেন **স্বর্গ-সুখের অধিকারী** করিতে পারেন, এইজন্যইত তিনি এমন দারুণ দুঃখ ভোগ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার কাছে আমরা কেমন মহা ঋণে ঋণী ! তাঁহার এমন মহা প্রেমের যোগ্য কিরূপ **প্রতিদান** আমরা করিতে পারি ? তথাপি তিনি এইটি চান, আমরা যেন নিজেদেরে তাঁহারই **হাতে রাখি,** আর সকল বিষয়ে তাঁহারই **ইচ্ছার বাধ্য** থাকি। এই কার্য্যটি করিতেও কি অস্বীকৃত হইয়া অকৃতজ্ঞতা দেখাইব ?

৬। ধ্যান করিব ;—ঘাতকেরা কেমন নিষ্ঠুরভাবে জোরের সহিত যেশুর হাত পা' ধরিয়া টানিতেছে ! ঐ যে, শুন, প্রেকের মাথায় হাতুড়ির ঘা পড়াতে কেমন শব্দ হইতেছে ! ঐ দেখ, যেশুর প্রেক্-বিদ্ধ হাত ও পায়ের ক্ষতস্থান হইতে কেমন রক্তের ধারা ছুটিয়াছে ! যাতনায় তাঁহার সমস্তটি শরীর কেমন কাঁপিতেছে ! ইনিইত **ঈশ্বরের পুত্র,** যাবতীয় **সম্মান ও অনন্তকালীন পূজার যোগ্য পাত্র**। আমার জন্যই তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক এই সমস্ত সহ্য করিতেছেন ! তবু তিনি যখন আমাদিগকে আমাদের কর্ত্তব্য করিতে বলেন, আমরা হয়ত, তখন ইহা অতীব কষ্টকর বিষয় মনে করি। **নম্রভাবে** প্রভুর প্রতি আমার **প্রেম ও ভক্তির** অভাবের জন্য অনুতাপ করিব ; আর আরো উত্তমভাবে আমার কর্ত্তব্য সাধনের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প করিব।

৭। ধ্যান করিব ;—তাহারা যখন আমাদের প্রভুকে ক্রুশে প্রেক্-বিদ্ধ করিতেছিল,তখন তিনি কি কথা বলিয়াছিলেন ;—"পিত ! ইহাদিগকে **ক্ষমা** করুন, ইহারা কি করিতেছে জানেনা।" তাঁহার এই দুষ্ট শত্রুগণকে ন্যায়মত শাস্তি দিবার জন্য স্বর্গ হইতে তিনি ক্রোধাগ্নি আনিয়া ফেলিতে পারিতেন , কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি তাহাদিগকে **ক্ষমা** করিবার জন্য **একাগ্র-মনে প্রার্থনা** করেন ; প্রভু আমাদের কেমন ক্ষমাবান্ ! আমাদের স্বভাব ইহা হইতে কত ভিন্ন রকমের। আমরাত সামান্য একটু রাগের কারণ হইলেই, একটু কড়া কথা শুনিলে বা অবজ্ঞার ভাবের কথা শুনিলেই দন্তের পরিশোধে দন্ত লইয়া শিক্ষা দিতে উদ্যত হই ! তাঁহারই **হত্যাকাঙ্খী** এই নিষ্ঠুর ঘাতকদের প্রতি তাঁহার কেমন আশ্চর্য্য দয়া ! এই আশ্চর্য্য দয়াইত আমাদেরও আশা ও নির্ভরের স্থল। আমরাও ত মারাত্মক পাপ করিলে,যেশুকে ক্রুশে প্রেক্ বিদ্ধ করি ! তথাপি যখন তাঁহার এই প্রার্থনা শুনি, তখন এমন দয়া ও ক্ষমায় পূর্ণ **পবিত্র হৃদয় যেশুর** উপর আমার নির্ভর ও আশা নূতন করিয়া না লইয়া পারিনা।

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে ভক্তিভরে যেশুর সহিত আলাপ করিব।

২৪৫। যেশু ক্রুশের উপর।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভক্তিভরে ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে এই দৃশ্যটি দেখিব ;—প্রহারের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত দেহে যেশু ক্রুশের উপর ঝুলিতেছেন।

৪। নম্র অন্তরে আমাদের প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিব, আমার প্রতি তাঁহার মহাপ্রেমের মাহাত্ম্য বুঝিবার জন্য তিনি যেন আমাকে সাহায্য করেন, আমিও যেন তাঁহার প্রেমের প্রতিদান স্বরূপ আমার দেহ-মন-প্রাণ দিয়া তাঁহাকে প্রেম ও ভক্তি করিতে পারি।

৫। ধ্যান করিব ;—যেশু ক্রুশে ঝুলিয়া তাঁহার **পবিত্র দেহ** ও তাঁহার **পবিত্র জীবন** সম্পূর্ণরূপে **বলিদান** করিলেন। তাঁহার আপাদ-মস্তক ক্ষত বিক্ষত ; মাথায় কাঁটার মুকুট ; তাঁহার পবিত্র মুখ-মণ্ডলখানি প্রহারে স্ফীত ; হাতে, পায়ে প্রেকের ছিদ্র ; তাঁহার সমস্ত দেহটি কশাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে! তাঁহার অকৃতজ্ঞ পাপী-জীব আমারই জন্য তিনি এই হীন অবস্থা-গ্রস্থ! তিনি যাহা সহ্য করিয়াছেন, তাহার সহিত তুলনায়, তিনি আমাদের কাছে যে, **ত্যাগস্বীকার চান,** তাহাত কিছুই নয় বলাযায়। তবে তাঁহার জন্য দেহের স্বাস্থ্য ও জীবন দিয়াও আমার জীবন কাটাইতে কত আনন্দিত হওয়া উচিত!

৬। ধ্যান করিব ;—আমাদের প্রভুকে তাঁহার অতি স্নেহ মমতার পাত্রদেরও কেমন ছাড়িয়া যাইতে হইল! তিনি জানিতেন, শত্রুদের হস্তে আত্ম-সমর্পণের সময় তাঁহারই একজন প্রেরিত তাঁহার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিবে! আর একজন তাঁহাকে চিনেনা বলিয়া অস্বীকার করিবে ; আর সকলেই তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে! তিনি জানিতেন, শোকেরও দুঃখের অসির আঘাতে তাঁহার **পবিত্রা মাতার** হৃদয়খানি বিদীর্ণ হইয়া যাইবে, আর মায়ের অন্তরের **যাতনায়** তাঁহারও নিজের হৃদয় বিদীর্ণ হইবে! তিনি জানিতেন, যাহাদেরে তিনি এত ভালবাসিতেন, তাঁহারই নিজের **মনোনীত** সেই লোকেরাই তাঁহার বিরোধী হইবে! যাহাদের জন্য তিনি এত অকথ্য যাতনা সহিতেছেন, কতভাবে নানা মঙ্গল সাধন করিয়া যাহাদের উপকার করিয়াছেন, তাহাদেরই হাজার হাজার

লোক যে বিষম অকৃতজ্ঞতা দেখাইয়া ঐসকল **মঙ্গল** ও **উপ-কারের** প্রতিদান করিবে, ইহাও তিনি পূর্ব্বেই জানিতেন। তিনি যাহাদের জন্য এই অকথ্য যাতনা ও মৃত্যু ভোগ করিলেন, তাহাদেরও অসংখ্য অসংখ্য লোক যে, অনন্ত কালের জন্য বিনষ্ট হইবে! তাহাও তিনি জানিতেন। এই সকল সত্ত্বেও আমার মত অকৃতজ্ঞ-চিত্ত লোকের উদ্ধারের জন্য তিনি এই সমস্ত অকথ্য, দুর্ব্বিসহ, দারুণ দুঃখ-যন্ত্রণা ও মৃত্যু ভোগ করিয়া **আত্মবলিদানে** ইচ্ছুক হইলেন। আমি যে, প্রকৃতই তাঁহার অতি **স্নেহের পাত্র**! তবে আমার অনুরাগের চিহ্ন-স্বরূপ সামান্য একটু ত্যাগ-স্বীকার করিতেও অস্বীকার করিয়া আমার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে কি আমি পিছাইয়া যাইব ?

৭। ধ্যান করিব ;—যেশু কেমন আমাদেরই জন্য সংসারের সকল **সুখ-স্বচ্ছন্দতা** বিশেষতঃ, তাঁহার **স্বর্গীয়** মান-মর্য্যদা প্রভৃতি সমস্তই ত্যাগ করিলেন। তিনি কেমন দীন, দরিদ্র ও নিরুপায় হইলেন! বেথ্‌লেহেমের দৈন্যতা হইতে ক্রুশের উপর তাঁহার **দীনভাব** কত অধিক! তিনি কেমন অনাথ, বন্ধুবান্ধব-হীনের মত ক্রুশের উপর ঝুলিতেছেন! তাঁহাকে এই দারুণ যাতনার সময় যে, একটা সান্ত্বনার কথা বলিবে, এমনও কেহ নাই ; তাঁহার যে নাম, যশঃ, সম্মান ছিল, সব গিয়াছে! পাস্খা-পর্ব্বের উপলক্ষে হাজার হাজার লোক দলে দলে দুই প্রহরের সময় যেরুসালেমে আসিবে ; তাহারা তাঁহার এই **লজ্জা-জনক অবস্থার** কথা পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছড়াইয়া দিবে। তিনি **প্রতারক, ঈশ্বর নিন্দুক দস্যু** বলিয়া অতি ঘৃণিত অপরাধীর মত দুইজন দস্যুর সঙ্গে **ক্রুশীয়দণ্ড** ভোগ করিলেন! তাঁহার এই যাতনার মধ্যেও লোকের তীব্র ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও কত **অত্যাচার** সহ্য করিলেন! যিনি যাবতীয়

৬—

পবিত্রতার আকর ঈশ্বর, অসীম মহিমাময়, তাঁহারই প্রতি মানুষ এমন ঘৃণিত, হীন লোকের মত ব্যবহার করিল! এই সব ত আমাদেরই জন্য! আমাদেরই **পাপের প্রায়শ্চিত্তের** জন্যই ত তিনি স্বইচ্ছায়, জগতে যে সকল বিষয় লোকে বড়ই মূল্যবান্ জ্ঞান করে, সেই সমস্তই **বলি** দিলেন; আর আমি কি তবুও তাঁহার প্রতি এত সামান্য প্রেম-ভক্তি দেখাইব? দুর্ভাগ্য পাপী হইয়াও কি আমি তাঁহার জন্য সামান্য একটু অবমাননা সহ্য করিতে অস্বীকার করিব? যে আশ্চর্য্য **প্রেমভাবে** এমন ত্যাগস্বীকার উদ্দীপিত করে, আমি সেই প্রেমেরই প্রশংসা করিব; আর আমার ভবিষ্যৎ জীবনের সমস্ত উত্তম সঙ্কল্পসমূহ সর্ব্বান্তঃ-করণের সহিত যেশুকে উৎসর্গ করিয়া তাঁহারই প্রেমের জন্য ধন্যবাদ করিব।

৮। পরিশেষে, এই বিষয় যেশুর সহিত ভক্তিভরে আলাপ করিব।

২৪৬। মাতা মারীয়া ক্রুশ-তলে।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে দৃশ্যটি দেখিব; কালবারী পর্ব্বতে যেশুর মাতা মারীয়া ক্রুশ-তলে আছেন।

৪। নম্র অন্তরে আমাদের প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিব, তিনি যেন আমার অন্তরে তাঁহার পবিত্রা মাতা মারীয়ার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা বৃদ্ধি করিয়া দেন।

৫। ধ্যান করিব;—পুত্রের এই ভয়ঙ্কর যাতনা ও দুঃখভোগ আর তাঁহার শত্রুগণের **অপমান-জনক** ব্যবহার, ঠাট্টা-বিদ্রূপ প্রভৃতিতে সেই যাতনা আরো তীব্র হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া, স্নেহময়ী মাতার অন্তর কেমন গভীর **দুঃখ-শেলাঘাতে** বিদীর্ণ হইতেছে! তিনি প্রাণ-প্রতিম পুত্রের এই গভীর তীব্র-যাতনা একটুও **উপশম** করিতে পারিতেছেন না বলিয়া তাঁহার স্নেহময় কোমল অন্তরটি দুঃখ ও যাতনায় আরো অধিক নিপীড়ন করিতেছে! মারীয়া তাঁহার পুত্র প্রভু ঈশ্বরকে কত যে স্নেহ করিতেন, তাহা বুঝিলেই তাঁহার দুঃখ যে কত! ইহাও সম্পূর্ণরূপে বুঝা যাইবে। মারীয়ার অন্তরের এই যাতনা এবং তাঁহার এই হৃদয়-বিদারক দুঃখভোগও ত আমাদেরই জন্য! মারীয়ার এই দুঃখে আমারওত দুঃখে কাতর হওয়া উচিত।

৬। ধ্যান করিব;—মারীয়ার কাছে, ঈশ্বর কেমন গুরুতর **ত্যাগ-স্বীকার** দাবী করিলেন! আর ঈশ্বর যাহা চাহিয়াছিলেন, তিনি কেমন উদারভাবে ও সৎ সাহসের সহিত তাহাই উৎসর্গ করিলেন। যদিও ইহাতে মারীয়ার অন্তর অকথ্য যাতনায় নিপীড়ীত হইতেছিল, তথাপি ঈশ্বরেরই ইচ্ছাধীনে, পুত্র যেশুর **ক্রুশীয় যাতনা** ভোগ করিয়া প্রাণ দেওয়ায় সম্পূর্ণ ইচ্ছুক হইলেন। **আত্মসুখ** ও **স্নেহ-মমতা** প্রভৃতি হইতে ঈশ্বরের **গৌরব** ও তাঁহার **পবিত্র ইচ্ছা** বহু উচ্চ বিষয়! ঈশ্বরানুরাগই মারীয়ার **শক্তি** ছিল। আমাদের যদি উদারতা ও সৎসাহসের অভাব থাকে, যদি সামান্য ত্যাগ-স্বীকার করিতেও আমরা পিছাইয়া পড়ি, আর এইভাবে পাপে পড়িয়া **সিদ্ধতার** পথে পিছে পড়িয়া যাই, তাহার কারণ এই যে, ঈশ্বর কেমন **মহান্**, কেমন **মঙ্গলময়** তাহা আমরা হৃদয়ঙ্গম করি না। অতএব, তাঁহার জন্য আমরা সমস্তই ত্যাগ করিতে পারি; তিনিইত তাহার

যোগ্য পাত্র। আর ঈশ্বরের গৌরবের সহিত তুলনায় আমাদের জাগতিক **সুখ-সম্পদ** যে, কেমন নগণ্য ও অকিঞ্চিৎ-কর ইহাও অনুভব করিতে পারি না বলিয়াই, আমাদের অন্তরে উদারতা ও সৎ-সাহসের অভাব; তাই ত্যাগ-স্বীকার করিতে পশ্চাৎ-পদ হই; পাপে পড়িয়া সিদ্ধতার পথে পিছনে পড়িয়া থাকি। অতএব, এই বিষয়টি আরো ভালরূপে বুঝিবার জন্য আমাদের পবিত্রা মাতা মারীয়ার কাছে **বিনীত ও নম্রভাবে** আগ্রহের সহিত সাহায্য প্রার্থনা করিব।

৭। ধ্যান করিব;—মারীয়া যখন ক্রুশ-তলে দাঁড়াইয়া তাঁহার ঈশ্বর-পুত্রের দারুণ যাতনা দেখিলেন, তখন তিনি বুঝিলেন, ঈশ্বরের যে কৃপারাশি তিনি পাইয়াছিলেন, তাহার মূল্য কত! আর ইহা যে, প্রভুর পবিত্র দুঃখভোগেরও ফল, এই চিন্তায় তাঁহার অন্তর গভীর **কৃতজ্ঞতায়** পূর্ণ হইয়া গেল; যেশুর প্রতি আরো অধিক প্রেমে তাঁহার অন্তর প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল! আমরাও ঈশ্বরের বহু কৃপা পাইয়াছি, প্রতিদিনই আরো পাইতেছি। আমাদের প্রভু যে মহামূল্য দিয়া আমাদের জন্য এই **কৃপারাশি** ক্রয় করিয়াছেন, এই চিন্তাতে আমাদের অন্তরে **গভীর প্রেম ও কৃতজ্ঞতার ভাব** উদ্দীপিত করিয়া দিউক; আর উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে এই **অমূল্য** দানসমূহ লাভের যে সকল উপায় ও সুযোগ ঈশ্বর আমাদের সম্মুখে আনিয়া দেন, তাহা যেন আমরা কখনও হারাইয়া না ফেলি, এইজন্য আমাদের সঙ্কল্প দৃঢ় হউক।

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে ভক্তিভরে যেশুর সহিত আলাপ করিব।

২৪৭। ক্রুশারোপিত যেশু।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঘটনাটি দেখিবে ;—"এবং অপর দুই জন দুষ্ট লোককে বধ করিবার জন্য তাঁহার সহিত লইয়া যাইতেছিল। এবং কালবারীয়ার নামক স্থানে আসিয়া তথায় তাঁহাকে ও সেই দস্যু দুইজনকে, একজনকে তাঁহার দক্ষিণে ও আর একজনকে তাঁহার বাঁমে, ক্রুশে বিদ্ধ করিল। এবং যে দুইজন দস্যু ক্রুশে লম্ববান ছিল, তাহাদের মধ্যে একজন তাঁহার অবমাননা করিয়া বলিল ; তুই যদি খ্রীস্ত হইস্ তবে আপনাকে ও আমাদিগকে বাঁচা। কিন্তু অন্য দস্যু উহাকে ভৎর্সনা করিয়া কহিল, তুইও একই দণ্ডে থাকিয়া ঈশ্বরকে ভয় করিস্ না? এবং আমরা ধর্ম্মানুসারে (শাস্তি পাইতেছি) কারণ ধর্ম্মের উপযুক্ত (ফল) পাইতেছি, কিন্তু ইনি কোন অন্যায় করেন নাই। এবং সে যেশুকে কহিতে লাগিল ; প্রভো, আপনি যখন আপন রাজ্যে আসিবেন, তখন আমাকে স্মরণ করিবেন। এবং যেশু তাহাকে কহিলেন ; আমি তোমাকে সত্য সত্য কহিতেছি, অদ্যই তুমি আমার সঙ্গে স্বর্গে থাকিবে।" (লূক ২৩ ; ৩২, ৩৩, ৩৯-৪৩)।

৪। নম্রান্তঃকরণের সহিত আমাদের প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিব, আমি যেন আমার ক্রুশ উপযুক্ত ভাবে গ্রহণ করিতে ও পবিত্র করিতে পারি।

৫। ধ্যান করিব ;—আমাদেরই জন্য যেশু কেমন ইচ্ছাপূর্ব্বক এই নূতন একটা **অবমাননা** সহ্য করিলেন! তাঁহাকে তাহারা দুইজন **দস্যুর সহিত মধ্যখানে** রাখিয়া ক্রুশে দিল! তিনিই যেন এই দস্যুদের মধ্যে প্রধান ;—"তিনি দুষ্টদের মধ্যে গণিত হইলেন।" আমি ত পাপী, আমার দোষ ধরিলে আমিও সহ্য করিতে পারি না, আর

আমাকে সাহান্য একটু দোষ দিলেই ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিশোধ লইতেও চাই! যেশুর **প্রকৃত শিষ্য** হইতে হইলে, আমার আরো কত অধিক শিক্ষা করা আবশ্যক!

৬। ধ্যান করিব ;—দুইজন দস্যুও যেশুর সহিত ক্রুশারোপিত হইল ; তাহারত তাহাদের নিজ নিজ অপরাধেরই দণ্ডভোগ করিতেছে। এই দণ্ডের যাতনায় ইহাদের একজনের জীবনের পাপসমূহের প্রায়শ্চিত্ত সাধনের পক্ষে কোন সাহায্য করিল না। সে এই যাতনার বৃথা বিরোধী হইল। ইহাতে তাহাকে রাগাইয়া দিল, আর সে অপমানজনক কথা বলিয়া তাহার অন্তরের সমস্ত ঘৃণা ও তিক্ত-বিরক্তির ভাব যেশুর উপর ঢালিয়া দিল। অন্যদিকে, আর একজন অবনত-ভাবে নিজের পাপ স্বীকার করিয়া বলিল, সে এই দারুণ যাতনা-ভোগেরই যোগ্য! এই **যাতনায়** তাহাকে অনুতাপী করিয়া যেশুর **কৃপা-ভিখারী** করিয়া দিল ; প্রথম চোর যাহা করিল, তাহাতে তাহার ক্রুশীয় যাতনা আরো অসহ্য করিয়া তুলিল ; সে ক্রুশ হইতে উদ্ধার পাইল না! আবার অন্যজন এই কষ্ট ও যাতনা ঈশ্বরের হাত হইতে প্রাপ্ত এবং তাহারই দুষ্কর্ম্মের যোগ্য ন্যায় দণ্ড বলিয়া গ্রহণ করাতে, তাহার এই যাতনায় অনেক শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ করিল। আমাদের উপর যখন কোন দুঃখ-কষ্ট আসে, তখন আমাদেরও স্বীকার করা উচিত যে, আমাদের পাপসমূহের জন্য ইহা অপেক্ষা আর ভাল কিছুরইত আমরা যোগ্য নই। আমরা যদি অবনত-ভাবে ঈশ্বরের হাত হইতে আগত ক্রুশ রূপ দুঃখ-কষ্ট গ্রহণ করি, তবে আমাদের অন্তর নির্ম্মল করিবার ও দুঃখ কষ্টের ভার লাঘব করিবার কেমন অতি উত্তম সুযোগও উপায় হয়? তাহা না হইলে, আমাদের **ক্রুশের ভার** গুরুতর হইয়া উঠে, আর আমরা পুণ্য ও যোগ্যতা কেবল হারাইয়াই ফেলিনা, কিন্তু যখন তখনই নূতন নূতন অপরাধও করিয়া ফেলি।

৭। ধ্যান করিব ;—আমাদের প্রভু অনুতপ্ত চোরকে কি বলিতেছেন ;—"অদ্যই তুমি আমার সঙ্গে স্বর্গে থাকিবে।" এইভাবে কতজন তাহাদের ক্রুশ দুঃখ ও কষ্টের দ্বারা **অনুতাপী** হইয়া তাহাদের নিজেদেরে ত্রাণকর্ত্তার কৃপায় সমর্পণ করিয়াছে। এই অবনত-ভাব আর দুঃখ ও কষ্ট ভোগে কতজন পরিত্রাণ লাভের ও পবিত্র হওনের **শক্তিশীল** সুযোগ ও উপায় পাইয়াছে। অতএব, ঈশ্বর যদি আমাদের উপর দুঃখ ও কষ্ট পাঠান, তবে ক্রোধে ও অসহিষ্ণুতায় এমন মূল্যবান দান যেন কখনও হারাইয়া না ফেলি।

৮। পরিশেষে, ভক্তিভরে এই বিষয়ে যেশুর সহিত আলাপ করিব।

২৪৮। "এই দেখ তোমার মাতা"

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঘটনাটি দেখিব ;—"কিন্তু ক্রুশের নিকটে তাঁহার মাতা ও তাঁহার মাতার ভগিনী ক্লেয়ফার মারীয়া ও মাগ্দালেনা মারীয়া দাঁড়াইয়াছিল। তখন যেশু মাতাকে ও তাঁহার যে শিষ্যকে ভালবাসিতেন, সেই শিষ্যকে দণ্ডায়মান দেখিয়া, আপন মাতাকে কহিলেন ; নারি! ঐ দেখ তোমার পুত্র। পরে শিষ্যকে কহিলেন ; এই দেখ তোমার মাতা।" (যোহান ১৯ ; ২৫—২৭)।

৪। নম্র অন্তরে মাতা মারীয়ার উপর আমার অন্তরের ভক্তিশ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বৃদ্ধি করিতে যেশুর কাছে প্রার্থনা করিব।

৫। ধ্যান করিব ;—পবিত্র যোহানকে যেশু কেমন চমৎকার **দান** প্রদান করিলেন ; পবিত্র যোহানকে দিয়াই তিনি ধন্যা মারীয়াকে আমাদেরও

মাতা করিয়া সকলেরই কাছে দিয়াছেন। তিনি আমাদের পবিত্রতাময়ী ও জ্ঞানময়ী জননী; তাঁহার ঈশ্বর পুত্রকে যেমন অন্তরের সহিত **স্নেহ** করিতেন, আমাদিগকেও তেমনি স্নেহ করেন। তিনি আমাদের **করুণা-ময়ী মাতা,** কারণ তিনি যেশুর নিকট হইতেই পাপীদিগকে স্নেহ মমতা করিতে শিখিয়াছেন; পাপী মানবের জন্য এত দুঃখ ও যাতনা সহিয়াছেন বলিয়াই, তিনি মায়েরই মত আমাদেরও দুঃখ-কষ্টগুলি বুঝেন। ঈশ্বরের কাছে থাকাতে তিনি এখন আমাদের এমনি শক্তিময়ী মা যে, আমাদের সকল অভাবের মধ্যেই তিনি সাহায্য করিতে পারেন। এই মহাদানের জন্য **সর্ব্বান্তঃকরণের** সহিত ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিব, আর তাঁহার কৃপা লাভের সুযোগ ধরিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইব।

৬। ধ্যান করিব ;—যেশু, "এই দেখ, তোমার মাতা," কথাটি বলিয়া তাঁহার প্রিয়তম শিষ্যের কাছে কেমন তাঁহার মাতাকে মায়ের মত ভক্তি করিতে ও ভালবাসিতে অনুরোধ করিলেন। যোহানকে দিয়াই আমাদেরও সকলেরই কাছে এই অনুরোধ করিলেন। মারীয়া তাঁহার ঈশ্বর পুত্রকে এত ভালবাসিতেন যে, তিনি তাঁহারই জন্য **জীবন ধারণ** করিয়াছিলেন, আর এখন **ঈশ্বরের গৌরব ও** মানব-আত্মাগণের **পরিত্রাণের** জন্য তিনিও যেশুর সঙ্গে ক্রুশেতে **আত্মবলি** উৎসর্গ করিলেন। আর এইজন্যই যেশু তাঁহার মাতা মারীয়াকে এই পুরস্কার দিতেছিলেন যে, তাঁহার শিষ্যবর্গও যেন তাঁহাকে প্রভুর মাতা ও তাঁহাদের **নিজেদের মাতা** বলিয়া শ্রদ্ধাভক্তি করে। আমরা যখন চিন্তা করি, মারীয়ার সঙ্গে যেশুর সম্বন্ধ কি? আর তিনি আমাদের জন্য কি **ত্যাগস্বীকার** করিয়াছেন, তখন আমরাও কি অতি আহ্লাদের সহিত আমাদের পূজনীয়া মাতা মারীয়ার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধায় আমাদের মুমূর্ষু ত্রাণকর্ত্তার ইচ্ছার সঙ্গে একই ভাবাপন্ন হইব না?

৭। এই কথাগুলি ধ্যান করিব ;—"এবং সেই দণ্ড হইতে সেই শিষ্য তাঁহাকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিল।" পবিত্র যোহান মাতা মারীয়াকে সম্মান করিলেন ; তাঁহাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করিলেন ; তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন ; তাঁহার সুখ সচ্ছন্দতা ও মঙ্গলের জন্য চিন্তা ভাবনা করিতে লাগিলেন। অতি উত্তম স্নেহময়ী মায়ের কাছে কর্ত্তব্য-পরায়ণ পুত্র যেমন সুখে দুঃখে সকল অবস্থায়ই কথাবার্ত্তা বলে, তিনিও তেমনি করিলেন। প্রভুর এই প্রিয়তম শিষ্যের **অনুকরণ** করিয়া প্রার্থনায় আমরা কিরূপে তাঁহার সহিত কথা বলিয়া গভীর সম্মান দেখাই ; আমাদের বিশ্বাস ও নির্ভর দেখাই ; তাঁহার ঈশ্বর পুত্রকে আমাদের পাপের দ্বারা অসন্তুষ্ট না করিয়া তাঁহার সম্মানের জন্য আমারা কেমন আগ্রহ দেখাই ; **পুণ্য অভ্যাস** করনের দ্বারা তাঁহার স্নেহ-মমতা-পূর্ণ অন্তরে **আনন্দ বৰ্দ্ধনের** জন্য ব্যাকুল ভাবের চেষ্টা দ্বারা তাঁহার কিরূপ সম্মান দেখাই ! এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিব। ভবিষ্যতে মারীয়াকে আরো সম্মান করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প করিব।

৮। পরিশেষে, ভক্তিভরে যেশুর সহিত সেই বিষয় আলাপ করিব।

২৪৯। যেশুর ক্রুশীয় যাতনা

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব

৩। মনে মনে দৃশ্যটি দেখিব ;—"পরে বেলা দ্বিতীয় প্রহর হইতে তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত, সমুদয় পৃথিবীতে অন্ধকার হইল। এবং প্রায় তৃতীয় প্রহরের সময়, যেশু উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া কহিলেন ; "এলৈ এলৈ

লাম্মা সাবাক্থানী ?” অর্থাৎ হে আমার ঈশ্বর, হে আমার ঈশ্বর কি জন্য আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছ ?” (মাথেয় ২৭ ; ৪৫, ৪৬)।

৪। আমাদের প্রভু যেশুর নিকট প্রার্থনা করিব, তিনি যেন আমার নিকট তাঁহার **পবিত্র হৃদয়ের** ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেন ; এবং আমার অন্তর তাঁহার প্রতি প্রেম-ভক্তি ও বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত করিয়া দেন।

৫। ধ্যান করিব ;—আমাদের প্রভু তিন ঘণ্টাকাল ক্রুশের উপর ঝুলিতে ঝুলিতে **নীরবে** যাতনা সহ্য করিলেন। এই সমস্তটা সময় তিনি সকল মানবের জন্য **প্রার্থনা** করিতেছিলেন ; সকল মানবের জন্য অকথ্য যাতনা সহিতে সহিতে পাপের জন্য **প্রায়শ্চিত্ত বলি** উৎসর্গ করিতেছিলেন। তিনি আমারও কথা চিন্তা করিতেছিলেন! তিনি আমারও সমস্ত **পাপ** আমার **অকৃতজ্ঞতা** দেখিতেছিলেন। এই চিন্তায় তাঁহার আরো কত যাতনা হইতেছিল! তখনি আবার ভাবিতেছিলেন, কেমন করিয়া তিনি আমাকে **ক্ষমা** করিবেন! তিনি আমাকে তাঁহার **সন্তান** করিয়া লইবার জন্য,এবং তাঁহার সহিত যেন **স্বর্গ-সুখ-ভোগের** সহাভাগী হই, এইজন্য আমাকে স্বর্গীয় ধনে করিয়া লইয়া **ধনী** করিবার জন্য, প্রেমপূর্ণ অন্তরে কৃপারাশি প্রস্তুত করিতেছিলেন। এই কৃপাসমূহ দ্বারা আমার যেন মঙ্গল-লাভ হয়, সেই কৃপাগুলির **অপচয়** না করিয়া আমি যেন তাঁহাকে আমার অন্তরটি দিতে পারি, এইজন্য তাঁহার কেমন একাগ্র আকাঙ্ক্ষা! আমি আমার **আত্ম-পরীক্ষা** করিয়া দেখিব, আমার সম্বন্ধে আমার ত্রাণকর্ত্তার এই প্রেম ও এমন কৃপাপূর্ণ ইচ্ছার পরিবর্ত্তে আমি কি উত্তর দিয়া থাকি ?

৬। ধ্যান করিব ;—যেশুর এই **ভীষণ** যাতনার সময় সমস্ত সৃষ্টি কেমন মানুষের দুষ্টতার জন্য **ভয় ও লজ্জায়** অভিভূত হইয়াছিল! কারণ মানুষ তাহার নিজেরই **পাপের** দ্বারা **ঈশ্বরের পুত্রকে**

এই ভাবে উৎপীড়ন ও অত্যাচার করিয়াছে! ইহাতে আমার যে অংশ ছিল, তাহার বিষয় চিন্তা করিয়া, আমার **সৃষ্টিকর্ত্তা ও পরিত্রাতা** অসীম মহিমাময় প্রভুকে এমন নির্দ্দয়ভাবে কষ্ট দিয়াছি বলিয়া সরলতার সহিত অনুতাপ করিতে করিতে বক্ষে করাঘাত করিব।

৭। চিন্তা করিব;—যেশু কেমন তীব্র যাতনায়, চীৎকার স্বরে বলিতেছেন! "হে আমার ঈশ্বর, হে আমার ঈশ্বর কিজন্য আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছ?" বাস্তবিকই তাঁহার স্বর্গস্থ পিতার পরিত্যক্ত হওয়াতে তাঁহার এই অকথ্য তীব্র-যাতনা ও ভীষণ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। যেশুকে এই দুঃখ ভোগের জন্য কি ভাবে যে, পিতা ঈশ্বরের পরিত্যক্ত হইতে হইয়াছিল, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। পাপের প্রতি ঈশ্বরের ক্রোধের সমস্ত ভার যেশুর উপর আসিয়া চাপিয়া পড়িয়াছিল, যেন আমরা আরো ভালরূপে পাপের **মন্দতা ও দুষ্টতা** অনুভব করিতে পারি; আর পবিত্র ভয়ে আমাদের অন্তর যেন পূর্ণ হয়। যে সব মানব-আত্মা নিজেদের কোন দোষ ছাড়াও, **নরক** ও **বিনাশের** দ্বারা বিচারিত হইয়া কষ্ট পাইবে, তাহাদেরই সান্ত্বনার জন্য, আর বিশ্বাস ও নির্ভরের সহিত প্রেমময় ও কৃপাময় ঈশ্বরের কোলে নিজেদেরে ফেলিয়া দিয়া নিজেদের দুঃখ-ভোগকে কিরূপে পবিত্র করিয়া লইতে হয়, যেশুর নিকট হইতে ইহাও যেন তাহারা শিখিতে পারে, এইজন্যও যেশু এমন কঠোর দুঃখ-ভোগ সহ্য করিতে ইচ্ছা করিলেন।

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে ভক্তিভরে যেশুর সহিত আলাপ করিব।

২৫০। সেনারা যেশুকে অম্লরস পান করিতে দিল।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঘটনাটি দেখিব;—"পরে যেশু সমস্ত সিদ্ধ হইয়াছে জানিয়া যাহাতে শাস্ত্রের লিখন সিদ্ধ হয়, তজ্জন্য কহিলেন; "আমি তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছি।" তথায় শির্কায় পরিপূর্ণ এক পাত্র রাখা হইয়াছিল। তাহাতে তাহারা একখান স্পঞ্জ শির্কাতে পূর্ণ করিয়া রুটিকায় জড়াইয়া তাঁহার মুখের কাছে ধরিল।" (যোহান ১৯; ২৮, ২৯)।

৪। নম্র অন্তঃকরণে প্রভু যেশুর কাছে প্রার্থনা করিব, তিনি যেন আমার অন্তরে তাঁহার প্রতি আমার মহা প্রেম আর মানব-আত্মার জন্য জ্বলন্ত আগ্রহ প্রজ্বলিত করেন।

৫। ধ্যান করিব;—আমাদের প্রভু কেমন দারুণ পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িয়াছেন! পূর্ব্বদিনের রাত্রি হইতে তিনি এক বিন্দু জলও পান করিতে পান নাই; তিনি উত্তপ্ত রৌদ্রের মধ্যে অত্যন্ত **ভারী ক্রুশ** বহিয়া বহিয়া আনিয়াছেন! আহত দেহের রক্তপাত হইয়া তাঁহার সমস্তটা দেহ প্রচণ্ড জ্বরের তাপে জ্বলিয়া যাইতেছে! ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা ও অতিরিক্ত পানদোষ জনিত যে সকল পাপ অসংখ্য লোককে অনন্ত বিনাশের পথে নিয়া যায়, যেশু তাহাদেরই জন্য এই দুঃখ ও যাতনা সহ্য করিয়া **প্রায়শ্চিত্ত** সাধন করিতে ইচ্ছা করিলেন।

৬। ধ্যান করিব;—যেশুর এই দৈহিক পিপাসা ছাড়াও আর একটি প্রবল **জ্বলন্ত পিপাসায়** আমাদের মুমূর্ষু ত্রাণকর্ত্তার অন্তর দগ্ধ হইয়া যাইতেছিল। মানবের প্রতি তাঁহার প্রেমের জন্য এবং বিশেষভাবে আমাদের নিজেদের প্রেমের এবং যাঁহারা তাঁহার উদ্দেশ্যে পবিত্রীকৃত ও

পৃকথীকৃত তাঁহাদের প্রেমের জন্যই সেই পিপাসা। কেমন ব্যাকুলভাবে, তিনি এই **প্রেমের** আকাঙ্ক্ষা করেন! তাঁহাকে কোন ভাবে অসন্তুষ্ট না করিয়া প্রেম, অবনত-ভাব, পবিত্রতা, ও বাধ্যতা ও **সকল প্রকার খ্রীস্তীয় পুণ্য** অভ্যাস করণ দ্বারা আমরা যেন আমাদের সমস্ত হৃদয় ও মন তাহাকেই দেই, ইহাই তিনি কত আগ্রহের সহিত চান! তাঁহার এই ইচ্ছার উত্তরে সদা-সর্ব্বদাই হয়ত, আমরাও রোমীয় সেনাদের মত কেবল শির্কাই দেই! অর্থাৎ আমাদের **অকৃতজ্ঞতা** দ্বারা তাঁহার **পিপাসার** যাতনা বাড়াইয়া দেই।

৭। ধ্যান করিব ;—আমাদের ত্রাণকর্ত্তা মুমূর্ষু অবস্থায় মানব আত্মা-গুলির জন্যও কেমন **পিপাসিত** হইয়াছিলেন! ইহাদেরই **পরিত্রাণের** জন্য তিনি মানব হইয়াছিলেন, দরিদ্র শ্রম-জীবীদের মত জীবন যাপন করিলেন; আর এখন তাহাদেরই জন্য এইরূপে নানা অকথ্য যাতনা সহ্য করিতে করিতে নিজের প্রাণ **বলি** উৎসর্গ করিতেছেন! তিনি দেখিলেন, অসংখ্য অসংখ্য আত্মা **বিনষ্ট** হইবে! এই চিন্তায় শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার প্রেমময় **অন্তরখানি** মহা যাতনায় নিপীড়ীত হইতেছিল। আমরা কি তবে আমাদের প্রভুর এই **পিপাসা** নির্ব্বাণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব না? বিশেষতঃ, তিনি যখন আমাদিগকে কৃপা করিয়া তাঁহার সন্তানের অধিকার দিয়াছেন, তখন তাঁহার প্রতি কি আমাদের কর্ত্তব্য সাধন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব না? আমাদের দয়া, সৎসাহসের অভাবের জন্য আমাদের ভক্তি-হীনতা, ও অবহেলার জন্য কিম্বা অসাবধান-তার জন্য আমরা কি মানব-আত্মাগুলিকে বিনষ্ট হইতে দিব?

৮। পরিশেষে, ভক্তিভরে এই বিষয়ে যেশুর সহিত আলাপ করিব।

২৫১। ক্রুশ তলে।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঘটনাটি দেখিব ;—"কিন্তু যেশুর ক্রুশের নিকটে তাঁহার মাতা ও তাঁহার মাতার ভগিনী ক্লেয়ফার মারীয়া ও মাগ্দালেনা মারীয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।" (যোহান ১৯ ; ২৫)।

৪। নম্রভাবে প্রভু যেশুর নিকট এই প্রার্থনা করিব যে, তাঁহার প্রতি শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বস্ত থাকিতে তিনি যেন আমাকে সঙ্কল্পের দৃঢ়তা দেন।

৫। ধ্যান করিব ;—কালবারী পর্ব্বতে কেমন যেশুর শিষ্যদের প্রায় কেহই ছিল না ! যেশুর প্রেমময় অন্তরে ইহাতে গভীর আঘাত লাগিয়াছিল। অনেকেইত তাঁহাতে বিশ্বাস করিয়াছিল, অনেকেইত তাঁহাকে ভালও বাসিত, আর তাঁহার দুঃখ-ভোগ ও মৃত্যুতে শোকান্বিতও হইয়াছিল ; কিন্তু তবু ভয় ও লজ্জায় তাঁহাকে তাহাদের প্রভু বলিয়া স্বীকার করিতে পিছাইয়া গিয়াছিল ! যখন অসংখ্য অসংখ্য লোক তাঁহার শিক্ষা, ও অতি-লৌকিক কার্য্যের জন্য তাঁহার চারিদিক ঘেরিয়া, মহাজনতা করিয়া তাঁহার **গৌরব** কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহারই **অনুসরণ** করিত, তখন তাঁহার প্রতি তাহারা কেমন **আগ্রহ** দেখাইত ; আর এখন তিনিই সকলের **নগণ্য** সকলের **পরিত্যক্ত** ! এখন তিনি ক্রুশের উপর **জীবন উৎসর্গ** করিয়া মরিতেছেন বলিয়া ভয় ও লজ্জায় ঐ সকল লোকরাই তাঁহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে ! এখনওত যেশুর অনুগমনকারী কত অসংখ্য অসংখ্য লোক ঠিক ঐ রকমই করে ! তাঁহার সেবার কার্য্যে যতদিন তাহারা সাংসারিক **সুখ ও আমোদ** পায়, ততদিনই তাহারা আহ্লাদের সহিত তাঁহার অনুগামী থাকে ; কিন্তু তিনি যখন তাহাদেরে

কালবারীর পথে নিয়া যান, ক্রুশের কাছে নিয়া যান, তখনই তাহারা **হীন-সাহস** হইয়া পড়ে! মানুষের প্রশংসা ও সুখ্যাতি ছাড়িয়া যেশুর সঙ্গে সঙ্গে অবনত হইতে পারে না; আত্ম-নিগ্রহের ও ইন্দ্রিয় সংযমের ভাব হইতে তাহারা হটিয়া যায়; এই অবস্থায়ই আত্মজয়ের জন্য আবশ্যকীয় চেষ্টাও ছাড়িয়া দেয়। তাহাদের **প্রেম ও অন্তরের ভাব** কেমন ক্ষীণ! অতএব, এই বিষয়ে আমি আমার **আত্মপরীক্ষা** করিব।

৬। ধ্যান করিব;—মারীয়া মাগ্‌দালেনা ক্রুশ-তলে থাকিয়া নিজের জন্য যেশু যাহা যাহা করিয়াছিলেন, এখন সেই সমস্ত মনে করিয়া সে কত চিন্তা করিতেছে; সে কেমন **নরকের পথে** চলিয়া যাইতেছিল! আর তিনিই তাহাকে সেই পথ হইতে কেমন **উদ্ধার** করিয়া আনিলেন; তাহাকে সকলেই কেমন **ঘৃণা** করিত, একমাত্র তিনিই তাহাকে পরিত্যাগ করেন নাই; কিন্তু তাহাকে তিনি কেমন **দয়া ও করুণা** দেখাইয়াছেন! যখন হইতে তাহাকে ক্ষমা করিলেন, তখন হইতেই সে যত **দুষ্কার্য্য** করিয়াছিল, তাহার জন্য আর তিরস্কার-জনক একটি কথাও তাহাকে তিনি বলেন নাই; বরং তাহাকে আরো নূতন নূতন **কৃপা** দান করনে বিরত হন নাই। এখন সে দেখিতেছে, কেমন মহামূল্য **আত্মবলিদানে** তাহার পাপের **কঠোর প্রায়শ্চিত্ত** করিয়া, তাহার পরিত্রাণ সাধিত হইয়াছে! সে যে প্রচুর কৃপারাশি পাইয়াছে, তাহার জন্য কেমন **মহার্ঘ্য** মূল্য দিতে হইয়াছে! আমাদের প্রভুর মৃত্যুতে ও দুঃখভোগে তাহার যে অংশ রহিয়াছে, সেইজন্য এখন তাহার অন্তর **অনুতাপে** অভিভূত; তাহার অন্তর এখন গভীর **কৃতজ্ঞতায়ও** পরিপূর্ণ; এমন কি, এই কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্য এমন কিছু নাই যাহা, সে তাঁহার জন্য করিতে ইচ্ছুক নয়। দুঃখ-কষ্ট ও অবমাননায় পিছাইয়া যাওয়াত দূরের কথা, সে এখন প্রভুর লজ্জা,

অপমান, দুঃখ-যাতনা প্রভৃতি সমস্তেরই **অংশ ভাগী** হইতে ইচ্ছুক ও প্রস্তুত। আমার জন্য যেশু যাহা করিয়াছেন, ইহা যখন ভাবি, তখন মারীয়া-মাগ্‌দালেনার এই ভাবগুলির মত আমার অন্তরের ভাব হওয়া উচিত নয় কি ?

৭। পরিশেষে, এই বিষয়ে ভক্তিভরে যেশুর সহিত আলাপ করিব।

২৫২। ক্রুশোপরিস্থ যেশুর নিন্দা ও অপমান।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঘটনাটি দেখিব ;—"আর যাহারা সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল, তাহারা ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে তাঁহার অপমান করিয়া বলিতে লাগিল ; বাঃ তুই না মন্দির ভাঙ্গিয়া, তিন দিনের মধ্যে তাহা পুনরায় করিস। ক্রুশ হইতে নামিয়া আপনাকে বাঁচা। এইরূপে মহা যাজকেরাও এবং শাস্ত্রীরা তাঁহাকে উপহাস করিয়া পরস্পর বলিতে লাগিল ; ও অন্য লোককে বাঁচাইয়াছে, আপনাকে বাঁচাইতে পারে না। ইস্রায়েলের রাজা খ্রীস্ত এখন ক্রুশ হইতে নামুক, যেন আমরা দেখি ও বিশ্বাস করি। আর যাহারা তাঁহার সঙ্গে ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াছিল, তাহারা তাঁহাকে ধিক্কার দিতে লাগিল।" (মার্ক ১৫ ; ২৯—৩২)।

৪। নম্র অন্তরে যেশুর নিকট এই প্রার্থনা করিব, তিনি যেন আমার অন্তরে তাঁহার প্রতি মহা প্রেম-ভক্তি ও তাঁহার গৌরবের জন্য জ্বলন্ত আগ্রহ প্রজ্জ্বলিত করিয়া দেন।

৫। ধ্যান করিব ;—যেশুর প্রতি তাঁহার শত্রুগণের অন্তরের হিংসা, দ্বেষ কেমন একটুও নরম হয় নাই। তাঁহার জীবনের এই শেষ মুহূর্ত্তেও তাহারা কেমন তাঁহাকে নিন্দা ও অপমান করিয়া, ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়া তাঁহার যাতনা আরো তীব্র করিয়া তুলিতেছে! এই লোকগুলির কেমন **অধঃপতন** ঘটিয়াছে! ইহা আমি চিন্তা করিয়া দেখিব। তাহারা লোকের আত্মিক জীবনের পরিচালক, ধর্ম্মের রক্ষক ও যাজক হইবার জন্য ঈশ্বরের দ্বারাই মনোনীত হইয়াছিল; তথাপি পাপে তাহাদের অন্তর একেবারে শক্ত হইয়া গিয়াছে! তাহাদের **অহঙ্কারই** তাহাদিগকে এই অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছে! আমি যদি সাবধান হইয়া এই **অহঙ্কার** দমন না করি, তবে আমার অন্তরেও এই অহঙ্কারের কিরূপ ফল উৎপন্ন হইবে, তাহাই চিন্তা করিব। আমাদের প্রভুর এই দুঃখ-ভোগ হইতেইত দেখা যায় যে, ঈশ্বরের **সন্তান** হইবার অধিকার পাইয়া যে ব্যক্তি উত্তমরূপে জীবন আরম্ভ করে, কিন্তু অহঙ্কারী হইলে, সে তাহারই নিজের পরিত্রাতার একজন **শত্রু** হইয়া তাঁহাকে কেমন ঘোর অত্যাচার করে! অতএব, সতত অবনতভাব অভ্যাস করিয়া এই **অহঙ্কার** পাপের সঙ্গে সাহসভরে যুদ্ধ করিতে দৃঢ়-সঙ্কল্প করিব।

৬। ধ্যান করিব ;—আমাদের প্রভুর মৃত্যু সময়ে এমন কত অসংখ্য অসংখ্য লোক উপস্থিত ছিল, যাহারা তাঁহাকে কদাচিৎ চিনিত। তাহারা তাঁহাকে ভালওবাসিত না, ঘৃণাও করিত না; চিন্তা-ভাবনা-শূন্য একটা কৌতুহলের বশে তামাসা দেখিতে আসিয়াছিল। এই বিষম ঘটনা তাহারা দেখিল; কিন্তু তাহাদের অন্তর যেমন ছিল তেমনি রহিল। যেশুর যত অকথ্য যন্ত্রণা-ভোগ, তাঁহার ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, মৃদুতা, ও দৃঢ়তার **আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত সমূহ** তাহাদের অন্তর স্পর্শও করিল না। এমন কি, ঈশ্বরের ক্রোধের নিদর্শন-স্বরূপ সমস্ত পৃথিবী যখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন

করিয়া ফেলিল, তাহাদের পদতলে ভূমি যখন কম্পিত হইয়া উঠিল, তখনও তাহারা সম্পূর্ণ **উদাসীন ভাবেই** রহিল! এই প্রকার লোকদের **চিত্তের কঠিনতা** দেখিয়া স্বভাবতঃই তাহাদের উপর আমাদের ক্রোধ ও ঘৃণা জন্মে; কিন্তু আমরা যেশুকে আমাদের **ত্রাণকর্ত্তা ও ঈশ্বর** জানিয়া এবং স্বীকার করিয়াও, তাঁহার দুঃখ-ভোগ ও মৃত্যুতে অথবা ক্রুশের উপর নিজ প্রাণ উৎসর্গ করিয়া আমাদের প্রতি তাঁহার যে **মহাপ্রেম** দেখাইয়াছেন, এই সমস্তের দ্বারাও যদি আমাদের অসাবধানতা ও অলসতার ঘুমন্ত অবস্থা হইতে আমাদিগকে জাগাইয়া তুলিতে না পারে, তবে আমাদের নিজ নিজ অবস্থার বিষয় কি মনে করা উচিত? এমন কি, যখন ঈশ্বরের ক্রোধের ভয়েও আমাদের অন্তর বিচলিত না হয়, তখন আমাদের নিজের অবস্থা কিরূপ তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত নয় কি?

৭। ধ্যান করিব;—আজও সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া যেশুর **শত্রুরা** কেমন তাঁহাকে অত্যাচার করিতেছে, ঘৃণা করিতেছে! তাঁহার কার্য্য নষ্ট করিবার জন্য তাহারা তাহাদের যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিতেছে। অতএব, ঐ নষ্ট-কার্য্যের **পুনরুদ্ধারের** জন্য জ্বলন্ত আগ্রহ-পূর্ণ আকাঙ্ক্ষার সহিত **জাগিয়া উঠা** কি আমাদের উচিত নয়? যে **মানব-আত্মাসমূহকে** তিনি প্রাণ দিয়া ভালবাসেন, যাহাদের **পরিত্রাণের** জন্য তিনি নিজের শেষ রক্তবিন্দুটি পর্য্যন্ত পাত করিয়াছেন, তাহাদের জন্য আমাদের মহা ব্যাকুলতা থাকা কি উচিত নয়?

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে যেশুর সহিত ভক্তিভরে আলাপ করিব।

২৫৩। পাপের প্রায়শ্চিত্ত-বলি সম্পন্ন।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঘটনাটি দেখিব; প্রভুর শ্রীমুখের কথা শুনিব। "তখন যেশু শির্কা গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "সমাপ্ত হইল;" এবং মস্তক অবনত করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।" (যোহান ১৯; ৩০)।

৪। নম্র অন্তরে যেশুর নিকট এই প্রার্থনা করিব, সুখের মরণের জন্য কিরূপে প্রস্তুত হইতে হয়, তাহা যেন তাঁহারই নিকট হইতে শিখিতে পারি।

৫। ধ্যান করিব;—আমাদের প্রভু কেমন **সন্তোষ** ও **তৃপ্তির** সহিত তাঁহার স্বর্গস্থ পিতার কাছে এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন;— 'সমাপ্ত হইল।" তিনি যেন বলিলেন, "তোমার **গৌরবের জন্য** আর **মানব আত্মার পরিত্রাণের** জন্য যাহা যাহা আবশ্যক, সেই সমস্তই আমি সম্পন্ন করিলাম। সকল প্রকারের দুঃখ, কষ্ট ও অবমাননা সহ্য করিয়াও, এমন কি, অতি সামান্য ক্ষুদ্র বিষয়াদি পর্য্যন্ত সম্পন্ন করিয়াছি।" আমার জীবনের শেষে আমি যদি আমার জীবনের এইরূপ সাক্ষ্য দিতে পারি, তবে আমিও সুখী হইব। আমি যে কার্য্যে ও পদের জন্য আহূত হইয়াছি, তাহার সমস্ত কর্ত্তব্য সাধনে যদি **বিশ্বস্ত** থাকি, আমি যদি আমার **ঈশ্বর প্রভুর সেবায়** ও **মানব-আত্মার পরিত্রাণ সাধনে** আমার জীবন কাটাই, আর ঈশ্বর আমার জন্য যেরূপ ক্রুশই পাঠান না কেন, তাহাই যদি আমি গ্রহণ করি, তবেই আমি সুখী হইব।

৬। ধ্যান করিব;—আমাদের প্রভু আমাদিগকেও কেমন সত্য সত্যই এই কথাগুলি বলিতে পারেন;—"সমাপ্ত হইল।" "তোমদের জন্য

আমার যাহা যাহা করিবার ছিল, সেই সমস্তই সম্পন্ন করিলাম ; তোমাদের জন্য যাহা উৎসর্গ ও ত্যাগস্বীকার করিবার ছিল, সেই সমস্তই উৎসর্গ করিলাম, বলিদান করিলাম।" বাস্তবিকইত, তাঁহার এই যুবাবয়স, দেহের স্বাস্থ্য ও শক্তি, তাঁহার মান সম্ভ্রম প্রভৃতি জগতের পক্ষে সুখ ও হিতজনক যাহা কিছু আছে, সেই সমস্তইত তিনি **বলি** দিলেন, ইহার কিছুইত তাঁহার রহিল না! তাঁহাকে **ক্রুশীয়-মৃত্যু-ভোগ** করিতে যখন দেখি, তখনইত আমরা বুঝিতে পারি যে, তিনি সমস্তই বলি দিলেন। তাঁহার নিজের আত্মীয় স্বজন, এমন কি তাঁহার **ধন্যা মাতাকেও** আমাদেরই জন্য ছাড়িয়া গেলেন! এইভাবে, তাঁহার যাহা কিছু ছিল, সমস্তই ত্যাগ করিয়া, তাহার পরিবর্ত্তে কেবল একটি জিনিস আমাদের কাছে চান, সেইটি তাঁহার প্রতি আমাদের প্রেম। এমন **প্রেমময়** **প্রভুকে** আমাদের প্রেম দিতে যদি **অস্বীকার** করি, তাঁহারই **পবিত্র সেবার** কার্য্যে আমাদের যাহা কিছু **ত্যাগ স্বীকার** কর্ত্তব্য, তাহা করিতে যদি অনিচ্ছুক হই, তবে আমরা কেমন **মহা** **অকৃতজ্ঞ** হইয়া পড়ি!

৭। ধ্যান করিব ;—যেশু কেমন **প্রীতচিত্তে** ও **সন্তোষ** **সহকারে** এই কথাগুলি বলিলেন ,—"সমাপ্ত হইল।" সমস্ত সমাপ্ত হইল। সারাটা জীবন ভরিয়া দুঃখ, দরিদ্রতা, অবমাননা, অত্যাচার ও উৎপীড়ন যাহা কিছু সহিতে হইয়াছিল, তাঁহার অন্তরের যে সমস্ত দুঃখ-কষ্ট, উদ্বিগ্নতা,চিন্তা-ভাবনায় তাঁহার পবিত্র অন্তরটি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিতেছিল, সেই সমস্তই শেষ হইয়া গেল ; এখন অনন্তকালীন **গৌরব** ও **নিত্যসুখ** আসিল। আমরা যদি আমাদের ঈশ্বর প্রভুর **অনুগমন** করি, তবে আমাদিগকেও **আত্মত্যাগী** হইয়া নিজ নিজ **ক্রুশ** তুলিয়া যাইতে হইবে ; কিন্তু একদিন, অনতি-বিলম্বেই আমাদেরও এই

সমস্ত শেষ হইয়া যাইবে। আর আমরা অবশেষে, **নিত্যকাল** মহা পুরস্কার লাভের আনন্দ উপভোগ করিব।

৮। পরিশেষে, যেশুর সহিত ভক্তিভরে এই বিষয় আলাপ করিব।

২৫৪। যেশু ক্রুশের উপর প্রাণত্যাগ করিলেন।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঘটনাটি দেখিব ;—"এবং যেশু উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া কহিলেন ; "হে পিতঃ! আমি তোমার হস্তে আপন আত্মা সমর্পণ করিতেছি। এবং এই কথা বলিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।" (লুক ২৩ ; ৪৬)।

৪। নম্রঅন্তরে প্রভু যেশুর নিকট এই প্রার্থনা করিব, তিনি যেন আমার অন্তরে ঈশ্বরেরই জন্য জীবনধারণের দৃঢ়সঙ্কল্প উদ্দীপিত করিয়া দেন।

৫। ধ্যান করিব ;—কেমন **দৃঢ়-বিশ্বাস ও নির্ভরের** সহিত তাঁহার আত্মাকে তাঁহার স্বর্গস্থ পিতার হাতে সমর্পণ করিলেন। তাঁহার সমস্তটি জীবন নিয়ত **আত্ম-ত্যাগেরই** জীবন ছিল। পাপের **প্রায়শ্চিত্ত** সাধনের দ্বারা তাঁহার পিতাকে **গৌরবান্বিত** করিবার জন্য, তাঁহার কাছে অতীব দুঃখ-কষ্ট, যাতনা ও অপমান কিছুর মধ্যে গণ্য ছিলনা ; আর মানব-আত্মার পরিত্রাণের বিঘ্ন ঘটাইতে পারে এমনও কিছুই ছিলনা যাহা দূর করা তাঁহার পক্ষে অতীব দুরূহ ছিল। ঈশ্বর আমাদিগকে যে **আত্মা** দিয়াছেন, একদিন আমাদিগকেও তাহা **ঈশ্বরের কাছে** ফিরাইয়া দিতে হইবে। এই আত্মাকে

আমরা যেন যাবতীয় পুণ্যে রক্ষা করিতে পারি, স্বর্গীয় **ঐশ্বর্য্যে** ধনী করিতে পারি আর অনন্ত সুখের **যোগ্য** করিয়া লইতে পারি, এইজন্যই আমাদিগকে তিনি দিয়াছেন। এইগুলি যদি আমরা সাধন করিতে পারি, তবে আমরা কেমন **সান্ত্বনা** লাভ করিব ; আর আমাদের কাছে যে **আত্মার ভার** ন্যস্ত আছে, তাহার বিষয়ে আমরা যদি **অবিশ্বস্ত** হই, তবে ইহা কেমন দুঃখ ও কষ্টের বিষয় হয় ! অতএব, আমরা যদি কেবল নিজের স্বার্থ আর নিজের সুখ স্বচ্ছন্দতাই খুঁজি, তবে ইহার জন্য যে তীব্র মনস্তাপ ভোগ করিতে হইবে ! তেমন স্বার্থ ও স্বচ্ছন্দতা পরিহার করিয়া,আমাদের কাছে পরমসুখের যে প্রচুর **উপায়-সমূহ** রহিয়াছে, তাহারই দ্বারা লাভবান হইতে সচেষ্ট হইব।

৬। ধ্যান করিব ;—যে ঈশ্বরের হস্তে একদিন আমাদের আত্মাও সমর্পণ করিতে হইবে, সেই ঈশ্বর কেমন সর্ব্ব-শক্তিমান, পরম ন্যায়বান, পরম-উদার আর কেমন ভয়ঙ্কর ! **ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্।** যাহারা অহঙ্কারী, দুষ্টবুদ্ধি ও অবিশ্বস্ত, তাহারা ঈশ্বরের দণ্ড এড়াইতে পারে না। ঈশ্বর **পরম-ন্যায়বান্** ! যে যেমন **উপযুক্ত** তাহাকে তিনি সেইরূপ পুরস্কার বা দণ্ড দিয়া থাকেন। **ঈশ্বর পরম-উদার** ! তাঁহার জন্য যাহা কিছু করা যায়, তাঁহার **গৌরবের** জন্য অতি সামান্য **ত্যাগস্বীকার** করিলেও তিনি তাহার **ক্ষতিপূরণ** করিয়া দেন। **ঈশ্বর ভয়ঙ্কর !** যাহারা অনন্তকালের জন্য নিজেদেরে পরিত্যাগ করিবার জন্য ঈশ্বরকে **বাধ্য করে,** তাহাদেরই পক্ষে ঈশ্বরের দণ্ড অতি ভয়ঙ্কর ! অতএব, যে ঈশ্বরের সম্মুখে আমাদিগকে হিসাব দিতে হইবে সেই ঈশ্বরের বিষয় স্মরণ রাখিয়া এখন হইতে তাহার জন্য প্রস্তুত হইব ; এই **স্মৃতিতেই** যেন আমার অন্তরে **ঈশ্বর-ভয়** প্রবল থাকে ; আর পাপের জন্য যাহাতে

দুঃখ হয়, তাহারই অনুশীলন করিব, এবং অত্যন্ত প্রেম-ভক্তি ও সৎ-সাহসের সহিত ঈশ্বরেরই সেবা করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইব।

৭। পরিশেষে, এই বিষয়ে ভক্তির সহিত যেশুর সঙ্গে আলাপ করিব।

২৫৫। একজন সৈনিক যেশুর হৃদয় বিদীর্ণ করিল।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঘটনাটি দেখিব ;—"তখন যিহুদীরা সেইদিন আয়োজনের দিন ছিল বলিয়া যাহাতে সাবাথ্ দিনে ক্রুশের উপরে দেহগুলি না থাকে, (কারণ সাবাথ্ দিন মহাদিন ছিল) এইজন্য পীলাতের নিকট অনুনয় করিল যেন তাহাদের ঠ্যাঙ্ ভাঙ্গিয়া তাহাদেরে অপসারিত করা যায়। অতএব সৈনিকেরা আসিয়া তাঁহার সহিত যে প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যক্তি ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াছিল, তাহাদের ঠ্যাঙ্ ভাঙ্গিল। কিন্তু যখন যেশুর নিকট আসিল, তখন তিনি অগ্রেই মরিয়াছেন দেখিয়া তাঁহার ঠ্যাঙ্ ভাঙ্গিল না। কিন্তু সৈনিকদের একজন শল্য (শড়কি) দ্বারা তাঁহার কুক্ষিদেশ ভেদ করিল, এবং তৎক্ষণাৎ রক্ত ও জল নির্গত হইল।" (যোহান ১৯; ৩১-৩৪)।

৪। নম্র অন্তরে যেশুর নিকট এই প্রার্থনা করিব, তাঁহারই জন্য জীবন যাপন করিবার দৃঢ়সঙ্কল্প যেন আমার অন্তরে উদ্দীপিত হয়।

৫। ধ্যান করিব ;—আমরা যেন অনন্ত জীবন পাই, এইজন্যই আমাদের **ত্রাণকর্ত্তার জীবন-শূন্যদেহখানি** কেমন ক্রুশে ঝুলিতেছে! তবে কেবল **তাঁহারই জন্য** আমাদের জীবন ধারণ

করা কি উচিত নয়? আমাদের মুখের কথায় যেন কখনও ঈশ্বরের **অসন্তোষ** না জন্মে, তাহাই শিখাইবার জন্য প্রভুর যে শ্রীমুখ হইতে কত সুন্দর সুন্দর শিক্ষা বাহির হইয়াছিল, মৃত্যুকে সেই মুখখানি আমাদের প্রভু কেমন নীরব করিয়া দিতে দিলেন। আমাদের অন্তরের **পবিত্রতার** অনিষ্টজনক কোন কিছুর দিকে যেন আমাদের দৃষ্টি না যায়, সেই জন্য তাঁহার যে চক্ষু স্বর্গের **পূর্ণ-আলোক** দেখিত সেই চক্ষু কেমন মৃত্যুকে বন্ধ করিতে দিলেন; আমরা যেন পাপ ও অনিষ্টজনক কোন বিষয় না শুনি, সেইজন্য তাঁহার যে কর্ণযুগল সতত **অনুতাপী ও দীনমনা** লোকের প্রার্থনা শুনিতে খোলা ছিল, মৃত্যুকে তাহাই বন্ধ করিতে দিলেন; এক কথায়, আমরা যেন আমাদের দেহ ও দেহের মন্দ প্রবৃত্তিগুলিকে **নিহনন** করিতে শিখিয়া ঈশ্বরের সেবায় আমাদের সমস্ত **শক্তিকে** উৎসর্গ করিতে পারি, সেইজন্য মৃত্যু তাঁহার পরম **পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক দেহখানি** জীবন-শূন্য করিল। যেশু আমাদিগকে যাহা দান করিয়াছেন, তাহার তুলনায় তিনি আমাদের কাছে যাহা চান, তাহা কেমন অতি সামান্য!

৬। ধ্যান করিব;—সৈনিকেরা যেশুর **পরম পবিত্র হৃদয়** বিদ্ধ করিল। আমাদের প্রভু তাঁহার উপর এই শেষ অত্যাচার করিতে দিলেন! যে পবিত্র হৃদয় আমাদিগকে এত ভালবাসিত, আমাদের জন্য সেই হৃদয় আমাদেরই যোগ্য এইরূপ যাতনায় বিদ্ধ হইল! সেই হৃদয়ই এখন বিপদ ও পরীক্ষা প্রলোভনের সময়, আমাদের দুঃখ, কষ্টে **সান্ত্বনার উৎস** এবং আমাদের দুর্ব্বলতায় **শক্তির উৎস** আর আমাদের **আশ্রয়-স্থল** হইয়া এখন উন্মুক্ত থাকিবে; আমাদের সর্ব্ববিধ **অভাবের** সময় **কৃপাধনের** অক্ষয় ভাণ্ডার হইবে। যেশু আমাদের প্রতি কেমন সদয়! কেমন মঙ্গলময়! বিশ্বাস ও কৃতজ্ঞতায়

আমাদের অন্তর এইজন্য কেমন উৎ-প্লাবিত হওয়া উচিত? আর এই মঙ্গলরাশি লাভের জন্য আমাদের কেমন ব্যাকুল হওয়া উচিত?

৭। পরিশেষে, এই বিষয় যেশুর সহিত ভক্তিভরে আলাপ করিব।

২৫৬। যোসেফ ও নিকোদেম যেশুর দেহ লইয়া গেল।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঘটনাটি দেখিব;—"পরে সন্ধ্যা হইলে আরিমাথিয়া হইতে যোসেফ নামে একজন ধনীলোক আসিল; সে যেশুর শিষ্য ছিল। সে পীলাতের নিকট গিয়া যেশুর দেহ যাচ্ঞা করিল। তখন পীলাত ঐ দেহ তাহাকে দিতে আজ্ঞা করিলেন। (মাথায় ২৭; ৫৭—৫৮)। নিকোদেমও, যে যেশুর নিকট প্রথমে রাত্রিতে আইসে সেই নিকোদেম, প্রায় পঁয়ত্রিশ সের গন্ধরসের এবং অগুরুর মিশ্র লইয়া আসিল। তখন তাহারা যেশুর শরীর লইয়া সমাধি দিবার কালে, যিহুদীদের যেরূপ রীতি আছে, তদনুসারে তাহা ঐ সুগন্ধি দ্রব্যের সহিত মল্‌মল্ কাপড়ে বাঁধিল।" (যোহান ১৯; ৩৯—৪০)।

৪। নম্র অন্তরে প্রভু যেশুর নিকট প্রার্থনা করিব, তিনি যেন আমার অন্তরে, আমার জন্য তিনি যাহা যাহা করিয়াছেন, সেই সমস্তের জন্য কার্য্যতঃ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জ্বলন্ত আগ্রহ উদ্দীপিত করিরা দেন।

৫। ধ্যান করিব;—যোসেফ ও নিকোদেমো আমাদের প্রভুর দেহ ক্রুশ হইতে নামাইয়া লইতেছে। তাহারা দুইজনই তাঁহার শিষ্য ছিল;

কিন্তু যিহুদীদের ভয়ে গোপনে থাকিত। তাহাদেরই জন্য তিনি যে সমস্ত অকথ্য যন্ত্রণা ও দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিয়াছেন, যে নিষ্ঠুর **মৃত্যু-দণ্ড** ভোগ করিয়াছেন, তাহারা সেই সমস্তই দেখিয়াছিল; তাঁহার প্রতি তাহাদের প্রেম ও ভক্তি এবং কৃতজ্ঞতায় এখন তাহাদের অন্তর হইতে সকল ভয়ই দূর করিয়া দিয়াছে। তাহারা এখন **সাহস ভরে** অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে; ইহার ফল যে পরে কি হইবে, সেই দিকে তাহাদের মন নাই; তাহাদের এই কার্য্যে যেশুর শত্রুদের যে কি বিষম ক্রোধ হইবে, সেইদিকেও তাহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই। তাহারা পূর্ব্বে যে সাহসহীনতার পরিচয় দিয়াছিল, তাহার **ক্ষতিপূরণের জন্য এখন** তাহারা যথা সাধ্য চেষ্টা করিতেছে। গভীর ভক্তি ও সম্মানের সহিত তাহারা **প্রভুর দেহখানি** ক্রুশ হইতে নামাইয়া লইল, দেহের ক্ষত স্থান হইতে রক্তের দাগগুলি ধুইয়া ফেলিল; **তীব্র অনুতাপের** সহিত চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে অতি **গভীর মমতার** সহিত প্রেকগুলি খুলিল, মাথার কাঁটার মকুট সরাইয়া নিল, আর যত-সম্ভব অতি সুন্দরভাবে তাহাদের প্রভুর সমাধির জন্য **খরচ করিতে** ত্রুটি করিল না। আমিও হয়ত যোসেফ আর নিকোদেমর মত গোপনে থাকিতে চাহিতাম। প্রকাশ্যে তাঁহাকে প্রভু বলিয়া **স্বীকার করিবার সাহস** আমার ছিলনা; যেশুর অনুগামী হইয়া **দুঃখ-কষ্ট ও অবমাননার ভয়ে** আমি পিছাইয়া থাকিতাম। অতএব, এখন হইতে সাহসের সহিত আমার ঈশ্বর প্রভুকে আমার অন্তরের গভীর প্রেমভক্তি ও সম্মান দেখাইবার জন্য তাহাদের অনুকরণ করিব; এবং তাঁহারই সেবায় সৎ-সাহস ও উদ্যমের সহিত আমার জীবন যাপন করিতে চেষ্টা করিব।

৬। ধ্যান করিব;—ধন্যা মারীয়া কেমন ভাবে তাঁহার **ঈশ্বর পুত্রের** ক্ষত-বিক্ষত দেহখানি কোলে লইলেন। তাঁহার অন্তর কেমন

শোকার্ত্ত! পুত্রের আহত দেহের প্রতিটি ক্ষতের দিকে তিনি যখন দৃষ্টি করিতেছেন, তথনই তাঁহার নির্ম্মল অন্তর খানি কেমন দুঃখের যাতনায় নিপীড়ীত করিয়া দিতেছে! যে মানুষকে তিনি তাঁহার নিজ **ঈশ্বর-পুত্রের মত স্নেহ মমতা** করিতেন, **ভালবাসিতেন,** সেই মানুষই হিংসা ও দ্বেষের বশীভূত হইয়া তাঁহার পুত্রের **এই দশা করিয়া** প্রাণে মারিয়াছে! ধন্যা মারীয়া আমার জন্য যে এমন ত্যাগ-স্বীকার করিয়াছেন, এই জন্য তাঁহার অশেষ ধন্যবাদ করিব।

৭। আমার ত্রাণকর্ত্তার মৃত দেহটির সম্বন্ধে মমতাপূর্ণ অন্তরে চিন্তা করিব। তিনি আমাকে **ভালবাসেন** বলিয়াইত **আমারই জন্য** মানব দেহ ধারণ করিলেন! আমারই জন্য তাঁহার এই দেহে কেমন অশেষ অকথ্য যাতনা সহ্য করিয়া, এমন কি, **প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়া** আমাকে যেন **অনন্ত নরক যাতনা** হইতে, **বিনাশ** হইতে উদ্ধার করিতে পারেন, এই জন্য তিনি কেমন এই মানব দেহ ধারণ করিলেন! আমি কিন্তু তাহার এই দেহেই আঘাত করিয়া ক্ষত-বিক্ষত করিতে সাহায্য করিয়াছি! তিনি ত আমাকে ঈশ্বরের সন্তানের মর্য্যদার **যোগ্যপাত্র** করিয়া লইবার জন্যই জগতে আসিয়াছিলেন; কিন্তু আমার **নানা পাপের দ্বারা** আমি তাঁহার প্রতি অত্যাচারের উপর অত্যাচার করিয়াছি! ইহা স্মরণ করিব। আমাকে **স্বর্গের জীবনের** অধিকারী করিতে তিনি জগতে আসিয়াছিলেন, আর আমি আমার পাপের দ্বারা তাঁহার এমন নীচ ও লজ্জাস্কর ভাবের মৃত্যু ঘটাইলাম! আমার উপরেই তাঁহার অন্তরের সমস্তটা ভালবাসা ছিল, আর আমি পাপের দ্বারা তাঁহার পবিত্র প্রেমময় কোমল **হৃদয়খানি** মহা দুঃখের আঘাতে ভাঙ্গিয়া দিয়াছি! ইহাও স্মরণ করিব। এই সকল স্মরণ করিতে করিতে আমি যত পাপ করিয়াছি, আমার অন্তরে তাহার জন্য প্রকৃত

অনুতাপ উদ্দীপিত হউক ; আর তাঁহারই পবিত্র সেবার কার্য্য আমার অনুরাগ ও সৎ-সাহসের দ্বারা সেই সকল পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য জ্বলন্ত আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি হউক !

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে যেশুর সহিত অতি ভক্তি ভাবে আলাপ করিব।

২৫৭। যেশুর দেহ কবরে রাখা হইল।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঘটনাটি দেখিব ;—"যোসেফ দেহটি লইয়া শুচি মল্‌মল্ কাপড় জড়াইল। এবং প্রস্তরের মধ্যে আপনার যে নূতন সমাধি খুদিয়াছিল, তাহার মধ্যে স্থাপন করিল ; এবং সমাধি দ্বারে একখানা বৃহৎ প্রস্তর গড়াইয়া দিয়া প্রস্থান করিল। আর সেখানে মাগ্‌দালেনা মারীয়া ও দ্বিতীয়া মারীয়া সমাধির সম্মুখে বসিয়াছিল। পর দিন যে দিন আয়োজন দিনের পর সেই দিন প্রধান যাজকেরা ও ফারিশীরা পীলাতের নিকট একত্র হইয়া কহিল ; হে প্রভো, আমাদের স্মরণ হইল যে, জীবিত থাকিতে থাকিতে সেই মায়াবী কহিয়াছিল, তিন দিনের পর আমি পুনরুত্থান করিব। অতএব তৃতীয় দিবস পর্য্যন্ত তাহার সমাধি রক্ষা করিতে আজ্ঞা করুন ; পাছে তাহার শিষ্যেরা তাহাকে চুরি করিয়া লোকদিগকে বলে, তিনি মৃতগণের মধ্য হইতে পুনরুত্থান করিয়াছেন ; আর শেষ ভ্রান্তি প্রথম ভ্রান্তি অপেক্ষা আরো মন্দ হইবে। পীলাত তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের নিকটে প্রহরীবর্গ আছে ; তোমরা গিয়া তোমাদের বিবেচনা

মত রক্ষা কর। আর সেই মত তাহারা গিরা প্রহরীবর্গ দ্বারা সমাধি দৃঢ়ীভূত করিল, এবং প্রস্তরখানি মুদ্রাঙ্কিত করিয়া দিল।" (মাথায় ২৭ ; ৫৯ ৬৬)।

৪। নম্র অন্তরে যেশুর নিকট এই প্রার্থনা করিব, আমি যেন কেবল তাঁহারই জন্য জীবন ধারণ করিতে পারি, এই কৃপা তিনি আমাকে দান করুন !

৫। ধ্যান করিব ; যোসেফ ও নিকোদেম যেশুর পবিত্র দেহের প্রতি কত যত্ন আদর ও সম্মান প্রদর্শন করিতেছে। ধন্যা মারীয়া কেমন কৃতজ্ঞ-অন্তরে **মনোনিবেশ** সহকারে তাহাই দেখিতেছেন। তিনি নিজেও তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন আর **ঈশ্বরেরও আশীর্ব্বাদ** তাহাদের উপর ডাকিয়া আনিতেছেন। যেশুর প্রতি মানুষের অকৃতজ্ঞতার প্রতিকার করিতে আমাদের জ্বলন্ত প্রেম ও ভক্তির দ্বারা চেষ্টা করা অপেক্ষা আমাদের পবিত্রা জননীর **প্রীতিজনক** আর কিছুই নাই। তাঁহার মাতৃ-স্নেহ ও আমাদের উপর তাঁহার মাতৃ-আশীর্ব্বাদ বর্ত্তাইবার পক্ষে ইহাই একটি নিশ্চিত উপায়।

৬। ধ্যান করিব ,—যোসেফ ও নিকোদেমর জন্য যেশু যাহা করিয়াছেন ; তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহারই সম্মানের জন্য কোন রকম কষ্ট ও অর্থ ব্যয়কেই তাহারা অত্যন্ত বেশী কিছু বলিয়া মনে করিল না। তাহারা নূতন উত্তম বস্ত্র ক্রয় করিল, পবিত্র দেহ খানি প্রচুর পরিমাণ মূল্যবান সুগন্ধি মশলা ও গন্ধ দ্রব্য লেপন করিরা একটি **নূতন কবরে** রাখিল। চোর ও বন্য জন্তুর হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য, যাইবার সময় কবরের মুখে একখান বৃহৎ প্রস্তর গড়াইয়া দিয়া গেল ! তাহারা যাহা করিল, বাস্তবিক ঠিক কাজই করিল ; কারণ তিনিইত **পরম-পূজ্য ও মহা সম্মানের পাত্র**। আমাদের প্রভুকে আমরা কিরূপে

আমাদের **হৃদয়ে গ্রহণ করিব,** ইহা তাহারই দৃষ্টান্ত। যিনি স্বয়ং পবিত্র **তাঁহাকে সাদরে** আমাদের অন্তরে গ্রহণ করিতে হইলে, আমাদের অন্তর **কেমন নির্ম্মল** হওয়া উচিত! কত যত্নের সহিত **নানা পুণ্যে আমাদের অন্তরটি সাজান** উচিত! যেশুকে যেন কিছুতেই এখান হইতে **সরাইয়া না দেয়,** সেই জন্য কেমন সতর্কতার সহিত দৃঢ়ভাবে পাহারা দিয়া এই অন্তরকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য, আমি এই সকল চিন্তা করিব।

৭। ধ্যান করিব ;—যেশুর কবর কেমন আভ্যন্তরীন্ জীবনে দত্ত আত্মার প্রতিরূপ। বাহিরে যেশুর শত্রুগণের মধ্যে সমস্ত গোলমাল, অশান্তি, আন্দোলন এবং সর্ব্ব-শক্তিমানের **অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে** বৃথা চেষ্টা ছিল ; অপর দিকে যেশুর কবরাভ্যন্তরে তেমন নীরব, শান্তি, আর গৌরবময় পুনরুত্থানের প্রত্যাশায় পূর্ণ। ত্রাণকর্ত্তার পবিত্র মানব-দেহ হইতে তাঁহার **মানব-প্রাণ** চলিয়া গিয়াছে ; কিন্তু জীবনের উৎস ঈশ্বরত্বের সহিত যুক্ত রহিয়াছে। যাহারা কেবল ঈশ্বরের সহিত থাকিতেই জগতের পক্ষে প্রকৃতভাবে মরে, তাহাদেরও এইরূপই ঘটে! তাহাদের চারিদিকে নানা গোলমাল ও অশান্তি থাকিলেও তাহারা এমন **শান্তি** উপভোগ করে যে, সংসার তেমন শান্তি দিতে পারে না। হয়ত, আজ তাহারা দুঃখ ভোগ করিতেছে, কিন্তু তাহারা বেশ জানে, কাল তাহাদের দুঃখ মহা আনন্দে পরিবর্ত্তিত হইবে। এই সুখময় ভাবটি লাভের প্রচেষ্টা কি আমাদের উপযুক্ত নয়?

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে যেশুর সহিত ভক্তিভরে আলাপ করিব।

নির্জ্জন-ধ্যান।

চতুর্থ ভাগ।

পুনরুত্থান, স্বর্গারোহণ, পেন্তেকস্ত।

২৫৮। গৌরবময় পুনরুত্থান।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঘটনাটি দেখিব,—"এবং সাবাথ্ দিনের রজনীতে যে রজনী সপ্তাহের প্রথম দিনে প্রভাত হয়, সেই রজনীতে মাগ্‌দালেনা মারীয়া ও অন্য মারীয়া সমাধি দেখিতে আইল। আর দেখ, ভূমিকম্প হইল। কেননা ঈশ্বরের দূত স্বর্গ হইতে নামিলেন ও আসিয়া প্রস্তরখানি উল্টাইয়া দিয়া তাহার উপর বসিলেন। তাঁহার দর্শন বিদ্যুতের সদৃশ এবং তাঁহার বস্ত্র হিমের ন্যায় শুভ্রবর্ণ। এবং প্রহরীবর্গ ভয়ে বিহ্বল হইয়া মৃত-প্রায় হইল।" (মাথায় ২৮ ; ১—৪)।

৪। নম্রঅন্তঃকরণে যেশুর নিকট এই প্রার্থনা করিব, যেন তাঁহারই পবিত্র সেবার কার্য্যে আসক্ত থাকিতে সাহস ও তাঁহারই সুখে আনন্দ করিবার কৃপা লাভ করিতে পারি।

৫। ধ্যান করিব ;—যেশুর আত্মা কেমন নরকের প্রান্তবর্ত্তী স্থান **লীম্বোতে** নামিয়া গেল। সেইস্থানে আবদ্ধ আত্মাগুলি তাহাদের যে ত্রাণকর্ত্তার আগমন-প্রতীক্ষায় কত ব্যাকুল-চিত্তে উদ্গ্রীব হইয়াছিল, তাঁহাকে দেখিয়া তাহারা কেমন **মহাসুখী** হইয়াছিল! তাহাই চিন্তা করিব। বাস্তবিকই অনেকে **শত শত বৎসর** ধরিয়া অপেক্ষায় ছিল, তিনি আসিয়া এখন তাহাদের জন্য **স্বর্গেরদ্বার** খুলিয়া দিবেন। এত সুন্দর এমন সুখময় উজ্জ্বল যেশুর দর্শনেই তাহাদের বাসস্থানকে পরমদেশে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিল। আমাকেও এই সুখ আনন্দলাভের যোগ্যপাত্র করিয়া লইবার জন্য যে পরিমাণে চেষ্টা করি, সেই পরিমাণ অনুযায়ী আমিও একদিন তাঁহার স্বর্গীয় **শ্রীমুখ দর্শনের অধিকারী** কেমন করিয়া হইব, তাহাই মনে মনে চিন্তা করিব। আর আমার ঈশ্বর ত্রাণকর্ত্তার সুখে আনন্দ উল্লাস করিতে করিতে বিশ্বাসীবর্গের জন্য স্বর্গের যে সুখ ও আনন্দ অপেক্ষা করিতেছে, তাহাও চিন্তা করিব।

৬। ধ্যান করিব ;—পবিত্র যে সকল আত্মা তাহাদের ঈশ্বর ত্রাণকর্ত্তার পবিত্র দেহখানি ক্ষত-বিক্ষত-ময় দেখিতে পারিয়াছিল, তাহাদের অন্তর কেমন কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা-বিস্ময়ে অভিভূত হইল! তাহাদের জন্য **স্বর্গের সুখ** আনিতে প্রভুর যে কত **যাতনা ও কষ্ট** সহ্য করিতে হইয়াছে, ইহা তাহারা **জাজ্বল্যভাবে** অনুভব করিতে পারিল। তাহারা তাঁহাকে কত **ব্যগ্র ও আগ্রহের** সহিত ধন্যবাদ দিল ; আর যিনি তাহাদের জন্য **নিজের প্রাণ বলিরূপে** উৎসর্গ করিলেন, তাঁহার প্রতি তাহাদের অন্তরের **প্রেম ও ভক্তি** কেমন জ্বলন্তভাবে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল! তাহারা প্রভুর পবিত্র দেহ আবার জীবনময় ও আঘাতে ক্ষত-দেহ সুস্থ, এবং আত্মার অপূর্ব্ব সুখে সহভাগী দেখিয়া তাহারা কেমন আহ্লাদিত হইয়াছিল, তাহাই চিন্তা করিব।

৭। ধ্যান করিয়া দেখিব ;—যেশু স্বর্গীয় গৌরবে ও জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল হইয়া কবর হইতে উত্থিত হইলেন। ক্রুশের দ্বারাই যে তিনি এই গৌরবময় পুনরুত্থান অর্জ্জন করিলেন ; আর আমরা যদি তাঁহার **ক্রুশ বহনের সহভাগী** হইতে ইচ্ছুক হই, তবে একদিন আমরাও তাঁহার সহিত গৌরবযুক্ত হইব, এই বিষয় স্মরণে রাখিব। অতএব, ঈশ্বর আমাকে আমার ত্রাণকর্ত্তার ক্রুশভার বহনের যে অংশই দেন, এই চিন্তা দ্বারা, কেবল নিজ ইচ্ছা ত্যাগ নয়, কিন্তু কৃতজ্ঞ অন্তরের সহিত যেন সেই ক্রুশ গ্রহণ করিবার সঙ্কল্প ও সৎ-সাহস আমার অন্তরে উদ্দীপিত হয়, এইজন্য প্রার্থনা করিব।

৮। পরিশেষে, অতি-ভক্তির সহিত এই বিষয়ে যেশুর সহিত আলাপ করিব।

২৫৯। পুনরুত্থিত ত্রাণকর্ত্তার নব-জীবন।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে দেখিব, আমাদের প্রভু সুখ ও গৌরবে সমুজ্জ্বল হইয়া কবর হইতে বাহিরে আসিতেছেন।

৪। নম্রঅন্তরে আমাদের প্রভু যেশুর নিকট প্রার্থনা করিব, তাঁহার সুখে আমি যখন আনন্দ করিব, তখন তিনি যেন আমার অন্তরে সৎসাহসযুক্ত আত্মত্যাগের ভাব উদ্দীপিত করিয়া দেন।

৫। ধ্যান করিব ;—যেশু তাঁহার স্বর্গস্থ পিতাকে গৌরবান্বিত করিবার জন্য কেমন করিয়া ত্রিশবৎসর কাল **দৈন্যতা ও কষ্টের** জীবন

যাপন করিলেন। ইহাতে তিনি মানুষকে ইহাই শিখাইতে চাহিলেন, মানুষ যেন **আত্ম-ত্যাগ-স্বীকার** ও জগতের বিষয় সমূহে **অনাসক্ত ভাব** শিখিতে পারে। এখন স্বর্গ তাঁহার আবাস স্থান, স্বর্গের যাবতীয় বিভব তাঁহার; মহাভক্তি ও প্রেমের সহিত সহস্র সহস্র স্বর্গদূত তাঁহার সেবা ও পরিচর্য্যা করিতেছে। অতএব **দৈন্যতার জীবন** ভোগ করিতে, ও অর্থ সম্পত্তিতে যে সমস্ত সুখ স্বচ্ছন্দতা দেয়, সেই সমস্ত ছাড়িয়া থাকিতে এমন কি, কখন কখন নিরুপায় অসহায় অবস্থার তীব্র-কষ্ট ভোগ করিতেও **আমরা** যেন **আহূত** হইতে পারি। আমাদের জন্য যিনি দীন দরিদ্র হইয়াছিলেন, কত দুঃখ, কষ্ট ভোগ করিলেন, তাঁহারই প্রতি **প্রেমভরে** আমরাও যদি ঐ সমস্ত দৈন্যতা ও দুঃখ-কষ্ট সহ্য করি, তবে একদিন আমরাও ইহার জন্য পুরস্কারের সহভাগী হইব। এই চিন্তা অনেকের মনের মধ্যে আসিয়া তাহাদিগকে এই জগতের ধন-সম্পত্তিকে **তুচ্ছজ্ঞান** করিতে শিখাইয়াছে। অতএব, আমিও যেন এই জগতের **ক্ষয়শীল ও নষ্টযোগ্য** বিষয়ে অন্ততঃ **অনাসক্ত** হইয়া, স্বর্গের **অবিনশ্বর-বিষয়-বিভব** সঞ্চয়ের জন্য মন দিতে পারি, এইজন্য প্রার্থনা করিব।

৬। ধ্যান করিব;—যেশুর এই জাগতিক জীবনটি কেমন মহাদুঃখও যন্ত্রণাময় ছিল; দেহে ও আত্মায় তিনি কেমন মহাদুঃখ-কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন। তিনদিন পূর্ব্বে তিনি ক্ষত-বিক্ষত ও রক্তাক্ত-দেহে ক্রুশের উপর ঝুলিতেছিলেন; কিন্তু এখন তাঁহার সেই সব যন্ত্রণা আর নাই। তাঁহার ঐশ্বরিক আত্মা এখন অসীম সুখে পরিপ্লাবিত। তাঁহার পবিত্র দেহ এখন দুঃখ, কষ্ট ও মৃত্যু বিরহিত হইয়া নব-জীবন-ময়। যখন আমরা হইয়াছে **ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে, আত্ম-নিগ্রহে** বড়ই কষ্ট বোধকরি, যখন দৈহিক কি মানসিক দুঃখ-কষ্টকে আমাদের স্কন্ধে **গুরুতর ভারী**

বোঝা বলিয়া বোধ করি, তখন আমাদের ঈশ্বর প্রভু, স্বর্গীয় আদর্শ ও পরিচালকের দিকে চাহিয়া দেখিব ; আর পবিত্র বাইবেলের কথা মনে করিব। এই জগতের যত দুঃখ, কষ্ট ও যন্ত্রণা আছে, এই সমস্ত দ্বারা যে অনন্ত পুরস্কার আমরা লাভ করিব, তাহার সহিত তুলনায় ঐ সব দুঃখ-কষ্টত কিছুরই মধ্যে গণ্য নয়।

৭। ধ্যান করিব ;—যেশু তাঁহার স্বর্গস্থ পিতারই গৌরবের জন্য কেমন ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার সমস্তটা জীবন-ব্যাপী দুঃখ-কষ্ট ও অবমাননা গ্রহণ করিলেন। আর এখন তাঁহার কেমন বিজয়োল্লাস, কেমন মহা গৌরব! ঈশ্বর **অবনতভাবকে** কত ভালবাসেন, আর তাঁহার জন্য আমরা যে সমস্ত অবনতি স্বীকার ও গ্রহণ করি, তাহার পরিবর্ত্তে তিনি আমাদিগকে যে সব অমূল্যধন পুরস্কার দিবেন, কেবল এইটি যদি আমরা মনে রাখিতাম, তবে এমন **মহা পুরস্কার-জনক** পুণ্য অর্জ্জনের জন্য এবং আমাদের **ঈশ্বর প্রভুরই সদৃশ** হইবার জন্য আমরা কতই না আগ্রহান্বিত ও ব্যাকুল হইতাম। পবিত্র ব্যক্তিগণও লোকের অজ্ঞাত অবজ্ঞাত হইলে আনন্দিত হইতেন। সেই অসীম-জ্ঞানকেই তাঁহারা তাঁহাদের পরিচালক ও পথ-প্রদর্শক-রূপে গ্রহণ করিয়া সত্য সত্যই বুদ্ধিমানের কার্য্য করিয়াছিলেন। যাহাদের মন কেবল মানুষের প্রশংসা ও সুখ্যাতি লাভের দিকেই দৃষ্টি রাখে, জগতের মান ও যশের দিকেই যাহাদের কেবল লক্ষ্য থাকে, তাহারা কেমন নির্ব্বোধের কাজ করে! এই শিক্ষাটি উত্তমরূপে বুঝিতে ও তদনুযায়ী এই জীবনে চলিতে অভ্যাস করিবার **শক্তি** লাভের জন্য আমাদের প্রভুর কাছে কৃপা প্রার্থনা করিব।

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে অতি ভক্তিভরে যেশুর সহিত আলাপ করিব।

২৬০। যেশুর গৌরবান্বিত ক্ষতসমূহ।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে দেখিব; যেশু পুনরুত্থানের পরেও তাঁহার হস্ত, পদ ও কুক্ষিদেশের ক্ষতগুলি তাঁহার পবিত্র দেহে রাখিলেন। সেইগুলি আর যন্ত্রণাদায়ক নয়, কিন্তু মহা গৌরব ও সুখজনক, আর তাঁহার বিজয়ের চিহ্ন।

৪। নম্রঅন্তরে আমাদের প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিব, তিনি যেন তাঁহারই সেবায় আমাকে সৎ-সাহসী ও উদ্যোগী হইতে কৃপা দান করেন।

৫। ধ্যান করিব;—আমাদের ত্রাণকর্ত্তার এই গৌরবান্বিত ক্ষত-সমূহের স্মৃতি আমাদের জন্য কেমন একটি মহা শিক্ষার বিষয়, এবং এই মর্ত্ত্য-জীবনে আমাদের পরীক্ষা-প্রলোভনের সময় কেমন সান্ত্বনার উৎস হওয়া উচিত। যে ক্ষতগুলির জন্য যেশু এত যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন সেইগুলির দিকে দৃষ্টি করিব; এইগুলি এখন **গৌরব-প্রভায়** অতি সমুজ্জ্বল আর তাঁহার আনন্দের **অনন্ত কারণ**। ঈশ্বরের সেবা করিয়া আমাদিগকে যদি কোন দুঃখভোগ করিতে হয়, আর আমরা ঈশ্বরের প্রতি **প্রেমপরায়ণ** হইয়া সেই দুঃখ যদি সহ্য করি, তবে সেই দুঃখ, কষ্ট যে আমাদেরও পক্ষে নিত্যস্থায়ী গৌরব ও সুখের উৎস হইবে, প্রভুর গৌরবান্বিত ক্ষতচিহ্ন সমূহ তাহাই কি ঘোষণা করে না?

৬। ধ্যান করিব;—যেশুর এই সকল গৌরবান্বিত ক্ষতসমূহ দেখিয়া স্বর্গে ধন্য-ব্যক্তিগণের অন্তর তাঁহাদের ত্রাণকর্ত্তা যেশুর প্রতি কেমন মহা গভীর কৃতজ্ঞতা ও প্রেমে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। এখন তাঁহারা যে পরমসুখ উপভোগ করিতেছেন, এই সুখ তাঁহাদেরে আনিয়া দিবার জন্য যেশু কত যে, দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহারা নিয়তই মনে কা

তাঁহারা অনেকেই মহা পাতকী ছিলেন ; যেশুর ঐ ক্ষতস্থান হইতে নিঃসৃত শোণিতে তাঁহাদের পাপরাশি ধুইয়া দিয়াছে। যেশুর এই সকল ক্ষত হইতে যে অসংখ্য **কৃপারাশির** স্রোত সকলের প্রতি প্রবাহিত, সেই **কৃপারস্রোতে,** তাহাদিগকে যে অনন্ত মঙ্গলময় পরম সুখের **মুকুট** লাভে সমর্থ করিয়াছে, তাহার সহিত তুলনায় জগতের যত আনন্দ, ধন-সম্পদ, মান-সম্ভ্রম, এসবত কিছুই নয়। যেশুর এই ক্ষত-সমূহের বিষয় চিন্তা করিয়া এখন আমাদের অন্তরেও এই ভাব উদ্দীপিত হওয়া কি উচিত নয় ? আমরা যদি ঈশ্বরের সন্তান হইয়া থাকি, আমাদের আত্মাগুলি যদি নির্ম্মল হইয়া থাকে, আর আমাদের সামান্য সামান্য কার্য্যদ্বারা আমাদের আত্মাগুলিকে নিত্য নিত্য যদি স্বর্গীয় ধনে ধনবান করিয়া তুলিতে পারি, তবে এইগুলির জন্য যেশুর ঐ পবিত্র ক্ষতগুলিরই কাছে কি আমরা ঋণী নই ?

৭। ধ্যান করিব ;—মহাবিচার দিনে যাহারা দণ্ড যোগ্য বলিয়া সাব্যস্ত হইবে, তাহাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপ হইবার জন্য যেশু তাঁহার দেহের এই ক্ষত-চিহ্ণগুলি রাখিয়াছেন। সেই অসুখী আত্মাগণকে এইগুলি দেখাইয়া তিনি কহিবেন।—"এই দেখ, তোমাদিগকে **আমি** কত ভাল বাসিয়াছিলাম, আর তাহার বদলে তোমারা আমাকে সেই ভালবাসার কেমন **প্রতিদান** দিয়াছ! তোমাদিগকে **পরিত্রাণ ও পবিত্র** করিতে আমি যে কতদূর সহ্য করিয়াছিলাম এই দেখ ; আর সামান্য একটু দুঃখ-কষ্টকেই তোমরা অতি **ভয়ঙ্কর ও অসহনীয়** বলিয়া মনে করিয়াছিলে ; তোমাদিগকে আমি যে সকল **কৃপাদান** করিয়াছিলাম, তাহার জন্য কি প্রকার মূল্য আমি দিয়াছি দেখত! আর তোমরা সেইগুলির দিকে দৃষ্টি না করিয়া অগ্রাহ্য করিলে! এই দেখ; কেমন গুরুতর মূল্য দিয়া তোমাদের **আত্মার**

মুক্তি ক্রয় করিয়াছিলাম; আর তোমরা নীচ সুযোগ সুবিধা ও আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতির জন্য ব্যস্ত থাকিয়া আমার **এই দয়ার দানগুলি** অনর্থক করিয়া ফেলিয়াছ?· আহা! তখন নিরুপায় পাপীরা কেমন মহা ঘোর লজ্জায় পড়িবে! তখন তাহাদের পরিতাপ, মনস্তাপ কেমন **নিষ্ফল** হইয়া যাইবে! তখন তাহারা নিজেইত দেখিবে, এই ভীষণ দণ্ডই যে তাহাদের ন্যায়তঃ শাজা; ইহা স্বীকার করিতে তাহারা বাধ্য হইবে। অতএব, এই ভয়ঙ্কর দুর্দ্দশা হইতে আমার আত্মাকে মুক্ত রাখিবার জন্য আমি যেন শক্তি পাই, এই কৃপা প্রার্থনা করিব।

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে অতি ভক্তিভরে যেশুর সহিত আলাপ করিব।

২৬১। যেশু তাঁহার পবিত্রা মাতাকে দর্শন দেন।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহব।

৩। মনে মনে চিন্তা করিয়া দেখিব;—মাতা মারীয়া যেশুর কবর হইলে পর কেমন, পবিত্র যোহানের সঙ্গে কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে থাকিয়া যেশুর কথিত পূর্ব্বের কথা মত তিনি যেশুর পুনরুত্থানের অপেক্ষায় রহিলেন। মাতা পুত্রে যখন দেখা হইল, তখনকার দৃশ্যটি মনে মনে দেখিব।

৪। নম্র অন্তঃকরণে প্রভু যেশুর নিকট প্রার্থনা করিব, আমার সমস্ত দায়-সঙ্কট, আপদ-বিপদ, বাধা-বিঘ্নের অবস্থায় তাঁহারই উপর বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া থাকিতে তিনি যেন আমাকে শিক্ষা দেন।

৫। ধ্যান করিব ;—ধন্যা মারীয়া ঈশ্বরেরই উপর বিশ্বাস ও নির্ভরশীল হইয়া থাকিতে কেমন **সুন্দর দৃষ্টান্ত** স্থাপন করিয়াছেন। মানুষের ভাবে বলিতে গেলে দেখা যায়, সবদিকেই তাঁহার সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে! যেশু মরিয়া গিয়াছেন, তাঁহার কবর হইয়া গিয়াছে; তাঁহার সুনাম, সুখ্যাতি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে! যতসব শিষ্যবর্গ ছিল, ভয় ও নিরুৎসাহে তাহারা সকলেই ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছে! কিন্তু মারীয়ার অন্তরের **বিশ্বাস ও নির্ভর** অটল রহিয়াছে। তিনি স্থির জানেন যে, **মানুষের সাধিত** সমস্ত অনিষ্ট ও ক্ষতিজনক কার্য্যগুলিকে, যাহারা তাঁহার উপর বিশ্বাস ও নির্ভর রাখে, তাঁহাকে প্রেম-ভক্তি করে, তাহাদের জন্য ঐ গুলিকেই ঈশ্বর **মহা মঙ্গল জনক ও সুযোগ সুবিধাজনক** করিয়া তুলিতে পারেন। মারীয়া জানেন যে যেশু ঈশ্বরেরই পুত্র ছিলেন, তিনি যাহা যাহা বলিয়াছিলেন সেই সমস্ত সফল হইবেই। এই জন্যই যদিও তাঁহার ঈশ্বর-পুত্রের দুঃখ-ভোগের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল, তথাপি তিনি একেবারে অন্য সাধারণ লোকের মত নিরতিশয় উতালা ও নিরাশ হইয়া পড়েন নাই। যেশুর **পুনরুত্থানে** তাঁহার শত্রুরা যখন একেবারে **হতবুদ্ধি** হইয়া গেল, তাহা দেখিয়া ইহাই কি মনে হয়না যে, মারীয়া বাস্তবিকই এই সকল ঘটনার কেমন ঠিক বিচার করিয়া ছিলেন। সুতরাং মহা দুঃখ-কষ্ট ও সঙ্কটের সময় আমাদেরও কেমন ঠিক এইরূপই করা উচিত তাহাই চিন্তা করিব। ঈশ্বর কেমন করিয়া ঐ সব হইতে দেন, আমরা তাহা না বুঝিতেও পারি, সেই সমস্তের শেষ ফল কি হইবে, তাহা আমরা না দেখিতেও পারি, কিন্তু তাহা হইলে **তাঁহার উপর** হইতে আমাদের যেন বিশ্বাস ও নির্ভর না টলে। আর আমাদের এই নির্ভরের যে পুরস্কার লাভ হইবেই ইহা যেন নিশ্চয় মনে করি।

৬। ধ্যান করিব ;—মারীয়া তাঁহার সারাটা জীবন দুঃখময়ী জননী হইয়াই কাটাইয়াছেন। তাঁহার **ঈশ্বর পুত্রের কঠোর দুঃখ ভোগ ও নিদারুণ মৃত্যু** নিয়তই তাঁহার চক্ষের উপর ভাসিত। ক্রুশতলে থাকিয়া তিনি অকথ্য **মর্ম্ম-যাতনা** সহ্য করিয়াছেন ; কিন্তু যেশু পুনরুত্থিত হইয়া যখন **তাঁহাকে দর্শন** দিলেন, তখন তাঁহার **সকল দুঃখের** অবসান হইল। সকল দুঃখই অশেষ **আনন্দ ও সুখে পরিণত** হইয়া গেল। যেশুর ক্রুশে তাঁহার দুঃখের অংশ যতই **গুরুতর ও অধিক ছিল,** যেশুর পুনরুত্থানে তাঁহার **আনন্দ ও সুখ** এখন ততই অধিক হইল। আমাদের প্রভু তাঁহার দুঃখভোগের যে অংশ আমাকে এখন দেন, তাহা যদি **প্রেমভরে** ও **ভক্তিভরে** মাতা মারীয়ার দৃষ্টান্ত অনুসারে গ্রহণ করিতে শিক্ষা করি, তবে একদিন আমিও এই পরম সুখ ও আনন্দের অধিকারী হইব। পুনরুত্থিত যেশু ও তাঁহার পবিত্রা জননীর সাক্ষাতের দৃশ্যটি যতদূর সম্ভব আমার মানস-পটে সতেজ-ভাবে অঙ্কিত করিয়া দেখিব। আমারই জন্য তাঁহারা মাতা পুত্রে যে অকথ্য যাতনা ও দুঃখ-ভোগ সহ্য করিয়াছেন, তাহারই বদলে এখন অপার সুখ ও আনন্দে উৎফুল্ল তাঁহাদের উজ্জ্বল শ্রীমুখের দৃশ্যটি বহুক্ষণ ধ্যান করিয়া দেখিব।

৭। পরিশেষে, এই বিষয়ে অতি ভক্তিভরে যেশুর সহিত আলাপ করিব।

২৬২। পবিত্রা নারীগণ যেশুর কবরের নিকটে গেলেন।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব

৩। মনে মনে ঘটনাটি দেখিব ; "আর সাবাথ দিন অতীত হইলে মারীয়া মাগ্‌দালেনা এবং যাকোবের মাতা মারীয়া এবং শালোমে সুগন্ধ দ্রব্য ক্রয় করিলেন, যেন আসিয়া যেশুকে অনুলেপন করিতে পারেন। তাঁহারা সপ্তাহের প্রথমদিনে অতি প্রত্যূষে (উঠিয়া) সূর্য্যের উদয় হইলে সমাধির নিকটে পহুঁছিলেন।" (মার্ক ১৬ ; ১, ২)।

৪। নম্র অন্তঃকরণের সহিত প্রভু যেশুর নিকট প্রার্থনা করিব, তাঁহার সেবার কার্য্যে তিনি যেন আমাকে প্রকৃত সৎ-সাহসী ও উদ্যোগ-শীল করিয়া লন।

৫। ধ্যান করিব ;—এই পবিত্রা নারীগণ আমাদের প্রভুর প্রতি কেমন **ভক্তি-শীলতার** দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন। যখন প্রায় সকলেই ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল, ইহাঁরাই **বিশ্বস্ত থাকিয়া** প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ কালবারীতে গিয়াছিলেন ; এখন প্রভু কবরে সমাহিত, এখনও তাঁহারা প্রভুর প্রতি তাঁহাদের **সম্মান ও ভক্তি** দেখাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। প্রভু পবিত্র-দেহে লেপনের জন্য যে সকল সুগন্ধি মশলা তাঁহারা ক্রয় করিয়া আনিয়াছিলেন, সমস্ত-রাত্রি ব্যাপিয়া তাঁহারা সেইগুলি প্রস্তুত করিলেন, আর সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বেই তাঁহারা প্রভুর কবরের দিকে রওনা হইলেন। তাঁহারা এইবিষয়টি বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে, প্রভু তাঁহাদের জন্য যেমন **ত্যাগ-স্বীকার করিয়া আত্মবলি দান** করিয়াছিলেন, তাহার প্রতিদান

স্বরূপ তাঁহারা এমন বেশী কিছুই আর কখন করিতে পারিবেন না! এ বিষয়টি কেমন **সত্য** ও আমার নিজের বেলায়ও ইহাই বিবেচনা করিব! আমাদের প্রভু আমার কেমন **ভক্তি ও সম্মানের** যোগ্য, তাহাই চিন্তা করিয়া আমিও যে,তাঁহাকে আমার যথাশক্তি **ভক্তি ও সম্মান** দেখাইব, ইহাই আমার কর্ত্তব্য। যিনি আমার জন্য সর্ব্বস্ব-ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারই জন্য **বাধ্য ও নম্র** হইতে আমার **ইন্দ্রিয়-সমূহকে নিগ্রহ** করিতে ও নানাবিধ **আসক্তি গুলি বর্জ্জন** করিয়া, আমার নিজেকে **প্রার্থনায় অভিনি-বিষ্ট** করিতে আমার যে কোনরূপ ক্ষতি স্বীকার করা উচিত নয় কি?

৬। ধ্যান করিব;—এই পবিত্রা নারীগণ যে সমস্ত কষ্ট ও ব্যয় স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা কেমন **সহজেই** এই সমস্ত না করিবার একটা **ওজর আপত্তি** দেখাইতে পারিতেন। তাঁহারা হয়ত বলিতে পারিতেন, যোশেফ ও নিকোদেমইত যাহা যাহা আবশ্যক সেই সবই করিয়াছেন, ইহার উপর তাঁহারা আর হাত দিতে যাইবেন কেন? এই কাজটি ত আর তাঁহাদের নয়, এইটি প্রেরিতগণেরই কাজ। কিন্তু না, তাঁহারা এইটি তাঁহাদেরই **নিজের কাজ** মনে করিলেন; তাঁহাদের **নিজেদের** প্রেম ও ভক্তির কাজ মনে করিলেন; কাজেই এই কাজটি করিতে পিছ পা' না হইয়া বরং কাজটি করিতে পারিলে, কৃতার্থ হইবেন বলিয়া তাঁহারা মনে করিলেন। তাহা হইলে, যে কাজ করিলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হইবেন বলিয়া আমরা জানি, সেই কাজটি না করিবার জন্য আমরা কেমন **তাড়াতাড়ি** একটা ওজর আপত্তি দেখাইবার চেষ্টায় থাকি; ইহা আমাদের কি ভাবের পরিচয় দেয়? আমরা বলি, আবশ্যক কি? পাপ হইলেও ইহা করিতে আমরা বাধ্য নই; অথবা, হয়ত বলি, আর আর যাহারা করিতে পারে, তাহারা

যদি না করে, তবে আমরা করিব কেন ? আমাদের প্রভুকে আমরা ভালবাসিনা, প্রেমভক্তি করিনা বলিয়াই আমাদের মুখে এই রকম কথা বাহির হয়। খ্রীস্তের অনুকরণে আছে, "প্রেম **সীমায়বদ্ধ** হইতে জানেনা, অসীম জ্বলন্ত আগ্রহে জ্বলিতে থাকে ; প্রেম বোঝার ভারবোধ করে না, কোন ক্ষতি গণনা করে না, শক্তির অধিকও করিতে আকাঙ্ক্ষা করে।" আমরা যদি আমাদের প্রভুকে ভালবাসিতাম, তবে আমরা জিজ্ঞাসা কর্‌তে থাকৃতামনা, আমরা পাপ না করিয়া কত চল্‌তে পারি ? অথবা আমরা কি কেবল পরের কাজেই ব্যস্ত থাকিব, এইরূপ মনে না করিয়া বরং যেশুর জন্য আমরা যাহাই করিতে পারিতাম, তাহার জন্যই নিজেদেরে মহাসুখী মনে করিতাম। আমরা যথাসাধ্য মত যাহাই করিনা কেন, প্রভুর কৃপার তুলনায় আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হয় অতি অল্প ? অতএব, আমি প্রভুর নিকট এই প্রার্থনা করিব যেন আমার মন-প্রাণ দিয়া তাঁহার সেবা করিবার শক্তি পাই।

৭। পরিশেষে, এই বিষয়ে যেশুর সহিত ভক্তিভরে আলাপ করিব।

২৬৩। পুনরুত্থানের ঘোষণা।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঘটনাটি দেখিব ;—"তাঁহারা পরস্পর কহিতেছিলেন ; সমাধির দ্বার হইতে কে আমাদের হইয়া প্রস্তরখানি উল্টাইয়া দিবে ? কিন্তু দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, প্রস্তরখানি উল্টাইয়া দেওয়া আছে। তাহা বস্তুতঃ অতি বৃহৎ ছিল আর তাঁহারা সমাধির ভিতরে গিয়া, দক্ষিণ পার্শ্বে, শুক্ল বস্ত্রে আচ্ছাদিত একজন যুবাকে আসীন দেখিয়া বিস্মিত

হইলেন। কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন; ভয় করিও না, তোমরা ক্রুশে-বিদ্ধ নাজারেতীয় যেশুকে অন্বেষণ করিতেছ; তিনি পুনরুত্থান করিয়াছেন, এখানে নাই; দেখ এইত সেইস্থান, যেখানে তাঁহাকে রাখিয়াছিলে।" (মার্ক ১৬ ; ৩—৬)।

৪। নম্রঅন্তরে প্রভু যেশুর প্রতি আমাদের অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস এবং নির্ভর উদ্দীপিত করিবার জন্য প্রার্থনা করিব।

৫। ধ্যান করিব;—এই পবিত্রা নারীগণ ঈশ্বরের উপর কেমন বিশ্বাস ও নির্ভর স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহারা জানেন যে, কবরের মুখে চাপা দেওয়া সেই বৃহৎ **প্রস্তরখানা** সরান তাহাদের নিজেদের পক্ষে অসম্ভব। তাঁহারা জানিতেন, প্রধান যাজকেরা কবরের মুখে **শিল-মোহর** করিয়া দিয়াছে; কেহ আর যেন কবরের কাছে আসিতে না পারে, এইজন্য পাহারা রাখিয়াছে; কিন্তু এই সমস্ত বাধা বিঘ্নের কথা জানা সত্ত্বেও তাঁহারা পিছ্‌পা' হইলেন না। তাঁহারা যে কাজের ভার লইয়াছেন তাহা **ঈশ্বরেরই কাজ** বলিয়া জানেন, আর তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, **ঈশ্বরই** তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবেন। তাঁহাদের এই বিশ্বাস বৃথা হয় নাই। তাঁহারা দেখিলেন, **প্রস্তরখানা** স্বর্গদূতেরা সরাইয়া দিয়াছেন; **শিল-মোহর** ভাঙ্গা; **প্রহরীরা** সকলেই পলাইয়া গিয়াছে। আমরা যদি **সিদ্ধতার** পথে অগ্রসর হইতে চাই, ঈশ্বরের জন্য কাজ করিতে চাই, তবে আমাদেরও অনেক **বাধা-বিঘ্ন** উপস্থিত হইবে। আমাদের নানা **দুর্ব্বলতা ও ত্রুটি-সমূহ** অত্যন্ত ভারী পাথরের মত আমাদিগকে নীচের দিগে চাপিয়া নামাইয়া নিতে চাইবে; এই সমস্ত আমরা নিজেরা কখনও সরাইয়া দিতে পারি না। পাপ-আত্মা আমাদের **রিপুগণের সাহায্য** লইয়া ঈশ্বর হইতে আমাদিগকে দূরে সরাইয়া রাখিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে; কিন্তু আমরা **নিরুৎসাহ ও**

সাহসহীন হইব কেন? যে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া **আমরা পবিত্রীকৃত** হইয়াছি, তাহা কি ঈশ্বরেরই কার্য্য নয়? এই কার্য্যের সমস্ত বিঘ্ন বাধা দূর করিয়া দিবার জন্য কি তাঁহার প্রচুর শক্তি আর আগ্রহ নাই?

৬। স্বর্গদূতগণের কথাগুলি ধ্যান করিব;—"ভয় করিও না, তোমরা ক্রুশে হত নাজরতীয় যেশুকে অন্বেষণ করিতেছ:" ক্রুশে হত আমাদের প্রভুকে যাহারা প্রেমভক্তি করে ও অন্বেষণ করে, অর্থাৎ যাহারা তাঁহার ক্রুশ তুলিয়া লইয়া বহন করিতে ইচ্ছুক হয়, সেই দীনাত্মা ও আত্মনিগ্রহ-শীল ব্যক্তিগণের ভয়ের কোনই কারণ নাই। তাহারাত যেশুরই অতি স্নেহ ও আদরের পাত্র এবং বন্ধু; তাঁহার প্রিয়তমগণকে কেমন করিয়া **আদর যত্নে** রাখিতে হয়, তাহা তিনি অতি উত্তমরূপেই জানেন। অতএব, এই চিন্তা করিয়া আমার অন্তরে **অবনতভাব ও আত্মনিগ্রহ** অভ্যাস করিবার জন্য সৎ-সাহস ও উত্তম-পূর্ণ আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপন করিতে প্রার্থনা করিব, যেন স্বর্গের চরম-সুখে উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত ঈশ্বরের বিধানের আশ্রয়ে থাকার আনন্দ উপভোগ করিতে পারি।

৭। পরিশেষে, যেশুর সহিত এই বিষয়ে ভক্তিভরে আলাপ করিব।

২৬৪। পবিত্র পেত্র ও যোহান যেশুর কবরের দিকে দৌড়িয়া গেলেন।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঘটনাটি দেখিব;—"এবং তাঁহারা কবর হইতে প্রতিগত হইয়া, সেই একাদশ জনকে ও অবশিষ্ট সকলকে এই সকল বৃত্তান্ত

জানাইল। এবং যাঁহারা প্রেরিতদিগকে এই সকল কথা বলিল, তাঁহারা মাগ্‌দালেনা মারীয়া ও যোহন্না ও যাকেবের মাতা মারীয়া ও তাঁহাদের সঙ্গে আর আর যে নারী ছিলেন। কিন্তু এই সকল কথা উহাদের গোচরে প্রলাপের ন্যায় বোধ হওয়াতে উঁহারা বিশ্বাস করিল না।" (লুক ২৪ ; ৯-১১)। "তখন পেত্রও সেই অপর শিষ্য নির্গত হইয়া কবরের নিকট আসিলেন। এবং উভয়ে একসঙ্গে দৌড়িতে আরম্ভ করিয়া, সেই অপর শিষ্য পেত্র অপেক্ষা অধিক বেগে অগ্রে অগ্রে দৌড়িয়া কবরের নিকটে প্রথম আসিলেন। এবং তিনি অবনত হইয়া মল্ মল্ কাপড়গুলি স্থাপিত রহিয়াছে দেখিলেন, তথাপি প্রবেশ করিলেন না। তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পেত্র আসিয়া কবরে প্রবেশ করিলেন, এবং দেখিলেন, মলমলের ফালিগুলি পড়িয়া আছে।" (যোহান ২০ ; ৩-৬)।

৪। নম্র অন্তরে প্রভু যেশুর নিকট এই প্রার্থনা করিব, আমি যেন তাঁহার সেবা-কার্য্যে আগ্রহ ও উদ্যম-শীল হইবার কৃপা লাভ করি।

৫। ধ্যান করিব ;—এই ঘটনাটির বিষয় শুনিবামাত্রই পবিত্র পেত্র ও যোহান কেমন-ভাবে, তখন তখনি, কবরে গিয়া দেখিবার জন্য দৌড়িলেন। **বিশ্বাসের অভাব** আর অন্যান্য লোকের **উদাসীন ও তাচ্ছল্যভাব** প্রভৃতি মনে স্থান না দিয়া আমাদের প্রভুর প্রতি তাঁহাদের প্রেম ও ভক্তির **আকর্ষণে** তখনি কবরের দিকে ছুটিয়া গেলেন। তাঁহারা একটুও কাল-বিলম্ব করিলেন না। ঠিক এই একই ভাবে আমাদের মধ্যেও এমন হইতে পারে যে, কেহ কেহ, তাহাদের কাছে ঈশ্বর যাহা চান, তাহা ভুলিয়া গিয়া, **তাঁহারই সেবার কার্য্যে** অবহেলা করে ; **আত্মিক** বিষয়ের কার্য্য সম্পন্ন ও অভ্যাস করিতে অলসতা করে। এই প্রকার লোকেরা সহজেই কেবল তাহাদের সুখ-স্বচ্ছন্দতা খুজে, আর যত **অকিঞ্চিৎকর** বিষয়ে আসক্ত থাকিয়া তাহাদের সময় নষ্ট করে।

কিন্তু আমরা যদি প্রকৃতই সরলতার সহিত আমাদের প্রভুকে প্রেম ও ভক্তি করি, তবে ঐরকম ভাব ও **পরের বিচার** করার প্রবৃত্তিগুলিকে আমাদের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করিতে দিয়া আমাদিগকে সিদ্ধতার পথ হইতে দূরে রাখিতে কিম্বা ঈশ্বর আমাদের কাছে যাহা চান বলিয়া জানি তাহা করিতে কখন বাধা দিতে দিব না।

৬। ধ্যান করিব ;—এই দুইজন প্রেরিত কি ভাবে কবরের দিকে দৌড়িয়া গেলেন। তাঁহাদের অন্তরের মহা প্রেম ও ভক্তিই তাঁহাদিগকে এত ব্যস্ত-ত্রস্ত করিয়া নিয়া গিয়াছিল। যতদূর **যত্নপরতা, আনন্দ, উৎসাহ** প্রভৃতি দ্বারা আমরা আমাদের **কর্ত্তব্যগুলি** সম্পন্ন করি, ততদূরই এইগুলি আমাদের ঈশ্বর প্রভুর প্রতি আমাদের প্রেম-ভক্তির পরিমাণ দেখায়। আবার **অবহেলায়, অলসভাবে, চেষ্টায় উদ্যমে ও পরিশ্রমে** পশ্চাৎ-পদ হইয়া যাওয়াতে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের অন্তরের প্রেম-ভক্তির শিথিলভাবের লক্ষণ প্রকাশ করে। এই শেষের লক্ষণগুলির কোনও একটা আমার অন্তরে রহিয়াছে যদি লক্ষ্য করিতে পারি, তবে অবিলম্বে আমার আগ্রহ নূতন করিয়া লইবার জন্য উদ্যোগী হইব, আর ঈশ্বরের সন্তানগণের পক্ষে মহা বিপদ্-জনক এই কদুষ্ণভাব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য উদ্যোগী হইব।

৭। ধ্যান করিব ;—পবিত্র যোহান্ প্রথমে কবরের কাছে গিয়াও পবিত্র পেত্র কবরে প্রবেশ না করা পর্য্যন্ত কেমন অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। তিন দিন পূর্ব্বে পেত্র তাঁহার ঈশ্বর প্রভুকে অস্বীকার করিয়াছিলেন, যোহান ছিলেন যেশুর প্রিয়তম শিষ্য ; তথাপি পবিত্র **পেত্রের দোষের** জন্য. অথবা আমাদের প্রভুর নিজের **ভবিষ্যৎ-কথায়,** পবিত্র যোহান এই বিষয়টি ভুলিয়া যান নাই যে, **পবিত্র পেত্র তাঁহার নিজের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সম্মানীয় ;** যেশু যাঁহাকে **মণ্ডলীর**

প্রধান বলিয়া নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহাকে **উপযুক্ত সম্মান** দেখাইতে কিছুতেই যোহানকে বাধা দিতে পারে নাই। পবিত্র যোহান যে মহাদৃষ্টান্তটি আমাদের কাছে স্থাপন করিয়াছেন, তাহার বিষয় চিন্তা করিয়া আমিও আত্ম-পরীক্ষা করিয়া দেখিব। ঈশ্বর যাঁহাকে **আমার শ্রেষ্ঠ** করিয়া কর্ত্তৃত্ব ভার দিয়াছেন, আমি **তাঁহাকে মানিতে** কখনও অস্বীকার করি কি না? যদিই তাঁহাদের নানা দোষ আছে দেখি, অথবা আমার চাইতে বিদ্যা বুদ্ধিতে কম দেখি, তাহা হইলেও **পবিত্র যোহানের** মতই আচরণ করিব; তবে আমার এই **বাধ্যতা** ও **অবনতভাবের বশ্যতা** দ্বারা ঈশ্বরেরই প্রতি আমার প্রেম ও ভক্তির কার্য্য করা হইবে।

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে অতি ভক্তিভরে যেশুর সহিত আলাপ করিব।

২৬৫। যেশু পবিত্র পেত্রকে দর্শন দেন।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঘটনাটি দেখিব;—"প্রভু সত্যই পুনরুত্থান করিয়াছেন, এবং সিমোনকে দেখা দিয়াছেন।" (লুক ২৪; ৩৪)।

৪। নম্রঅন্তরে প্রভু যেশুর নিকট প্রার্থনা করিব, আমি যেন আরো ঘনিষ্ঠভাবে তাঁহাকে জানিতে পারি, আর তাঁহার প্রতি আমার অন্তরের প্রেমভক্তি যেন আরো বৃদ্ধি পায়।

৫। ধ্যান করিব;—প্রেরিত দুইজন কবর পরীক্ষা করিয়া যখন দেখিলেন, যে সকল কাপড় জড়াইয়া ত্রাণকর্ত্তার দেহ কবর দেওয়া হইয়াছিল,

সেই কাপড়গুলি ছাড়া কবরে আর কিছুই নাই, তখন তাঁহারা নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া গেলেন ; আর যাহা যাহা ঘটিয়াছে, **সেই সকল বিষয়** পবিত্র পেত্র যখন ভাবিতেছিলেন, তখন **যেশু আসিয়া** তাঁহাকে দেখা দিলেন। ইহা হইতে এই বিষয়টি আমরা শিখি যে, আমরা আমাদের প্রভুর বিষয় চিন্তা করিলে, তিনি কত আনন্দিত হন ! তিনি আমাদের জন্য কত **দুঃখ-ভোগ** করিয়াছেন, আমাদের প্রতি তাঁহার **কত প্রেম,** তিনি আমাদের জন্য যে সকল **সুন্দর সুন্দর দৃষ্টান্ত** স্থাপন করিয়াছেন, এই সমস্ত বিষয়, কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ অন্তরে আমরা যদি **সদা সর্ব্বদাই** মনে করি, তবে তিনি নিজেকে আমাদের কাছে আরো **উত্তমরূপে** পরিচিত করিয়া দিবেন। এই **জ্ঞানটি** আমাদিগকে তাঁহার আরো বেশী নিকটে আনিয়া আমাদের পক্ষে **পবিত্রীকৃত হওয়ার** একটি মহা উপায় হয়। ইহা ছাড়া, এমন মহা মঙ্গলময় বন্ধু যিনি, যাঁহার কাছে আমরা প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্যে ঋণী, আমরাত সত্য সত্যই, কেমন অকৃতজ্ঞের মত তাঁহারই কথা স্মরণ করিতেও ভুলিয়া যাই !

৬। ধ্যান করিব ;—যদিও কিছুকাল আগে পবিত্র পেত্র বড়ই লজ্জা-জনকভাবে, তাঁহার ঈশ্বর প্রভুকে অস্বীকার করিয়াছিলেন, তথাপি প্রেরিত-গণের মধ্যে **সর্ব্বপ্রথম** তাঁহারই কাছে আসিয়া যেশু দর্শন দিলেন। পবিত্র পেত্র **সরল মনে** অনুতপ্ত হইয়াছিলেন, আর পবিত্র-হৃদয় যেশুরই অসীম করুণার উপর তাঁহার সমস্ত বিশ্বাস ও নির্ভর স্থাপন করিয়াছিলেন। আমাদের প্রভু তাঁহার এই অনুতপ্ত প্রেরিতকে এই **মহা-অনুগ্রহ** দান করিয়া, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধীদিগের পক্ষেও কেমন **আশাজনক উৎসাহ ও সান্ত্বনার** উপায় দেখাইলেন, ইহাতেই তাহা স্পষ্ট দেখায়। তিনি প্রকৃত অনুতপ্ত ও অবনত অন্তরের লোকদিগকে যে, অগ্রাহ্য করিয়া ফেলিয়া দেন না, কেবল তাহা

নয়, কিন্তু তাহাদেরে **বিশেষ বিশেষ অনুগ্রহ** দান করিতেও সতত প্রস্তুত।

৭। ধ্যান করিব ;—পবিত্র পেত্র এমন গুরুতরভাবে প্রভুকে অসন্তুষ্ট করিলেও তাঁহার ঈশ্বর যখন তাঁহাকে দর্শন দিলেন, তখন তাঁহার মনের ভাব কিরূপ হইল, এই বিষয়টি লক্ষ্য করিব। যেশু তাঁহাকে **সামান্য একটু তিরস্কার** করা হইতেও যে কেবল নিবৃত্ত রহিলেন তাহা নয়, বরং **মহা স্নেহানুরাগে** তাঁহার সহিত ব্যবহার করিলেন। এমন মঙ্গলময় বন্ধুর মনে দুঃখ দেওয়াতে পবিত্র পেত্রের অন্তরে কেমন গভীর কষ্ট হইয়াছিল! এমন অনুগ্রহ দেখিয়া পবিত্র পেত্রের অন্তর কেমন **কৃতজ্ঞতায়** পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তাহা সহজেই অনুভব করা যায় ; না জানি, কতই **গভীর অবনত ভাবে** তিনি খ্রীস্তের পদতলে লুটাইয়া পড়িয়াছিলেন! ইহা দেখিয়া আমিও মনে করিব, যেশু আমারও সঙ্গে কেমন মৃদুভাবে ব্যবহার করিয়াছেন, আমিও ত তাঁহার অন্তরে দুঃখ দিয়াছি ; আমার এমন মহা অকৃতজ্ঞতা সত্ত্বেও তিনি আমার প্রতি কেমন **কৃপাশীল**, কেমন **দয়াবান**, কেমন **সদয়**! এই সমস্ত ধ্যান করিয়া, পবিত্র পেত্রের অন্তরের ভাবগুলি আমার অন্তরে উদ্দীপিত করিয়া লইতে চেষ্টা করিব।

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে যেশুর সঙ্গে ভক্তিভরে আলাপ করিব।

২৬৬। মারীয়া মাগ্‌দালেনা যেশুর কবরের কাছে।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঘটনাটি দেখিব;—"তাহার পর শিষ্যদ্বয় (পবিত্র পেত্র ও যোহান) পুনরায় স্বস্থানে গমন করিলেন। কিন্তু মারীয়া কাঁদিতে কাঁদিতে, কবরের পার্শ্বে বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। পরে অশ্রুপাত করিতে করিতে গ্রীবা অবনত করিয়া কবরের ভিতরে দৃষ্টিপাত করিলেন; এবং শুক্ল বেশধারী দুইজন দূতকে আসীন দেখিলেন; একজনকে যেশুর শরীর যেখানে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার শিরোদেশে, আর একজনকে তাঁহার পাদ-দেশে। তাঁহারা তাঁহাকে কহিলেন, "নারি? কান্দিতেছ কেন?" তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন; আমার প্রভুকে লইয়া গিয়াছে, এবং কোথায় রাখিয়াছে জানি না! এই কথা বলিয়া তিনি পশ্চাৎ দিকে মুখ ফিরাইলেন, এবং যেশুকে, দণ্ডায়মান দেখিলেন, কিন্তু তিনি যে যেশু তাহা জানিতে পারিলেন না। যেশু তাঁহাকে কহিলেন, "নারি! কাঁন্দিতেছ কেন? কাহাকে খুঁজিতেছ?" ইনি উদ্যান পাল হইবেন মনে করিয়া তিনি তাঁহাকে কহিলেন; মহাশয়, আপনি যদি তাঁহাকে লইয়া গিয়া থাকেন, তবে কোথায় তাঁহাকে রাখিয়াছেন, আমাকে বলুন; আমি তাঁহাকে লইয়া যাইব। যেশু তাঁহাকে কহিলেন; মারীয়া! তিনি মুখ ফিরাইয়া তাঁহাকে কহিলেন, রাব্বনি। (রাব্বনি গুরুকে বলে) যেশু তাঁহাকে কহিলেন, আমাকে স্পর্শ করিওনা, কারণ এখনও আমি আপন পিতার নিকট আরোহণ করি নাই; কিন্তু তুমি আমার ভ্রাতৃগণের নিকট গিয়া তাহাদিগকে বল, আমি আপন পিতার তোমাদের পিতার আপন ঈশ্বরের ও তোমাদের ঈশ্বরের নিকট আরোহণ করিতেছি।" (যোহান ২০; ১০—১৭)।

৪। নম্র অন্তরে প্রভু যেশুর নিকটে এই কৃপা ভিক্ষা চাহিব, আমি যেন সিদ্ধতা লাভের জন্য আমাকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োগ করিতে পারি।

৫। ধ্যান করিব;—যেশুর দেহ কবরে দেখিতে না পাইয়া মারীয়া মাগ্‌দালেনার অন্তরে কেমন **গভীর দুঃখ** হইয়াছিল! তিনি দুঃখে এতই অভিভূতা হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, স্বর্গদূতগণের **দর্শনে** তিনি ভয়ও পান নাই, বিস্মিতও হন নাই; তাঁহার অন্তরের কোন সান্ত্বনাও ছিলনা। যেশু ছাড়া যে, সমস্তটা জগতও তাঁহার কাছে কিছু নয়; কারণ তিনি যেশুকে এতই বেশী ও উত্তমরূপে জানিয়াছিলেন! তাঁহার নিকট হইতে মারীয়া মাগদালেনা বহু **উপকার** লাভ করিয়াছেন, যে দুষ্ট-আত্মা মারীয়ার মাগদালেনার আত্মাকে অধিকার করিয়াছিল, তাহার হাত হইতে তিনি তাঁহাকে **মুক্ত** করিয়াছেন! যেশুর জীবনের **পবিত্রতা**, যেশুর শিক্ষায় **গভীর জ্ঞান** এবং তাঁহার অন্তরের অতি আশ্চর্য্য কৃপাপূর্ণ ভাব প্রভৃতির যথেষ্ট প্রমাণ তিনি পাইয়াছেন। তাই তিনি জানিতেন যেশুকে পাইলে, কেমন অমূল্য অক্ষয় মহাধন লাভ হয়! তাঁহাকে না পাওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার মনের আর **শান্তি বা সান্ত্বনা** নাই। যেশু কে? তাঁহার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কি? ইহা যদি আমরা আরো ভালরূপে বুঝিতে ও জানিতে চাইতাম, তবে তাঁহাকে পাইবার জন্য আমাদেরও অরো কত জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা হইত! আমরা যে, তাঁহাকে ছাড়া কোন শান্তি ভোগ করিতে পারিতাম না। আমরা তাঁহাকে জানিনা বলিয়াইত এত **সহজে** পাপ করিয়া তাঁহাকে হারাইয়া ফেলি। আর তাঁহার সঙ্গে আমাদিগকে যুক্ত রাখিবার জন্য সামান্য একটু দুঃখ-কষ্ট ও সহ্য করিতেও চাই না।

৬। ধ্যান করিব;—মারীয়া মাগ্‌দালেনা যদিও চিনিতে পারেন নাই, তথাপি যেশু কেমন তাঁহার কাছে কাছেই রহিয়াছেন। মারীয়ার প্রেম-

ভক্তি পূর্ণ অন্তরের গতিটি তিনি **প্রীত-চিত্তে** দেখিতেছিলেন, আর তাঁহার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা আরো অধিক **প্রদীপ্ত** করিয়া তুলিতেছিলেন। আমাদের প্রভু এইরকম সময় সময় যাহারা তাঁহাকে প্রেম ও ভক্তি করে, তাহাদের নিকট হইতে তাঁহার উপস্থিতির **মধুরতা** সরাইয়া লন ; আর তাহাদেরে কেমন যেন একটা, হতাশ ও শূন্যতার অবস্থায় ছাড়িয়া দেন ; কিন্তু তিনি **সব সময়ই** খুব কাছে কাছে থাকেন ; আর এই সময়ের মধ্যে তাহাদের অন্তরে তাঁহার উপস্থিতি কেমন মূল্যবান্ তাহাই শিখাইতে থাকেন ; ইহা লাভের জন্য জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা বাড়াইয়া দিতে থাকেন। শেষে, আবার তাহাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করিয়া এমনই **আনন্দ ও শান্তিতে** পূর্ণ করিয়া দেন যে, সংসার তেমন আনন্দ ও শান্তি কখনও দিতে পারে না। ঈশ্বর যদিই কখন আমাকে এইভাবে পরীক্ষা করেন, তবে এই সকল ধ্যান ও চিন্তাই আমার অন্তরের বল্ ও সান্ত্বনার উপায় হইবে।

৭। পরিশেষে, ভক্তিভরে যেশুর সহিত সেই বিষয় আলাপ করিব।

২৬৭। যেশু নিজেকে মারীয়া মাগদালেনার নিকট প্রকাশ করেন।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঘটনাটি দেখিব ;—(সুসমাচার পূর্ব্ব বিষয়ের মত)।

৪। নম্র অন্তরে প্রভু যেশুর নিকট প্রার্থনা করিব, তিনি আমায় যেন তাঁহাকে আরো অন্তরঙ্গভাবে জানিতে দেন, আর আমাকে যেন তাঁহার সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠভাবে যোগ করিয়া রাখেন।

৫। ধ্যান করিব ;—মারীয়া যখন আমাদের প্রভুকে চিনিলেন, তখন তাঁহার অন্তরে কেমন গভীর সুখ ও আনন্দ তিনি অনুভব করিলেন। তাঁহার অন্তর স্বর্গীয় আনন্দে পূর্ণ হইয়াগিয়া, এক মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁহার অন্তরের যত দুঃখ ও যাতনা সমস্তই অন্তর্হিত হইয়া গেল। আমাদের প্রভু তাঁহার ভক্তদিগকে দুঃখ-কষ্টে সান্ত্বনা দিতে, তাঁহার আরো নিকটে টানিয়া আনিতে, আর সাহসের সহিত ক্রুশ বহনের জন্য সাহস ও উৎসাহ দিতে, এইরকম দুঃখ-কষ্টের সময়েই তাহাদের অন্তর **অপূর্ব্ব শান্তি** ও আনন্দে পূর্ণ করিয়া দেন। আমি যদি আমার প্রভুর এই **অনুগ্রহ** পাইতে বাসনা করি, তবে আমাকেও মাগদালেনারই মত আমাদের প্রভুর কাছে **বিশ্বস্ত** হইতে হইবে ; এমন কি, কালবারী পর্য্যন্তও যাইতে হইবে। **অলসের** মত সময় ক্ষেপ করিলে চলিবেনা, অথবা আমার পথে নানা বাধা বিঘ্ন, দুঃখ-কষ্ট আছে বলিয়া **ভগ্নোৎসাহ** হইলে চলিবেনা। যিনি আমাকে তাঁহার কার্য্যে ডাকিয়া আনিয়াছেন, তাঁহারই উপর অটল বিশ্বাস ও নির্ভর রাখিয়া, অবনতভাবে অতি সাহসের সহিত আমাকে অবশ্যই চলিতে হইবে।

৬। ধ্যান করিব ;—মারীয়া যেশুর পদতলে পড়িয়া কেবল "রাব্বনি" প্রভু! এই শব্দটি দ্বারা তাঁহার বিস্ময় ও আনন্দে অভিভূত অন্তরের সমস্ত ভাব কেমন প্রকাশ করিলেন। তাঁহার অন্তরের বিস্ময়, ভক্তি, আনন্দ, কৃতজ্ঞতা ও প্রেম সমস্ত ভাবই এই কথায় প্রকাশ পাইয়াছিল। আমার **পুনরুত্থিত** ত্রাণকর্ত্তার প্রতি এই একই রূপ ভাবগুলি আমারও অন্তরে উদ্দীপিত করিয়া লইব।

৭। ধ্যান করিব ;—যেশু কেমন কেবল **ক্ষণকালের** জন্য মাগদালেনা মারীয়াকে এই **দর্শন-সুখ** ভোগ করিতে দিলেন। শেষে, তিনি তাঁহাকে তাঁহার প্রেরিতগণের কাছে গিয়া তাঁহার এই পুনরুত্থানের

সংবাদ দিতে আদেশ করিলেন। পবিত্র লোকদিগকেও প্রভু কখন কখন অতি অল্প সময়ের জন্য এমন মূল্যবান মুহূর্ত্ত দিয়াছেন, সেই মুহূর্ত্তে তাঁহারা **পার্থিব** সুখ নয়, কিন্তু **স্বর্গীয়** সুখ উপভোগ করিয়াছেন; তাহাতেই তাঁহারা সাহসের সহিত ক্রুশবহনের **শক্তি** পাইয়াছেন, স্বর্গের অক্ষয় **নিত্য সুখ** লাভের সাহায্য পাইয়াছেন। যেশু যদি আমাদিগকেও কখন কখন কতক পরিমাণে তাঁহার পবিত্র দর্শন-লাভ-জনিত সান্ত্বনা, শান্তি-সুখ আস্বাদন করিতে দিতেন, তবে আমরাও সৎসাহস ও উদ্যমের সহিত আমাদের কর্ত্তব্যগুলি সম্পন্ন করিতে যতটুকু ত্যাগ-স্বীকার, উৎসাহ, দৃঢ়তা আবশ্যক, সেই সমস্তই আমরাও পাইতাম।

৮। পরিশেষে, ভক্তিভরে এই বিষয়ে যেশুর সহিত আলাপ করিব!

২৬৮। এমাউস নগরের শিষ্যগণকে যেশু দর্শন দেন।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঘটনাটি দেখিব;—"এবং দেখ, ঐ দিনেই উহাদের মধ্যে দুইজন যেরুসালেম হইতে ষাইট্ স্তাদি পথ (পাদোন চারি ক্রোশ পথ) অন্তর এমাউস নামক গ্রামে যাইতেছিল। এবং যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সেই সকল বৃত্তান্তের বিষয় পরস্পর কথোপকথন করিতেছিল। এবং এই ঘটিল যে, তাহারা যখন কথোপকথন ও মনে মনে বিচার করিতেছিল, তখন স্বয়ং যেশুও নিকটে আসিয়া তাহাদের সঙ্গে যাইতে লাগিলেন! কিন্তু তাহাদের চক্ষু ধরা রহিল, যেন তাঁহাকে না চিনিতে

পারে। তিনি তাহাদিগকে কহিলেন; তোমরা চলিতে চলিতে পরস্পর এই যে সকল কথা প্রসঙ্গ করিতে বিষণ্ণ হইতেছ ইহা কি? এবং ক্লেওফা নামে তাহাদের একজন তাঁহাকে উত্তর করিয়া কহিল; তুমি কি যেরুসালেমে প্রবাসী মাত্র, এবং তথায় এই কয়দিন যাহা যাহা ঘটিয়াছে তাহা জান না? এবং তিনি তাহাদিগকে কহিলেন কি, কি? তাহারা উত্তর করিল; সেই নাজারেতীয় যেশুর বিষয়, যিনি ঈশ্বরেরও সকল লোকের সাক্ষাতে কার্য্যে ও বাক্যে ক্ষমতাপন্ন ভবিষ্যদ্বক্তা ছিলেন; এবং আমাদের যাজকেরা ও প্রধান লোকেরা তাঁহার উপর প্রাণদণ্ডের আদেশের জন্য কেমন তাঁহাকে (রাজপুরুষের হস্তে) সমর্পণ করিল ও তাঁহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করিল। কিন্তু আমরা আশা করিতেছিলাম যে, উনিই ইস্রায়েলের উদ্ধার সাধন করিবেন; আর এখন, এই সকল ব্যতীত, অদ্য তিন দিন হইল এই সকল ঘটনা হইয়াছে। এবং আমাদের মধ্যে কতিপয় স্ত্রীলোকও আমাদের ত্রাস জন্মাইয়াছে; কারণ তাহারা অরুণোদয়ের পূর্ব্বে কবরে গিয়া, তাঁহার দেহ না পাইয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিল যে, তাহারা এমন কি, দূতগণেরও দর্শন পাইয়াছে; আর দূতগণ বলে যে, তিনি জীবিত আছেন; এবং আমাদের কেহ কেহ কবরে গেল, ও স্ত্রীলোকেরা যেরূপ কহিয়াছিল, সেইরূপ দেখিল, কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পাইলনা। এবং তিনি উহাদিগকে কহিলেন; রে মূঢ়েরা ও ভবিষ্যদ্বক্তাদের উক্তবাক্য সকলে বিশ্বাস করনে শিথিল চিত্তেরা! খ্রীস্তকে কি এই এই সকল ভোগ করিতে ও এইরূপে আপন প্রতাপে প্রবেশ করিতে হইত না?" (লুক ২৪; ১৩—২৬)।

৪। নম্র অন্তরে ঈশ্বরেরই বিধানের উপর মহা বিশ্বাস ও নির্ভর যেন আমাদের অন্তরে সজীব থাকে, এই জন্য প্রভু যেশুর কাছে কৃপা প্রার্থনা করিব।

৫। ধ্যান করিব ;—সেই শিষ্য দুইজন যখন যেশুর বিষয় চিন্তা করিতেছিল ও তাঁহারই বিষয় কথা বলিতেছিল, তখন তিনি তাহাদের নিকটে আসিয়া প্রশ্ন করিলেন, যেন তাহারা তাঁহার বিষয় আরো উৎসাহ-ভরে চিন্তা করিতে থাকে। ইহাতেই আমরা দেখিতে পাই যে, আমরা সকল সময়ই **তাঁহার কথা** ও তিনি আমাদের জন্য যাহা যাহা করিয়াছেন, সেই সকল বিষয় **মনে রাখিলে,** আর তাঁহাকে ও তাঁহারই **মনোমত যাহা** সেই সকল বিষয়কে আমাদের কথোপকথনের **বিষয়** করিয়া লইলে, আমাদের প্রভু যেশু কেমন সন্তুষ্ট হন। যে সকল বিষয় আমাদের অতি প্রিয় সেই সকল বিষয় আমরা **ভাবিতে ও কথা বলিতে** ভালবাসি না কি? সদা সর্ব্বদা সেইগুলির কথা **মনে করাই** কি সেইগুলির প্রতি আমাদের ভালবাসার লক্ষণ নয়? তাহা হইলে, যিনি আমাদের পরম বন্ধু ও উপকারী সেই ঈশ্বর প্রভুর বিষয় ক্বচিৎ যখন আমার চিন্তায়ও আসেনা, আর কথাবার্ত্তার মধ্যেও থাকে না, তখন ইহা কেমন দুঃখের কথা!

৬। ধ্যান করিব ;—এই দুইজন শিষ্যের অন্তরের দুঃখ ও কষ্টের কারণ কি ছিল? তাহাদের **বিশ্বাসের দুর্ব্বলতা** আর ঈশ্বরেই তাহাদের **বিশ্বাস ও নির্ভরের অভাবই** সেই কারণ। পবিত্র বাইবেল শাস্ত্র হইতে এবং যেশুর নিজমুখ হইতেও তাহারা জানিয়াছিল যে, তিনি ক্রুশারোপিত, মৃত ও কবরস্থ হইবেন, এবং তৃতীয় দিনে পুনরুত্থান করিবেন, সেই পবিত্রা নারীগণ সাক্ষ্য দিয়া যে বলিয়াছিলেন তিনি আবার জীবিত হইয়াছেন, ইহাও তাহারা শুনিয়াছিল ; তাহারা যদি ঐ সকলেতে কেবল **বিশ্বাস** করিয়াই ঈশ্বরের বিধানে তাহাদের **নির্ভর** স্থাপন করিত, তবে এই পরীক্ষার সময় তাহাদের কেমন **শক্তি ও সান্ত্বনা** লাভ হইত ; কিন্তু তাহাদের অন্তর উদ্বিগ্ন

ও উৎকণ্ঠায় পূর্ণ হইয়াছিল। ঈশ্বরেতে বিশ্বাসের অভাব হেতুই কি আমরা অন্তরের শান্তি হারাইয়া ফেলি না? আমরাত জানি, তিনি অসীম মঙ্গলময়, জ্ঞানী ও শক্তিমান, আর তিনি আমাদের **পরম প্রেমময় পিতা,** চিরদিন আমাদের উপর তাঁহার কৃপা দৃষ্টি রহিয়াছে, আমাদের জীবনের সর্ব্ববিষয়ই **তাঁহারই নির্দেশানুসারে** ঘটিয়া থাকে। অতএব, দুঃখ-কষ্টে পড়িলে, আমরা যদি উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়ি, নিরাশ হতাশ হইয়া যাই, তবে এই দুইজন শিষ্যের মত, আমরাও কি আমাদের প্রভুদ্বারা তিরস্কৃত হইবার যোগ্য হইয়া পড়িনা?

৭। ধ্যান করিব;—এই শিষ্য দুইজন তাহাদের নিজেদের দোষ জানিয়া, আর তাহারা যে, ন্যায়তঃ **তিরস্কারের যোগ্য** ইহা জানিয়া কেমন নম্রতার সহিত যেশুর তিরস্কার বাক্য অনুকুলভাবে গ্রহণ করিল। **তিরস্কৃত** হইয়াও তাহারা তাঁহার নিকট **কৃতজ্ঞ** হইল। তাঁহাকে কেবল একজন অপরিচিত মনে করিলেও, ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়াত দূরের কথা, বরং যাহাতে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া আরো অনেক কথা শুনিতে পারে, সেই চেষ্টাই তাহারা করিতে লাগিল। আমাদের প্রভু ও তাহাদের সঙ্গে থাকিতে কতই না সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, আর তাহাদের কাছে নিজেকে পরিচিত করিতে কতই না ইচ্ছা করিতেছিলেন! আমাদের উপরিস্থ-গণ আমাদের দোষ সংশোধনের জন্য যাহা করেন, তাহা যদি এইভাবে আমরা সর্ব্বদা গ্রহণ করি, তবে আমাদের প্রভুও কেমন ইচ্ছা করিয়া আমাদের **দোষগুলি** ক্ষমা করিবেন, আর এই নম্র-স্বভাবের অন্তরে কত **অশেষ আশীর্ব্বাদরাশি** বর্ত্তিবে।

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে অতি ভক্তিভরে যেশুর সহিত আলাপ করিব।

২৬৯। এমাউস নগরের শিষ্যগণকে যেশু দর্শন দেন।

(২য় ধ্যান)

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঘটনাটি দেখিব ;—যেশু তাহাদিগকে বলিলেন, "খ্রীস্তকে কি এই সকল ভোগ করিতে, ও এইরূপে আপন প্রতাপে প্রবেশ করিতে হইত না" ? এবং তিনি মোসী প্রভৃতি সকল ভবিষ্যদ্বক্তা হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত শাস্ত্রে তাঁহার বিষয় যাহা যাহা লিখিত হইয়াছিল, সমুদয় তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। আর তাহারা যে গ্রামে যাইতেছিল, তাহার নিকটবর্ত্তী হইলে, তিনি ভাণ করিলেন যেন আরো যাইবেন ; এবং তাহারা তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিয়া বলিতে লাগিল ; আমাদের সহিত থাকুন, কেননা বেলা পড়িয়াছে, সন্ধ্যা হইতেছে, এবং তিনি তাহাদের সহিত প্রবেশ করিলেন।" (লুক ২৪ ; ২৬—২৯ পদ)।

৪। নম্র অন্তঃকরণে প্রভু যেশুর কা'ছে এই প্রার্থনা করিব, ঈশ্বরের বাক্য মহামূল্যবান জ্ঞান করিতে, তাহা বুঝিতে, ও তাহাতে যে সমস্ত শিক্ষা রহিয়াছে, তদনুযায়ী চলিতে আমার অন্তরে তিনি যেন প্রবল আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত করিয়া দেন।

৫। ধ্যান করিব ;—আমাদের প্রভু তাঁহার শিষ্যগণকে কেমন করিয়া **পবিত্র শাস্ত্রের** জ্ঞান দেন। ঈশ্বর তাহাদেরে দিয়াই মানুষের কাছে, তাঁহার জ্ঞান-রত্ন-ভাণ্ডারের বিষয় জানাইতে চান। অতএব, আমরা ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া আমাদের **নিজেদেরে পবিত্র** করিতে ও অন্য লোকদিগকে **স্বর্গের পথে** লইয়া যাইতে যে সকল **ঐশ্বরিক জ্ঞানের** আবশ্যক, ঈশ্বরের **সেই মহাদানগুলি**

আমরা যদি অগ্রাহ্য ও অবহেলা করি, তবে নিশ্চয়ই ঈশ্বর আমাদের প্রতি ও অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইবেন। সুতরাং কাথোলিক মণ্ডলীর অভ্রান্ত-নিদেশাধীনে ঈশ্বরের বাক্য বুঝিবার জন্য এবং সেই বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবার জন্য আমাদিগকে নিয়োগ করিব।

৬। এই বাক্যগুলি চিন্তা ও ধ্যান করিব ;—"খ্রীস্তকে কি এই সকল ভোগ করিতে ও এইরূপে আপন প্রতাপে প্রবেশ করিতে হইত না ?" ঈশ্বরের নিকট আমাদের কেমন **কৃতজ্ঞ** হওয়া উচিত ! তিনিত তাঁহার নিজ পুত্রকে দুঃখভোগ করিতে না দিয়াও আমাদের পরিত্রাণ সাধন করিতে পারিতেন ; তথাপি তিনি তাঁহার অসীম জ্ঞান ও মঙ্গলময়-ভাবে **এই প্রণালীতেই** পরিত্রাণ সাধন করিতে মনন করিলেন। যেন পাপের ভীষণতা ও দুষ্টতা আমাদের অন্তরে **গভীর ভাবে আঁকিয়া** থাকে; আর তাঁহার মহা প্রেমের **মহত্ত্ব** আমরা যেন আরো ভালরূপে অনুভব করিতে পারি এবং যে সকল **পুণ্য** আমাদের এত প্রয়োজনীয়, সেই গুলির একটি শক্তিশালী আদর্শ দৃষ্টান্ত যেন আমরা পাই ; আর অবনত ভাবে, আত্ম-নিগ্রহে, বাধ্যতায়, ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতায় আমাদের **দৈনিক জীবনের** ক্রুশ-বহনে আমরা যেন আত্ম সমর্পণ করিতে পারি। অতএব, ঈশ্বরের এই মঙ্গলময়ভাবের দ্বারা মঙ্গল লাভ করিবার জন্য দৃঢ়-সঙ্কল্প করিব।

৭। ধ্যান করিব ;—এই শিষ্য দুই জন কেমন আগ্রহের সহিত যেশুর কথাগুলি মন দিয়া শুনিতেছিল ; আরো অনেক কথা শুনিবার জন্য তাহারা কেমন ব্যগ্র ; তাহাদের সঙ্গে তিনি যেন **থাকেন,** এই জন্য তাহারা কেমন তাঁহাকে জেদ্ করিয়া ধরিল ; আর তাঁহার নিকট হইতে তাহারা কত মঙ্গল ও উপকার লাভ করিল। আমরা যদি ঈশ্বরের বাক্যের অমূল্য দানটি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতাম, আর **নম্র**

অন্তরে, অবনতভাবে, বশ্যতাপূর্ণ হৃদয়ে যাহারা পবিত্রতা ও পুণ্যের একটি শক্তি-সম্পন্ন উপায় এই দান পায়, তাহাদের জন্য এই দান যে কত অমূল্য তাহা যদি বুঝিতাম, তবে ঈশ্বরের বাক্য শুনিয়া তাহা পালন করিতে, আর ইহার শিক্ষায় আমাদিগকে নত অন্তরে নিয়োগ করিতে আমাদেরও কেমন অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা হইত। এইভাবে আমাদের প্রভুর বিষয়ক জ্ঞানের সঙ্গে আমাদের আরো ঘনিষ্ঠতা হইবে, আর তাঁহারই নিকট হইতে আমরা পবিত্র ব্যক্তিগণের বিজ্ঞানটি শিখিয়া লইতে পারিব।

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে আমাদের প্রভু যেশুর সঙ্গে অতি ভক্তি-ভরে আলাপ করিব।

২৭০। যেশু এমাউস নগরের শিষ্যগণকে যেশু দর্শন দেন।

(তৃতীয় ধ্যান)

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঘটনাটি দেখিব ;—"আর এই হইল যে, যখন তাহাদের সহিত ভোজনে বসিলেন, তখন তিনি রুটি লইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া ভাঙ্গিলেন, এবং তাহাদিগকে দিলেন। তাহাদের চক্ষু খুলিল ও তাহারা তাঁহাকে চিনিতে পারিল ; কিন্তু তিনি তাহাদের দৃষ্টি হইতে অন্তর্হিত হইলেন এবং তাহারা পরস্পর কহিল, তিনি যখন আমাদের সহিত পথে কথা কহিতেছিলেন ও আমাদিগকে শাস্ত্রের অর্থ ভাঙ্গিয়া দিতেছিলেন, তখন

কি আমাদের হৃদয় আমাদের মধ্যে উথলিত হইয়া উঠিতে ছিল না? আর সেই দণ্ডেই উঠিয়া যেরুসালেমে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিল, একাদশ জনও যাঁহারা তাহাদের সঙ্গে ছিলেন, তাঁহারা একত্র সমবেত" (লুক ২৪ ; ২৪ ; ৩০—৩৩)।

৪। নম্র অন্তরে প্রভু যেশুর নিকট এই প্রার্থনা করিব তাঁহার প্রতি আমার অন্তরে যেন মহা প্রেম প্রজ্জলিত করিয়া দেন।

৫। ধ্যান করিব ;—আমাদের প্রভু কেমন রুটি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার এই শিষ্য দুইজনকে পবিত্র কোমূনিয়োন দেন। তিনি স্বয়ং যত্নের সহিত তাহাদের জন্য ইহা প্রস্তুত করিলেন। তাহাদের নিজ নিজ **দোষের জন্য,** অবনতভাবে **অনুতপ্ত** হইবার জন্য তাহাদের অন্তর বিচলিত করিলেন ; তাহাদের অন্তরে **জীবনশাল বিশ্বাস** ও নির্ভর এবং তাঁহার প্রতি তাহাদের আগ্রহ পূর্ণ **জ্বলন্ত প্রেম** প্রজ্জলিত করিয়া দিলেন। এইভাবে তিনি নিজেকে তাহাদের কাছে জানিতে দিলেন। আমরা যখন পবিত্র মীস্সা সম্পাদন করি, আর তাঁহাকে আমাদের অন্তরে গ্রহণ করি, তখন আমাদের অন্তরেও এই ভাবটি দেখিতেই আমাদের প্রভুর বড় ভালবাসেন। আমরা এমাউসের শিষ্যদের মত যদি **ব্যগ্রতার** সহিত চাই, তবে তিনি **নিজেই** আমাদের অন্তরে এই ভাব জন্মাইয়া দিবেন। অতএব, ইহার জন্য ও তাঁহার শিক্ষার জন্য আমার অন্তর খুলিয়া দিয়া প্রার্থনা করিব।

৬। ধ্যান করিব ;—এই শিষ্য দুই জনের অন্তরে আমাদের প্রভুর প্রেমে কেমন সুফল উৎপন্ন করিয়াছে। ইহাতে তাহাদের অন্তর কেবল **আনন্দেই পূর্ণ** হয় নাই, কিন্তু ইহাতে তাহাদিগকে **কার্য্যের দিকেও** পরিচালনা করিয়াছে। যদিও তাহারা পথ-শ্রান্ত ছিল, যদিও রাত্রি হইয়া গিয়াছিল, তথাপি ঐ সকল কথা না ভাবিয়া তখন তখনি,

আবার তাহারা, পথে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সেই সব বিষয় প্রেরিতগণকে জানাইবার জন্য যেরুসালেমে ফিরিয়া গেল, যেন প্রেরিতগণও সেই রাত্রে ঈশ্বরের **গৌরব কীর্ত্তন** করিতে পারেন। আমাদের প্রভুকে **অন্তরঙ্গভাবে** জানা যে, কেমন **মহাসুখের** উপায়, তাহাই চিন্তা করিয়া দেখিব। তাঁহার বিষয়ক জ্ঞানই আমার অন্তরে তাঁহার প্রতি প্রেম উদ্দীপিত করিয়া দেয়, আর এই প্রেমই আমার অন্তরের **শান্তি, সান্ত্বনা** ও **শক্তির** মূল। ইহাতে প্রভুকে প্রেম করণ ছাড়াও আমার ঈশ্বর প্রভুকে সকলেই যেন **প্রেমভক্তি** করে, সকলেই যেন তাঁহার **গৌরব** কীর্ত্তন করে, ইহা দেখিতেও আমার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা বাড়াইয়া দিবে। ইহাতেই তাঁহার গৌরবের জন্য **কার্য্য** করিতে ও **আত্ম-উৎসর্গ** করিতে. আর যাহারা তাঁহাকে জানেনা, তাহাদের কাছে তাঁহাকে পরিচয় করাইতে, যাহারা তাঁহাকে ভালবাসে না, অথবা অতি অল্পই ভালবাসে, তাহাদেরও অন্তরে তাঁহার প্রতি প্রেম ভক্তির সঞ্চার করিয়া দিতে মহা আগ্রহে আমাকে উজ্জীবিত করিয়া লইবে।

৭। ধ্যান করিব ;—পবিত্র কোমূনিয়োনই কেমন করিয়া **শিষ্য-গণের চক্ষু** খুলিয়া দিয়াছিল ; আর পথে আমাদের প্রভুর কথাবার্ত্তায় তাহাদের অন্তরে যে **প্রেমাগ্নি** জ্বালিয়া দিয়াছিল, তাহা কেমন আরো প্রজ্জ্বলিত করিয়া তুলিয়াছিল। ভক্তি সহকারে **সম্পাদিত** মিস্সায় ও পবিত্র কোমূনিয়োন **গ্রহণে**, ঈশ্বরের প্রতি প্রেমভক্তি ও আত্মাগণের আগ্রহ যাহাতে আমাদিগকে উজ্জীবিত করিয়া তুলে, আমাদেরও তাহারই সন্ধান করা কর্ত্তব্য। অতএব, এই শক্তি-সম্পন্ন উপায়টি যথা-সম্ভব যত্ন, চেষ্টা ও পরিশ্রম সহকারে ব্যবহার করিবার জন্য দৃঢ়-সঙ্কল্প করিব।

৮। পরিশেষে, ভক্তিভরে এই বিষয়ে যেশুর সহিত আলাপ করিব।

২৭১। একত্র সমবেত প্রেরিতগণের কাছে যেশু দর্শন দেন।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঘটনাটি দেখিব ;—"পরে সেই দিন, সপ্তাহের প্রথম দিন সন্ধ্যা হইলে ও শিষ্যগণ যেখানে একত্র হইয়াছিল, যিহুদীদের ভয়ে তথাকার দ্বার রুদ্ধ হইলে, যেশু আসিয়া সর্ব্ব সমক্ষে দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে কহিলেন ; তোমাদের শান্তি হউক।" (যোহান ২০ ; ১৯)।

৪। নম্র অন্তরে আমাদের প্রভু যেশুর নিকট প্রার্থনা করিব, তিনি যেন তাঁহাকে আমার কাছে আরো উত্তমরূপে এমন ভাবে পরিচিত করিয়া দেন যে, আমি যেন আরো উত্তমরূপে তাঁহাকে প্রেমভক্তি করিতে পারি আর সম্পূর্ণরূপে তাহাতেই বিশ্বাস ও নির্ভর রাখিতে পারি।

৫। ধ্যান করিব ;—প্রেরিতগণেরও বিশ্বাস ও নির্ভরের অভাব হইয়াছিল! তাঁহারা একেবারে নিরুৎসাহ ও নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই জন্যই ত পবিত্রা নারীগণ যখন তাঁহাদের ঈশ্বর প্রভুর সম্মানের জন্য এতটা আগ্রহ ও কর্ম্মঠতা দেখাইলেন, তখন **পবিত্র পেত্র** আর **পবিত্র যোহান** ছাড়া আর একজন প্রেরিতও ঘর ছাড়িয়া বাহির হইলেন না ; আর তাঁহাদের সকলেই যিহুদীদের হাত হইতে নিরাপদ থাকিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় কি সেই বিষয়েই ব্যস্ত থাকিলেন। তাঁহারা সকলেই সরলভাবে আমাদের প্রভুকে প্রেম ও ভক্তি করিতেন, কিন্তু **প্রেম ও ভক্তি যেন অসাড়** হইয়া গিয়াছিল! বিশ্বাস ও নির্ভরের **অভাবের ফল** কেমন সাংঘাতিক! তাঁহারা আমাদের প্রভুর **ক্ষমতা ও জ্ঞানের** এবং তাঁহাদের প্রতি **তাঁহার প্রেমের** কত অসংখ্য অসংখ্য প্রমাণ

পাইলেন ; তিনি তাঁহার দুঃখ-ভোগ ও পুনরুত্থানের বিষয় যে ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়াছিলেন সেই সবও তাঁহারা শুনিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সমস্ত **ভুলিয়া গিয়া** কেবল নিজেদেরে কেমন করিয়া নিরুপদ্রব ও নিরাপদে রক্ষা করিবেন সেই চিন্তায়ই তাঁহারা মগ্ন হইলেন। অতএব, এই রকম নিরাশ ও নিরুৎসাহ হইতে আমরা **সাবধানে** নিজেদেরে রক্ষা করিব। ঈশ্বরের **অঙ্গীকার-সমূহে** আমাদের নির্ভর করা উচিত নয় কি ? যাহারা তাঁহাতে **বিশ্বাস ও নির্ভর** করে, তাহারা কখনও অপ্রতিভ ও লজ্জিত হইবে না। আমাদের প্রভু যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা মনে রাখিব। যাহারা প্রথম ঈশ্বরের রাজ্য অন্বেষণ করে, তাহাদের সর্ব্ববিষয়ে বিশ্রাম ও শান্তি লাভ হয়।

৬। ধ্যান করিব ;—আমাদের প্রভু কেমন বিলম্বে প্রেরিতগণকে দর্শন দিলেন। যে পবিত্রা নারীগণ তাঁহাকে এতদূর **আগ্রহ-পূর্ণ** প্রেম ও ভক্তি দেখাইয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করিলেন ; যে মারীয়া মাগদালেনা প্রভুকে নিজের সর্ব্বস্ব করিয়া লইতে আকাঙ্ক্ষা করিতেছিল, প্রভু তাঁহাকে দেখা দিলেন ; পবিত্র পেত্র কবর দেখিতে দৌড়িয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাকেও দর্শন দিলেন ; এমাউস নগরের যে শিষ্যগণ তাঁহার কথা ভাবিতে ছিল, উদ্বিগ্ন মনে তাঁহার বিষয় কথা বলিতে-ছিল, সেই শিষ্যগণও তাঁহার দর্শন পাইল ; হইতে পারে, অনুগ্রহের অভাবেও প্রেরিতগণ নিরাশ ও নিরুৎসাহ হইয়াছিলেন। বিশ্বাসের **শিথিল** হওয়াতে এবং কেবল **নিজেদেরে** নিরাপদে রাখিবার **চিন্তায়ই মত্ত** থাকাতে আমাদের প্রভু তাহাদিগকে **বিলম্বে** আসিয়া দেখা দিলেন। অতএব, সাবধান হইব, আমাদের এই রকম দোষগুলি প্রভুর নিজকে আমাদের কাছে আরো উত্তমরূপে জানাইতে যেন বিলম্ব না ঘটায় ; আর যাহারা ঈশ্বরের সন্তান ও সেবকের অপেক্ষা কম কৃপা

লাভ করিয়াছে, তাহারা যদি তাঁহার বিষয়ক জ্ঞানে ও তাঁহার প্রতি প্রেম ও ভক্তিতে অগ্রসর হইয়া যায়, তবে কেমন লজ্জার কথা হয়!

৭। ধ্যান করিব ;—যেশু তাঁহার প্রেরিতগণের প্রতি কেমন মহা কৃপাবান্। তাঁহার প্রতি তাঁহাদের **বিশ্বাস ও নির্ভর** কমিয়া গিয়াছিল বলিয়া, তিনি যদি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতেন, তবে তাঁহাদের কি দশা হইত? শেষে তাঁহাদের **নিজ নিজ দুর্ব্বলতা** আর তাঁহাদের প্রতি তাঁহাদের ঈশ্বর প্রভুর কেমন **মহা প্রেম ও দয়া** ইহা যখন তাঁহাদের মনে পড়িল, তখন নিশ্চয়ই ইহাতে তাঁহাদের অন্তরে **অবনত-ভাব ও কৃতজ্ঞতা** প্রবলভাবে উদ্দীপিত করিয়া দিয়াছিল। আমরা যে সমস্ত দোষ করিয়াছি, সেইগুলির জন্য আমরা ও তাঁহার **বিশেষ অনুগ্রহ** লাভের কেমন অযোগ্য! তবু আমরা দণ্ডের যোগ্য হইলেও তিনি আমাদিগকে দণ্ডাধীন না করিয়া প্রচুর অনুগ্রহ দান করিয়াছেন। এই বিষয়টি স্মরণ করিয়া ঈশ্বরের প্রতি আমাদের অন্তরের অবনত-ভাব ও কৃতজ্ঞতা বৃদ্ধি পাইতে থাকুক।

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে যেশুর সহিত ভক্তিভরে আলাপ করিব।

২৭২। যেশু একত্র মিলিত প্রেরিতগণকে দর্শন দেন। (২য় ধ্যান)

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঘটনাটি দেখিব ;—(যোহান ২০ ; ১৯)।

৪। নম্র অন্তরে প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিব, তিনি যেন আমায় আরো উত্তমরূপে তাঁহাকে জানিতে দেন, আর তাঁহার প্রতি আমার বিশ্বাস ও প্রেম-ভক্তি যেন বৃদ্ধি করিয়া দেন।

৫। ধ্যান করিব ;—প্রেরিতগণের কাছে যেশু বলিলেন ; "তোমাদের শান্তি হউক"। যাহারা প্রকৃতই তাঁহাকে প্রেম ও ভক্তি করে, তাহাদের অন্তরে **শান্তি ও আনন্দ** যেন রাজত্ব করে, ইহাই তিনি চান। তাঁহার পুনরুত্থানের পর যাহারা মনে মনে উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের অন্তরে আবার বিশ্বাস জন্মাইয়া স্বর্গীয় শান্তি আনিয়া দেওয়াই তাঁহার **প্রথম উদ্দেশ্য**। এখন আমাদের নিজেদের বিষয়েও যেশুর সেই ইচ্ছা। অতএব মনে রাখিব, **ক্রুশদ্বারা** তিনি কেমন জগতকে জয় করিলেন। যেদিন তাঁহার শত্রুরা জয় লাভ করিল বলিয়া মনে করিয়াছিল, সেই দিনই তাঁহার সর্ব্বশক্তিমান বাহু তাহাদের সমস্ত অভিপ্রায় ব্যর্থ করিয়া দিল ; তাহাদের হিংসা দ্বেষ তাহাদের নিজেদের উপরই বর্ত্তাইয়া তিনি ত মৃত্যুকে পরাজয় করিয়াছেন। তিনিই আমাদের ত্রাণকর্ত্তা ও রক্ষাকর্ত্তা নহেন কি ? তাঁহার **শক্তি,** তাঁহার **জ্ঞান,** আমাদের প্রতি **তাঁহার প্রেম ও স্নেহ** কি এতই **কমিয়া গিয়াছে** যে, আমরা তাঁহাতে বিশ্বাস ও নির্ভর রাখিতে পারি না ? এস, আমরা আমাদের অন্তর হইতে অনর্থক আশঙ্কা ও উদ্বিগ্নতা সমস্ত দূরে ফেলিয়া দেই। আমরা নিজেরা যদিও দুর্ব্বল, যদিও আমাদের কোন শক্তি নাই, তথাপি এই কথাটি মনে রাখিব, যিনি আমাদিগকে শক্তি দেন, তাঁহাতে আমরা সমস্তই সাধন করিতে পারি।

৬। ধ্যান করিব ;—যেশু প্রেরিতগণকে বলিলেন ; "ভয় করিও না।" হইতে পারে, যেশু যখন আমাদের কাছে আসেন, আমরা তাঁহাকে তখন না চিনিয়া আমরাও ভয় পাই। তবে সামান্য একটু হীনতার ভাবের কিছু হইলেই আমাদের মন যে, একবারে বিপরীত হইয়া উঠে, ইহা কেমন কথা ? কেন এমন হয়, আমরা কাজে সফল হইনা বলিয়া, অথবা বাক্‌বিতণ্ডা, প্রতিবাদ কিম্বা কাজের বাধা ঘটে বলিয়া কি ? অন্তরে **শুষ্কভাব**

উপস্থিত হইলে, অথবা **প্রলোভন** উপস্থিত হইলে, আমরা মনোভঙ্গ ও নিরাশ হইয়া যাই কেন? এই সমস্ত পরীক্ষাকালে যেশুর সর্ব্বশক্তিমান হস্ত যে, আমাদিগকে **আশ্রয়** দিয়া রাখে, ইহাই বুঝিনা বলিয়া অথবা তাঁহার **সর্ব্বজ্ঞান-ময়-বিধানে** যে, তাঁহাতেই বিশ্বাস ও নির্ভরকারীগণের জন্য সমস্তই **মঙ্গল সাধন** করিয়া থাকে, ইহা দেখিতে পাইনা বলিয়াই কি এমন হয় না? অতএব, প্রেরিতগণের সঙ্গে আমরাও মনোনিবেশ সহকারে যেশুর এই কথাটি শুনিব, "**ভয় করিওনা**"; "তোমাদের ঈশ্বর, তোমাদের পরমবন্ধু আমি তোমাদের সঙ্গে, কোন ভয় করিও না"।

৭। ধ্যান করিব;—**শান্তি ও নির্ভর পূর্ণ বিশ্বাস** যেন আমাদের অন্তরে রাজত্ব করে, ইহাই কেন যেশু এত আগ্রহভরে ইচ্ছা করেন? কারণ ইহা দ্বারাই আমরা তাঁহার **অসীম সিদ্ধতা,** তাঁহার **অসীমজ্ঞান, মঙ্গলময়ভাব,** ও তাঁহার **অসীম শক্তির** প্রকৃত সম্মান করিতে পারি। অন্যদিকে আমাদের বিশ্বাস ও নির্ভরের অভাবই তাঁহার কাছে বিরক্তি-জনক। শান্তি, বিশ্বাস ও নির্ভর যেখানে থাকে, সেখানে আমাদের **পবিত্রতা** সাধনের ও অন্যান্য লোকের **পরিত্রাণ** সাধনের জন্য পরিশ্রম করিতে সাহসের ও উৎসাহের অভাব হয় না। **উদ্বিগ্ন ও নিরাশ** অন্তর সৎসাহস ও উদ্যমের চেষ্টার অযোগ্য। শয়তান আমাদেরে যে, উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিতে ও নিরাশ করিয়া দিতে যাহার পর নাই চেষ্টা করিবে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। আমরা কি আমাদিগকে শয়তান দ্বারা প্রবঞ্চিত হইতে দিব?

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে ভক্তির সহিত যেশুর সঙ্গে আলাপ করিব।

২৭৩। যেশু তাঁহার পুনরুত্থানের প্রমাণ দেন।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঘটনাটি দেখিব ;—"তথাপি তাঁহারা উদ্বিগ্ন ও ত্র্যস্ত হইয়া মনে করিতে লাগিলেন যে, ভূত দেখিতেছেন। এবং তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন ; ব্যাকুল হইতেছ কেন, ও তোমাদের হৃদয়ে উদ্বেগের সঞ্চার হইতেছে কেন ? আমার হস্ত ও পদ দেখ, যে, আমিই ; স্পর্শকর ও দেখ, যেহেতু ভূতের মাংস ও অস্থি থাকে না যেমন দেখিতেছ যে, আমার আছে। এই কথা বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে আপন হস্ত ও পদ দেখাইলেন। তাঁহারা তখনও আনন্দ প্রযুক্ত বিশ্বাস না করাতে ও বিস্ময়াবিষ্ট থাকাতে, তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের এখানে কি এমন কিছু আছে যাহা খাওয়া যায় ? এবং তাঁহারা তাঁহাকে খানিকটা শূল-পক্ক মৎস্য ও একখান মধুর চাক দিলেন। আর তিনি তাঁহাদের সম্মুখে ভোজন করিয়া অবশিষ্ট লইয়া তাঁহাদিগকে দিলেন। এবং তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, সেই সকল কথা যাহা আমি তোমাদের সঙ্গে থাকিতে থাকিতেই তোমাদিগকে বলিয়াছিলাম যে, মোসীর ব্যবস্থাতে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণে ও গীতপুস্তকে আমার বিষয় যাহা যাহা লেখা আছে, সমুদয় পূর্ণ হইতেই হইবে। তখন তিনি তাঁহাদের বুদ্ধি খুলিয়া দিলেন যেন তাঁহারা শাস্ত্র সকল বুঝিতে পারেন।" (লুক ২৪ ; ৩৭—৪৫)।

৪। নম্র অন্তরে প্রভু যেশুর নিকট প্রার্থনা করিব, তিনি যেন আমার অন্তরে জীবন্তভাবের অটল বিশ্বাস এবং নির্ভর উদ্দীপিত করিয়া দেন।

৫। ধ্যান করিব ;—আমাদের প্রভু তাঁহার পুনরুত্থানের প্রমাণ দিতে ও প্রেরিতগণের মনের মধ্যে আরও কোন **সন্দেহ** তখনও যদি থাকিয়া

থাকে, তাহা **দূর করিয়া দিতে** কেমন কষ্ট স্বীকার করিলেন। ইহার কারণ এই, তিনি তাঁহাদের দ্বারা যে কাজ করাইতে ইচ্ছা করেন, সেই কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইলে, তাঁহাতে তাঁহাদের **জীবন্তভাবের বিশ্বাস** থাকা অতি আবশ্যক। যে সকল পরীক্ষা ও কষ্ট সহ্য করিবার জন্য প্রেরিতগণ আহুত হইয়াছিলেন, আর তাঁহাদের ভাগ্যে যে সকল বাধা-বিপত্তি ঘটিয়াছিল, আমরা যদিও তেমনভাবে আহুত হই নাই, তথাপি আমরা যদি ঈশ্বরের হাতের উপযুক্ত যন্ত্র হইতে চাই, তবে ঐ রকম বিশ্বাস আমাদের জন্যও অতি আবশ্যক; কারণ, এই **বিশ্বাস হইতেই** আমরা সান্ত্বনা, উৎসাহ, আগ্রহ, দৃঢ়তা ও শক্তি পাই; আর শয়তান, এই জগৎ ও মাংসিক অভিলাষের ফাঁদ হইতেও রক্ষা পাই। অতএব, এমন **মহা দান** লাভের জন্য কত আগ্রহের সহিত প্রার্থনা করা আবশ্যক, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব; আর ঈশ্বরের কৃপার সাহায্যে তাঁহার উপর আমার বিশ্বাস ও নির্ভর বৃদ্ধির চেষ্টা করিব।

৬। ধ্যান করিব;—আমাদের প্রভু তাঁহার প্রেরিতগণের প্রতি কেমন অনুগ্রহ-জনক সাম্যভাব দেখান। তিনি পবিত্রা নারী মারীয়া মাগদালেনা, পবিত্র পেত্র আর এমাউসের শিষ্যগণকে তাঁহার পুনরুত্থানের সংবাদ ঘোষণা করিতে পাঠাইলেন; তাঁহারা সকলেই নিজেরাও তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদেরে তাঁহার হাত ও পা' স্পর্শ করিতে দিয়াছিলেন। তাহাতেও তাঁহারা **প্রকৃতভাবে** বিশ্বাস করিলেন না। নিশ্চয়ই তাঁহারা নিজ নিজ ইচ্ছামত চলিবার জন্য পরিত্যক্ত হইবারই যোগ্য; কিন্তু যেশুর **কৃপার** যে সীমা নাই! তিনি আমার প্রতিও কেমন **কৃপাবান** তাহাই চিন্তা করিব। জাগতিক বিষয়ে আমার **অনাসক্ত-ভাব,** আগ্রহ ও উদ্যম প্রভৃতির অভাব সত্ত্বেও তাঁহাকেই আমার সমস্তটা **অন্তর** দিয়া ফেলিবার জন্য উত্তেজিত করিতে তিনি **বিরত** হন না।

তবে আর কতকাল আমি তাঁহাকে আমরা অন্তর সমর্পণ করিতে অস্বীকার করিব ?

৭। ধ্যান করিব ;—প্রেরিতগণ যখন তাঁহাদের অন্তর হইতে সকল রকমের সন্দেহ ও দ্বিধাভাব দূর করিয়াদিলেন, তখন তাঁহাদের অন্তর কেমন আনন্দে **পরিপ্লাবিত** হইয়া গেল! যাহারা সম্পূর্ণরূপে নিজেদেরে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করে, তাহাদেরও ঠিক এই রকম হয়। আমার অন্তরে এখনও যদি যেশুর বিদ্যমানতা ও উপস্থিতির আনন্দজনক **অভিজ্ঞতা** না জন্মিয়া থাকে, তবে আমাকে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার কাছে সমর্পণ না করার জন্য এবং তাঁহার নিকট হইতে কিছু দূরে রাখিয়া দেওয়ার জন্যই তাহা ঘটে নাই কি ?

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে ভক্তিভরে যেশুর সহিত আলাপ করিব।

২৭৪। প্রেরিতগণের প্রতি কার্য্যভার সমর্পণ।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঘটনাটি দেখিব ;—"পরে তিনি তাঁহাদিগকে পুনশ্চ কহিলেন ; তোমাদের শান্তি হউক ; পিতা যেমন আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, সেইরূপ আমিও তোমাদিগকে প্রেরণ করিতেছি (যোহান ২০ ; ২১)।

৪। নম্র অন্তরে প্রভু যেশুর কাছে প্রার্থনা করিব, আমি যেন আমার আহ্বানের গুরুত্ব ও কর্ত্তব্যসমূহ বুঝিবার ও অনুভব করিবার কৃপা লাভ করিতে পারি।

৫। ধ্যান করিব ;—যেশু তাঁহার প্রেরিতগণের কাছে যে কার্য্যভার **অর্পণ করেন,** সেই কার্য্যের মহত্ত্ব ও গুরুত্ব কত অধিক ? যে **কার্য্য সাধনের** জন্য তিনি স্বয়ং জগতে আসিয়াছিলেন, এই কার্য্যত সেই একই কার্য্য ; তাহা হইতে ভিন্ন নয়। আত্মা সকলের **পরিত্রাণ সাধন** করিয়া ঈশ্বরকে **গৌরবান্বিত** করাইত সেই কার্য্য। ঈশ্বরের জন্য করিবার যত কার্য্য আছে, সেইগুলির মধ্যে প্রধান কার্য্যই মানুষকে **পাপ হইতে** ফিরাইয়া আনা; তাহাদের আত্মাগুলিকে পুনরায় **স্বর্গের সৌন্দর্য্যে** পুনঃ-স্থাপন করা ; তাহাদিগকে **স্বর্গের পথের বিষয়** শিক্ষা দেওয়া ; আর তাহাদের অন্তরগুলি **ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ভক্তিতে** প্রদীপ্ত করিয়া তুলাই ত প্রধান প্রধান কার্য্য। আমরাওত যোগ্য না হইলেও এই একই কার্য্যের জন্য **ঈশ্বরের মনোনীত** হইয়াছি। এইভাবে আমাদের প্রভুর সহিত **মিলিত থাকা** কেমন সম্মানের কথা! তবে আমাদেরেও এমন উচ্চ সম্মান-জনক **আহ্বানের উপযুক্ত পাত্র** করিয়া লইবার জন্য আমরা কেমন বাধ্য ? অতএব, **পবিত্র জীবন** যাপন করিতে ও ইহার জন্য আবশ্যকীয় **জ্ঞান** লাভ করিতে আমি দৃঢ়সঙ্কল্প হইব ; অলসতা ও অবজ্ঞার ভাবের জন্য **উপযুক্তভাবে** আমাদের কর্ত্তব্যগুলি সাধনে যদি আমরা অক্ষম হই, তবে আমাদের কেমন অন্যায় হয় !

৬। ধ্যান করিব ;—"আমার পিতা যেমন আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, সেইরূপ আমিও তোমাদিগকে প্রেরণ করিতেছি।" এই কথাগুলির অর্থ কি ? স্বর্গস্থ পিতা তাঁহার পুত্রকে, সুখ-**স্বচ্ছন্দতার জীবন** যাপন দ্বারা নয়, কিন্তু **নিয়ত আত্ম-ত্যাগ** স্বীকার করিয়া মানব-আত্মা-সকলকে পরিত্রাণ করিতে পাঠাইয়াছিলেন ; জগতের ধন সম্পত্তি ও আমোদ

প্রমোদ উপভোগ দ্বারা নয়, কিন্তু জগতের সুখ স্বচ্ছন্দতা আমোদ প্রমোদে সম্পূর্ণ অনাসক্ত থাকিয়া আমাদের প্রভুও **ঠিক এইভাবেই** তাঁহার প্রেরিতগণকে পাঠাইয়াছিলেন। এই রকমেই তিনি আমাদিগকেও এখন পাঠান, এই রকমেই তিনি আমাদেরও জীবনের সুখই ইচ্ছা করেন ; কিন্তু আমরা যেন **অলস না** হইয়া সৎসাহস ও উদ্যমের সহিত কার্য্য করি ; আমরা যেন কেবল **আত্মতুষ্টি** না খুজিয়া কর্ত্তব্যের জন্য **আত্মত্যাগ স্বীকার** করি ; মানুষের কাছে খুব **সুনাম-সুযশঃ** লাভের চেষ্টা না করিয়া যেন **অবনত-ভাবে** বশ্যতা স্বীকার করিয়া বাধ্যতার জীবন যাপন করিতে পারি। এইভাবে আমি কি এখনও বুঝিতে পারি নাই যে আমাকে দিয়া ঈশ্বর কি করাইতে চান ?

৭। ধ্যান করিব ;—প্রেরিতগণের কাছে যে, কার্য্যভার অর্পণ করা-হইয়াছিল, সেই কার্য্য সম্পন্ন করিতে তাঁহারা নিজে কেমন অশক্ত ছিলেন ! কিন্তু যিনি তাঁহাদিগকে কার্য্য করিতে পাঠাইয়াছিলেন, সেই যেশুইত তাঁহাদেরে তাঁহার **নিজের শক্তি** দান করিলেন, আর তাঁহার সাহায্য কখনও তাঁহাদেরে **বিফল** হইতে দিবেনা বলিয়া অঙ্গীকারও করিলেন। ঈশ্বর তাঁহার প্রত্যেকটি লোককে যে, মহাশক্তি দান করেন, তাহাই চিন্তা করিব। অতএব, ঐ দানের **উপযুক্ত পাত্র** হইয়া থাকিবার জন্য আমি কেমন বাধ্য, ইহাও চিন্তা করিব। ইহাও মনে রাখিব যে, যিনি যাবতীয় **জ্ঞান ও শক্তির উৎস,** তাঁহারই সহিত যদি আমার নিজকে যথার্থ প্রার্থনার ভাব দ্বারা যোগে রাখি, তবে যে ঐশ্বরিক সাহায্য আমার প্রয়োজন, তাহা কখনও আমাকে নিষ্ফল রাখিবে না।

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে যেশুর সহিত ভক্তিভাবে আলাপ করিব।

২৭৫। পাপ-স্বীকারের সাক্রামেন্ত সংস্থাপন।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঘটনাটি দেখিব,—"এই কথা বলিয়া তাঁহাদের উপরে ফু দিলেন; এবং তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা পবিত্র-আত্মা লও, তোমরা যাহাদের পাপের মোচন করিবে, তাহাদের পাপ মোচন করা-যাইবে এবং যাহাদের পাপ ধরিবে (রাখিবে) তাহাদের পাপ ধরা (রাখা) যাইবে।" (যোহান ২০; ২২—২৬)।

৪। প্রভু যেশু দয়া করিয়া পুরোহিতগণকে যে ক্ষমতা দিয়াছেন, তাহা বুঝিবার জন্য নম্র অন্তরে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিব; এবং সেই দয়ার জন্য তাঁহার ধন্যবাদ করিব।

৫। ধ্যান করিব;—পাপের ক্ষমা দান করিবার ক্ষমতা একমাত্র ঈশ্বরেরই অধিকার; আর এই ঐশ্বরিক ক্ষমতা পুরোহিত পদে বরিত হওনের সঙ্গেই ঈশ্বর দান করিয়া থাকেন। তিনি পুরোহিতকেই তাঁহার **প্রতিনিধি** করিয়াছেন; আর পুরোহিত তাঁহারই **স্থলে** এবং তাঁহারই **নামে** এই পাপদণ্ডে বিচার কার্য্য করেন; যেশুর নিজের **অমূল্য রক্ত** প্রয়োগে আত্মাসকলের **রোগ** দূর করেন; আর তাহাদিগকে **নবজীবনে** সঞ্জীবিত করিয়া দেন। আমার ঈশ্বর প্রভুর যোগ্য প্রতিনিধি হইতে হইলে, আমার কত অন্তরের পবিত্রতা, কত জ্ঞান, কত দূরদর্শীতা, কত ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও কৃপা আমার আবশ্যক! ঐ সকল **পুণ্যশক্তি** লাভের জন্য কেমন জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ সহকারে নিয়ত প্রার্থনায় নিবিষ্ট থাকা আমার উচিত, তাহাই আমি চিন্তা করিব।

৬। ধ্যান করিব ;—এই সাক্রামেন্ত স্থাপনে যেশুর কেমন আশ্চর্য্য দয়া দেখাইয়াছেন ! বাপ্তিস্ম দ্বারা তিনি মানুষকে তাঁহার **সন্তান** হইবার কৃপা দিয়াছেন ; পবিত্র **এউখারীস্তীয়** দ্বারা তিনি তাঁহার নিজের **মাংস ও রক্ত** দান করিয়াছেন। এই স্বর্গীয় খাদ্য দ্বারাই মানুষের কৃপার জীবন সবল হয় ও বৃদ্ধি পায়। মানুষকে এত সমস্ত **মঙ্গল** দান করা সত্ত্বেও, মানুষের জন্য এত দুঃখ-যাতনা ভোগকরা সত্ত্বেও মানুষ যদি তাঁহার প্রতি **অকৃতজ্ঞতা** দেখায়, তবে তিনি যে তাহাদিগকে অবশেষে অগ্রাহ্য করিবেন, তাহারত যথেষ্ট কারণই রহিয়াছে ; কিন্তু দেখ, তিনি কেমন অসীম করুণাময়, তিনি **দণ্ড দিতে** ভালবাসেন না। যে সকল মানব-আত্মা তাঁহার কৃপা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেনা, তাহাদিগকেও তাঁহার সহিত **বন্ধুত্ব-বন্ধনে** মিলিয়া থাকিবার কত উপায় করিয়া দেন। ঐ সকল উপায় দ্বারা তাহাদের কেবল পাপেরই ক্ষমা হয় না ; কিন্তু তাহারা যে সকল পুণ্য হারাইয়া ফেলিয়াছে, তাহাও পুনঃপ্রাপ্তির জন্য আর তাঁহারই সেবার যোগ্য পাত্র করিয়া লইবার জন্য এক **নূতন সাহায্য** দান করেন। ঈশ্বরের কৃপা কেমন অনির্ব্বচনীয় মঙ্গলময়। সেই অসীম কৃপার পরিচর্য্যা-কার্য্যের জন্য আমি যদি মনোনীত হইতাম, তবে আমি কত সুখী হইতাম ; তাহা হইলে যে নিরুপায় পাপীগণের আত্মার পরিত্রাণের জন্য আমাদের প্রভুর অন্তর এত ব্যাকুল, তাহাদের প্রতি আমার কর্ত্তব্যগুলিও আমি কেমন আহ্লাদের সহিত সম্পন্ন করিতাম !

৭। পরিশেষে,এই বিষয়ে অতি ভক্তিভরে যেশুর সঙ্গে আলাপ করিব।

২৭৬। যেশু পবিত্র থোমার কাছে নিজকে প্রকাশ করেন।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঘটনাটি দেখিব ;—"কিন্তু যখন যেশু আসিয়াছিলেন, তখন দ্বাদশবর্গের একজন থোমা যাহাকে দিদুমো বলে, সেই থোমা তাঁহাদের সহিত ছিলেন না। অতএব অন্য শিষ্যেরা তাঁহাকে কহিলেন, আমরা প্রভুকে দেখিয়াছি। কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন ; আমি তাঁহার হস্তে প্রেকের ছিদ্র না দেখিলে ও প্রেকের স্থলে আপন অঙ্গুলি না চালাইলে, ও তাঁহার কুক্ষিদেশে আপন হস্ত না চালাইলে বিশ্বাস করিব না। আট দিন পর শিষ্যেরা পুনরায় ভিতরে ছিলেন, এবং থোমাও তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। দ্বাররুদ্ধ থাকিলেও যেশু আসিয়া সর্ব্ব সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন ; তোমাদের শান্তি হউক। পরে তিনি থোমাকে কহিলেন, এই খানে তোমার অঙ্গুলি চালাও এবং আমার হস্ত দেখ, এবং তোমার হস্ত আনিয়া আমার কুক্ষিদেশে চালাও, আর তুমি অবিশ্বাসী হইও না, কিন্তু বিশ্বাসী হও। থোমা উত্তর করিয়া তাঁহাকে বলিলেন ; আমার প্রভু, আমার ঈশ্বর। যেশু তাঁহাকে কহিলেন ; হে থোমা, তুমি আমাকে দেখিলে বলিয়া বিশ্বাস করিলে ; যাহারা না দেখিয়া বিশ্বাস করিয়াছে, তাহারা ধন্য।" (যোহান ২০ ; ২৪—২৯)।

৪। নম্র অন্তরে প্রভুর যেশুর নিকট এই প্রার্থনা করিব, তিনি যেন আমার অন্তরে অহঙ্কারের ভয় এবং অবনতভাব অভ্যাসের আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত করিয়া দেন !

৫। ধ্যান করিব ;—**অবনতভাবের** অভাবে কিরূপে থোমাকে কতদূর **গুরুতর** দোষে নিয়া ফেলিয়াছিল ! আর তিনি কেমন,

বিপদের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছিলেন! তাঁহার **অবিশ্বাস** তাঁহাকে কেমন অযৌক্তিক-ভাবের **দুর্ব্বিনীত** ও **একরোখা** করিয়া দিয়াছিল! যাহারা তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত একত্র ভোজনও করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রমাণে কোন দোষ না থাকিলেও থোমা **বিশ্বাস** করিতে চাহিলেন না। ইহাতেই দেখা যায়, তাঁহার ঈশ্বর প্রভুর প্রতি তাঁহার যতদূর প্রেম, ভক্তি ও সম্মান থাকা **উচিত** ছিল, তাহা তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন; আর তাঁহার অবিশ্বাস তাঁহাকে এমনি **ধৃষ্ট** করিয়া তুলিয়াছিল যে, তিনি আমাদের প্রভুর কাছে বিশ্বাসের একটা **করার** উপস্থিত করিলেন। যেশু যদি অসীম কৃপাবান্ না হইতেন, তবে থোমার ভাগ্যে কি ঘটিত? থোমা একজন মহা পবিত্র লোক না থাকিয়া **চিরতরে** বিনষ্ট হইতেন! অহঙ্কার ও অনবনত ভাবের যে কত **দোষ** তাহাই ভাবিয়া দেখিব। কতজন এই রকম ভাবকে অন্তরে বদ্ধমূল হইতে দিয়া নিজের বিচারেই একরোখা ও দুর্ব্বিনীত হইয়া উঠে; তাহাদের উপরিস্থ ব্যক্তিগণের বিদ্রোহী হয়, নিজেদের **ভ্রমাত্মক-মত** পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে চায় না! আর ঈশ্বরের সহিত তাহাদের বন্ধুত্ব পুনঃ-স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা না করিয়াই জীবনটা শেষ করে। অতএব, যত রকমের অহঙ্কারের ভাব আছে, সেই সমস্ত হইতে আমার অন্তরকে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিব।

৬। ধ্যান করিব;—থোমা কেমন সৎ-ভাবে ও সৎ-সাহসের সহিত নিজের সমস্ত দোষ সংশোধন করিয়া লইলেন। যেশু ও প্রেরিত-বর্গের কাছে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে অবনত করিলেন; আমাদের প্রভুর **পদতলে** পড়িয়া সম্পূর্ণরূপে তাঁহার বিশ্বাস স্বীকার করিলেন; তাঁহার ঈশ্বর প্রভুর কৃপা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। থোমাকে পূর্ব্বের মত তাঁহার প্রেরিতগণের একজন গণ্য করিয়া লইয়া, যেশু ইহাই দেখাইলেন যে,

অনুতাপী পাপীর প্রতি তাঁহার কেমন চমৎকার **মঙ্গলময় ভাব**; তিরস্কার ও ভৎ‌র্সনার পাত্রের প্রতি তাঁহার কেমন **মৃদুশীল ভাব**; আর তাঁহার কেমন **পূর্ণক্ষমাশীলতা**! এই দৃষ্টান্ত দ্বারা আমি ইহাই শিখিব যে, সর্ব্বপ্রকার দোষ **পরিহার** করিয়া চলার পরেও কোন পাপ করিয়া ফেলিলে, তাহা স্বীকার করা ও তাহার জন্য অনুতাপ করা আর যেশুর অসীম কৃপার উপর যারপর নাই বিশ্বাস ও নির্ভর স্থাপন করা উত্তম।

৭। পরিশেষে, অতি-ভক্তির সহিত এই বিষয়ে যেশুর সহিত আলাপ করিব।

২৭৭। যেশু তিবেরীয়াস হ্রদের তীরে দর্শন দেন।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঘটনাটি দেখিব;—"সিমোন পেত্র তাঁহাদিগকে কহিলেন আমি মৎস্য ধরিতে যাইতেছি। তাঁহারা তাঁহাকে বলিলেন; আমরাও তোমার সহিত যাই। এবং তাঁহারা বাহির হইয়া নৌকায় উঠিলেন; আর সেই রাত্রিতে তাঁহারা কিছুই ধরিতে পারিলেন না। এবং প্রাতঃকাল হইলে যেশু তীরে দাঁড়াইলেন, তথাপি তিনি যে যেশু, তাহা শিষ্যেরা জানিতে পারিলেন না। তখন যেশু তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে বৎসগণ, তোমাদের কি কোন ব্যঞ্জন আছে? তাঁহারা তাঁহাকে উত্তর করিলেন, "না"। তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, নৌকার দক্ষিণ পার্শ্বে জাল ফেল এবং পাইবে। তাহাতে তাঁহারা ফেলিলেন এবং মৎস্যের বহুত্ব প্রযুক্ত জাল আর টানিয়া তুলিতে পারিলেন না। তাহাতে যেশু যাঁহাকে স্নেহ করিতেন সেই শিষ্য পেত্রকে বলিলেন, উনি প্রভু। উনি প্রভু এই কথা শুনিবা মাত্র সিমোন পেত্র উলঙ্গ ছিলেন

বলিয়া কঞ্চুক দ্বারা গাত্র ঢাকিয়া আপনাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন এবং অন্য শিষ্যেরা মৎসের জাল টানিতে টানিতে নৌকা করিয়া আসিলেন কারণ তাঁহারা স্থল হইতে অনেক দূরে ছিলেন না, প্রায় দুই শত হস্ত অন্তর ছিলেন,এবং তাঁহারা যখন স্থলে নামিলেন তখন দেখিলেন ; গণগণিয়া অঙ্গার প্রস্তুত রহিয়াছে ও তাহার উপরে মৎস্য চড়ান রহিয়াছে, ও রুটি রহিয়াছে। যেশু তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা যে মৎস্য এখন ধরিলে তাহা হইতে গোটা কতক আন। সিমোন পেত্র উঠিয়া একশত তিপ্পান্নটি বড় বড় মৎস্যে পরিপূর্ণ জাল স্থলে টানিয়া তুলিলেন। এবং যদিও এত ছিল, তথাপি জাল ছিঁড়ে নাই। যেশু তাহাদিগকে কহিলেন, আইস প্রাতর্ভোজন কর। এবং ভোজনে উপবিষ্টদের মধ্যে কাহারও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না যে, আপনি কে ? কারণ তাঁহারা জানিলেন যে তিনি প্রভু। এবং যেশু আসিয়া রুটি লইয়া তাঁহাদিগকে দিলেন, এবং তদ্রূপ মৎস্য (দিলেন)।" (যোহান ২১ ; ৩—১৩)।

৪। নম্র অন্তরে আমাদের প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিব, তিনি যেন আমায় তাঁহাকে আরো উত্তমরূপে জানিতে দেন এবং আমি যেন তাঁহাকে আরো অধিক প্রেমভক্তি করিতে পারি।

৫। ধ্যান করিব ;—প্রেরিতগণ সমস্ত রাত্রি ধরিয়া মহা পরিশ্রম করিয়াও কেমন কিছুই ধরিতে পারিলেন না : তাহার পর যেশুর একটি আদেশ মাত্রই অসংখ্য মৎস্য তাঁহারা ধরিতে পারিলেন। এইভাবে আমাদের প্রভু আমাদিগকেও বহুকাল ধরিয়া আমাদের **দোষ** ও **ত্রুটিগুলির** সঙ্গে যুদ্ধ করিতে এবং অন্যান্য লোকের মন পরিবর্ত্তনের জন্য নিষ্ফলভাবে পরিশ্রম করিতে দেন না কি ? ইহা দ্বারা তিনি আমাদিগকে এইটি বুঝাইতে চান যে, আমরা কেমন **দুর্ব্বল** ও **শক্তিহীন**। আমরা যেন এইটি বুঝিয়া অবনতভাবে শক্তি লাভ করিতে পারি। কিন্তু তিনি সব সময়ই আমাদের

চেষ্টার উপর দৃষ্টি রাখেন ; অবশেষে, আমাদের আশার অতীত **সুফল** উৎপন্নের জন্য তিনি হস্তক্ষেপ করেন। সমস্ত **মঙ্গল** যে তাঁহা হইতেই আইসে, আর আমাদের সমস্ত যত্ন ও চেষ্টার সফলতা লাভের আশা যে, তাঁহাতেই সফল হয়, ইহা তিনি ঐ ভাবেই আমাদিগকে স্পষ্টরূপে দেখান। এই অতি আবশ্যকীয় শিক্ষাটি যেন আমরা না ভুলি।

৬। ধ্যান করিব ;—নিজ ঈশ্বর প্রভুর সহিত মিলিত হইবার জন্য পবিত্র পেত্রের কেমন জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা নৌকাটি যদিও কুলের কাছেই ছিল, তবু তীরে না লাগা পর্য্যন্ত অপেক্ষাকরা তাঁহার বড়ই বাধা বাধা বোধ হইতে লাগিল। যেশুর কাছে থাকা যে, কেমন মঙ্গলজনক তাঁহার **মহা প্রেমই** পেত্রকে ইহা শিখাইয়াছিল। আর যতক্ষণ যেশু থাকেন, তাঁহার এই মহামূল্য উপস্থিত-কালের একটি মুহূর্ত্ত সময়ও পেত্র নষ্ট করিতে ইচ্ছা করেন নাই। সমস্ত **জ্ঞান** ও **পবিত্রতার** ও সমস্ত **শক্তি ও সান্ত্বনার উৎস** যেশুর সহিত মিলিত হওয়া যে, কত মঙ্গলকর ও আশীর্ব্বাদজনক তাহা যদি আমরা আরো উত্তমরূপে জানিতাম, তবে অন্তরের পবিত্রতা ও প্রকৃত প্রার্থনার ভাবে আমরা কেমন ব্যাকুল অন্তরে যেশুর সহিত সম্মিলনের চেষ্টা করিতাম।

৭। ধ্যান করিব ;—প্রেরিতগণের **অভাবের** বিষয়ে যেশু কেমন চিন্তা করেন। তিনি তাঁহাদের আহারের জন্য **নিজ হস্তে** খাদ্য প্রস্তুত করেন, **নিজ হস্তেই** তাঁহাদিগকে খাদ্য পরিবেশন করেন। এইভাবে তিনি দয়া ও অবনতভাবের সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। আমাদের ভাই বন্ধুদের বিশেষতঃ, গরীব লোকদের প্রতি আচরণে আমরাও তাঁহারই দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিব।

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে ভক্তিভরে যেশুর সঙ্গে আলাপ করিব।

২৭৮। যেশু তাঁহার মেষগুলির ভার পেত্রের উপর দেন।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঘটনাটি দেখিব ;—"পরে প্রাতর্ভোজন শেষ হইলে,যেশু সিমোন পেত্রকে কহিলেন, হে যোহানের পুত্র সিমোন ইহাদের অপেক্ষা তুমি কি আমাকে অধিক ভালবাস ? তিনি তাঁহাকে কহিলেন, হাঁ প্রভো আপনি জানেন যে, আমি আপনাকে ভালবাসি, তিনি তাহাকে কহিলেন, আমার মেষশাবকগণকে পালো। তিনি পুনর্ব্বার তাহাকে কহিলেন, যোহানের পুত্র সিমোন তুমি কি আমাকে ভালবাস ? তিনি তাঁহাকে বলিলেন ; হাঁ প্রভো, আপনি জানেন যে, আমি আপনাকে ভালবাসি। তিনি তাহাকে কহিলেন, আমার মেষশাবকগণকে পালো, তিনি তৃতীয়বার তাহাকে কহিলেন, যোহানের পুত্র সিমোন তুমি কি আমাকে ভালবাস" ? এই কথা তিনি তাঁহাকে তিনবার বলিলেন বলিয়া পেত্র দুঃখিত হইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন, প্রভো, আপনি সব জানেন যে, আমি আপনাকে ভালবাসি। যেশু তাঁহাকে কহিলেন, আমার মেষগণকে পালো।" (যোহান ২১ ; ১৫ - ১৭)।

৪। নম্র অন্তরে আমাদের প্রভুর নিকট এই প্রার্থনা করিব, তিনি যেন আমার অন্তরে তাঁহার প্রতি প্রেম ও ভক্তি উদ্দীপিত করিয়া দেন।

৫। ধ্যান করিব ;—পবিত্র পেত্র কেমন তিনবার তাঁহার ঈশ্বর প্রভুকে অস্বীকার করিয়াছিলেন, আর এখন যেশু তাঁহাকে তিনবার **প্রকাশ্যে** তাঁহার প্রেমের বিষয় স্বীকার করাইয়া লইলেন। পেত্রের **বিশ্বাস হীনতার** জন্য যেশু একবারও তাঁহাকে তিরস্কার করেন নাই ; তাঁহার সেই দোষ সংশোধনের জন্য তিনি কেবল এখন পেত্রের

প্রেমের বিষয় তিনবার জিজ্ঞাসা করেন। আহা! আমাদের প্রভুর কেমন আশ্চর্য্য কৃপা! ইহাতে আমার অন্তর **বিশ্বাস ও নির্ভরে** পূর্ণ করিয়া ইহাই কি শিক্ষা দেয় না যে, আমি যদিই আমার এমন **মঙ্গলময় ও দয়াময়** প্রভুকে পূর্ব্বে অসন্তুষ্ট করিয়াও থাকি, তথাপি তাঁহাকে সমস্ত অন্তরের প্রেম ও ভক্তি দ্বারা আমার সেই অকৃতজ্ঞতার পুনঃ-সংশোধন এখনও করিয়া লইতে পারি!

৬। ধ্যান করিব;—পবিত্র পেত্র নিজের পতনের দ্বারা কেমন অবনত হইতে শিক্ষা করিলেন। পূর্ব্বে তিনি নিজকে অন্য সকলের অপেক্ষা অধিক বিশ্বস্ত ও শক্তিশালী বলিয়া মনে করিতেন। তিনি যেশুকে বলিয়াছিলেন, "যদিও আপনাতে অন্য সকলে বিঘ্ন পায়, আমি কখনও বিঘ্ন পাইব না।" এখন যেশু যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই সকল অপেক্ষা তুমি কি আমাকে অধিক ভালবাস? পেত্র তাঁহার সেই পূর্ব্বের **গর্ব্বিত** ভাবের কথা আর তাহার ফল স্বরূপ **ভয়ানক শিক্ষার** কথা মনে করিয়া উত্তর করিলেন:—"প্রভো আপনিইত জানেন যে, আমি আপনাকে ভালবাসি।" আমরাও ইহাতে পূর্ব্বে যে সমস্ত অপরাধ করিয়াছি, সেই সকল স্মরণ করিয়া অবনত-চিত্ত হইবার জন্য কেমন সুন্দর ও শক্তিসম্পন্ন শিক্ষা পাই।

৭। ধ্যান করিব;—আমাদের প্রভু পবিত্র পেত্রের হস্তে, তাঁহার মেষগণকে পালনের ভার সমর্পণ করিবার পূর্ব্বে, কেমন পেত্রকে প্রকাশ্যে তাঁহার প্রতি পেত্রের প্রেম ও ভক্তি **স্বীকার** করাইয়া লইলেন। ইহাদ্বারা আমাদের প্রভু আমাদিগকেও ইহাই **শিক্ষা** দিতে চাহিলেন যে, আমরা যদি তাঁহার যোগ্য সেবক ও পরিচারক হইতে ইচ্ছা করি, তবে আমাদের **প্রথম কার্য্য** তাঁহাকে প্রেম ও ভক্তি করা। পাপী, দীন-দুঃখী, ছোট ছোট ছেলেপিলে, ও অজ্ঞান লোকদিগকে

আমরা কেবল তাঁহাতেই ভালবাসিতে পারি। একমাত্র তাঁহার **প্রেমই** আমাদিগকে, ধৈর্য্যশীল, সহিষ্ণু, দয়াপরায়ণ, ভক্তিমান করে; এক কথায় বলা যায়, তাহাদের কাছে আমাদের **যেমন হওয়া উচিত** সেইরূপই করিয়া লইতে পারে। এই আদর্শের যদি একটু কিছুও আমাদের অভাব থাকে, তবে যেশুর প্রতি আমাদের **যথেষ্ট** প্রেম না থাকাই তাহার কারণ। তাঁহার প্রতি আমাদের প্রেম থাকিলেই, আত্মাসকলের জন্য আমাদের **জ্বলন্ত আগ্রহ** হইবে। তিনি আমাদের কাছে ইহাই চান; কারণ যেসকল আত্মাকে ভালবাসিয়া ও যাহাদের প্রতি ভালবাসার জন্য তিনি নিজ দেহের শোণিত পাত হইতে দিলেন, তাহাদিগকে ভাল না বাসিলে, আমরা কেমন করিয়া তাঁহাকে প্রকৃতরূপে ভালবাসিতে পারিব!

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে যেশুর সঙ্গে ভক্তিভরে আলাপ করিব।

২৭৯। যেশু গালিলের একটি পর্ব্বতের উপর দর্শন দেন।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঘটনাটি দেখিব;—"কিন্তু একাদশ শিষ্য, যেশু তাঁহাদিগকে যে স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন, সেইস্থানে অর্থাৎ গালিলীয়ার এক পর্ব্বতে, প্রস্থান করিলেন। এবং তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার পূজা করিলেন; কিন্তু কেহ কেহ সন্দেহ করিলেন; এবং যেশু নিকটে আসিয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, স্বর্গ ও পৃথিবীতে সমস্ত অধিকার

আমাকে দত্ত হইয়াছে। অতএব, তোমরা যাইয়া সমস্ত জাতিকে শিক্ষা দিয়া পিতা ও পুত্রের ও পবিত্র-আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তিস্ম দান কর। আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি, সমস্ত পালন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দেও। আর দেখ, আমি জগতের পরিণাম পর্য্যন্ত সকল দিন তোমাদের সঙ্গে আছি।" (মাথায় ২৮ ; ১৬—২০)।

৪। নম্র অন্তরে যেশুর কাছে এই প্রার্থনা করিব, তিনি যেন তাঁহাকে আমার কাছে আরো ভালরূপে জানিতে দেন, আর আমি যেন তাঁহাকে আরো আগ্রহের সহিত প্রেম ও ভক্তি করিতে পারি।

৫। ধ্যান করিব ;—যেশুকে দেখিতে, তাঁহার সহিত আলাপ করিতে ও তাঁহার আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে প্রেরিতগণের কেমন একাগ্রভাব! যাহাতে এই সমস্তের **সুযোগ** না হারাইয়া যায়, তাহারই জন্য তাঁহারা আনন্দের সহিত গালিল যাত্রা করেন ; তাঁহারা জানিতেন সেই-খানে যেশুর সাক্ষাৎ পাইবেন। চিন্তা করিয়া দেখিব, প্রেরিতগণ যে **সুখলাভের** এত আশা ও আকাঙ্ক্ষা করিতেন, সেই **সুখ** আমাদিগকেও কেমন দেওয়া হয়। যদিও আমাদের চর্ম্মচক্ষে যেশুকে দেখিতে পাই না, তথাপি আমাদের বিশ্বাস ইহাই নিশ্চিত করিয়া দেয় যে, তিনি বাস্তবিকই বেদীর পবিত্র সাক্রামেন্তে **বিদ্যমান** থাকেন। আমরা প্রতিদিন তাঁহাকে ঐখানেই **দর্শন** করিতে পারি ; তাঁহার সহিত **আলাপ** করিতে পারি ; তাঁহার **সাহায্য ও উপদেশ** পাইতে পারি ; আর আমাদের যত কিছু অভাব হয়, **সমস্তই** লাভ করিতে পারি। ঈশ্বরের সন্তান পরিচারকগণের মধ্যে যাহারা নিজের সুযোগ লাভ করিতে জানে, তাহাদের পক্ষে, ঈশ্বরের এই বর্ত্তমানতা কতই না **কৃপা ও সম্মান** লাভের উপায়!

তাহাদের নিজ নিজ **পবিত্রতার** জন্য, এবং তাহাদের উপর যে যে **কার্য্যের** ভার আছে, তাহাতে **কৃতকার্য্য** হওয়ার জন্য ঈশ্বরের এই বর্ত্তমানতা কেমন শক্তিসম্পন্ন সহায়।

৬। ধ্যান করিব ;—যেশু বলেন, "স্বর্গ ও পৃথিবীতে সমস্ত অধিকার আমাকে দেওয়া হইয়াছে।" যিনি এই পৃথিবীর রাজাদেরও বড় রাজা তাঁহার ক্ষমতা ও অধিকার কি এতদূর ? তথাপি এই পরমপ্রভু, যাঁহার নিকট আমি কিছুর মধ্যেই গণ্য নই, তিনিই আমার **বন্ধু** আমার বিশ্বাস ও নির্ভরের **অন্তরঙ্গ-পাত্র,** আমার **সহায় ও রক্ষাকর্ত্তা** হইতে চান ! এমন মহা অনুগ্রহের যোগ্যপাত্র হইবার জন্য আমার কত যত্ন, সাবধানতা ও উদ্যোগের দ্বারা সেই **অনুগ্রহ লাভের** বাধা-বিঘ্নগুলিকে দূর করিয়া দিতে আমার কেমন সচেষ্ট উচিত ! ঈশ্বরের সেবায় আমার জ্বলন্ত-আগ্রহ ও উদ্যমের দ্বারা তাঁহার বন্ধুত্ব আরো চির-অন্তরঙ্গ করিয়া লইতে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করিব না কি ?

৭। ধ্যান করিব ;—প্রভু যেশু বলেন, "আর দেখ, আমি জগতের পরিণাম পর্য্যন্ত সকলদিন তোমাদের সঙ্গে আছি।" আমাদের প্রভু যেন ঠিক এই কথাটি বলিয়াছিলেন, "আমি জানি, যে কাজের ভার তোমাদের উপর দেওয়া হইল, উহা অতি গুরুতর ও সহজ নয় ; কিন্তু তোমরা ভয় করিও না, আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি।" এই কথাগুলি আমরা আমাদের উপরও খাটাইতে পারি ; কারণ আমাদের মধ্যে যাহাকে ঈশ্বর যে কাজে আহ্বান করিয়াছেন, সেই আহ্বানের জন্যই আমরা আমাদের নিজ নিজ পবিত্রতা লাভের জন্য, আমাদের নিজ নিজ দোষ ও ত্রুটিসমূহ সংশোধনের জন্য আর যাহাতে ঈশ্বরের পবিত্র সেবক ও সন্তান করিয়া তুলে, সেই সমস্ত পুণ্যলাভের জন্য দৃঢ়তার সহিত আমাদের কার্য্য করিতে হইবে। আর অন্য লোকদের পরিত্রাণ সাধন ও

পবিত্রীকৃত হওনের জন্য অর্থাৎ তাহাদিগকে পাপ হইতে ফিরাইয়া আনিয়া, পুণ্যের পথে চলিতে অভ্যাস করাইবার জন্যও আমাদের কার্য্য করিতে হইবে। কেবল আমাদের হাতেই এই কার্য্যের ভার দিয়া ছাড়িয়া দিলে, আমরা কখনও কি এই মহাকার্য্য সম্পাদন করিতে পারিতাম? কিন্তু তিনি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিবেন, যদি আমরা তাঁহাকে অগ্রাহ্য না করি ও তাঁহাকে ছাড়িয়া না যাই। তিনি যদি আমাদের সঙ্গে থাকেন, তবে আর ভয়ের কারণ কি আছে? আমরা কেন নিরাশ হইব?

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে ভক্তিভরে যেশুর সহিত আলাপ করিব।

২৮০। যেশু যেরুসালেমে দর্শন দেন।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঘটনাটি দেখিব; "পরিশেষে, সেই একাদশ যখন ভোজনে বসিয়াছিলেন, তখন তিনি দেখা দিলেন, এবং যাঁহারা তাঁহাকে পুনরুত্থিত দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করেন নাই বলিয়া তাঁহাদের অবিশ্বাস ও অন্তকরণের কাঠিন্য হেতু তিরস্কার করিলেন। আর তাঁহাদিগকে কহিলেন; তোমরা সমস্ত জগতে যাইয়া সমস্ত ব্যক্তির নিকট সুসমাচার ঘোষণা কর।" (মার্ক ১৬; ১৪—১৫)।

৪। নম্র অন্তকরণে প্রভু যেশুর নিকট এই প্রার্থনা করিব, তিনি যেন আমাকে তাঁহার অসীম মঙ্গলময়-ভাব ও শক্তিতে জীবন্ত-বিশ্বাস ও নির্ভর রাখিবার কৃপা দান করেন।

৫। ধ্যান করিব ;—আমাদের প্রভু তাঁহার প্রেরিতগণকে তাঁহার পুনরুত্থানে **জীবন্ত বিশ্বাস** রাখিবার জন্য কেমন নির্ব্বন্ধতার সহিত বলিয়াছেন ; কারণ এই বিশ্বাসটিই খ্রীস্তীয়ধর্ম্মের ভিত্তি। কেননা **ইহাই** প্রেরিতগণের পক্ষে বিশেষভাবে মানব-আত্মাসকলের জন্য তাঁহাদের সারাজীবন কার্য্য করিবার প্রবর্ত্তক ও উদ্দীপক হইয়াছিল ; তাঁহাদের নানাপ্রকার দুঃখে কষ্টের ও বিপদের সময় শক্তি ও সান্ত্বনা-জনক ছিল। ঈশ্বরের রাজ্য বিস্তারের জন্য আমরাও যদি মন-প্রাণ দিয়া কার্য্য করিতে চাই, তবে এই বিশ্বাসটি থাকা আমাদের জন্যও অতি আবশ্যক। এমনস্থলে, কত আগ্রহ ও ব্যাকুলভাবে ইহার জন্য আমাদের নিয়ত প্রার্থনা করা উচিত ?

৬। ধ্যান করিব ;—আমাদের প্রভু প্রেরিতগণের বিশ্বাস বড় শিথিল দেখিয়া তাঁহাদেরে কেমন তিরস্কার করেন। আমরাও সচরাচর আমাদের ঈশ্বর প্রভুর এই রকম তিরস্কারের যোগ্য হইনা কি ? **ঈশ্বর** আমাদের কাছে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, আর **মণ্ডলী** আমাদিগকে যাহা শিক্ষা দেন, আমরা যে, তাহা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি ও মানি তাহাতে সন্দেহ নাই ; আর বিশ্বাসের মূলতত্ত্বগুলি সম্বন্ধে **সম্পূর্ণভাবে** আমাদের জ্ঞান থাকিলেও কার্য্যতঃ,প্রায়ই ঐগুলি আমাদের মধ্যে কেমন **অপ্রকট** হইয়া থাকে বোধ হয় ; যেমন,—আমরা খুব দৃঢ়ভাবেই বিশ্বাস করি যে, আমাদের প্রভু হইতে উত্তম ও জ্ঞানী কেহ নাই, তাঁহা হইতে অধিক বিশ্বস্ত বন্ধুও কেহ নাই ; তবুও তাঁহার প্রতি আমরা কি আমাদের বিশ্বাসানুযায়ী আচরণ করিয়া থাকি ? অর্থাৎ আমরা কি সব বিষয়ে তাঁহারই উপর বিশ্বাস ও নির্ভর করি ? আমাদের সমস্ত অভাবের সময় আমরা কি তাঁহার কাছে যাই ? তাঁহার কাছে কথা বলিতে ও তাঁহাকে অন্তরে গ্রহণ করিতে ভালবাসি কি ? এমন অমূল্য বন্ধুত্ব রক্ষার জন্য ও তাহা বৃদ্ধির জন্য আপ্রাণ

চেষ্টা করি কি ? আবার আমরা ইহাও বিশ্বাস করি যে, স্বর্গের জন্য যে ধনরাশি আমরা সংগ্রহ করিতে পারি, তাহার সহিত তুলনায় পৃথিবীর ধন সম্পত্তি কিছুই নয় ; তথাপি স্বর্গের জন্য ধন সঞ্চয় করিতে একটু সামান্য দুঃখ-কষ্টও সহ্য করিতে আমাদের মন চায় না। তবে আমাদের এই রকম বিশ্বাসকে কি **জীবন্ত বিশ্বাস** বলা যাইতে পারে ?

৭। ধ্যান করিব ;—আমাদের প্রভু তাঁহার প্রেরিতগণকে কেমন সান্ত্বনা দেন। যদিও তাঁহারা আর তাঁহাকে চক্ষে দেখিতে পাইবেন না, তথাপি সব সময়ই তিনি তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিবেন ; তাঁহাদের উপর দৃষ্টি রাখিবেন, তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবেন, সাহায্য করিবেন। আমাদের প্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে প্রেরিতগণের মত যাহারা কার্য্য করিবে, তাঁহার অঙ্গীকারবাণী তাহাদের প্রতিও সফল হইবে ; আর তাহাদের পরে আমাদেরও সেই সফলতা লাভ হইবে। অতএব, এই সান্ত্বনাজনক চিন্তাটি সমস্ত দুঃখ, কষ্ট ও বিপদ সময়ে আমরা সর্ব্বদা মনে রাখিয়া আমাদের কার্য্য করিতে থাকিব।

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে যেশুর সহিত ভক্তিভরে আলাপ করিব।

২৮১। পুনরুত্থিত খ্রীস্তের সহিত আমাদের কিরূপে উত্থিত হওয়া উচিত।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে বিষয়টি ধ্যান করিয়া দেখিব। "অতএব তোমরা যখন খ্রীস্তের সহিত উত্থাপিত হইয়াছ, তখন ঈশ্বরের দক্ষিণে যে স্থানে

খ্রীস্ত উপবিষ্ট আছেন, সেই ঊর্দ্ধ স্থানের বিষয় অন্বেষণ কর। ঊর্দ্ধস্থ বিষয় ভাব, পৃথিবীস্থ বিষয় ভাবিও না।" (কলসীয় ৩ ; ১—২)।

৪। নম্রঅন্তরে আমাদের প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিব, তিনি যেন আমার অন্তরকে সংসারের বিষয় সকল হইতে আরো অনাসক্ত রাখেন, আর স্বর্গের বিষয়ে আমার জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত করিয়া দেন।

৫। ধ্যান করিব ;—পবিত্রীকরণশীল কৃপা দ্বারাই আমরা ঈশ্বরের নিকট হইতে নূতন জীবন পাইয়াছি। এই নূতন জীবন আমাদিগকে আমাদের স্বভাবের অনেক **উচ্চে** তুলিয়াছে ; এই জীবন দ্বারাই পবিত্র পেত্র যেমন বলেন, "আমরা অতি প্রশংসনীয়ভাবে **ঐশ্বরিক-স্বভাবের** অংশভাগী হই।" আমাদের এই পার্থিব জীবনও ঈশ্বরের একটি মহাদান · কিন্তু আমাদের এই স্বাভাবিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং আশারও উর্দ্ধে যে অনুগ্রহ আমাদিগকে উন্নত করিয়া তুলে, তাহার বিষয় আমাদের কি বলা উচিত ? এই পৃথিবীর এক রাজা যদি তাঁহার একজন ভৃত্যকে সন্তান ও উত্তরাধিকারী করিয়া লন, তবে সকলেই অতি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাইবে ! কিন্তু ঈশ্বর আমাদের জন্য যাহা করিয়াছেন, ইহাত তাহার উপযুক্ত দৃষ্টান্ত হয় না। এই **স্বর্গীয় জীবনকে** আমাদের কত অধিক উচ্চ ও মূল্যবান মনে করা উচিত ! আমরা যেন এই জীবন না হারাই ; এইজন্য আমাদের কতদূর সতর্ক,যত্নপরায়ণ ও স্থিরমনা হওয়া উচিত ! ঈশ্বরের কৃপার সাহায্য লইয়া আমাদের কাছে যত উপায় আছে, সেই সমস্ত দ্বারাই এই জীবনের বৃদ্ধির জন্য আমাদের কেমন উদ্যমশীল ও কর্ম্মঠ হওয়া কর্ত্তব্য ! এমন উচ্চ মর্য্যদাপূর্ণ জীবন যাপনকরাকেই আমাদের সম্মানের বিষয় করিয়া লওয়া উচিত নয় কি ?

৬। ধ্যান করিব ;—পবিত্র পৌল বলেন, 'তোমরা যখন খ্রীস্তের সহিত উত্থাপিত হইয়াছ, তখন...ঊর্দ্ধস্থ বিষয় অন্বেষণ কর,পৃথিবীস্থ বিষয় ভাবিও

না।" কিন্তু উর্দ্ধস্থ বিষয় ভাব।" কোন দরিদ্র ব্যক্তিকে কোন রাজা যদি পোষ্যপুত্র বলিয়া গ্রহণ করেন, সেই দরিদ্র ব্যক্তি তাহার পূর্ব্ব অবস্থায় যে সমস্ত বিষয় বড় মূল্যবান জ্ঞান করিত, সেই সমস্তের বিষয়ে সে ভাবিবে কি? কোন মহা ধনী ব্যক্তি একটা কি আধটা পয়সা পথে পড়িয়া থাকিতে দেখিলে, সে উবুড় হইয়া কি তাহা কুড়াইয়া নিতে চাইবে? যে সকল সামান্য সামান্য জিনিস পূর্ব্বে তাহাকে সুখী করিত, এখন কি সেইগুলিকে লজ্জা ও দুঃখজনক বস্তু বলিয়া মনে করিবে না? সে যেমন পদ-মর্য্যদা ও উন্নত অবস্থায় আসিয়াছে, সেই মর্য্যদা ও অবস্থানুযায়ী উপযুক্ত উচ্চ বিষয়গুলিই সে চাহিবে। ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া আমিও আমার উপযুক্ত বিষয় সমূহের জন্য চিন্তা করিব। আমাকে মঙ্গলময় ঈশ্বর যে উচ্চপদে উন্নত করিয়াছেন, ঠিক সেই পদ-মর্য্যদার উপযোগী আমার সমস্ত চিন্তা, ইচ্ছা, কথা এবং কার্য্য-সমূহও হওয়া উচিত।

৭। ধ্যান করিব;—এই জাগতিক বিষয়সমূহ, স্বর্গীয় বিষয়ের সঙ্গে তুলনায় কিছুই নয়। জগতের বিষয়গুলি বড়ই অনিশ্চিত, বড়ই ক্ষণস্থায়ী, নষ্ট যোগ্য এবং কাজেইএইগুলির মূল্য অতি সামান্য। পরন্তু স্বর্গস্থ বিষয় এত মহৎ যে, পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুযোগ সুবিধাগুলি, ধন হউক, মান হউক, রাজ্য সম্পদ হউক, যে কোন রকমের সুখ হউক সমস্তই স্বর্গের বিষয়ের কাছে কিছুরই মধ্যে গণ্য হয় না। পবিত্র ব্যক্তিগণ ইহা বুঝিয়াছিলেন. আর সেইজন্য তাঁহারা জগতের অসার বিষয়ে কেবল যে, অনাসক্ত ছিলেন তাহা নয়; কিন্তু তুচ্ছজ্ঞান করিতেন। পবিত্র পৌল বলেন, "আমি এ সমস্ত মলবৎ জ্ঞান করি", "আমি যেন খ্রীস্তকে লাভ করিতে পারি।"

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে যেশুর সহিত ভক্তিভরে আলাপ করিব।

২৮২। পুনরুত্থান আমাদের আত্মিক-জীবনের আদর্শ।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে দেখিব, পুনরুত্থিত খ্রীস্ত সম্পূর্ণ নূতন ও গৌরবান্বিত জীবনে প্রেরিতগণের কাছে দর্শন দেন।

৪। নম্রঅন্তরে যেশুর কাছে প্রার্থনা করিব, আরো অধিক পরিমাণে প্রকৃত আত্মিক-জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করিবার জন্য তিনি যেন আমাকে সাহায্য করেন।

৫। ধ্যান করিব ;– আমাদিগের মধ্যে আমাদের প্রভুর থাকা কেমন অত্যাবশ্যক ! আমরা তাঁহার সন্তান ও পরিচারক ; মানুষের মধ্যে আমরা তাঁহার প্রতিনিধি-বর্গ ; আমাদের কার্য্য ও কথা ঠিক ঐরূপই হওয়া উচিত ; কিন্তু তিনি আমাদের মধ্যে না থাকিলে, আমরা কেমন করিয়া উপযুক্তভাবে তদ্রূপ করিতে পারি ! অর্থাৎ তাঁহার ভাব যদি আমাদেরই আত্মার ভাব না হয়, আমাদের চিন্তা ও ধারণা যদি তাঁহারাই ভাব অনুযায়ী না হয়, আমাদের ইচ্ছা ও অনুরাগের মধ্যে যদি তাঁহারই ইচ্ছা ও অনুরাগ না থাকে, আমাদের কাজ যদি তাঁহারই কাজ না হয়, তবে কেমন করিয়া আমরা তাঁহারই প্রতিনিধির মত কথা বলিতে ও কার্য্য করিতে পারি ! ইহা ছাড়া, এমন উচ্চ আদর্শ সংসাধন করা অপেক্ষা অধিক মহৎ, উচ্চ ও সুবিধাজনক আমার আর কি হইতে পারে ? এই বিষয়টি মনে রাখিব এবং কেবল ঈশ্বরেরই জন্য জীবন যাপন করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিব।

৬। ধ্যান করিব ;—পুনরুত্থিত ত্রাণকর্ত্তার জীবন কেমন করিয়া আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত ! তাঁহার পুনরুত্থান সিদ্ধ ও সম্পূর্ণ ; মৃত্যু বা কবরের কিছুতেই এই পুনরুত্থানের গৌরবকে আচ্ছাদন

করিয়া রাখিতে তিনি দেন নাই। তাহা হইলে, আমাদের প্রভু যদি **আমাতে** থাকেন, আমি যদি তাঁহার সহিত উত্থিত হইয়া থাকি, তবে আমার মধ্যেও পাপের গন্ধ ও আত্মার মৃত্যুজনক কিছুই থাকিবে না। আমার **আত্মপ্রীতি, ইন্দ্রিয়পরতা, অহঙ্কার** এবং এই জাগতিক বিষয়সমূহে **সর্ব্বপ্রকার আসক্তি** ইত্যাদি কিছুই থাকিবে না; কারণ কেবল এইভাবেই আমি তাঁহাতে সম্পূর্ণভাবে থাকিতে পারি। ইহা এমনি একটি মহা **মঙ্গলকর** আশীর্ব্বাদ যে, ইহা হইতে অধিক শ্রেষ্ঠ গৌরবজনক আর কিছুই হইতে পারে না। এই **পরম বাঞ্ছনীয়** সিদ্ধতায় যদি আমি না আসিয়া থাকি, তবে সম্পূর্ণরূপে সৎসাহসের সহিত আমার আত্ম-সংশোধন করিয়া, জাগতিক বিষয়ে সর্ব্ব-প্রযত্নে অনাসক্ত হইয়া ইহাই লাভের চেষ্টাকরা আমার উচিত।

৭। পরিশেষে, এই বিষয়ে ভক্তিভাবে যেশুর সহিত আলাপ করিব।

২৮৩। পুনরুত্থিত ত্রাণকর্ত্তাই আমাদের আদর্শ।

(১ম ধ্যান)

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে দেখিব; সম্পূর্ণ নূতন ও গৌরবান্বিত জীবনে খ্রীস্ত প্রেরিতগণের কাছে দর্শন দেন।

৪। নম্র অন্তরে প্রভু যেশুর কাছে প্রার্থনা করিব, তিনি যেন আমাকে প্রকৃত আত্মিক-জীবন যাপনের সাহায্য দান করেন।

৫। ধ্যান করিব ;—এমাউসের শিষ্যবর্গ যখন ফিরিয়া আসিয়া যেশুর পুনরুত্থানের সংবাদ দিলেন, তখন প্রেরিতগণ তাঁহাদিগকে কি উত্তর দিলেন ! প্রভু সত্য সত্যই উঠিয়াছেন। পুনরুত্থান কেবল একটা ছায়ার আবির্ভাব নয় ; সত্য সত্যই যেশু জীবন্ত। যেশু ইহাতেও আবার আমাদের আদর্শ। আমাদের **আত্মিক-জীবন** যদি কেবল একটা ছায়ার মত কিছুই হইত, তবে তাহার কোন মূল্য থাকিত না। আমার আশে পাশের লোক আমাকে যদি খুব পুণ্যবান বলিয়া মানে, আর আমি প্রকৃত পক্ষে তাহা যদি না হই, তবে তাহাতেই যথেষ্ট হয় না। ঈশ্বর আমার অন্তঃকরণ দেখেন ; আমার অন্তরের অতি গুপ্ত চিন্তা ও ইচ্ছাগুলি কি তাহা জানেন ; আমার বিবেকের অতি নিভৃত-স্থানে পর্য্যন্ত তাঁহার **সর্ব্বদর্শী** চক্ষুর দৃষ্টি চলে। মানুষ আমাকে খুব ভাল মনে করিতে পারে, আমার অনেক প্রশংসা ও সুখ্যাতি করিতে পারে, কিন্তু আমার কোন ইচ্ছা বা কার্য্য যদি ঈশ্বরের প্রশংসার যোগ্য না হয়, তবে তাহাতে আমার কি ফল হইবে ? একমাত্র তাঁহারই নিকট হইতে **স্বর্গীয় আশীর্ব্বাদরাশি** আশা করিতে পারি ; আর ঐ আশীর্ব্বাদরাশিই আমার কার্য্য সমূহকে ফলশালী করিতে পারে। একদিন তিনিইত আমার বিচার করিয়া অনন্তকালীন পুরস্কারও দিবেন। অতএব, আমার আত্মিক জীবন খাঁটি কিনা বিশেষভাবে **আত্মপরীক্ষা** করিয়া তাহাই দেখিব। যদি আমাতে কিছু অভাব থাকে, তবে আমাতে যে দোষ আছে, তাহাই সংশোধনের জন্য আমি অবিচলিত চেষ্টা করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইব।

৬। ধ্যান করিব ;—পবিত্র পৌল বলেন,—খ্রীস্ত মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থিত হইয়াছেন, এখন আর মরিবেন না, তাঁহার উপর মৃত্যুর আর কোন অধিকার থাকিবে না। ঈশ্বরের কৃপায় আমরা **পাপের মৃত্যু** হইতে উত্থিত হইয়াছি। তথাপি আমরা আবার তাহাতেই গিয়া

পড়ি! অতএব আমাদের প্রভুর অনুকরণ করিয়া আমাদের **আত্মিক-জীবনকে** সবল করিয়া লইব, যেন আমরা প্রকৃতপক্ষে ইহা আবার হারাইয়া না ফেলি; **অধ্যবসায়ের** কৃপাত, **অনুগ্রহের দান**। জ্বলন্ত আগ্রহ ও গভীর অভিনিবেশযুক্ত প্রার্থনায়ই আমরা ঈশ্বরের কাছে ইহা পাইয়া থাকি; আর এই প্রার্থনার সঙ্গে আমাদের অন্তর ও ইন্দ্রিয়সমূহের উপর সাবধানতার সহিত সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং আমাদের অনিয়মিত ও অসংযত **আসক্তিসমূহ** দমন ও জয়করাও অতি আবশ্যক। এই বিষয়ের অতি আবশ্যকীয় ও গুরুত্ব-সম্বন্ধে আমার জ্ঞান আছে কি? আমাদের প্রভুর এই গভীর সতর্কবাণী মনে রাখিব; "জাগ্রত থাকিয়া প্রার্থনা কর, পাছে তোমরা পরীক্ষাতে পড়" ?

৭। পরিশেষে, এই বিষয়ে ভক্তিভরে, যেশুর সঙ্গে আলাপ করিব।

২৮৪। পুনরুত্থিত যেশুই আমাদের আদর্শ।

(২য় ধ্যান)

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে দেখিব পুনরুত্থিত প্রভু যেশু পূর্ণ-নবীনতায় ও গৌরবান্বিত জীবনে প্রেরিতগণকে দর্শন দেন।

৪। নম্র অন্তরে যেশুর কাছে প্রার্থনা করিব, এই ধ্যানের দ্বারা তিনি যেন আমাকে সিদ্ধতার জন্য মহা আকাঙ্ক্ষা দেন।

৫। ধ্যান করিব;—অতি গুরুভার প্রকাণ্ড প্রস্তরে আবদ্ধ কবর হইতে খ্রীস্ত কেমন করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন! আর যে গৃহে

প্রেরিতগণ একত্র সমবেত ছিলেন, সেই গৃহের দ্বার যিহুদীদের ভয়ে খুব সতর্কতার সহিত বন্ধ থাকা সত্ত্বেও যেশু কেমন করিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন! ত্রাণকর্ত্তার গৌরবান্বিত দেহ এই সমস্ত বাধার ভিতর দিয়াও চলিয়া গেল; কিছুতেই প্রতিরোধ করিয়া রাখিতে পারিল না। আমাদের প্রভুকে যতই অধিক ভালবাসিব, ততই অধিক তাঁহার জাবনে জীবিত থাকিব; আমাদের আত্মাও ততই এইরূপ গৌরবান্বিত অধিকারের অংশুভাগী হইবে। পবিত্র বাইবেলও আমাদিগকে বলে যে, যাহারা ঈশ্বরকে ভালবাসে, তাহাদের পক্ষে সমস্তই, উন্নতির বাধাজনক হওয়াত দূরের কথা, বরং পরিত্রাণের নূতন নূতন উপায় স্বরূপ হইয়া থাকে। তবে আমি কেমন করিয়া এত সহজে বাহিক অবস্থার জন্য সিদ্ধতার পথে থামিয়া যাই? এই সব কেন আমার পক্ষে তবে পাপের কারণ হইয়া পড়ে? তাহার কারণ এই যে, আমি এখনও ঈশ্বরকে যথেষ্ট প্রেম ও ভক্তি করিনা, আর আমাদের প্রভু যেশুও সম্পূর্ণভাবে আমাতে থাকেন না।

৬। ধ্যান করিব;—পবিত্র ব্যক্তিগণ কেমন করিয়া এই ফলটি অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন, আর কেমন করিয়া কিছুতেই তাঁহাদের আত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া যাওয়ার বাধা ঘটাইতে পারে নাই! তাহারা যদি **দুঃখভোগ** করিতেন, তবে ঐ দুঃখভোগ ঈশ্বরের হাত হইতে আসিয়াছে জানিয়া, অবনতভাবে সাহসের সহিত তাহা গ্রহণ * করিয়া, ধৈর্য্য ও প্রফুল্লতা সহকারে তাহা সহ্য করিতেন; এবং এই দুঃখ-ভোগের দ্বারা তাঁহাদের অতীত দোষ ও ত্রুটিসমূহ মুছিয়া ফেলিয়া ঈশ্বরের বিধানের মহিমা প্রকাশের সুযোগ ধরিতেন। তাঁহাদের কাছে যদি **প্রলোভন** উপস্থিত হইত, তবে তাঁহাদের **বিশ্বস্ততা** ও **সাহস** দ্বারা প্রলোভনকে জয় করিয়া ঐ প্রলোভনকেই প্রভুর প্রতি তাঁহাদের প্রেম ও ভক্তির নূতন নূতন **প্রমাণ** দিবার সুযোগ ও কারণ

করিয়া লইতেন। যদি তাঁহাদের **পীড়া** হইত, তাঁহারা ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত তাহা সহ্য করিতেন, এবং নিজেদেরে ঈশ্বরেরই ইচ্ছাতে সমর্পণ করিতেন; **সুস্থাবস্থায়** অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেন। **দীন-দরিদ্রতার** অবস্থায় তাঁহারা তাঁহাদের ঈশ্বর প্রভুর দৈন্যতার কথা মনে ভাবিয়া, নিজেদেরে যেশুরই সম-অবস্থায় মনে করিয়া কত সন্তুষ্ট হইতেন; **ধনী হইলে,** তাঁহাদের ধন-সম্পত্তি সৎ-কার্য্যে ব্যয় করিতেন। কার্য্যে **সফল** না হইলে, ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া অবনতভাব অবলম্বন করিতেন; আর **কৃতকার্য্য** হইলে, সমস্ত গৌরব ও মহিমা ঈশ্বরকেই দান করিতেন। এইরূপে প্রত্যেকটি বিষয় ও অবস্থায়ই তাঁহাদিগকে উত্তরোত্তর ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী করিয়া আনিয়া তাঁহাদিগকে পবিত্রীকৃত হইবার শক্তি সম্পন্ন করিয়াছিল। আমরা যদি এখনও পবিত্র ব্যক্তিগণের মত হইতে না শিখিয়া থাকি, তাহা হইলে, এখন হইতে অধিক উদ্যমের সহিত আরো অধিক সিদ্ধতার ভাবে জীবন যাপন করিতে কৃপালাভের জন্য জ্বলন্ত আগ্রহ সহকারে প্রার্থনা করিব।

৭। পরিশেষে, এই বিষয়ে ভক্তিভরে যেশুর সহিত আলাপ করিব।

২৮৫। পুনরুত্থিত যেশুই আমাদের আদর্শ।

(৩য় ধ্যান)

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে দেখিব; সম্পূর্ণ নূতন ও গৌরবান্বিত জীবনে খ্রীস্ত প্রেরিত বর্গের কাছে দর্শন দেন।

৪। নম্র অন্তরে আমাদের প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিব তিনি যেন আমার অন্তরে সিদ্ধতার জন্য অত্যন্ত কার্য্যশীল আকাঙ্ক্ষা জন্মাইয়া দেন।

৫। ধ্যান করিব ;—আমাদের পরিত্রাতার পবিত্র দেহের কেমন আশ্চর্য্য ও ত্বরিত-গতিশীলতা। যে মুহূর্ত্তে তিনি একটি স্থানে দর্শন দেন, পর মূহূর্ত্তেই তিনি বহুদূরে অন্য স্থানে উপস্থিত হন। চিন্তা করিয়া দেখিব, ইহাতেই তিনি আমাদের জন্য ত্বরিত কার্য্যকারিতার কেমন শ্রেষ্ঠ আদর্শ দেখান। ইহাতেই **সিদ্ধতার** পথে অগ্রসর হইবার জন্য আমাদের উৎসাহিত হওয়া উচিত। পবিত্র ফ্রান্সিস্ অব সেল বলেন, "কতগুলি পাখী একেবারেই উড়িতে পারে না, সব সময়ই মাটির উপর থাকে ; আর কতগুলি কষ্টেশ্রেষ্ঠে কিছু কিছু উড়িতেও পারে ; আর কতগুলি আকাশে বায়ু-ভরে অনেক উচে বহুদূরে দ্রুতবেগে উড়িয়া বেড়ায়।" তেমনি সিদ্ধতার পথেও অনেকে এই **ক্ষয়শীল** পৃথিবীর বিষয়সমূহ ছাড়িয়া তাহার **উর্দ্ধে** উঠিতে পারে না ; ঐ সমস্ত বিষয়েই তাহাদের অন্তর আসক্ত থাকে ; আর ইহাতে এই ফল হয় যে, তাহারা বৎসরের পর বৎসর বিনা **সংশোধনে** নানা দোষের মধ্যেই পড়িয়া থাকে। অন্য সকলে জাগতিক বিষয়সমূহ ও আত্মপ্রীতি হইতে কতকটা অনাসক্ত থাকিয়া কখন কখন অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে বটে ; কিন্তু নানা বিষয়ের **মোহে ও মমতায়** তাহারা বাধা পাইতে পাইতে অতি সামান্যভাবে অগ্রসর হয় ; তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরা সম্পূর্ণভাবে উদ্যম ও সৎসাহসের সহিত যাহা কিছু তাদেরে পিছনদিকে টানিয়া রাখে, সেই সব বিষয়ের সঙ্গে **বন্ধন-চ্ছেদন** করিয়া ঐগুলিকে পিছনে ফেলিয়া চলিয়া যায় ; ঈশ্বরকে ভালবাসিতে ও ঈশ্বরের ভালবাসা পাইতেই তাহাদের **প্রবল** আকাঙ্ক্ষা থাকে। এই রকম লোকেরাই তাহাদের ঈশ্বর প্রভুর জীবনে **সঞ্জীবিত** হইয়া থাকে। এমন জীবন কত

সুখী, কেমন গৌরবজনক! এই রকম জীবনই যাপন করিবার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

৬। ধ্যান করিব;—কোন্ কোন্ বিষয়ে আমাকে সিদ্ধতার পথে অগ্রসর হইতে দেয় না। হয়তঃ, **অহঙ্কারের** ভাব একটু আছে বলিয়া আমি ঈশ্বরের গৌরব অপেক্ষা বরং নিজেরই মান-মর্য্যদা রক্ষা করিতে চাই; হয়ত, কোনরূপ **ইন্দ্রিয়পরতা** আছে বলিয়া ঈশ্বরের প্রীতিকর কর্ত্তব্য সাধনকরা অপেক্ষা সুখ স্বচ্ছন্দতাই অধিক খুঁজি। হয়ত, **নিরুৎসাহ ও ঈশ্বরে নির্ভরের অভাব** থাকাতেই ঈশ্বরের সেবা কার্য্যের জন্য চেষ্টা ও উত্তম দেখাইবার ভাব আমার অন্তরে থাকে না। যাহা কিছুতেই এখন পর্য্যন্ত আমাকে দূরে রাখিতেছে, ঈশ্বরের সাহায্য লইয়া দৃঢ়-সঙ্কল্পের সহিত সেই সমস্ত এক-দিকে ফেলিয়া দিব, যেন সিদ্ধতার পথে দ্রুত অগ্রসর হইয়া যাইতে পারি।

৭। পরিশেষে, এই বিষয়ে ভক্তির সহিত যেশুর সঙ্গে আলাপ করিব।

২৮৬। প্রেরিতগণের সঙ্গে আমাদের প্রভু যেশুর কথোপকথন।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঘটনাটি দেখিব;—"তিনি আপন যন্ত্রণাভোগের পর তাঁহাদিগকে চল্লিশ দিন ব্যাপিয়া দর্শন দিয়া ও ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয় কথা বলিয়া প্রমাণ দ্বারা আপনাকে জীবিত দেখাইয়াছিলেন।" (প্রে, ক্রি, বি ১; ৩)

৪। আমাদের প্রভুর নিকট নম্রঅন্তরে প্রার্থনা করিব, প্রকৃত প্রার্থনার ভাবের জন্য উদ্যমশীল-আকাঙ্ক্ষা যেন তিনি আমার অন্তরে উজ্জীবিত করিয়া দেন।

৫। ধ্যান করিব ;—প্রেরিতগণের নিকট আমাদের প্রভুর এই দর্শন দানের উদ্দেশ্য কি? প্রেরিতগণ তাঁহার দুঃখভোগ ও মৃত্যুতে কেমন উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা তিনি জানিতেন; আর **ভবিষ্যতে** তাঁদের কার্য্যেও দুঃখ-কষ্টের সময় যে, তাঁহাদের সাহস ও উৎসাহ অত্যন্ত আবশ্যক হইবে, তাহাও তিনি জানিতেন; আর সেইজন্যই তাঁহার **পবিত্র কথাবার্ত্তা** দ্বারা তাঁহাদের অন্তরে শান্তি ও সান্ত্বনা জন্মাইয়া তাঁহাদের প্রতি তাঁহার কেমন **মহাপ্রেম,** এই দর্শন দ্বারা তাহাই তিনি তাঁহাদেরেও দেখাইলেন। ঈশ্বর প্রভু তাঁহার নিরুপায় সন্তানগণের প্রতি যতদূর **প্রেমপূর্ণ** অনুকম্পা দেখান, তাহার উপযুক্ত প্রশংসা আমরা করিতে পারি কি? প্রাচীনকালে তাঁহার প্রেরিতগণের জন্য তিনি যাহা করিয়াছিলেন, আজকাল আমাদের জন্যও তাহাই করিতে চান। আমাদের কাছেও তিনি **প্রার্থনায়** নিজেকে প্রকাশ করেন। ঈশ্বর ও তাঁহার সৃষ্ট মানবের মধ্যে প্রার্থনায়ই আলাপ হয়। আমরা কি এই ঐশ্বরিক অনুগ্রহের মূল্য বুঝিয়া তাহার দ্বারা লাভবান হইতে চেষ্টা করিয়া থাকি?

৬। ধ্যান করিব ;—যেশুর সহিত প্রেরিতগণের সদা-সর্ব্বদা এইরূপ কথোপকথনের দ্বারা কেমন বহুবিধ সুযোগ সুবিধা লাভ হইয়াছিল। জগতের পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের যে আশ্চর্য্য বিধান, এই সুযোগ সুবিধাতেই প্রেরিতগণ তাহার জ্ঞান লাভ করিয়াছিল। ইহা হইতেই প্রেরিতগণ আমাদের প্রভুর শক্তি, মঙ্গলময়ভাব ও মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন; ইহাতেই প্রেরিতগণের অন্তরকে ঈশ্বর প্রভুর সেবাকার্য্যের জন্য

আত্মসমর্পণের **দৃঢ়সঙ্কল্পে** পূর্ণ করিয়া তাঁহার প্রতি তাঁহাদের ভক্তি ও প্রেম বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিল। যিনি এমন গৌরবান্বিতভাবে স্বয়ং **মৃত্যুকেও** জয় করিয়াছেন, তাঁহারই উপর তাঁহাদের অসীম **বিশ্বাস ও নির্ভর** ইহাতেই উজ্জীবিত করিয়া দিয়াছিল। যে **শান্তি** অন্য সমস্তের উপরে, যে শান্তি **মহা দুঃখ-যাতনায়ও** বিচলিত হয় না, ঈশ্বরের সন্তানগণের সেই শান্তি ইহাতেই তাঁহাদিগকে আনিয়া দিয়াছিল। ব্যাকুলভাবে ও আগ্রহের ভাবে ঈশ্বরের সহিত প্রার্থনায় আলাপ করিলে, আমাদের অন্তরেও এই ফল উৎপন্ন হয়। আমাদের কার্য্যে বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হইতে সাহস, সান্ত্বনা, জ্ঞানা-লোকের ও অধ্যবসায়ের শক্তির কত অভাব! কিন্তু ইতিহাসে পবিত্র ব্যক্তিগণের বিষয় যাহা প্রমাণ দেয়, আমরাও প্রার্থনায়ই সেই সমস্ত পাইব। তাহা হইলে, আমাদের সম্বন্ধেও যেশু যে সমস্ত শুভফল উৎপন্ন করিতে চান, এমন শক্তিজনক উপায়গুলি ব্যবহারে আমরা অবহেলা ও অলসতার ভাব দেখাইয়া, সেই সব হারাইয়া ফেলিব কি?

৭। পরিশেষে, এই বিষয়ে যেশুর সহিত ভক্তিভরে আলাপ করিব।

২৮৭। যেশু তাঁহার প্রয়াণের বিষয় ঘোষণা করেন।

(১ম ধ্যান)

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে প্রভুর কথা শুনিব,—তিনি দুঃখভোগের কিছু কাল পূর্ব্বে প্রেরিতগণের কাছে যাহা বলিয়াছিলেন, এখনও তিনি তাহাই মনে করাইয়া দিতেছেন;—"কিন্তু আমি তোমাদিগকে এই সকল কথা প্রথম

হইতে বলি নাই, তাহার কারণ এই যে, আমি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম ; কিন্তু যিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, আমি এখন তাঁহার নিকট যাইতেছি, তথাপি তোমাদের কেহই আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে না, তুমি কোথায় যাইতেছ ? কিন্তু তোমাদিগকে এই সকল কথা কহিলাম বলিয়া বিষাদ তোমাদের হৃদয়কে পূর্ণ করিয়াছে। কিন্তু আমি তোমাদিগকে সত্য কথা বলিতেছি যে, তোমাদের মঙ্গলের জন্য আবশ্যক যে আমি যাই...... আর কিঞ্চিৎকাল, তাহার পর তোমরা আমাকে আর দেখিতে পাইবে না ; এবং পুনরায় আর কিঞ্চিৎকাল, তাহার পর আমাকে দেখিতে পাইবে। কারণ আমি পিতার নিকট যাইতেছি ; আমি তোমাদিগকে সত্য সত্য কহিতেছি যে, তোমরা রোদন ও বিলাপ করিবে, কিন্তু সংসার আনন্দ করিবে ; তোমরা শোকার্ত্ত হইবে, কিন্তু তোমাদের শোক আনন্দে পরিবর্ত্তিত হইবে।" (যোহান ১৬ ; ৫- , ১৬—২০)।

৪। নম্র অন্তকরণে যেশুর নিকট এই প্রার্থনা করিব, তিনি যেন আমার যাবতীয় বাধাবিঘ্ন ও কষ্ট জয় করিবার সাহস বৃদ্ধি করিয়া দেন।

৫। ধ্যান করিব ;—আমাদের প্রভুর নিকট হইতে ঐ সকল শুনিয়া প্রেরিতগণের মনের ভাব কেমন হইয়াছিল। আবার তাঁহাকে পাইয়া,তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়া, তাঁহার **উপস্থিতির** মধুরতা আস্বাদন করিয়া, তাঁহার সর্ব্বশক্তিমান **আশ্রয়ে** তাঁহারা নিশ্চয় থাকিবেন ভাবিয়া প্রেরিতগণ কেমন পরম সুখী হইয়াছিলেন ; কিন্তু এখন আবার তাঁহাকে হারাইবেন ! আমাদের প্রভু তাঁহার মনোনীতগণের সঙ্গেও তাঁহাদের আত্মার মঙ্গলের জন্য এইরূপ ব্যবহার করেন। তাঁহাদের অন্তর যেন তাঁহারই দিকে আকৃষ্ট হয়, এইজন্য তাঁহার উপস্থিতির মধুরতা, তাঁহার সর্ব্বশক্তিমান আশ্রয় লাভ কেমন সুখকর, **অভিজ্ঞতার** দ্বারা তাঁহার মনোনীতগণকে তাহাই বুঝিতে দেন। তার পর তাঁহাদের নিকট হইতে তাঁহার উপস্থিতি ও আশ্রয়জনিত

আনন্দ সরাইয়া নিয়া যান; আর তাঁহারা কেমন একটা বিষাদের আঁধারে ও শুষ্কতায় পড়িয়া নিজ নিজ **দুর্ব্বলতার** ভার সম্পূর্ণরূপে অনুভব করেন। এই রকম অবস্থা যদি আমাদের উপর আসে, তখন এই কথাটি মনে করিব যে, ঈশ্বর আমাদের মঙ্গলের জন্য আমাদেরও সঙ্গে এই ব্যবহার করেন; আর এই সমস্ত পরীক্ষা কালে আমাদের প্রতি তাঁহার প্রেমের হ্রাস হয় না; আমাদিগকে তাঁহার আশ্রয়ে তিনি রাখিতে বিরত হন্ না।

৬। ধ্যান করিব;—প্রভু বলিতেছেন, "আর কিঞ্চিৎকাল তাহার পর তোমরা আমাকে আর দেখিতে পাইবেনা, এবং পুনরায় আর কিঞ্চিৎকাল, তাহার পরে আমাকে আবার দেখিতে পাইবে। তোমরা শোকার্ত্ত হইবে কিন্তু তোমাদের শোক আনন্দে পরিবর্ত্তিত হইবে, কেহই তাহা তোমাদের নিকট হইতে হরণ করিতে পারিবেনা।" চিন্তা করিয়া দেখিব, আমাদের দুঃখ, কষ্ট, পরীক্ষা ও প্রলোভন, অন্তরের শুষ্কভাব আর আমাদের রিপুসকলের সহিত যে যুদ্ধ, এই সমস্ত কেবল **অল্পকাল** থাকিবে, সেই কিঞ্চিৎকাল শীঘ্রই চলিয়া যাইবে। এই সময়ের মধ্যে আমরা যদি আমাদের **কর্ত্তব্য** পালনে বিশ্বস্ত থাকি, এই সমস্ত দুঃখ-কষ্ট **আনন্দে** পরিণত হইবে; এই আনন্দ ও সুখ **এত বেশী** যে, তাহা আমরা ধারণাও করিতে পারিনা; এই আনন্দ আমাদের নিকট হইতে কেহ **কাড়িয়া নিতে** পারিবেনা; কারণ আমরা **নিত্যকাল** আমাদের প্রভুর সঙ্গে থাকিব। এই সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমাদের অন্তর মধ্যে ইহাকে এমনভাবে প্রবিষ্ট হইতে দিব যে, আমরা যেন শেষ পর্য্যন্ত আমাদের আপ্রাণ চেষ্টায় বীরের মত কর্ত্তব্য সাধন করিয়া যাইতে সাহসী হইয়া উঠি।

৭। পরিশেষে, এই বিষয়ে ভক্তিভরে যেশুর সহিত আলাপ করিব।

২৮৮। যেশু তাঁহার প্রয়াণের বিষয় ঘোষণা করেন।

(২য় ধ্যান)

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে দেখিব, আমাদের প্রভু তাঁহার প্রেরিতগণকে বলিতেছেন, "তোমাদের মঙ্গলের জন্য আবশ্যক যে, আমি যাই।" (যোহান ১৬ ; ৭)।

৪। নম্র অন্তরে যেশুর নিকট প্রার্থনা করিব, আত্মিক শূন্যতা ও শুষ্কভাবের সময় আমার সাহস ও নির্ভরশীল বিশ্বাস তিনি যেন বৃদ্ধি করিয়া দেন।

৫। ধ্যান করিব ;—যেশুর উপস্থিতিই যখন প্রেরিতগণের জ্ঞান, শক্তি ও সান্ত্বনা, তখন তাঁহাদের নিকট হইতে যেশুর উপস্থিতি অপসারিত করিয়া লইলে, কি ভাবে প্রেরিতগণের হিতজনক হইতে পারে? তাঁহাদের ঈশ্বর প্রভুর উপস্থিতিতে তাঁহাদের যে মহা আনন্দ হইত, সেই আনন্দের প্রতিই তাঁহাদের প্রবল আসক্তি ছিল ; আর যেশু তাহা হইতেও তাঁহাদিগকে অনাসক্ত দেখিতে চান ; যেন তাঁহাদের অন্তরে ঈশ্বরের প্রতি তাঁহাদের প্রেম-ভক্তির ও অনুরাগের উপর আত্মপ্রীতির একতিল মাত্র ছায়াও না থাকে ; প্রেরিতগণ যেন ঈশ্বরের জন্যই ঈশ্বরকে ভালবাসিতে শিখেন ; তাঁহার সেবাকার্য্যে তাঁহারা যে সুখ সান্ত্বনা ভোগ করিতে পাইবেন তাহার জন্য নয়। আমরাও যত উৎকৃষ্ট-ভাবেই কাজ করিনা কেন, ঈশ্বরের পবিত্র ইচ্ছা সম্পন্ন করা অপেক্ষা বরং নিজের সুখ সান্ত্বনার দিকেই আমাদের ঝোঁক থাকে ; সেই দিকেই আসক্তি বাড়িতে থাকে ; আমাদের যত উত্তম কার্য্যেই

এইরূপ ভাব থাকে দেখিতে পাই। ঈশ্বরের জন্য যদিও আমরা একটু কিছু কাজ করি,ইহাতেই আমাদের বড় বেশী কাজ করা হইল বলিয়া মনে করিতে আমরা তৎপর ; আর অন্যান্য লোক অপেক্ষা আমরা নিজেদেরে অনেক শ্রেষ্ঠ মনে করি। অতএব যাহাদের উপর ঈশ্বর তাঁহার বহুবিধ কৃপা দান করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদের পক্ষে দুঃখ, কষ্ট ও পরীক্ষা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে একমাত্র ঈশ্বরেরই ইচ্ছা সম্পন্ন করিতে শিক্ষা করা কর্ত্তব্য ; কিন্তু আত্মতুষ্টি দ্বারা নয়। তাহারা নিজেরা যে কিছুই নয়, বড়ই দুর্ব্বল, এই জ্ঞানটির অনুভূতি থাকা, তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত হিতজনক ; কারণ উত্তম বলিতে যাহা কিছু আছে, সেই সমস্তই ঈশ্বর হইতে আইসে। এই রকমে তাহাদের পুণ্য অধিক হইবে এবং তাহাদের কার্য্যসকল স্বর্গের জন্য অধিক **যোগ্যতা সম্পন্ন** হইবে। আমাদের প্রভুর কাছে প্রার্থনা করিব, তিনি যেন আমাকে এই বিষয়টি কার্য্যতঃ বুঝাইয়া দেন ; আর তাঁহার মঙ্গলময় ইচ্ছামত পবিত্রীকৃত ও নির্ম্মলীকৃত হইতে সম্পূর্ণরূপে আমার নিজেকে ও যেন তাঁহারই হস্তে সমর্পণ করিতে পারি।

৬। ধ্যান করিব ;—এই সব হইতে কি সিদ্ধান্ত আমার করা উচিত ! প্রথমতঃ এই যে, ঈশ্বর যখনই আমাদের উপর পরীক্ষা আসিতে দেন, তখনই আমাদিগকে **আত্মত্যাগ স্বীকার** ও **অবনতভাব** অভ্যাস করিতে শিক্ষা দেন বলিয়াই তিনি আমাদিগকে তাঁহার বিশেষ যত্ন ও শক্তির পাত্র করিয়া লন। এইরূপে তাঁহার প্রতি আমাদের প্রেম ও ভক্তি নির্ম্মল করিয়া দেন, ও স্বর্গে অধিক শোভাময় মুকুট লাভের উত্তম সুযোগ দান করেন। দ্বিতীয়তঃ, ঐরকম সময়ে নিরাশ নিরুৎসাহ হইতেই নাই, অথবা নিজেকে নিরুপায় ও পরিত্যক্ত বলিয়া মনে করিতে নাই ; বরং নিজকে ঈশ্বরের সম্মুখে অবনত করিয়া বিশ্বাসও নির্ভরের সহিত তাঁহারই কোলে নিজকে ফেলিয়া দেওয়া উচিত। তৃতীয়তঃ, ঈশ্বরের সেবায়

আমাদের আগ্রহটি নিরুৎসাহের দ্বারা দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতে না দিয়া বিশ্বস্তভাবে আমাদের সাধ্যমত কার্য্য করাই কর্ত্তব্য ; অবশিষ্ট সমস্ত ঈশ্বরেরই দয়ায় ছাড়িয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

৭। পরিশেষে, এই বিষয়ে ভক্তিভরে যেশুর সহিত আলাপ করিব।

২৮৯। যেশু জৈতুন পর্ব্বতে গেলেন।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঘটনাটি দেখিব ও প্রভুর শ্রীমুখের কথা শুনিব ; "তোমরা যে পর্য্যন্ত উচ্চ হইতে শক্তিতে সজ্জীকৃত না হও, সেই পর্য্যন্ত রাজধানীতে থাক। এবং তিনি তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া বাহিরে যাইতে যাইতে বেথানিয়ায় (জৈতুন পর্ব্বতে) গেলেন" (লুক ২৪ ; ৪৯, ৫০)।

৪। নম্র অন্তরে আমাদের প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিব, তিনি যেন আমার অন্তরে তাঁহার প্রেম ও স্বর্গীয় কৃপার জন্য একটী জীবন্ত আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত করিয়া দেন।

৫। ধ্যান করিব ;—আমাদের প্রভু তাঁহার প্রেরিতগণকে যেরুসালেমে একত্র থাকিতে আদেশ দেন কেন? তিনি তাঁহাদের কাছে পবিত্র-আত্মাকে পাঠাইবেন অঙ্গীকার করিয়াছিলেন ; তিনি আসিয়া প্রেরিতগণকে আরো **জ্ঞানালোক** দিবেন, ও **শক্তি** দিবেন ; আর যেশু চাহিয়াছিলেন, তাঁহারা যেন উহা মনে রাখিয়া ধ্যান করেন ও সেই **পরম-উন্নত** কৃপা গ্রহণের জন্য যেন নিজেদেরে প্রস্তুত করিয়া লইতে পারেন। স্বভাবজাত **যত দান** আমরা পাইয়াছি, সেই সমস্ত

হইতেও অতি প্রশংসনীয় ও মূল্যবান কৃপাসমূহ ঈশ্বর আমাদিগকে দিতে চান। আমাদের নিজ আত্মাকে পবিত্র করণে আর অন্য সকলের পরিত্রাণ সাধন ও পবিত্রীকরণের জন্য ও তাঁহার হাতের উপযুক্ত যন্ত্র হইতে সেই কৃপাসমূহ গ্রহণ করিবার জন্য আমার অন্তরকেও যেন আমি প্রস্তুত করি। যে সকল চিন্তাশূন্য লোক কখনও **চিন্তা** করে না, আর যাহারা গভীরভাবে ধ্যান করিতে ও আগ্রহের সহিত প্রার্থনাকরিতে শিহরিয়া উঠে, আর ভ্রষ্টাচার, দর্প, আমোদ-প্রমোদ ও চিত্ত-বিভ্রমের অনুসন্ধানে বেড়ায়, তাহারাত এই রকমেই ঈশ্বরের সেই কৃপারই বাধা জন্মাইয়া ঊর্দ্ধ হইতে বিশেষ আলো গ্রহণের জন্য অযোগ্য হইয়া পড়ে। আমার আহ্বান অনুযায়ী জীবন যাপন করার জন্য কত কৃপার যে অভাব তাহা চিন্তা করিব ; আর ঈশ্বরের দৃষ্টিতে আয়াস ও উদ্যোগ সহকারে আমার নিজেকে প্রস্তুত করিয়া ঐ সকল কৃপা লাভের জন্য প্রার্থনা করিব।

৬। ধ্যান করিব ;—আমাদের প্রভু তাঁহার প্রেরিতগণকে কেমন ভাবে লাজারাস ও তাহার ভগ্নীরা যে গ্রামে বাস করিতেন, সেই বেথানিয়ায় লইয়া গেলেন। যাহারা সর্ব্বদা তাঁহাকে ভক্তি ও প্রেম দেখাইত তাঁহার সেই সৎ ও বিশ্বস্ত বন্ধুগণ, তাঁহার প্রতি যাহা যাহা করিয়াছিল,তাহারই জন্য স্বর্গারোহণের পূর্ব্বে তাহাদিগকে তাঁহার অভিজ্ঞান দিতে চাহিলেন। আমরা যদি যেশুর জন্য সামান্যও কিছু করি তবে, তিনি আমাদিগকেও এই ভাবে প্রচুর পরিমাণে প্রতিদান করিতে চান। তাঁহার দিকে আমাদের মনের প্রত্যেকটি চিন্তা, তাঁহার জন্য আমাদের প্রত্যেকটি পবিত্র-বাসনা, তাঁহার সন্মানজনক প্রত্যেকটি কথিত বাক্য, তাঁহার জন্য কৃত প্রত্যেকটি কার্য্য, তাঁহার প্রতি প্রেমভক্তির জন্য প্রত্যেকটি সামান্য ত্যাগস্বীকার, তাঁহারই সেবাকার্য্যে প্রত্যেকটি দুঃখভোগ ইত্যাদি সমস্তই তিনি প্রেমভাবে স্মরণ করেন। তাঁহার জন্য আমরা যাহা

কিছু করি, তাহা যদি অতি সামান্যও হয়, তাহার কিছুই তিনি ভুলেন না ; বরং তাঁহার প্রেম ও অনুগ্রহ নূতনভাবে দিয়া থাকেন। এমন মঙ্গলময় প্রভুর ইচ্ছা সাধনের জন্য আমরা যে আপ্রাণ চেষ্টা করি না, আর তিনি পুরস্কার দানের জন্য সতত প্রস্তুত হইলেও তাঁহার সেবার কার্য্যে আমরা যে, এত শিথিলভাবাপন্ন হইয়া থাকি, ইহা কেমন লজ্জা ও দুঃখের কথা ! তাঁহারই জন্য কাজ না করিয়া আমরা যে সংসারেরই সেবা করি, ইহা কেমন আক্ষেপের কথা ! সংসারেরই জন্য যাহারা জীবনপাত করে, সংসার তাহাদিগকে অতি হীনভাবে তাহাদের কার্য্যের পুরস্কার দেয় না কি ?

৭। পরিশেষে, ভক্তির সহিত এই বিষয়ে যেশুর সঙ্গে আলাপ করিব।

২৯০। আমাদের প্রভুর স্বর্গারোহণ।

(১ম ধ্যান)

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঘটনাটি দেখিব। "পরে তিনি তাঁহাদিগকে বেথানিয়া পর্য্যন্ত লইয়া গেলেন, হাত তুলিয়া তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন ; পরে এই রূপ হইল যে, তিনি তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে তাঁহাদের হইতে পৃথক হইলেন এবং উর্দ্ধে স্বর্গেনীত হইতে লাগিলেন।" (লুক ২৪ ; ৫০-৫১)।

৪। নম্র অন্তরে আমাদের প্রভুর নিকট এই প্রার্থনা করিব তিনি যেন আমার অন্তরে তাঁহারই সেবার জন্য সৎসাহস ও উদ্যম বৃদ্ধি করিয়া দেন।

৫। ধ্যান করিব ;—আমাদের প্রভু কেমন যেস্থানে দুঃখভোগ আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেইস্থান হইতেই স্বর্গে আরোহণ করিলেন! তাহাতে যেন আমাদিগকে ইহাই স্মরণ করাইয়া দেয় যে, **ক্রুশের** পথই স্বর্গের পথ ; বহু ক্লেশ ও বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও **সাহস ও সহিষ্ণুতার** সহিত সম্পন্ন কর্ত্তব্যের পথই স্বর্গের পথ। অসীম জ্ঞানী ঈশ্বর যেশু যে পথ দেখাইয়াছেন, ইহা হইতেও অধিক উত্তম ও **নিরাপদ** পথ অন্য কেহ দেখাইয়া দিতে পারে কি? যাহারা অন্য পথে চলে, তাহারা তাহাদের নিজেকেই প্রতারিত করে না কি? অতএব, আমি **পুরস্কারের** প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, সাহসের সহিত আমার ঈশ্বর প্রভুর পদচিহ্ন ধরিয়া তাঁহারই অনুগমন করিব।

৬। ধ্যান করিব ;—আমাদের প্রভু তাঁহার বিশ্বস্ত শিষ্যবর্গের মধ্যে আছেন ; তাঁহাদের দিকে তাঁহার অন্তরের কেমন **জ্বলন্ত** প্রেম! তাঁহারাইত এই মহা মণ্ডলীর আদি ; এই **মণ্ডলীই** জগতের শেষ পর্য্যন্ত পরিত্রাণের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যাইতে থাকিবেন। কেমন কোমল মধুর অনুরাগের সহিত যেশু তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করেন, এবং তাঁহারা যেন পবিত্রীকৃত হন, আর মানবের প্রতি তাঁহার নিজের যে দয়া, যেন সেই দয়ারই **যোগ্য যন্ত্র স্বরূপ** তাঁহারা হইতে পারেন, এইজন্য তিনি কেমন প্রার্থনা করেন। ঠিক সেইভাবেই তিনি আমাদেরও প্রতি কেমন দৃষ্টি করেন, আমাদের এই ক্ষুদ্রদলকে এই দেশে তাঁহার কার্য্যের জন্য মনোনীত করিয়া আহ্বান করিয়াছেন। আমরা যে আমাদের নিজেকে পবিত্রীকৃত করিতেছি, ইহা দেখিতে তিনি কেমন আকাঙ্ক্ষা করেন! মানব আত্মা-সমূহের পরিত্রাণের উপযুক্ত যন্ত্র হইতে চেষ্টা করার জন্য আমাদিগকে পুরস্কার দিবার জন্য তিনি কেমন অধীর। আমাদেরত উচিত যে, আমরাও যেন তাঁহারই ইচ্ছানুবর্ত্তী হইয়া কাজ করি ; আর তিনি যে সকল কৃপা দান

করিতে ব্যাকুল, সেই সকল কৃপার বিঘ্নকর সমস্তই বিদূরিত করিয়া দিতে চেষ্টা করাত আমাদের উচিত!

৭। ধ্যান করিব ;—আমাদের প্রভু আনন্দ ও গৌরবের উজ্জ্বল প্রভায় স্বর্গে আরোহণ করিতেছেন। তাঁহার যত পরিশ্রম ও দুঃখভোগ সকলই শেষ হইয়াছে। বেথ্‌লেহেমে তাঁহার হেয় দৈন্যতা, নাজারেথে তাঁহার শ্রমশীল অজ্ঞাত জীবন, মানব আত্মার জন্য তাঁহার কঠোর পরিশ্রম, কালবারীতে তাঁহার প্রতি মহা অত্যাচার ও তাঁহার তীব্র যন্ত্রণাসমূহ আর তাঁহার স্বর্গস্থ পিতার জন্য তাঁহার কৃত কার্য্যসমূহের মধুর স্মৃতি লইয়াই যিহুদিরা ও গালিল প্রদেশ এখন কেবল রহিল। তাঁহার সমস্ত ক্লেশও পরীক্ষা শেষ হইল, আর অনন্ত কালীন অসীম সুখ আরম্ভ হইল।

৮। পরিশেষে, ভক্তির সহিত এই বিষয় যেশুর সঙ্গে আলাপ করিব।

২৯১। আমাদের প্রভুর স্বর্গারোহণ।

(২য় ধ্যান)

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঘটনাটি দেখিব ; "এই কথা বলিয়া তিনি দেখিতে দেখিতে ঊর্দ্ধে উত্থান করিলেন ; এবং একখানি মেঘ তাঁহাকে তাঁহাদের দৃষ্টি হইতে অন্তর্হিত করিল। এবং তিনি যখন স্বর্গে গমন করিতেছিলেন, তখন তাঁহারা তাঁহার দিকে নিরীক্ষণ করিতে থাকিলে, দেখ, শুক্লবস্ত্রধারী দুই পুরুষ তাঁহাদের নিকটে দণ্ডায়মান হইলেন ; ও কহিলেন, হে গালিলীয়ার লোকগণ, কেন তোমরা আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছ ? এই

যে যেশু তোমাদের নিকট হইতে অধিনীত হইলেন, তাঁহাকে যেরূপে তোমরা আকাশে যাইতে দেখিলে, সেইরূপে তিনি আসিবেন।" (প্রে, ক্রি, বি, ১ ; ৯—১১)।

৪। নম্র অন্তরে যেশুর নিকট প্রার্থনা করিব, তিনি যেন আমার অন্তরে তাঁহার সেবার কার্য্যের জন্য জ্বলন্ত আগ্রহ উদ্দীপিত করিয়া দেন।

৫। ধ্যান করিয়া মনে মনে দেখিব ;—যেশু কেমন সুখ-গৌরব-প্রভায় বেষ্টিতহইয়া স্বর্গারোহণ করিতেছেন ; আর তিনি কি রকম পথ দিয়া ইহাতে উপস্থিত হইলেন, তাহাই চিন্তা করিব। পবিত্র-আত্মা বাইবেলে আমাদিগকে এই কথা বলেন, "তিনি আপনাকে অবনত করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত ক্রুশীয়মৃত্যু পর্য্যন্তই আজ্ঞাবহ হইলেন। এই কারণ ঈশ্বরই তাঁহাকে অতিশয় উচ্চ পদান্বিত করিলেন, এবং যাবতীয় নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নাম তাঁহাকে দান করিলেন।" (ফিলি ২ ; ৮, ৯)। এইরূপে **তাঁহার** সুখ ও গৌরবের অংশ লাভ করিবার পথ তিনি আমাদিগকে দেখান। যতদূর ঘনিষ্ঠভাবে আমরা তাঁহার অনুগমন করিব, ততদূর অধিক পরিমাণে আমরা এই অংশ লাভ করিতেও সক্ষম হইব। আমি অবশ্যই তাঁহার অনুগমন করিব ; প্রথমতঃ **অবনতভাব** দ্বারা ; ঈশ্বরের অসীম **মহিমার** সম্মুখে আমি নিজে যে কিছুই নই, ইহা বুঝিয়া ও ছোট হইয়া এবং ছোটর মতই ব্যবহার পাইতে ইচ্ছুক হইয়া, আমার নিজের জাগতিক স্বার্থ ও সুবিধাগুলি **বলি** দিয়া যখন আমি আমার ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তার গৌরব বিস্তার করিতে পারি, তখন ঐ সমস্ত জাগতিক সুখ সুবিধাকে **অসার অকর্ম্মণ্য** গণ্য করিয়া আমি দীন ও অবনতভাবই অবলম্বনই করিব। দ্বিতীয়তঃ, মৃত্যু পর্য্যন্ত **আজ্ঞাবহ** হইয়া, এমন কি, ক্রুশীয় মৃত্যু পর্য্যন্ত আজ্ঞাবহ হইয়া, আমাদের প্রভু মানুষ হইয়া তাঁহার স্বর্গস্থ পিতারই **ইচ্ছা** সাধন করিতে ও ঈশ্বরের সামান্য ক্ষুদ্র অভিপ্রায়টি

পর্য্যন্ত সিদ্ধ করিতে, যে কোন রকমের ত্যাগস্বীকার করাকে বড়ই বেশী কিম্বা অতিশয় কষ্টকর বলিয়া গণ্য করেন নাই। ঈশ্বর আমাদের **দুর্ব্বলতা** জানেন বলিয়াই, তাঁহার পুত্র ঈশ্বর যেশুর কাছে যে রকম ত্যাগস্বীকার দাবী করিয়াছিলেন, আমাদের কাছে তেমন চান না। তথাপি আমরা যদি সত্য সত্যই বিশ্বস্তভাবে তাঁহার সেবার কার্য্য করিতে চাই, এবং পবিত্রগণের **গৌরব মুকুট** লাভ করিতে চাই, তবে আমাদেরও **আত্মত্যাগের** জীবন যাপন করিতে হইবে; আমাদেরও নিজের স্বার্থ ও ইচ্ছা ত্যাগ করিতে হইবে; আমাদের নিজের মত, আমাদের সুখ, স্বচ্ছন্দতা প্রভৃতি সমস্ত ত্যাগ করিতে হইবে। ইহাই যে আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য ও ইহাই করা যে, আমাদের পক্ষে উপযুক্ত ও মহা হিতকর তাহাই চিন্তা করিব।

৬। ধ্যান করিব;—প্রেরিতগণ কেমন ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া চাহিয়া যেশুর স্বর্গারোহণ দেখিতেছেন, তাঁহাদের অন্তর ও অন্তরের সমস্ত বাসনাও যেন যেশুর সঙ্গে সঙ্গে অনুগমন করিতেছে। যেশুর সুখের **অংশভাগী** হইবার জন্য তাঁহাদের কেমন আকাঙ্ক্ষা; কিন্তু স্বর্গদূত আসিয়া তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া কহিলেন, তখন তাঁহাদের বৃথা আকাঙ্ক্ষারই সময় নয়; কার্য্য করিবার সময়। আমাদের প্রভু তাঁহাদের উপর যে পবিত্র কার্য্য সম্পন্নের ভার অর্পণ করিয়াছেন, তাহাই সাধন করিতে হইবে; জাগতিক বিষয়ে অন্তরকে **অনাসক্ত** করিয়া মানব-আত্মাসমূহের পবিত্রতা সাধনের জন্য নিজদেরে **পবিত্র** করিয়া জীবন যাপন করিতে হইবে। তাহার পর, আমাদের প্রভু আসিয়া তাঁহাদিগকে নিজের কাছে লইয়া গিয়া তাঁহার **স্বর্গীয় রাজ্যের** অংশ দিবেন। এই রকম আমাদেরেও তিনি দিবেন। অবশ্য আমরা স্বর্গের উত্তমস্থান ও পবিত্র ব্যক্তিগণের **মুকুট** লাভের জন্য আমরা ইচ্ছা করি বটে, কিন্তু বৃথা ইচ্ছা করিলেই যথেষ্ট হইবে না। ইহার

জন্য আমাদের কাজ অবশ্যই করিতে হইবে। প্রভু আমাদেরে যে কার্য্যভার দিয়াছেন, মন-প্রাণ সহকারে তাহা সম্পন্ন করিতে হইবে; তাহারপর আমরাও একদিন অতুলনীয় আনন্দের সহিত দেখিব, তিনি আসিয়া আমাদিগকে তাঁহারই কাছে লইয়া গিয়া আমাদিগকে অনন্ত সুখের অধিকারী করিবেন।

৭। পরিশেষে, এই বিষয়ে ভক্তিভরে যেশুর সহিত আলাপ করিব।

২৯২। আমাদের প্রভুর সঙ্গে পবিত্র ধার্ম্মিক আত্মাগণও স্বর্গারোহণ করে।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চহিব।

৩। মনে মনে ধ্যান করিয়া দেখিব, শাস্ত্রের কথা মত যে সকল আত্মার জন্য আমাদের প্রভু স্বর্গের দ্বার খুলিয়া দিয়াছিলেন, সেই অসংখ্য অসংখ্য বিজয়-সঙ্গীত-গানকারী আত্মাগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আমাদের প্রভু স্বর্গে আরোহণ করিতেছেন।

৪। নম্র অন্তরে আমাদের প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিব, তিনি যেন আমার অন্তরে তাঁহার সেবার জন্য মহা উৎসাহ ও সাহস উদ্দীপিত করিয়া দেন।

৫। ধ্যান করিব;—ঐ পবিত্র আত্মাগুলি কেমন আগ্রহ ও ব্যাকুলতার সহিত অনন্ত সুখে প্রবেশ করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলেন। অনেকেই তাঁহাদের যথাশক্তি ঈশ্বরের সেবা করিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের আদি পিতা মাতা জনিত মূল পাপের জন্য তাঁহাদের কাছে স্বর্গের

দ্বার রুদ্ধ ছিল। এখন ইহা সকলের জন্যই খোলা হইয়াছে; কিন্তু হায়! ঈশ্বরের সেবায় অবহেলার ভাবের জন্য যে সকল অসংখ্য অসংখ্য লোক পাপ করিয়াও সেই পাপের যোগ্য প্রায়শ্চিত্ত না করার জন্য সেই দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে পারিবেনা, তাহাদের কি তীব্র যাতনাই না হইবে! এই চিন্তাতে নিশ্চয়ই আমাদের সাবধান হওয়া উচিত, যেন আমরা ভাবিয়া চিন্তিয়া অবহেলার ভাবে কোন পাপ না করি। জীবনে আমরা যে পাপ করিয়া ঈশ্বরের কাছে অপরাধী হইয়াছি, আমাদের সেই সকল পাপ মোচনের ও পাপের ঋণ পরিশোধের যে উপায় ঈশ্বর আমাদিগকে দিয়াছেন, তৎপরতার সহিত অধ্যবসায়ী হইয়া সেই উপায়টি অবলম্বন করিয়া চলিতেই আমরা দৃঢ়সঙ্কল্প হইব।

৬। ধ্যান করিব;—যেশু তাঁহাদের মুক্তির জন্য যাহা করিয়াছেন, তাঁহাদের জন্য কেমন মহার্ঘ্য মূল্য তাঁহাকে দিতে হইয়াছে, ঐ পবিত্র আত্মাগুলি তাঁহাদের মহা আনন্দের মধ্যেও তাহা ভুলেন নাই। যেশুর প্রতি তাঁহাদের অন্তর কেমন কৃতজ্ঞতায় পরিপ্লাবিত হইয়া গিয়াছিল; কেমন পরম-উল্লাসে জ্বলন্ত আগ্রহভরে তাঁহারা তাঁহার ধন্যবাদ ও প্রশংসা গান করিতেছিল। আমরা যদিও পূর্ব্বে অনেক পাপ করিয়াছি, তথাপি আমাদেরও জন্য স্বর্গের দ্বার খোলা আছে। আমরা নরকযোগ্য হইলেও কত সহজে আমাদিগকে পাপের ক্ষমা দান করা হইয়াছে, কত সহজে ঈশ্বরের ন্যায়-বিচারও সন্তুষ্ট হইয়াছে। এখন আমাদের পাপের ঋণ-দায় বিদূরিত করা হইয়াছে, আমরা যেন প্রতিদিন নূতন নূতন পুণ্য ও যোগ্যতায় স্বর্গের যোগ্য হইতে পারি। এই নিরাপদ অবস্থা লাভের জন্য আমাদের প্রভুকে কেমন মহা ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছে, তাহা আমরা কখনও চিন্তা করি কি? বোধ হয় না! তাহা হইলে, পরিত্রাণের এই অশেষ মঙ্গল হাতের কাছে পাইয়াও এমন অকৃতজ্ঞ হইতাম না!

৭। ধ্যান করিব ;—ঐ সকল পবিত্র আত্মাগুলি তাঁহাদের ত্রাণকর্ত্তার প্রতি কেমন কৃতজ্ঞ। আর ইহাও চিন্তা করিব, ঈশ্বরের সন্তানগণ ও তাঁহার সেবাকার্য্যে নিয়োজিত ব্যক্তিগণও কেমন বিজয়-উল্লাস করিবে। তাহাদের পরিশ্রমে, দুঃখভোগে ও প্রার্থনায় ঈশ্বরের সাহায্য বলে, যে সকল আত্মাকে তাহারা মন্দ পথ হইতে সরাইয়া স্বর্গের পথে আনে, পবিত্র জীবনযাপন ও শিক্ষা দ্বারা তাহারা ঈশ্বরের হাতের পরিত্রাণের যন্ত্র হইয়া যাহাদের অন্তরে ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও ভক্তি উদ্দীপিত করিয়া অনন্ত-সুখে লইয়া যায়, সেই পরিত্রাণ প্রাপ্ত লোকদের কৃতজ্ঞতায় তাহারাও একদিন মহা আনন্দ লাভ করিবে; এবং তাহাদেরই দ্বারা নিজেদেরও অনন্ত পরম মঙ্গল শতগুণ বৃদ্ধি করিবে। নিয়ত এই চিন্তাটিই আমাদের আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য উৎসাহ দেয় না কি ?

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে যেশুর সহিত ভক্তিভরে আলাপ করিব !

২৯৩। বিজয় উল্লাসে প্রভু যেশুর স্বর্গে প্রবেশ।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে দেখিব, যেশু স্বর্গে প্রবেশ করিয়া তাঁহার পরিশ্রম ও দুঃখভোগের ফলগুলি স্বর্গস্থ পিতার কাছে অর্পণ করিতেছেন।

৪। নম্র অন্তরে যেশুর নিকট প্রার্থনা করিব, তিনি যেন, ঈশ্বরের সেবা কার্য্যের জন্য আমার অন্তরে জ্বলন্ত আগ্রহ, উদ্যম ও সাহস বৃদ্ধি করিয়া দেন।

৫। ধ্যান করিব;—যেশু তাঁহার স্বর্গস্থ পিতার নিকট তাঁহার জীবন ও দুঃখভোগের অতি সুন্দর মহৎ ফলগুলি কেমন উৎসর্গ করিতেছেন! পাপের **প্রায়শ্চিত্ত** সাধিত হইয়াছে, ঈশ্বরের অসীম ন্যায় শান্ত হইয়াছে; মানবজাতি তাহার সৃষ্টিকর্ত্তার সহিত বন্ধুত্বে **পুনর্মিলিত** হইয়াছে; **অনন্তকাল** যাহারা ঈশ্বরের গৌরব করিবে এমন লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি জনের জন্য, স্বর্গদ্বার মুক্ত! এখন হইতে সহস্র সহস্র পবিত্র লোকের আত্মা অতি আশ্চর্য্যভাবে যে সকল **পুণ্যপ্রভায়** সুসজ্জিত হইবে, তাহাতে তাহারা ঐশ্বরিক সিদ্ধতায় জ্যোতিস্মান হইয়া উঠিবে। অশেষ, দুঃখ-কষ্টভোগের ক্ষতিপুরণ স্বরূপ পিতা ঈশ্বর মনুষ্য যেশুকে তাঁহার দক্ষিণে অবস্থাপিত করিলেন; ইহার অর্থই এই; সুখ ও গৌরবে তাঁহাকে সকল সৃষ্ট প্রাণী হইতে ঊর্দ্ধে ও উন্নত-আসনে উপবেশন করাইলেন। চিন্তা করিয়া দেখিব, আমরাও যদি যেশুর পদ চিহ্নে চলিয়া তাঁহারই অনুগমন করি, আমরা প্রত্যেকেই যদি এই কথা বলিতে পারি, "পিতা, তুমি যে কার্য্যভারটি আমায় দিয়াছিলে, তাহা সম্পন্ন করিয়াছি" তবে প্রচুর যোগ্যতা ও পুণ্যের ফলে পরিপূর্ণ হইয়া আমাদের স্বর্গস্থ পিতার কাছে, আমাদের নিজেদেরে উপস্থিত করিয়া পরম সুখের আস্বাদন লাভ করিতে পারিব। এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে, এখন হইতেই ঈশ্বরের মঙ্গলময় ইচ্ছাকেই আমাদের সমস্ত কার্য্যের নিয়ম ও বিধি করিয়া লইতে হইবে।

৬। ধ্যান করিব;—আমাদের প্রভু মানুষ হইয়াও কিরূপে তাঁহার স্বর্গস্থ পিতা দ্বারা স্বর্গ ও পৃথিবীর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন,—কেবল জগতের শাসন কর্ত্তাই নন, কিন্তু সমগ্র মানবজাতির বিচারকর্ত্তা হইলেন; এখন যেশু দয়া ও করুণায় পরিপূর্ণ; তাঁহার প্রীতি ও পুণ্য-রত্নের ভাণ্ডার, আমাদের জন্য খুলিয়া দিয়াছেন, আমরা যেন কেবল পাপের সম্পূর্ণ

ক্ষমা লাভই নয়, কিন্তু আমাদিগকে পবিত্রীকরণের জন্য ও তাঁহারই জন্য মানব-আত্মাসকলকে লাভ করিবার সকল রকম উপায়ই পাই। অন্য অন্য লোক সকলের পরিত্রাণ সাধনের মহাশক্তি আমাদের হাতে বাস্তবিকই তিনি ত সমর্পণ করিয়াছেন। তবে যখন আমাদিগকে আমাদের বিচারকর্ত্তার সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইবে, তখন আমাদের কি ভাব হইবে! চিন্তা করিব। তিনি আমাদিগকে যে দয়া ও কৃপারাশি দান করিয়াছেন, যত্নপূর্ব্বক তাহা ব্যবহার করিতে আমরা পারিয়াছি কি? যে সকল আত্মার পরিত্রাণ আমাদের উপর নির্ভর করে, আমাদের আগ্রহ ও উদ্যমের অভাবে তাহাদিগকে হারাইয়া ফেলিয়াছি কি?

৭। পরিশেষে, এই বিষয়ে যেশুর সহিত ভক্তিভরে আলাপ করিব।

২৯৪। যেশুর স্বর্গারোহণের ফল।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে দেখিব; আমার প্রভু স্বর্গ হইতে আমাদিগকে প্রেমভরে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহারই পদচিহ্ন ধরিয়া তাঁহার অনুগমন করিতে ডাকিতেছেন, যেন আমরাও ইহার পরে তাঁহারই সুখ ও গৌরবের অংশভাগী হই।

৪। নম্র অন্তরে যেশুর কাছে এই প্রার্থনা করিব, যেন তিনি আমার অন্তরে অত্যন্ত আগ্রহ ও উদ্যমের সহিত তাঁহারই সেবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প উদ্দীপিত করিয়া দেন।

৫। ধ্যান করিব ;—প্রভুর স্বর্গারোহণের **প্রথম** ফল এই ;—এখন সকলেরই জন্য স্বর্গ উন্মুক্ত। আমাদের প্রভুর স্বর্গারোহণের পূর্ব্বে, এমন কি, অতি পবিত্র যোহান বাপ্তিষ্টা এবং পবিত্র যোসেফও তথায় প্রবেশ করিতে পারেন নাই। আমাদের জীবনের অপরাধসমূহ পূর্ব্বে যদিও সর্ব্বদাই অতি গুরুতর হইয়াছিল,তথাপি আমাদের **ত্রাণকর্ত্তার** পুণ্যবলে, এখন আমরা সত্বর অনন্তসুখে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারি। আমাদের প্রভু এইজন্য আমাদের হাতে যে সমস্ত উপায় দিয়াছেন, সেই উপায়গুলি যত্ন ও উদ্যমের সহিত ব্যবহারের জন্য আমাদের অন্তরকে এই চিন্তায় উজ্জীবিত করিয়া তুলা উচিত। যাহাতে মানুষকে সুখী করে, যাহা অতি সুন্দর ও মনোরম, সেই সমস্ত বস্তু যদি মানুষের হাতের কাছে রাখা যায়, তবে তাহা লাভ করিবার জন্য মানুষ কেমন ব্যাকুল হইয়া উঠিবে! এবং এই আশীর্ব্বাদ লাভের জন্য যেরকম কষ্টই তাহাকে ভোগ করিতে হউক না কেন, সেই কষ্টকে সে কেমন সামান্য মনে করিবে! কিন্তু জগতের এই সমস্তত অতি অসার ও অল্পকালস্থায়ী! আমাদের প্রভু যে অসীম সুখ ও অতুলনীয় গৌরবময় গৃহে নিমন্ত্রণ করিতেছেন, যেস্থানে প্রবেশ লাভের অধিকার আমাদিগকে তিনি এত সহজ করিয়া দিয়াছেন, তাহার তুলনায় জগতের এই সমস্ত ত কেবল একটি ক্ষীণ ছায়া মাত্র। পাপ যেন আমাকে স্বর্গ হইতে কখনও দূরে না রাখে, অথবা যাহাতে স্বর্গে প্রবেশের বিলম্ব না ঘটায়, এই জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করিব না কি?

৬। ধ্যান করিব ;—আমাদের প্রভুর স্বর্গারোহণের **দ্বিতীয়** ফল এই ; তিনি আমাদের জন্য একটি **স্থান** প্রস্তুত করিতেছেন ; এই রকমে তিনি আমার সমস্ত কার্য্যের প্রতিও দৃষ্টি রাখিতেছেন। আমি যদি কৃপার অবস্থায় থাকি, তবে আমার প্রত্যেকটি সৎকার্য্য

দ্বারাই তিনি আমার জন্য এক একটি উন্নত পরিমাণের সুখ প্রস্তুত করেন। আমার যে যে **চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষায়** আমার অন্তরকে তাঁহার দিকে তুলিয়া ধরি, তাহার প্রত্যেকটি তিনি আমারই হিত ও সুবিধার জন্য **চিহ্ন** দিয়া রাখেন। আমার যে যে **কথায়** তাঁহার প্রশংসা হইয়া থাকে তাহার প্রতিটি কথা, তাঁহার জন্য আমি যে যে কার্য্য করি তাহা ক্ষুদ্রই হউক, আর বড়ই হউক, প্রতিটি **কার্য্য,** আর আমি যতবার তাঁহারই জন্য **আত্ম-জয়ী** হই, সেই সমস্তের কোন একটিও তাঁহার অগোচর থাকে না। এই চিন্তাটি দ্বারা সত্য সত্যই আমাকে সাহস ও সান্ত্বনায় পূর্ণ করিয়া আমার জীবনের প্রতিটি দৈনিক ক্ষুদ্র কার্য্যকেও পবিত্র করিয়া লওয়া উচিত।

৭। আমাদের প্রভুর স্বর্গারোহণের **তৃতীয়** ফল এই ঃ—স্বর্গে আমাদের পক্ষে এখন একজন পরম প্রেমময় ও সর্ব্বশক্তিমান সাধ্য-সাধনাকারী আছেন ; তিনি তাঁহার স্বর্গস্থ পিতার কাছে আমাদের জন্য নিয়ত সাধ্যসাধনা করিতেছেন। আমাদের পাপসমূহের **ক্ষমার** জন্য তিনি মিনতি করেন, আমাদের আত্মার শত্রুকে জয় করিবার **শক্তির** জন্য যে কৃপার প্রয়োজন, পুণ্য ও পবিত্রতায় প্রতিদিন **অগ্রসর** ও **উন্নত** হইবার জন্য যাহা যাহা আবশ্যক, তাহার জন্য তিনি নিয়ত যাচ্ঞা করিতেছেন। তবে আমাদের আর কি ভয়ের কোন কারণ আছে? আমার সম্মুখে যে কোন বাধা বিঘ্নই উপস্থিত হউক না কেন, যেশুই আমার পক্ষ সমর্থনকারী, আমার জন্য সাধ্য-সাধনাকারী ও আমার রক্ষকারী।

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে অতি ভক্তির সহিত যেশুর সঙ্গে আলাপ করিব।

২৯৫। স্বর্গের জন্য প্রস্তুতি।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে দেখিব, আমাদের প্রভু কেমন স্নেহভরে তাঁহারই পদচিহ্নে আমাকে চলিতে বলিতেছেন, যেন আমিও আমাকে স্বর্গের যোগ্য করিয়া লইতে পারি।

৪। নম্রঅন্তরে যেশুর নিকট প্রার্থনা করিব, তিনি যেন আমার অন্তরে বিশ্বস্তভাবে ও সৎসাহস ও উদ্যমের সহিত তাঁহারই সেবা করিবার একটি দৃঢ়সঙ্কল্প উদ্দীপিত করিয়া দেন।

৫। ধ্যান করিব ;—স্বর্গের জন্য আমাদের **প্রথম** প্রস্তুতি এই যে, আমাদের বিবেককে মহা নির্ম্মলতা লাভের দিকেই নিয়মিত করিতে হইবে। ঈশ্বরের আত্মাই আমাদিগকে সাবধান করিয়া দেন যে, অশুচি ও মন্দ কিছুই স্বর্গের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। অতএব আমি যে পাপ করিয়াছি, সেই পাপের প্রত্যেকটি দাগ আমার আত্মা হইতে মুছিয়া তুলিয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। একাগ্রমনে **সাক্রামেন্ত** ব্যবহারে, এবং এই জীবনে ঈশ্বরের হাত হইতে যে কোনরূপ **দুঃখ কষ্টই** আমার উপর আসুক না কেন, গভীর **অবনতভাবে** তাহা **গ্রহণে** প্রস্তুত থাকায় ও ঈশ্বরের সেবায় **আগ্রহশীলতার** উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টায় সরল অনুতাপ প্রকাশ পায়। ঈশ্বর বাস্তবিকই এমন দয়াল ও কৃপাময় যে, তিনি আমাকে স্বর্গ হইতে বাহিরে রাখিয়া দণ্ড দিতে ইচ্ছা করেন না ; বরং দণ্ড হইতে নিস্তার পাইবার জন্য, আমার **আত্মাকে** নির্ম্মল ও শুচি করিতে, এবং যেসমস্ত বিষয় অনন্ত-সুখে প্রবেশের অধিকার লাভে আমার **বিলম্ব** ঘটায়, সেই সমস্ত বিষয় দূর করিয়া দিবার সমস্ত **উপায়ই**

আমাকে যোগাইয়া দিতে চান। ঈশ্বরের এমন অসীম কৃপা ও দয়া লাভের সুযোগ সুবিধা না ধরা আমার পক্ষে বড়ই নির্ব্বোধের কাজ করা হইবে!

৬। ধ্যান করিব, স্বর্গের জন্য **দ্বিতীয়** প্রস্তুতি;—যে সকল পুণ্যে আমাকে আমার ঈশ্বর ও ত্রাণকর্ত্তার, পবিত্রা মারীয়া ও স্বর্গদূতগণের এবং পবিত্র ব্যক্তিগণের সমাজের যোগ্য করে, সেইসকল পুণ্যে আমার আত্মাকে সুসজ্জিত করাই **দ্বিতীয়** প্রস্তুতি। আমার দৈনিক জীবনই আমাকে অবনতভাব, ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতা, প্রেম, বাধ্যতা, এবং ঈশ্বরের **পবিত্র-ইচ্ছার** বশবর্ত্তী হওয়ার অভ্যাস করিতে অসংখ্য অসংখ্য সুযোগ দিয়া থাকে; এই সমস্ত অতি যত্ন ও চেষ্টার সহিত আমার কাজে লাগান কর্ত্তব্য। এইরূপেই আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ গঠন করিয়া লইতে পারিব, আর প্রতিদিন আমাদিগকে ধন্য ও পবিত্রগণের সঙ্গ লাভের জন্য অধিক যোগ্য করিয়া তুলিতে পারিব।

৭। ধ্যান করিব, স্বর্গের জন্য তৃতীয় প্রস্তুতি ঃ—অধিকতর ঘনিষ্টভাবে ঈশ্বরের সহযোগ লাভের আকাঙ্ক্ষা করা তৃতীয় প্রস্তুতি। আমার চিন্তাগুলি সর্ব্বদাই **তাঁহার** দিকে রাখা, আর সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে এবং আমার জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনার মধ্যে **তাঁহাকেই** দেখা উচিত। আমার অন্তর হইতে যে অনুরাগের ভাবই উঠে, তাহা একমাত্র **ঈশ্বরেই** নিবদ্ধ রাখা কর্ত্তব্য। আমি আমার অন্তরের সমস্ত বাসনা ও আকাঙ্ক্ষাগুলি জাগতিক সমস্ত বিষয় হইতে **শুচি ও নির্ম্মল** করিয়া না লইলে, যত্ন ও সাবধানতার সহিত সর্ব্বপ্রকার **পাপ** পরিহার করিয়া না চলিলে, এবং আমার নিজেকে **পুণ্য** অভ্যাসে নিয়োজিত না রাখিলে, ঈশ্বরের সহিত এইরূপ **যোগ** লাভের আশাও করিতে পারি না। এই প্রস্তুতির জন্য আমার চেষ্টা, যত্ন যতদূর বাড়াইব, আমার অনন্ত-সুখও ততদূর ঠিক সেই পরিমাণে বাড়িবে।

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে যেশুর সহিত ভক্তিভরে আলাপ করিব।

২৯৬। স্বর্গের সুখ।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ধ্যান করিয়া দেখিব ;—"চক্ষু যাহা দেখে নাই, এবং কর্ণও শুনে নাই, এবং মনুষ্যের হৃদয়ে যাহা উঠে নাই, এমত যে যে বিষয় ঈশ্বর আপন প্রেমকারীদের নিমিত্ত প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাই—"। (১ করিন্থ, ২ ; ৯)।

৪। নম্র অন্তরে আমাদের প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিব, তিনি যেন আমার অন্তর হইতে যাবতীয় জাগতিক-ভাব অপসারিত করিয়া দেন, আর স্বর্গের বিষয়ে জ্বলন্ত ও কার্য্যশীল আকাঙ্ক্ষা জন্মাইয়া দেন।

৫। ধ্যান করিব ;—স্বর্গের গৌরব-প্রভা কেমন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ! পৃথিবীর সৌন্দর্য্যেই আমাদের চক্ষু কত বিমুগ্ধ হইয়া যায় ; কিন্তু ইহাত সেই **মহান্ রাজার** ভৃত্যগণের বাসস্থান মাত্র। তিনি তাঁহার বিরোধী শত্রুগণকেও এইখানে থাকিয়া পার্থিব সুখভোগ করিতে দেন। যেখানে **তাঁহার** নিজ প্রাসাদ, যেখানে তিনি তাঁহার সন্তানবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থিতি করেন, সেই স্থানের সৌন্দর্য্য যে, কত তাহা কেহ ধারণা করিতে পারে কি! পৃথিবীর রাজারা যদি তাহাদের রাজ-রাজপ্রাসাদগুলি এমনভাবে উঠাইতে পারে যে, তাহার শোভা দেখিয়া যদি চক্ষু ঝলসিয়া যায়, তবে যাঁহার ধনসম্পদ অক্ষয়, অপরিবর্ত্তনীয়, ও অসীম, যাঁহার জ্ঞানের সীমা নাই, তাঁহার সেই অমরপুরীর প্রাসাদ যে কেমন তাহা কি আমরা কল্পনা করিতে পারি! সেই পরম-রমণীয় সুন্দর প্রাসাদ যে, আমার স্বর্গস্থ পিতার ; আমি যদি তাঁহারই সন্তান হইয়া থাকি, তবে অল্পকাল পরেইত ঐ প্রাসাদ আমারও আবাস হইবে।

৬। ধ্যান করিব;—সেই স্বর্গীয় আবাসে কেমন নিরানন্দ-বিহীন অসীম সুখ। স্বর্গবাসীদের আনন্দে দুঃখের **ছায়ারও** লেশ মাত্র নাই; দুঃখ, কষ্ট, যাতনা, বেদনা মৃত্যু, উদ্বিগ্নতা ও চিন্তা প্রভৃতি যাহাতে এ জগতে আমাদের **জীবনকে** সদাসর্ব্বদা তিক্ত করিয়া তুলে, সেই সমস্ত কিছুই স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারে না। সমস্ত **আকাঙ্ক্ষা ও বাসনাই** যে সেখানে সম্পূর্ণভাবে পরিতৃপ্ত হইয়া যাইবে, কেবল তাহাই নয়; কিন্তু ঈশ্বর তাঁহার পবিত্র লোকদের আকাঙ্ক্ষাগুলির শক্তি ও গতি এমনিভাবে বৃদ্ধি করিবেন যে, সেইগুলি আর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত না হইয়া তাঁহাদের আনন্দকে আরো **ঘনীভূত** করিয়া দিবে। তাহা হইলে, বিশ্বস্তভাবে ঈশ্বরের সেবার কার্য্যে এখন আমার কাছে যে ত্যাগ-স্বীকারটুকু চায়, তাহার পরিবর্ত্তে আমি কেমন মহা পুরস্কার লাভ করিব।

৭। ধ্যান করিব;—স্বর্গবাসী ধন্য-ব্যক্তিগণের সঙ্গ-লাভের ফল কেমন মহা আনন্দময়! এমন কি, এই পৃথিবীতেও দেখা যায়, আমাদের যে সকল বন্ধুবান্ধব আমাদিগকে ভালবাসে, আমাদের সুখে-দুঃখে সহানুভুতি দেখায়, তাহারাও ত আমাদের জীবনে যেন একটা আনন্দময় আলো আনিয়া দেয়; কিন্তু যেশু ও তাঁহার মাতা মারীয়ার সন্মুখে আমাদের যে আনন্দ লাভ হইবে, তাহার সঙ্গে কি এই জগতের আনন্দের তুলনা হয়! স্বর্গের দূতগণ, পবিত্র ব্যক্তিগণ যেমন সদয়, পবিত্র ও আমাদের প্রতি তাঁহাদের যত প্রেম ও ভালবাসা, তাঁহাদের সেই সমাজের সঙ্গে পৃথিবীর বন্ধুবান্ধবদের কি তুলনা হইতে পারে? সেখানে আমাদের যে মহাসুখ বৃদ্ধি হইবে, তাহাতেই আমরাও তাঁহাদেরে ভালবাসিতে পারিব; সেইখানেই আমাদের প্রেম ও ভালবাসার আদান প্রদান হইবে।

৮। ধ্যান করিব;—সর্ব্ব-সৌন্দর্য্যের আকর, পবিত্রতা ও মঙ্গলময় ভাবের উৎস ঈশ্বরকে দেখিলে ও তাঁহাকে পাইলে, কেমন পরমানন্দ হয়!

আমি ঐ পরমানন্দ লাভেরই চেষ্টা করিব। ঐ আনন্দত অনন্তকাল স্থায়ী। পরকালের এমন চমৎকার সুখের আশায়, এই জীবনে এমন কোন দুঃখ, কষ্টও পরিশ্রম কিছু হইতে পারে কি, যাহা অম্লান-চিত্তে সহ্য করা না যায়!

৯। পরিশেষে,এই বিষয়ে অতি ভক্তিভরে যেশুর সহিত আলাপ করিব।

২৯৭। যেরুসালেমে প্রেরিতগণের প্রত্যাগমন ; মাথিয়াসের প্রেরিত পদ প্রাপ্তি।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে দেখিব ; আমাদের প্রভুর স্বর্গারোহণের পর প্রেরিতগণ যেরুসালেমে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহাদের ঈশ্বর প্রভুর সুখ ও গৌরবের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে তাঁহাদের অন্তর মহা আনন্দে পরিপূর্ণ। যখন তাঁহারা সকলে একত্র সমবেত হইলেন, তখন পবিত্র পেত্র সকলকে ইহাই দেখাইয়া দিলেন যে, যিহুদার শূন্য পদে প্রেরিতগণের সমাজে একজনকে অবস্থাপিত করা আবশ্যক। "এবং তাঁহারা দুইজনকে নির্দ্দিষ্ট করিলেন, অর্থাৎ যাহাকে বার্শাবা বলিত, ও যে ধার্ম্মিক উপাধি পাইয়াছিল, সেই যোসেফকে এবং মাথিয়াসকে। এবং এই বলিয়া প্রার্থনা করিলেন, হে প্রভো! তুমি ত সকলের অন্তর জান, তুমিই দেখাইয়া দেও, এই দুই জনের মধ্যে কাহাকে বরণ করিয়াছ। যিহুদা স্বস্থানে যাইবার জন্য যে যাজকত্ব ও প্রেরিতত্ব হইতে স্খলিত হইয়াছে, সেই যাজকত্বেরও প্রেরিতত্বের পদ কে প্রাপ্ত হইবে। এবং তাঁহারা তাঁহাদের ভাগ্য পরীক্ষা

করিলেন, এবং মাথিয়াসের ভাগে পড়িল ও তিনি একাদশ প্রেরিতের সহিত পরিগণিত হইলেন। (প্রে, ক্রি, বি, ১ ; ২৩—২৬)।

৪। নম্র অন্তরে আমাদের প্রভুর কাছে এই প্রার্থনা করিব, আমি আমার নিজের পবিত্রীকরণ ও অন্যের পরিত্রাণ সাধনের কার্য্যে নিযুক্ত থাকাকালে, তাঁহারই উপর আমার বিশ্বাস ও নির্ভর রাখিতে আমাকে যেন তিনি শিক্ষা দেন।

৫। ধ্যান করিব ;—প্রেরিতগণ কি ভাবে যেরুসালেমে ফিরিয়া আসিলেন। যেশু অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কাছে পবিত্র-আত্মাকে পাঠাইবেন ; পবিত্র-আত্মাই তাঁহাদিগকে সমস্ত সত্য শিক্ষা দিয়া ঊর্দ্ধ হইতে শক্তিবিশিষ্ট করিবেন ; এইজন্য তাঁহারা যেন নগরেই অপেক্ষা করিয়া থাকেন. এই আদেশও করিয়াছিলেন। ঊর্দ্ধ হইতে শক্তি ও জ্ঞানের আলোক লাভকরা তাঁহাদের যে কেমন **মহা আবশ্যক**, ইহা পূর্ব্বাপেক্ষা আরো অধিক স্পষ্টভাবে তাঁহারা বুঝিলেন। মানব-আত্মাগুলিকে **ঈশ্বরের** কাছে লইয়া যাইবার জন্য যে গুরুতর কার্য্যভার যেশু তাঁহাদের উপর দিয়া গিয়াছেন, সফলতার সহিত সেই কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য আবশ্যকীয় **পবিত্রতা** লাভ করিতে তাঁহারা নিজে কেমন **ক্ষমতাহীন**, ইহাও স্পষ্ট বুঝিলেন। যেশুর পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণ দ্বারাই তাঁহারা যেশুর **শক্তির** স্পষ্ট প্রমাণ পাইয়াছেন ; তাঁহারা যেশুর অঙ্গীকারে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়াছেন ; তিনিই যে, তাঁহাদের **রক্ষক** ও **আশ্রয়দাতা** ইহা নিশ্চয় বলিয়া বুঝিয়াছেন। তাঁহারা যখন যেরুসালেমে ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহাদের মনের ভাব এইরূপই ছিল। ঈশ্বর আমাদের হাতে যে কার্য্যভার দিয়াছেন, তাহা সম্পন্ন করা ও তাঁহার আহ্বানের উপযোগী হইবার জন্য আমাদের উপযুক্ত পবিত্রতা লাভ

করা যে, কেমন গুরুতর কার্য্য ইহা যদি আমরা অনুভব করিতে পারিতাম, তবে আমরা নিজেরাও যে ঐ রকমই কেমন একেবারে **শক্তিহীন** তাহাও বুঝিতাম; আর প্রেরিতগণের মত আমরাও আমাদের সমস্ত বিশ্বাস ও নির্ভর ঈশ্বরেরই সর্ব্বশক্তিমান **সাহায্যের** উপর রাখিয়া দিতাম। অতএব, আমি জ্ঞানের আলো ও শক্তি লাভের জন্য জ্বলন্ত আগ্রহের সহিত প্রার্থনা করিতে কখনও বিরত হইব না।

৬। ধ্যান করিব;—যিহুদা এমন বিবেচনা-শূন্য উৎপথগামীর মত যে পদ হারাইল, সেই পদে ঈশ্বর কেমন অন্য একজনকে মনোনীত করিলেন! সে যদিও দ্বাদশজনেরই একজন ছিল, তবু তাহার নিজেরই **দুষ্প্রবৃত্তির** বশীভূত হইয়া নিজের কেমন দুঃখজনক পতন ঘটাইল! তাহার **শেষগতি** কি ভীষণ! অতএব আমাদের প্রভু সচেতন থাকিতে ও প্রার্থনা করিতে যে বলেন, তাঁহার এই কথাটি বিশ্বস্তভাবে পালন করা যে, আমাদের নিতান্ত আবশ্যক, এই দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাই শিক্ষা করিব। যদিও তিনিই আমাদিগকে মনোনীত করিয়াছেন; আর বহুবিধ কৃপাও দান করিয়াছেন, তথাপি **প্রার্থনা করা** অবহেলা করিলে, এবং আমাদের রিপুগুলিকে বিনাশ না করিলে, আমরাও এই রকমে, আমাদের প্রাপ্ত কৃপাগুলি হইতে নিজেদেরে বঞ্চিত করিয়া ফেলিতে পারি। আমরা যে উচ্চপদে আহূত, তাহা হইতে এবং আমাদের ঈশ্বর প্রভুর নিকট হইতে বহুদূরে সরাইয়া নিয়া আমাদের পতন ঘটাইতে পারি।

৭। ধ্যান করিব;—ঈশ্বর যে, যোসেফ অপেক্ষা মাথিয়াসকে প্রেরিত পদের জন্য কিরূপে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রকাশ করিলেন। মাথিয়াস অতি সরলভাবে এবং অবনত অন্তরে এই নির্ব্বাচন গ্রহণ করিলেন; যোসেফও মনোনীত হইলেন না বলিয়া মনে কোন হিংসাভাব রাখিলেন না;

আর মনে দুঃখও হইতে দিলেন না। এই দুই জনের সুন্দর দৃষ্টান্ত হইতেই আমরা এই উত্তম শিক্ষা লাভ করি; ঈশ্বর যদি কোন সম্মানিত পদের জন্য আমাদিগকে মনোনীত করেন, তবে তাহা আমাদের কিভাবে গ্রহণকরা উচিত, আর ঈশ্বরের মঙ্গলময় ইচ্ছাতে যদি সেই পদ অতি নিম্ন শ্রেণীরও হয়, তবু তাহা গ্রহণে কেমন প্রস্তুত ও তৎপর থাকা উচিত!

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে যেশুর সহিত ভক্তিভরে আলাপ করিব।

২৯৮। প্রেরিতগণ পবিত্রাত্মা গ্রহণের জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত করেন।

(১ম ধ্যান)

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে দেখিব;—"ইহারা সকলে নারীগণের সহিত, যেশুর মাতা মারীয়ার সহিত ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের সহিত একচিত্তে প্রার্থনায় অধ্যবসায়ী রহিলেন।" (প্রে, ক্রি, বি, ১ ; ১৪)।

৪। নম্র অন্তরে আমাদের প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিব, তাঁহার স্বর্গীয় দানগুলিকে অতি মহামূল্য জ্ঞান করিয়া তাহাই লাভের জন্য আমার অন্তরে যেন জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা দেন।

৫। ধ্যান করিব;—আমাদের প্রভুর অঙ্গীকার অনুযায়ী পবিত্রাত্মা তাঁহাদিগকে যে স্বর্গীয় জ্ঞানালোক ও শক্তি ঊর্দ্ধ হইতে আনিয়া দিবেন, তাহাই লাভের জন্য প্রেরিতগণের কেমন জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা! তাঁহারা সেই দানসমূহের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব যে কত অধিক ইহা বেশ

হইলে, যদি আমরা পবিত্র ব্যক্তিগণের জ্ঞান শিক্ষা করিতে চাই, তবে উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিতে আমাদের দৃঢ়মনা হইতে হইবে। এই জানিতেন; পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান হইতেও ইহা যে অতি শ্রেষ্ঠ, এবং তাঁহাদের উপরে ন্যস্ত কার্য্যভার সুসম্পন্নের জন্য এই দান লাভ করা যে, তাঁহাদের অতি আবশ্যক ইহা তাঁহারা বিলক্ষণ বুঝিতেন। আমাদেরও এই স্বর্গীয় **জ্ঞান** ও **শক্তির** অভাব, আমাদেরও এই জগতেই থাকিতে হইবে, কিন্তু জগতের জন্য নয়। যদিও আমাদিগকে জগতে পাপের সংস্পর্শে পড়িতে হয়, তবু আমাদের অন্তরকে এমন নির্ম্মল-ভাবে রক্ষা করিতে হইবে যে, তাহাতে যেন পাপের কোন দাগ না লাগে। আমাদের কথা অপেক্ষা আমাদের দৃষ্টান্তও অন্য লোকের জীবনে স্বর্গীয় প্রভাব কম বিস্তার করে না। অন্যান্য লোক যেমন স্বভাবতঃ মন্দ প্রবৃত্তির অধীন, আমরা ঈশ্বরের পরিচর্য্যা কার্য্যে ব্রতী হইলেই যে, সেই মানব-স্বভাব শূন্য হই, তাহা নয়। আমরা কেবল ঐশ্বরিক সাহায্য দ্বারাই আমাদের প্রবৃত্তিগুলিকে বিচার-বুদ্ধির পরিমিত সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে পারি; আর আমরা ঈশ্বরের কার্য্যকারী বলিয়া ঈশ্বরের এই সাহায্যের উপর আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া থাকিতে পারি। তাঁহার কার্য্যের **সফলতার** সঙ্গে আমাদের অপেক্ষা তাঁহারই গভীর সম্বন্ধ।

৬। ধ্যান করিব;—প্রেরিতগণ কেমন নির্জ্জন স্থানে গিয়া পবিত্রাত্মার আগমনের জন্য নিজেদেরে প্রস্তুত করিতেছিলেন। যদিও কার্য্যবশতঃ নির্জ্জন স্থান ছাড়িয়া বহু লোকের মধ্যে আমাদের বাস করিতে হয়, তাহা হইলেও আমরা যদি ঐ স্বর্গীয় ঐশ্বরিক জ্ঞানের দানগুলি পাই, তবে আমাদেরও নির্জ্জনবাসীর মত ঈশ্বরেরই সঙ্গে এক-নিবিষ্ট হইয়া থাকিতে হইবে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মনের মধ্যে ঈশ্বরের বাণী শুনাযায় না। তাহা

প্রেরিতগণের মত আমাদেরও প্রভুর সহিত মনেপ্রাণে যোগ রাখিয়া চলিবার জন্য আমাদের আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে।

৭। ধ্যান করিব ;—যেশুর অঙ্গীকার পূর্ণ করিবার জন্য প্রেরিতগণ কেমন আগ্রহের সহিত প্রার্থনা করিয়াছিলেন! ঈশ্বরের দানগুলি তাঁহারা কেমন বুঝিয়াছিলেন। তাই ঐগুলির জন্য ব্যাকুল অন্তরে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এই সকল দানের মহিমা আমরা যদি অনুভব করিতাম, তবে আমরাও ঐগুলি চাইতাম; আর ঈশ্বর আমাদিগকেও যেন ঐ দানগুলি দেন, এইজন্য কত ব্যগ্রতা ও আগ্রহের সহিত ঈশ্বরের কাছে মিনতি করিতাম। ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই যদিও তাঁহার দান দিয়া থাকেন, তবু কিন্তু তাঁহার সাধারণ বিধানেই দেখা যায়, যাহারা তাঁহার দানের মূল্য বুঝে, ও তাহা লাভের জন্য ব্যাকুল চিত্তে প্রার্থনা করে, তিনি কেবল তাহাদিগকেই উহা দেন।

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে যেশুর সহিত ভক্তিভরে আলাপ করিব।

২৯৯। প্রেরিতগণ পবিত্রাত্মা গ্রহণের জন্য নিজেদেরে প্রস্তুত করেন।

(২য় ধ্যান)

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে প্রেরিতগণের প্রস্তুতি দেখিব।

৪। নম্র অন্তরে প্রভু যেশুর নিকট প্রার্থনা করিব, তিনি যেন আমার অন্তরে স্বর্গীয় দান গ্রহণের জন্য জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত করিয়া দেন।

৫। ধ্যান করিব;—লেখা আছে, "তাহারা প্রার্থনায় অধ্যবসায়ী রহিলেন।" তাঁহারা না পাওয়া পর্য্যন্ত সেই দানের জন্য ঈশ্বরের কাছে যাচ্ঞা ও প্রার্থনা করিতে থামিলেন না। তাঁহাদের ঈশ্বর প্রভুর এই অঙ্গীকার মনে রাখিয়াছিলেন, "যাচ্ঞা কর তোমরা পাইবে, দ্বারে আঘাত কর, তোমাদের জন্য দ্বার খোলা যাইবে।" যেবিষয়ের জন্য তাঁহাদের **অভাব** তাহা লাভ করিবার জন্য তাঁহারা দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন, এবং তাঁহাদের প্রার্থনা ঈশ্বর **না শুনা পর্য্যন্ত** তাঁহারা প্রার্থনা করিতে থাকিলেন। আমার প্রার্থনা কি এই রকম, আমি কি প্রার্থনায় এইরকম লাগিয়া থাকি? আমি প্রার্থনা করিয়া তখন তখনই কিছু না পাইলে, আমার বিশ্বাস ও নির্ভর যে একবারে নড়িয়া চড়িয়া যায়; ইহা আমি লক্ষ্য করি কি? ঈশ্বর যে আমার প্রার্থনার বস্তু দিতে বিলম্ব করেন, তাহার কারণ এই যে, তাঁহার দানের উচ্চ মূল্য না বুঝা পর্য্যন্ত ও তাঁহার অঙ্গীকারের উপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভর না দেখান পর্য্যন্ত তিনি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে বিরত থাকেন।

৬। ধ্যান করিব;—"তাঁহারা সকলে একচিত্তে প্রার্থনায় অধ্যবসায়ী রহিলেন।" এই কথাগুলির অর্থ কি? যদিও তাঁহাদের স্বভাব-প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন ছিল, এবং সামাজিক অবস্থাও একই রকম ছিলনা, তথাপি সকলেই একচিত্তে ছিলেন; তাঁহাদের অন্তর, তাঁহাদের প্রভুর দিকে, ও পরস্পরের সহিত প্রেমের এমন একযোগ ছিল যে, তাহাতেই যেশু তাঁহাদিগকে তাঁহার যথার্থ শিষ্যবর্গ বলিয়া জানিতে পারিতেন। তাঁহার সেবার কার্য্যে যাহারা পবিত্রীকৃত ও পৃথকীকৃত তাহাদিগকেও প্রেমে এইরূপ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত দেখিতে যেশু কেমন প্রীত হন! যাহারা বাস্তবিক এই পুণ্য অভ্যাস করে, তাহারাই যেশুর মনোনীত আশীর্ব্বাদ লাভ করিবে।

৭। ধ্যান করিব ;—তাঁহারা যেশুর মাতা মারীয়ার সঙ্গে কেমন প্রার্থনায় নিবিষ্ট রহিলেন। তাঁহাদের উপর মাতা মারীয়ার কত স্নেহ। তাঁহাদিগকে পবিত্রতায় অধিক উন্নত হইয়া ঈশ্বরের হাতের উপযুক্ত যন্ত্র হইয়া উঠিতে দেখিবার জন্য তাঁহারও অন্তরের কেমন জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা, এই বিষয়ে প্রেরিতগণের বিশেষ জ্ঞান ছিল। আর এইরকম তাঁহার ঈশ্বর পুত্রের কাছে, তাঁহার সাধ্যসাধনার যে আশ্চর্য্য শক্তি এই বিষয়ও প্রেরিতগণ জানিতেন। এই জন্যই প্রেরিতগণ, তাঁহাদের প্রার্থনায় যেশুর মাতা-মারীয়ার শক্তিশীল প্রার্থনায় যোগদিবার জন্য তাঁহাকেও ডাকিয়া আনেন। এই উদ্দেশ্য আমাকেও যেশুর মাতা মারীয়ার সাধ্যসাধনাকে আমার একটি উপায় বলিয়া ধরিতে প্রণোদিত করে না কি ? আমাকে পবিত্রীকৃত করিবার জন্য আমার সমস্ত চেষ্টার মধ্যে, আর তাঁহারই গৌরবের জন্য আমার দৈনিক কার্য্যে ও সর্ব্বপ্রকার উদ্যমের মধ্যেই ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ পাওয়াও আমার অতি আবশ্যক।

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে অতি ভক্তির সহিত যেশুর সঙ্গে আলাপ করিব।

৩০০। পবিত্রাত্মার অবতরণ।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঘটনাটি দেখিব ;—"এবং (পাস্খাপর্ব্বের পর) পঞ্চসপ্তম দিন পূর্ণ হইতে তাঁহারা সকলে একসময়ে সেই একই স্থানে ছিলেন ; এবং অকস্মাৎ আকাশ হইতে এক শব্দ হইল যেন প্রবল বায়ু আসিতেছে, এবং তাঁহারা যে গৃহে বসিয়াছিলেন, সেই সমস্ত গৃহ তাহাতে

পুরিল। এবং অগ্নির জিহ্বার ন্যায় পৃথক পৃথক জিহ্বা তাঁহাদের দৃষ্টি গোচর হইল, এবং এক একটি জিহ্বা তাঁহাদের এক একজনের উপর বসিল ; এবং সকলে পবিত্রাত্মায় পূর্ণ হইলেন, এবং পবিত্রাত্মা তাঁহাদিগকে যেরূপ কহিবার শক্তিদিলেন, তদনুসারে না না ভাষা বলিতে আরম্ভ করিলেন।" (প্রে, ক্রি, বি, ২ ; ১-৪)।

৪। নম্রভাবে আমাদের প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিব, তিনি যেন পবিত্রাত্মার দান লাভের জন্য, এবং দৃঢ়সঙ্কল্পের সহিত সেই দান ব্যবহারের জন্য আমার অন্তরে মহা আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত করিয়া দেন।

৫। ধ্যান করিব ;—প্রেরিতবর্গ ও শিষ্যগণের উপর পবিত্রাত্মা কেমন অকস্মাৎ অবতরণ করিলেন! দশদিন সময় ধরিয়া তাঁহারা অত্যন্ত আগ্রহ ও নম্রভাবে অধ্যবসায়ের সহিত প্রার্থনায় রত ছিলেন ; তাঁহাদের এই দৃঢ়তা ও অধ্যবসায় পূর্ণ বিশ্বাসের পুরস্কার তাঁহারা এখন প্রচুর পরিমাণে পাইলেন। এই অধ্যবসায়, ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতা-পূর্ণ প্রার্থনার অভাবে আমরা না জানি, কত রাশি রাশি কৃপা হারাইয়াছি ; আর নিরাশা ও নিরুৎসাহের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা একাগ্রতা ও আগ্রহভরে প্রার্থনা করিতে কেমন ক্ষান্ত হইয়াছি! অতএব, আমরা প্রেরিতগণের এই দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিব। নম্র অন্তরেও অধ্যবসায়ের সহিত আমাদের আত্মার মঙ্গলজনক যাহা কিছুর জন্য আমরা প্রার্থনা করি, ঈশ্বর আমাদের সেই প্রার্থনা নিশ্চয় শুনেন।

৬। ধ্যান করিব ;—প্রেরিতগণের উপর পবিত্রাত্মার অবতরণে তাঁহাদের আত্মায় সাধিত কার্য্য কেমন বাহিক-লক্ষণ দ্বারা প্রকাশ করে ;— সহসা প্রবল বায়ুর শব্দের মত একটা শব্দ আসিল, আর তাঁহাদের কাছে ভিন্ন ভিন্ন অগ্নিশিখার মত প্রকাশিত হইল ; বায়ু যেমন চারিদিক নির্ম্মল ও শীতল করে, পবিত্রাত্মার কৃপায়ও তেমনি প্রেরিতগণের অন্তরকে জাগতিক

সমস্ত বিষয়ের আসক্তি হইতে নির্ম্মল করিয়া অসার জাঁকজমকের বাসনা নিভাইয়া দিল। আগুন যেমন আলো ও উত্তাপ দেয়, তেমনি ঈশ্বরের আত্মা প্রেরিতগণের অন্তরকে জ্ঞানের আলোকে আলোকিত এবং ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় প্রেমভাবে উত্তপ্ত করিয়া দিলেন। তাহাতেই ঐশ্বরিক বিষয়সমূহ কেমন মূল্যবান, এবং জাগতিক বিষয় কেমন অসার, এই বিষয়ে তাঁহাদের পরিস্কার জ্ঞান জন্মিল; এবং ঈশ্বরকে পূর্ব্বাপেক্ষা আরো ভালরূপে তাঁহারা চিনিতে পারিলেন। তাহাতেই মানব-আত্মার পরিত্রাণ ও ঈশ্বরের গৌরবের জন্য, তাঁহাদের আপন আপন জীবন পাত করিতে তাঁহাদিগকে কেমন প্রবল অনুরাগী করিয়া তুলিল, মৃত্যু ভয়ও আর তাঁহাদের রহিলনা। পবিত্রাত্মার সেই দানগুলি কেমন মহামূল্য, আর সেই দানগুলি আমার নিজেরও কেমন আবশ্যক, ইহাই চিন্তা করিব। আমিও যদি প্রেরিতগণের মত প্রার্থনায়ই অধ্যবসায়ী হই, তবে আমিও সেই দানগুলি পাইব।

৭। পরিশেষে, এই বিষয়ে যেশুর সহিত ভক্তিভরে আলাপ করিব।

৩০১। প্রেরিতগণের উপর পবিত্রাত্মার অবতরণের ফলসমূহ।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ধ্যান করিয়া দেখিব;—"সকলে পবিত্রাত্মায় পরিপূর্ণ হইলেন, ও সাহসের সহিত, ঈশ্বরের বাক্য কহিতে লাগিলেল। এবং প্রেরিতগণ মহা বীরত্বের সহিত আমাদের প্রভু যেশু খ্রীস্তের পুনরুত্থানের

সাক্ষ্যদিতে থাকিলেন, ও তাহাদের সকলেতে মহা বর ছিল।" (প্রে, ক্রি, বি, ৪; ৩১, ৩৩)।

৪। নম্র অন্তরে প্রভুর নিকট এই প্রার্থনা করিব, তিনি যেন আমার অন্তরে পবিত্রাত্মার দানসমূহের জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রজ্বলিত করিয়া দেন।

৫। ধ্যান করিব ;—এতকাল প্রেরিতগণ অজ্ঞ, জালিয়া মাত্র ছিলেন। ইহারা প্রায়ই যেশুর শিক্ষার অর্থ ঠিকভাবে বুঝিতে পারিতেন না ; এখন তাঁহারা পবিত্রাত্মার দ্বারা জ্ঞানালোকে আলোকিত হইয়া জগতের আলোক হইয়া গেলেন। ঈশ্বর প্রেরিতগণকে যে স্বর্গীয় জ্ঞানালোক প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা পাওয়া এবং ঈশ্বরেরই আত্মাদ্বারা আলোকিত হওয়া, আমার জন্যও কম আবশ্যক নহে। আমার আত্মার মধ্যে পবিত্রাত্মার কার্য্য করণের যে সকল বাধা বিঘ্ন আছে, সেই সমস্ত দূর করিয়া দিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইব, এবং এইজন্য নম্র অন্তরে তাঁহারই সাহায্য প্রার্থনা করিব।

৬। ধ্যান করিব ;—পবিত্রাত্মা দ্বারা প্রেরিতগণের অন্তর কেমন রূপান্তরিত হইয়া গেল! এতকাল তাঁহারা জাগতিক বিষয়েই আসক্ত-ছিলেন ; পার্থিব ক্ষমতা, সম্মান, ও মহত্ত্ব প্রভৃতির আশা মনে রাখিতেন বলিয়া যেশু তাঁহাদেরে কয়েকবার তিরস্কারও করিয়াছেন ; পবিত্রাত্মার অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের জাগতিক সমস্ত আকাঙ্ক্ষা একেবারে থামিয়া গেল। জগতের মান সম্ভ্রম, ধন-সম্পদ প্রভৃতি তাঁহাদের অন্তরকে আর টানিয়া নিতে পারিল না। আমাদের প্রভুর জন্য দীনহীন ও লোকের অবজ্ঞাস্পদ হওয়া আর তাঁহারই সেবা-কার্য্যের জন্য যে কোন রকমের দুঃখ-ভোগ করিয়া নিজ নিজ জীবন পাত করাই হইল এখন তাঁহাদের জীবনের কার্য্য। আমাদের মনের গতি ও অবস্থা যদি এইরূপ হয়, তবে সত্য সত্যই আমরাও পবিত্রতার পথে যাইব ; তাহা হইলেই আমরা যে, মানব-আত্মার

মুক্তি সাধনের জন্য ঈশ্বরের হস্তের যোগ্য-যন্ত্রের মত হইতে পারিব এমন আশা করিতে পারি। আমার মনের গতি ও অবস্থা যেন এইরকমই হয়, এই কৃপা লাভের জন্য একাগ্রতা ও আগ্রহের সহিত প্রার্থনা করিব।

৭। ধ্যান করিব;—পবিত্রাত্মার অবতরণের পূর্ব্বে প্রেরিতগণের অন্তরে কেমন ভয় ছিল, কেমন সাহসের অভাব ছিল! গেৎশেমানীতে যখন যেশু বন্দী হইলেন, তখন তাঁহারা সকলেই ভয়ে কেমন পলাইয়া গিয়াছিলেন; পেত্র আবার কিছুক্ষণ পরে ভয়েত তাঁহার ঈশ্বর প্রভুকে অস্বীকারই করিলেন। প্রভুর দুঃখভোগের সময় প্রেরিতগণের প্রায় সকলেই তাঁহাকে ছাড়িয়া গিয়াছিলেন। যাহাই হউক, এখন তাঁহাদের অন্তর **ঈশ্বরপ্রেমে** উদ্দীপ্ত, তাঁহাদের জীবনের কোন স্থানেই আর একটুও ভয় দেখা যায় না; তাড়না, উৎপীড়ন, নির্য্যাতন, এমন কি, মৃত্যুও তাঁহাদের প্রৈরিতিক কার্য্য সাধনে বাধা দিয়া রাখিতে পারে না। আমার নিজের দুর্ব্বলতা এবং আমার সঙ্কল্প রক্ষাসাধনে আমি কেমন চঞ্চল মতি তাহাই চিন্তা করিয়া দেখিব। আমার কর্ত্তব্য সাধনের পথে সামান্য একটু বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইলেই আমাকে একেবারে চেষ্টা উদ্যম হীন করিয়া দেয় কি? অথবা আমি নিরাশার ভাবনায়ই অভিভূত ও হতাশ হইয়া পড়ি কি? আমার ব্যক্তিগত কোন ত্যাগস্বীকার পাছে করিতে হয়, এইজন্য আমি কি ভয় পাইনা? যদি এই রকম হয়, তবে আমার শক্তিলাভ করা কেমন অত্যন্ত আবশ্যক। অতএব নম্র অন্তরে অধ্যবসায়ের সহিত আমাদের প্রভুর কাছে এই শক্তিলাভের জন্য প্রার্থনা করিব।

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে যেশুর সহিত ভক্তিভরে আলাপ করিব।

৩০২। পবিত্রাত্মার দান—ঈশ্বর ভীতি।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ধ্যান করিয়া দেখিব ;—"এবং প্রেরিতগণ মহাবীরত্বের সহিত আমাদের প্রভু যেশু খ্রীস্তের পুনরুত্থানের সাক্ষ্য দিতে থাকিলেন, ও তাঁহাদের সকলেতে মহাবর ছিল।" (প্র, ক্রি, বি, ৪ ; ৩৩)।

৪। নম্র অন্তরে আমাদের প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিব, তিনি যেন পবিত্রাত্মার দান লাভের জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষায় আমার অন্তর অনুপ্রাণিত করিয়া দেন।

৫। ধ্যান করিব ;—পবিত্রাত্মা ঈশ্বর তাঁহার সন্তানগণকে **সাতটি** বর প্রদান করেন, যেন তাঁহারা ঈশ্বরের আজ্ঞা সকলই পালন করিতে পারে কেবল তাহাই নয়, কিন্তু বীরত্ব সহকারে পুণ্যকার্য্যও যেন সাধন করিতে পারে। অতএব, আমরা জীবনের পবিত্রতার বিষয় চিন্তা করিব। ঈশ্বর তাঁহার সন্তান ও সেবকগণের নিকট, যাহারা জগতে তাঁহারই প্রতিনিধি ও দূতগণের কাছে তাঁহাদের জীবনের যে পবিত্রতার আশা করেন! তাহা চিন্তা করিলেই ঐ স্বর্গীয় দান বা বরগুলি যে, কেমন মহা মূল্যবান ও সেইগুলির জন্য আমাদের কেমন মহা অভাব, তাহা আরো গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব। সেইগুলি না হইলে, আমরা জাগতিক বিষয়ে অনাসক্ত-জীবন যাপন করিতে পারি না, এবং ঈশ্বর প্রভুর কার্য্যে সৎসাহস ও ত্যাগস্বীকারের জীবন যাপন করিতেও পারিনা। অতএব, অতি ধৈর্য্যও অধ্যবসায়ের সহিত একাগ্র মনে ঐ দানগুলির জন্য প্রার্থনা করা আমাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য।

৬। ধ্যান করিব ;—ঐ সকল ঐশ্বরিক দানের প্রথমটি **ঈশ্বর-ভয়।** যিনি এমন মহান্, ও শক্তিমান্, মঙ্গলময় ও একমাত্র প্রেমের আধার, সেই ঈশ্বরের অসন্তোষের পবিত্র ভয়ের দান এই মানব-আত্মাকে অনুপ্রাণিত করিয়া দেয়। মনের উদ্বিগ্নতা ও কষ্ট থাকে না ; বরং এই ভয়ে পাপের ছায়া হইতে আর অসীম মহিমা ও মঙ্গলময় ঈশ্বরের অসন্তোষ জনক সামান্য একটি বিষয় হইতেও পশ্চাৎপদ করিয়া রাখে। এই সন্তানোচিত ঈশ্বরভয় বিবেকের নির্ম্মলতা প্রাপ্তির জন্য অতি সুফল-জনক উপায়। যিনি স্বয়ং নির্ম্মল ও পবিত্র তাঁহারই নিয়ত বাসের জন্য এই অন্তর নির্ম্মল ও পবিত্র হওয়া উচিত। যে সকল হস্ত প্রতিদিন স্বর্গীয় বলির নৈবেদ্য লইয়া নিত্যস্থায়ী পিতার দিকে উঠে, আর যে সকল হস্ত সেই বলি রূপে জীবন-খাদ্য বিশ্বাসীবর্গকে বিতরণ করে, সেই হস্তসকল কেমন নির্ম্মল ও পবিত্র হওয়া উচিত? যে সকল মুখ দিয়া সর্ব্বদা জগতের সর্ব্বত্রই ঈশ্বরের বাক্য বিস্তারিত হয়, সেই সকল মুখ কেমন নির্ম্মল থাকা কর্ত্তব্য। আমি আমার আত্ম পরীক্ষা করিয়া দেখিব, আমি কি পরিমাণে এই ঈশ্বর ভয় লাভ করিয়াছি? আমি প্রেরিতগণের মত ঈশ্বরজননী পবিত্রা মারীয়ার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া এই দানের জন্য আগ্রহ সহকারে প্রার্থনা করিব।

৭। ধ্যান করিব ;—এই ঈশ্বর ভয়ের দান বা বর কেমন করিয়া ঠিকভাবে বিবেকের নির্ম্মলতার দিকে লইয়া গিয়া একবারে মহাশান্তি ও নিরাপদ অবস্থা লাভের উপায় হইয়া পড়ে। এই বরই আমাদের আত্মার শত্রুর সমস্ত আক্রমণে আমাদের আত্মাকে অটল ও নিরুদ্বেগে রাখে ; কারণ আমরা জানি যে, আমরা ঈশ্বরকে ভয় করি বলিয়া এবং তাঁহার ভয়েতেই আমরা শান্তি পাই বলিয়া, আমরা ঈশ্বরের কাছে বিশ্বস্ত আছি। অতএব, পবিত্রাত্মার সহিত এই বিষয় আগ্রহের

সহিত আলাপ করিয়া এই মহামূল্য বর প্রদানের জন্য প্রার্থনা করিব।

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে ভক্তিভরে, যেশুর সহিত আলাপ করিব।

৩০৩। ভক্তির দান।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঘটনা দেখিব;—(পূর্ব্ব মত)।

৪। নম্র অন্তরে যেশুর কাছে প্রার্থনা করিব, তিনি এই ভক্তির দানে মহত্ত্ব আমাকে আরো উত্তমরূপে এমনভাবে বুঝাইয়া দিউন যে, ইহা লাভের জন্য আমার যেন ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা জন্মে।

৫। ধ্যান করিব;—এই ঈশ্বরভক্তির দানে অন্তর মধ্যে ঈশ্বরের ও ঈশ্বরেরই বিষয়সমূহের দিকে কেমন গভীর ও প্রেমপূর্ণ ভক্তির **উদ্দীপনা** করিয়া দেয়! ইহাতে ঈশ্বরকে সতত দণ্ড দিতে প্রস্তুত কঠোর-স্বভাব প্রভুর মত মানিতে নয়, কিন্তু গভীর প্রেম ও ভক্তির **যোগ্যপাত্র** সকলের **পরম পিতা** বলিয়া মানিতে শিখায়। ঈশ্বরভক্তি আমাদের মনকে ঈশ্বরের অসীম শক্তি, তাঁহার মহা আশ্চর্য্য জ্ঞান এবং আমাদের প্রতি তাঁহার যে নিরতিশয় প্রেম, সেই সমস্ত বিষয়ের দিকে লইয়া গিয়া আমাদের বিশ্বাস ও নির্ভর **বৃদ্ধি** করিয়া দেয়; ঈশ্বরের অসংখ্য অসংখ্য, রাশি রাশি আশীর্ব্বাদ সম্পূর্ণরূপে আমাদের **হৃদয়ঙ্গম** করাইয়া, ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও কৃতজ্ঞতায় আমাদের অন্তরকে পরিপ্লাবিত করিয়া দেয়। এই রকম

করিয়া ঈশ্বর ভক্তিতেই ঈশ্বরের সেবা-কার্য্যকে শান্তি ও আনন্দের কার্য্য করিয়া দেয়। আহা! ঈশ্বরের কার্য্যকারী ও সন্তানগণের পক্ষে তাহাদের পরীক্ষাকালে এই ঈশ্বর ভক্তির দান কেমন সান্ত্বনাজনক!

৬। ধ্যান করিব;—এই ঈশ্বর ভক্তির দান কেমন করিয়া মানব-আত্মাকে আশীর্ব্বাদ-যুক্ত করিয়া এমনভাবে অগ্রসর করিয়া লইয়া যায় যে, তাহাতে ঈশ্বরের মহৎ-উদ্দেশ্যই সর্ব্বদা অন্তরে লাগিয়া থাকে। ভক্তিমান **কর্ত্তব্য-পরায়ণ** পুত্র যেমন পিতার উদ্দেশ্য ও স্বার্থকেই নিজের বলিয়া জানে, আর সেই উদ্দেশ্য ও স্বার্থ-সাধনের যথাশক্তি চেষ্টাই তাহার ভক্তি-সঙ্গত কর্ত্তব্য বলিয়া জানে, মানব-আত্মাও তেমনি ঈশ্বরভক্তির **প্রভাবের** অধীনে, ঈশ্বরের উদ্দেশ্য ও স্বার্থকে নিজেরই বলিয়া জানে,—প্রেম ও সন্মান প্রভৃতি যাহা ঈশ্বর ভালবাসেন ও যাহার সন্মান দেন—যেমন, ধন্যা কুমারী, স্বর্গদূতগণ, পবিত্র ব্যক্তিবর্গ, মণ্ডলী ও মণ্ডলীর মঙ্গলজনক বিষয়সমূহ, দীন দরিদ্র ও নিরুপায় অনাথ লোক এবং যাহারা রোগ, শোক, দুঃখ, কষ্টভোগ করে, ঈশ্বরের প্রেমের পাত্র এই সকলকেই ঈশ্বরভক্তির দানে মানব আত্মাই ভক্তি ও সন্মানের পাত্র বলিয়া শিক্ষা করিতে পারে। অতএব, ঈশ্বর ভক্তির দান আমাদের প্রেম ও অনুরাগের আগ্রহযুক্ত কার্য্যের **উৎস** হইয়া প্রচুর পরিমাণে **আত্মিক-ফল** উৎপন্ন করে। ঈশ্বরের যে সন্তান এই দান পাইয়াছে, সে অবশ্যই ঈশ্বরের নিজ উদ্দেশ্য ও ইচ্ছার প্রতি ভক্তি ও সন্মান রক্ষা করিবে এবং তাহাদ্বারা ঈশ্বরের উদ্দেশ্য ও ইচ্ছা সাধন করাইতে ঈশ্বরের যে ন্যায্য **অধিকার** আছে, তাহাও স্বীকার করিবে। তাহার যদি ঈশ্বর ভক্তি না থাকে, তবে সে ঈশ্বরের জন্য কিছুই সম্পন্ন করিতে পারিবে না। সে যাহা কিছু করিবে, তাহাতেই অবহেলা ও অলসতা প্রভৃতি জড়িত থাকিবে। সুতরাং ঈশ্বরের সন্তানের

পক্ষে এই দান যে, কেমন মহামূল্য তাহা বুঝিয়া দেখিবার জন্য বড় বেশী চিন্তা করিতে হয় না। এই দান লাভের জন্যে ঈশ্বর সন্তানের কেমন জ্বলন্ত আগ্রহপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা হওয়া উচিত!

৭। পরিশেষে, এই বিষয়ে যেশুর সহিত ভক্তিভরে আলাপ করিব।

৩০৪। মন্ত্রণা ও সাহসের দান।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঘটনাটি দেখিব ;—(পূর্ব্ব মত)।

৪। নম্র অন্তরে যেশুর নিকট এই প্রার্থনা করিব, তিনি যেন ধৈর্য্য ও মন্ত্রণার আত্মার দানের মূল্য আমাকে আরো উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেন, আর ঐ দান লাভের জন্য আমার যেন আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায়।

৫। ধ্যান করিব ;—আমাদের সম্বন্ধে ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা করেন, এবং আমাদিগকে যে কার্য্যের জন্য ঈশ্বর আহ্বান করিয়াছেন, তদনুযায়ী **পবিত্র জীবন** যাপন করিতে যদি আমরা চাই, যদি মানব-আত্মার মুক্তিসাধনের জন্য আমাদের নিজ নিজ জীবন **উৎসর্গ** করিতে চাই, তবে এই কার্য্যের জন্য আমাদের যত আত্ম-ত্যাগ ও ত্যাগস্বীকারই করিতে হউকনা কেন, এই সাহসের আত্মার দান দ্বারাই আমাদিগকে ঐশ্বরিক শক্তিতে দৃঢ় ও সবল করিয়া লইতে হইবে। আমরা **নিজেরা** বাস্তবিকই অতি দুর্ব্বল ; আমাদের মন্দ-প্রবৃত্তি আর প্রলোভনের সঙ্গে নিয়ত যুদ্ধে সবসময়ই প্রায় আমাদিগকে নিরাশ করিয়া ফেলে। মানুষের মুখাপেক্ষা করায় আমাদের স্বাধীন কার্য্যে হস্তক্ষেপ

করে, আমাদের বিবেক যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করে, আমোদ-প্রমোদ **প্রলোভন,** পরিশ্রমের **ভয়** আসিয়া তাহাতে হস্তক্ষেপ করে; অতি সামান্য ও ক্ষুদ্র ধরণের দুঃখভোগ ও অবনতভাবের ত্যাগস্বীকার করিতে হইলেই, আমাদের মনটা কেমন অতি সহজেই উলট্ পালট্ হইয়া যায়; ঈশ্বর আমাদের জন্য যে মুকুট প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা লাভের চেষ্টা করা অপেক্ষা আমাদের জীবনে যে **কার্য্যভার** আছে, তাহা সংসাধনের জন্যও আমাদের স্বভাবের **দুর্ব্বলতা** ও **পাপ-প্রবণতাকে** একেবারে সম্পূর্ণভাবে জয় করিবার আবশ্যকতাও কম নয়। পবিত্র ব্যক্তিগণ স্বভাবতঃ আমাদের মত দুর্ব্বল হইলেও পবিত্রাত্মা তাঁহাদিগকে যে মহা **সাহসের** দান দিয়া তাঁহাদেরে শক্তিসম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহারই সাহায্যে এই দুর্ব্বল স্বভাবের উপর **জয় লাভ** করিয়াছিলেন। অতএব, এই ঐশ্বরিক মহাদানের অতি আবশ্যকতার বিষয় চিন্তা করিয়া, আর পবিত্রাত্মা আমাদের বিনম্র ও একাগ্র প্রার্থনা গ্রাহ্য করিতে প্রস্তুত আছেন জানিয়া, বিশ্বাস ও নির্ভরের সহিত এই অনুগ্রহের জন্য প্রার্থনা করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইব।

৬। ধ্যান করিব;—মন্ত্রণার দান বা একটি **স্বর্গীয়** আলোক। ইহাদ্বারা পবিত্রাত্মা আমাদিগকে কিরূপে সিদ্ধতার পথে অগ্রসর হইয়া যাইতে হয়, কিরূপে কেবল ঈশ্বরের মহা গৌরবের জন্য আমরা সমস্ত প্রাণীকে উপযোগী করিয়া লইতে পারি, এবং কিরূপে আমাদের জীবনের সমস্ত অবস্থাকে **পুণ্য** অভ্যাসের নূতন নূতন সুযোগ দিতে পারি, এই সমস্ত বিষয় শিক্ষা দিয়া থাকেন। এই দানের সুফলগুলি পবিত্রগণের মধ্যে অতি চমৎকার ভাবে প্রকটিত হইয়াছিল। তাঁহাদের দেহের সুস্থ ব অসুস্থ অবস্থায়, কার্য্যের সফলতায় বা বিফলতায়, সম্মানে বা অসম্মানে তাঁহারা নানাবিধ **আত্মিক-সান্ত্বনা** উপভোগ করিয়াছিলেন;

অথবা পরীক্ষা-প্রলোভন সহনের সময়, প্রার্থনায় অন্তরের শুষ্কভাবের সময়, সকল সময়, সমস্ত বিষয়েই তাঁহারা ঈশ্বরের সেবা-কার্য্যের জন্য নিজেদেরে **পবিত্রীকরণের** উপায় দেখিতে পাইতেন। পবিত্রাত্মা দ্বারাই তাঁহারা শিক্ষা পাইয়াছিলেন। কোন লোক যদি তাহার চতুষ্পার্শ্বের যে কোন জিনিসকে সোণা করিয়া ফেলিতে পারিত, তাহা হইলে সে নিজেকে বাস্তবিকই অতি সৌভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করিত; কিন্তু মন্ত্রণার দানও **আত্মিক বিষয়ে** এই একই ভাবে সমস্ত রূপান্তরিত করিয়া দেয়; কারণ ইহাতেই আমাদের জীবনের প্রত্যেক বিষয় স্বর্গের ধন অক্ষয় স্বর্ণ করিয়া লইতে আমাদিগকে শিখায়। অতএব, এই দানের জন্য আমাদের জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা হওয়া উচিত; আর এই আকাঙ্ক্ষায় মনের নিবিষ্টতা, ঈশ্বরে বিশ্বাস ও অবনতভাব পোষণ করিতে করিতে মন্ত্রণার দানলাভের জন্য আমাদের অন্তরকে প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য।

৭। পরিশেষে, এই বিষয়ে ভক্তিভরে যেশুর সহিত আলাপ করিব।

৩০৫। জ্ঞানের দান।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ধ্যান করিয়া দেখিব;—(পূর্ব্ব মত)।

৪। নম্র অন্তরে যেশুর নিকট এই প্রার্থনা করিব যে, তিনি যেন আমাকে এই জ্ঞানের দানের মূল্য বুঝাইয়া দেন, এবং আমার অন্তরে এই বর লাভের জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রজ্বলিত করিয়া দেন।

৫। ধ্যান করিব;—এই দান একটি বিশেষ ঐশ্বরিক সাহায্য। ইহার দ্বারা পৃথিবীর ও স্বর্গের যাবতীয় বিষয়ের প্রকৃত মূল্য আমরা জানিতে

পারি। এই জগতে অসার জাঁকজমকের চাকচক্য আর আমোদ প্রমোদ অনেকেরই অন্তরকে বিপথে লইয়া যায়; কত অসংখ্য অসংখ্য লোক এই অতুলনীয়ও অমূল্য স্বর্গীয় বিষয়সকল সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকাতে, ঐগুলির জন্য তাহাদের অন্তরের আকাঙ্ক্ষা জন্মে না; আর তাহারা ঐগুলিকে অবহেলা করে, এমন কি, অবজ্ঞাও করে। একটি ছোট শিশু সহজেই একটি বহুমূল্য হীরার টুকরা সামান্য মিঠাইয়ের জন্য একজনকে দিয়া ফেলিবে; কিন্তু একজন বয়স্ক ব্যবসায়ী পুরুষ যে দ্রব্যের ব্যবসা যে করে, সে ঐ সমস্তের প্রকৃত মূল্য বুঝিয়া, পাছে সেগুলি অপচয় বা নষ্ট হয়, এইজন্য অতি সাবধানতা ও সতর্কতার সহিত পূর্ব্বেই উপযুক্ত ভাবে রক্ষা করে। অতএব আমাদের যে অনন্ত পরিত্রাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ও অতি আবশ্যকীয় বিষয়, তাহার সফলতা নিরাপদ করিবার জন্য **ঐশ্বরিক বিষয়সমূহের** যথার্থ জ্ঞান লাভ করা, আমাদের পক্ষে কেমন **আবশ্যক**, তাহাই চিন্তা করা উচিত। অধিকন্তু, যাহারা **সিদ্ধতায় উন্নত** হইতে ইচ্ছা করে, তাহাদিগকে **জ্ঞানের দান** অধিক পরিমাণে লাভ করিতেই হইবে। অতএব পবিত্রাত্মা যেন আমাদিগকে জ্ঞানালোকে আলোকিত করেন, এইজন্য অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে প্রার্থনা করিব।

৬। ধ্যান করিব;—ঈশ্বরের সন্তানগণের বিশেষতঃ, যাহারা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে পবিত্রীকৃত ও পৃথকীকৃত হইয়া অন্যান্য লোকদিগকে পবিত্রতার পথে লইয়া যাইতে নিযুক্ত, তাহাদের পক্ষে জ্ঞানের দান লাভ করা অতীব আবশ্যক। জাগতিক বিষয়সমূহে সম্পূর্ণরূপে অনাসক্ত হইয়া অন্তরের দৃঢ়তার সহিত ঈশ্বর ও তাঁহারই গৌরবের দিকে দৃষ্টিও লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদিগকে প্রকৃত ঈশ্বরের লোক হইতে হইবে। যে ঐশ্বরিক জ্ঞানালোক জাগতিক বিষয়সমূহের অসারতার পরিষ্কার জ্ঞান জন্মাইয়া দেয়, সেই জ্ঞানের আলোকে আশীর্ব্বাদযুক্ত না হইলে, কিরূপে তাহারা

সর্ব্ববিষয়ে ও সকল অবস্থায় এই প্রমাণ দিবে যে, জাগতিক বিষয়সমূহের আকর্ষণে তাহাদিগকে কিছুতেই তাহাদের মনোনীত পথ ছাড়াইয়া বিপথে নিতে পারিবে না। স্বর্গের মহৎ মহৎ **পুণ্য ও যোগ্যতাসমূহের** গুরুত্ব কিরূপ তাহা যদি না জানিতে পারে, তবে কেমন করিয়া তাহারা সেইগুলি লাভ করিবার জন্য উপযুক্তভাবে **উদ্-যোগী ও কর্ম্ম-শীল** হইতে পারিবে? ঈশ্বর লাভে কত যে পরমসুখ, তাহার অতুলনীয় ভাবের **মর্ম্মভেদ** তাহারা যদি করিতে না পারে, তবে এই জগতে এবং স্বর্গে, তাহাদিগকে **অধিক পরিমাণে** ঈশ্বরের সহিত যোগ রক্ষার জন্য উত্তেজিত করা যাইতে পারে না।

৭। ধ্যান* করিব ;—এই জ্ঞানের দানের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সতত ইহাই মনে রাখিব, আমি যদি এই দান লাভ করিতে চাই, তবে তাহা **গ্রহণের জন্য** আমার অন্তরকে প্রস্তুত করিতেই হইবে; আমার ধ্যানের ভাবের **উৎকর্ষ-সাধন** করিতে হইবে; আর **একাগ্র প্রার্থনা** এবং প্রকৃত **নম্রভাবে** নিজেকে অভ্যস্ত করিতেই হইবে। ঈশ্বর দীনাত্মা লোকের নিকটেই নিজেকে প্রকাশ করেন এবং গর্ব্বিত অন্তরের লোকের নিকট হইতে ফিরিয়া যান। আমার সৎ-সঙ্কল্প ও উদ্যমে যেন এই দান লাভের জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়, এইজন্য আগ্রহ সহকারে প্রার্থনা করিব।

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে যেশুর সহিত ভক্তিভরে আলাপ করিব।

৩০৬। প্রজ্ঞা ও বুদ্ধির দান।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে বিষয়টি ধ্যান করিয়া দেখিব ; (পূর্ব্ব মত)।

৪। নম্র অন্তরে প্রভু যেশুর নিকট এই প্রার্থনা করিব, এই সকল দান কেমন মহামূল্য তাহা যেন তিনি আমাকে বুঝাইয়া দেন, এবং এই দান লাভের জন্য যেন জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা দেন।

৫। ধ্যান করিব ;—এই প্রজ্ঞা ও বুদ্ধির দান ঐশ্বরিক জ্ঞানের আলোক। ইহার দ্বারা আমরা বিশ্বাসের সত্যসমূহের গভীর হইতে গভীরতর **মর্ম্মভেদ** করিয়া দেখিতে সক্ষম হই ; এবং **স্পষ্টরূপে** ঐ সকল সত্যের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। যাহারা নানাবিধ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আলোচনা করে, তাহারা যখন কোন তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে থাকে, তখন অত্যন্ত মানসিক আমোদ ভোগ করে ; আর নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে করিতে ক্রমাগত যেন এক একটি নূতন রাজ্যে গিয়া পড়ে। ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান যখন **মানসিক রাজ্যেরই** পর্য্যালোচনার বিষয়, তখন তাহার অনুসন্ধান ও আলোচনার মত গভীর ও উচ্চ আর কি আছে ? আর কোন্ বিষয় মানুষের শক্তিসমূহ নিয়োগ করিয়া পর্য্যালোচনার যোগ্য ? কোন্ বিষয় আত্মার এত অধিক পরিতৃপ্তি-জনক ? ঈশ্বরই যাবতীয় সৌন্দর্য্যের, পবিত্রতার ও সিদ্ধতার সাগর ; তাঁহার অগাধ নিগূঢ়তত্ত্ব, অসীম জ্ঞানময় বিধান ; তাঁহার এই বিশ্ব-সৃষ্টিতে, তাঁহার মণ্ডলীতে আর আমাদের আত্মায় তাঁহার কার্য্য প্রভৃতি আমাদিগকে অশেষ ও অসীম পরিমাণে সূক্ষ্মানুসন্ধান দেখাইয়া দেয়। এই জ্ঞান যতই গভীরতরভাবে সত্যের মর্ম্মবোধ জন্মায়, ততই ইহা

আত্মিক-আনন্দ, সাহস ও ঈশ্বরে বিশ্বাস ও নির্ভরের উপায় হইয়া পড়ে। **ঈশ্বর প্রেমে** আমাদের অন্তর ও আত্মা প্রজ্জ্বলিত হইয়া আশ্চর্য্য-ভাবে ঈশ্বরের দিকে সমুন্নত হইতে থাকে ; আর ইহাতে ঈশ্বরের সহিত তুলনায় যাবতীয় সৃষ্ট-বস্তুই যে নিতান্ত অসার তাহা বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। এই স্বর্গীয় জ্ঞানালোক পাইয়াই পবিত্র ইগ্নাসিয়ুস্ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিলেন ; "আমি যখন স্বর্গের দিকে চক্ষু তুলিয়া দেখি, তখন এই পৃথিবীটা কেমন জঘন্য হইয়া পড়ে!" যাহার আত্মা এই জ্ঞানের দান পাইয়াছে, তাহার পক্ষে এই দান পবিত্রীকরণের জন্য কেমন সুফলজনক তাহাই চিন্তা করিব। অতএব, এই দান লাভের জন্য অতি আগ্রহের সহিত প্রার্থনা করিব, এবং এই দান গ্রহণের বাধা স্বরূপ যাহা কিছু আছে, সমস্তই দূর করিয়া দিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইব।

৬। ধ্যান করিব ;—প্রজ্ঞার দান কেমন অন্য সমস্তের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ! ইহা দ্বারাই আমরা যে স্বর্গের পূর্ব্বাস্বাদন লাভ করি। এই দান সম্পূর্ণরূপে লাভ করিলে, ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কিছুতেই আত্মা **আনন্দ** পায় না ; ঈশ্বরকে ভালবাসা ও ঈশ্বরের **ভালবাসার পাত্র** হইয়া থাকাই আমাদের আনন্দের একমাত্র বিষয় হয়। ইহাই ঈশ্বরের সমস্ত সৃষ্টবস্তুর মধ্যেই ঈশ্বরের **বিদ্যমানতা** দেখায় ; এবং তাঁহারই প্রতি প্রেমভক্তিশীল করিয়া তুলে ;—এইজন্য ঊর্দ্ধপদস্থ ব্যক্তির বাধ্য হওয়া আনন্দ ও উল্লাসের বিষয় হয় ; ভ্রাতৃগণের মধ্যে তাহাদের অন্তরের প্রেম ও দয়ার স্রোত নিয়ত প্রবাহিত হইতে থাকে ; শিশু, দীন-দুঃখী আর পাপীরা প্রেম ও কৃপার পাত্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই **প্রজ্ঞার** দানপ্রাপ্ত আত্মার কাছে ক্রুশ, দুঃখ, কষ্ট প্রভৃতিতেও **ঈশ্বরের হাত** আছে বলিয়া, বুঝাইয়া দেয় ; তাহারা সানন্দে প্রেম

ও ভক্তির সহিত দৃঢ়তা ও ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতার সহিত ঐগুলিকে আলিঙ্গন করে। কর্ত্তব্য যতই কষ্টকর ও শ্রমজনক হউক না কেন, ঈশ্বর-নিয়োজিত কার্য্য বলিয়া এই দানের বলেই, ঠিক ঠিক ভাবে যত্ন ও সতর্কতার সহিত সম্পাদিত হয়। পবিত্র ব্যক্তিগণের জীবনে আমরা এই সমস্তেরই দৃষ্টান্ত পাইয়া থাকি। ইহা বাস্তবিকই একটি **মহা-দান**; আর পবিত্রাত্মাও স্বয়ং এই বিষয়ে প্রমাণ দেন, "যাবতীয় মূল্যবান বস্তু হইতে **প্রজ্ঞা** উত্তম, বাঞ্ছনীয় কোন বস্তুরই ইহার সহিত তুলনা হয় না।" (হিতোপদেশ ৮ ; ১১)। সুতরাং এই দানের জন্য আমাদের জ্বলন্ত আগ্রহযুক্ত প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য। আর ইহাও মনে রাখা উচিত যে, ভোগ-বিলাসী ব্যক্তি কখনও ঈশ্বরের বিষয় বুঝিতে পারে না। কুপ্রবৃত্তিগুলিকে যতই দমন করিয়া ফেলাযায়, ঈশ্বরের এই মহা দান লাভের জন্যও ততই যোগ্য হইয়া উঠাযায়।

৭। পরিশেষে, এই বিষয়ে যেশুর সহিত ভক্তিভরে আলাপ করিব।

৩০৭। ধন্য ত্রিত্ব।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে, স্বর্গের বিপুল সম্পদ ও সৌন্দর্য্য দেখিব ; কত হাজার হাজার স্বর্গদূত ও পবিত্র লোকসকল ঈশ্বরের সিংহাসনের চারিদিকে থাকিয়া ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে।

৪। নম্র অন্তরে যেশুর নিকট প্রার্থনা করিব, তিনি যেন আমার অন্তর, অসীম মহিমাময় ঈশ্বরের প্রতি গভীর ভক্তি ও প্রেমেতে অনুপ্রাণিত

করিয়া তুলেন; আর তাঁহার নিকট হইতে আমি যে সকল মঙ্গল লাভ করিয়াছি, তাহার জন্য যেন আমার অন্তর কৃতজ্ঞতায় উদ্দীপ্ত থাকে।

৫। ধ্যান করিব ;—ঈশ্বর ত অসীম মহান্, রাজাদের রাজা প্রভুদের প্রভু। তাঁহার সিদ্ধতা এমনই পূর্ণ যে, **স্বয়ং** তিনি ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির জ্ঞান-বুদ্ধিই তাঁহার ধারণাও করিতে পারে না; তাঁহার **মহিমা** এত উচ্চ যে, পৃথিবীর যাবতীয় মহত্ত্বও তাঁহার তূলনায় অতি ক্ষীণ-ছায়া বলিয়া বোধ হয় না; তিনি অসীম শক্তিমান, স্বর্গ, পৃথিবী ও পাতালে যাহা কিছু আছে, সমস্ত **তাঁহারই** সৃষ্ট ও তাঁহারই বিধান ও শক্তির অধীন। পৃথিবীস্থ সমস্ত ধন ও সম্পদ তাঁহার; তাঁহার অসীম **মঙ্গলময়-ভাব, পবিত্রতা** ও **সৌন্দর্য্য** এমন চমৎকার ও আশ্চর্য্য যে, যে সকল স্বর্গদূত ও পবিত্র ব্যক্তিবর্গ তাঁহাকে জানে, তাহাদিগকে কিছুতেই তাঁহার নিকট হইতে সরাইয়া লইয়া যাইতে পারে না। অতএব এই চিন্তা করিব, আমরাও সদাসর্ব্বদা এই অসীম মহিমাময়েরই সাক্ষাতে রহিয়াছি। কেমন **ভক্তির** সহিত এই বিষয়টি আমাদের মনে রাখা উচিত! কত **সম্মান ও শ্রদ্ধার** সহিত তাঁহার আরাধনা করা উচিত! আর অবহেলার ভাবে তাঁহার কার্য্য করিতে ভীত হওয়া উচিত! তাঁহাকে **"আমাদের পিতা"** বলিয়া যে, তিনি আমাদিগকে ডাকিতে দেন, ইহা আমাদের পক্ষে কেমন সম্মান ও মহা অধিকারের কথা! যিনি পরমজ্ঞানী, এমন মঙ্গলময়, এমন শক্তিমান্, তিনিই নিয়ত আমাদের উপর **দৃষ্টি** রাখিয়াছেন, নিয়ত আমাদেরই মঙ্গলকর সমস্ত বিষয় নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন। ইহা জানিয়া তাঁহার উপর আমাদের কেমন মহা বিশ্বাস ও নির্ভরের ভাব উদ্দীপিত হওয়া উচিত! পিতা ঈশ্বরের সহিত যোগ এমন মহৎ ও এমন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরম পবিত্র বিষয় যে, ইহাই আমাদের জীবনের পরম গৌরবময় প্রকৃত অভীষ্ট বিষয়;

আর ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকার মত মহা দুর্গতির বিষয় আর নাই !

৬। ধ্যান করিব ;—পবিত্র-ত্রিত্বে **পিতা, পুত্র** ও **পবিত্রাত্মা** তিনটি নাম, এক ঈশ্বরে তিন ব্যক্তি—আমরা ঈশ্বর হইতে যে কত অসীম অসংখ্য মঙ্গলরাশি লাভ করিয়াছি, আর সেইজন্য আমরা তাঁহার কাছে কেমন গভীর **কৃতজ্ঞতাপাশে** বদ্ধ, এই নাম তিনটিই তাহা মনে করিয়া দেয়। আমাদের **সৃষ্টির** যাবতীয় মঙ্গলকর বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখি ;—আমরা যে যেমনই আছি, যাহাই পাই, আমাদের নানা অভাব যে যেরূপে পূরণ হয়, আমাদের উপযোগী ও সুখজনক যত কিছু আছে,সমস্ত তাঁহারই দয়া হইতে আসিয়া থাকে। আমাদের **পরিত্রাণের** মঙ্গলকর বিষয়ে দেখি, এখন আমরা যে, ঈশ্বরেরই সন্তান হইয়াছি ; আমাদের জন্য এখন যে, স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত ; ইহাত পুত্র ঈশ্বর মনুষ্য যেশুই সাধন করিয়াছেন। তিনি আমাদের হইতে অসীম, অপরিমেয় উচ্চতম হইলেও আমাদের ত্রাণের জন্য, শয়তানের **দাসত্বশৃঙ্খল** হইতে আমাদিগকে মুক্ত করিয়া আমাদেরে ঈশ্বরের সহিত পুনরায় মিলন করাইতে, আমাদেরই মত একজন **মানব** হইয়া আসিয়া, আমাদের জন্য অকথ্য দুঃখ-ভোগ ও **ক্রুশের উপর** মরিতে, চাহিলেন। আমাদের **পবিত্রীকরণ** সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখি,—আমরা ঈশ্বরের যে সকল কৃপা ও প্রসাদ লাভ করিয়াছি,তাহাত অগণ্য অসংখ্য ; তাঁহার অতি ক্ষুদ্রতম কৃপাটিও এই পৃথিবীর সমস্ত ধন-সম্পদরাশি দিয়া ক্রয় করাযায়না। এই পবিত্রীকরণের কৃপা দ্বারাই ঈশ্বর আমাদিগকে তাঁহার নিজ স্বভাবের **সহভাগী** করিয়াছেন, ও স্বর্গের যোগ্য করিয়াছেন। ঈশ্বরের যেসব কৃপা উত্তরোত্তর আমাকে অনন্ত-সুখ লাভের দিকে লইয়া যাইতেছে, তাহার বিষয় চিন্তা করিব। ঈশ্বরের এই সকল মঙ্গলময় কৃপার কথা ভুলিয়া থাকিয়া আমরা কেমন

অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়া থাকি, ইহা চিন্তা করিয়া দেখিব ! এই সকল ধ্যান ও চিন্তা করিতে করিতে আমার কি এই কথা বলিয়া উঠা উচিত নয়, "আহা, পিতঃ ঈশ্বর ! তুমি যে অপার কৃপারাশি দান করিয়াছ, ইহার জন্য তোমাকে আমি কি দিতে পারি !" সুতরাং ঈশ্বরেরই জন্য আমার জীবন ধারণের দৃঢ়-উদ্দেশ্য, ও জ্বলন্ত প্রার্থনাপূর্ণ আকাঙ্ক্ষায় আমার অন্তর উদ্দীপিত থাকা কি উচিত নয় ?

৭। পরিশেষে, এই বিষয়ে যেশুর সহিত ভক্তিভরে আলাপ করিব।

৩০৮। প্রকৃতির শৃঙ্খলায় ঈশ্বরের মঙ্গলময় দান।

১। ঈশ্বর কে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে রাখিব, আমি যাহাই হই, আমার যাহা কিছু আছে, সমস্তই ঈশ্বর হইতে আসিয়াছে।

৪। নম্র অন্তরে যেশুর নিকট প্রার্থনা করিব। আমি তাঁহার নিকট হইতে যে সকল মঙ্গলরাশি লাভ করিয়াছি, সেই সমস্তের সদ্ব্যবহার করিবার জন্য আমার অন্তরে তিনি যেন দৃঢ়সঙ্কল্পের বৃদ্ধি করেন।

৫। ধ্যান করিব ;—আমি ঈশ্বরের নিকট হইতে কত স্বাভাবিক দান লাভ করিয়াছি, তাহা যে কত আমি সংখ্যা করিতে পারিনা ; আর তাহাদের অনেকগুলিই এত মূল্যবান্ যে, পার্থিব কোন ধন সম্পত্তির জন্যই সেইগুলি আমি ছাড়িতে চাহিব না। দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণ-শক্তি, বাক্‌শক্তি, কার্য্য করিবার ও চলিবার শক্তি, আমার অমর আত্মা, আমার জ্ঞান-বুদ্ধি, ইচ্ছা ও স্মরণশক্তি, পিতা মাতা, ভাই বন্ধুসমূহ, আর

আমার উপযোগী ও সুখের জন্য যত কিছু আছে, এই সমস্তই ঈশ্বরের দান। এই পরম মঙ্গলময় দাতার সঙ্গে আর কাহারও তুলনা হইতে পারে কি? তাঁহার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার কর্ত্তব্য অশেষ। তাঁহার জন্য আমরা যাহা কিছু করি, অতি আনন্দ ও উল্লাসের সহিত তাহা করা কর্ত্তব্য। তিনি আমাদিগকে এই মঙ্গলকর সুখময় দানসমূহ দিয়াছেন, আমরা যখনই ঐ দানসমূহের অপব্যবহার করি, তখনই আমাদের অকৃতজ্ঞতা-জনিত লজ্জাস্কর আচরণ দ্বারা তাঁহার অসন্তোষ জন্মাই। ইহা সত্বেও আবার আমাদের পাপের দ্বারা সব সময় তাঁহার অসন্তোষ উৎপাদন করিয়াছি! অতএব সরলভাবে অনুতাপ করিব; আর এখন হইতে পুনরায় নবভাবে ঈশ্বরের দানসমূহ কেবল তাঁহারই গৌরবের জন্য ব্যবহার করিতে দৃঢ়-সঙ্কল্প হইব।

৬। ধ্যান করিব;—ঈশ্বরের দানগুলি তাঁহারই ইচ্ছামত ব্যবহার করা আমাদের কেবল কৃতজ্ঞতা জনিত কর্ত্তব্যই নয়; কিন্তু যথার্থ **ন্যায়-সঙ্গত** কার্য্য। ঈশ্বর যদিও ঐ সব আমাদিগকেই দিয়াছেন, তথাপি ঐগুলির উপরও তাঁহার কর্ত্তৃত্ব রহিয়াছে। কাজেই তাঁহার **ইচ্ছার** বিরুদ্ধে ঐগুলি যদি আমরা ব্যবহার করি, তবে তাঁহার যাহা, আমরা তাহাই হরণ করি। আমাদের জীবনে আমরা ত এই রকমই করিয়া আসিয়াছি; হয়ত, এখনও তেমনিই করিতে চাই! আমরা এই কথা মনে রাখিব যে, ঈশ্বর এমন কৃপা করিয়া যেসব দান আমাদিগকে দিয়াছেন, সেইগুলির জন্য ইহার পর আমাদিগকে কঠিন হিসাব দিতে হইবে।

৭। ধ্যান করিব;—আমাদের আত্মার পরিত্রাণের ও পবিত্রীকরণের সাহায্যের জন্যই এই সকল দান ঈশ্বর আমাদিগকে দিয়াছেন। সেই-গুলিকে আমাদের আত্মার সর্ব্বনাশ-জনক হইতে দেওয়া কিম্বা আমাদের সিদ্ধতার উন্নতির পথের বিঘ্নজনক হইতে দেওয়া অতীব নির্ব্বদ্ধিতার

কাজ! তথাপি মানুষ এইরকমই করিয়া থাকে; আর আমরাও হয়ত তাহাই করিতেছি। আমরা যখনই এই স্বাভাবিক দানগুলিকে আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য ও তাঁহার সেবাকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে দেই, তখনই আমাদের কার্য্য ঐরূপ হইয়া থাকে।

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে যেশুর সহিত ভক্তিভরে আলাপ করিব।

৩০৯। ঈশ্বরের স্বর্গীয় দানসমূহ।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ধ্যান করিয়া দেখিব; "যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ তিনি আমার প্রতি মহৎ কার্য্য করিয়াছেন; ও তাঁহার নাম পবিত্র।" (লুক ১; ৪৯)।

৪। নম্র অন্তরে যেশুর নিকট এই প্রার্থনা করিব, তিনি যেন আমাকে তাঁহার অতি স্বর্গীয় দানসমূহের মহত্ত্ব সম্বন্ধে আরো উত্তম বুঝিতে শিক্ষা দেন, ও সেইগুলি লাভের জন্য যেন জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা দান করেন।

৫। ধ্যান করিব;—ঈশ্বর আমাকে কোন্ অমূল্য স্বর্গীয় দান দিয়াছেন। স্বর্গ যেমন পৃথিবী হইতে উচ্চ, স্বাভাবিক দান হইতেও স্বর্গীয় দানগুলি তেমনি উচ্চ; পবিত্রীকরণের কৃপাদ্বারা আমরা ঈশ্বরের সন্তানবর্গ হইয়াছি ও স্বর্গরাজ্যের উত্তরাধিকারী হইয়াছি। পবিত্র পেত্রের কথায় বলাযায়, ঈশ্বরের স্বভাবের সহভাগী হইয়াছি। এই অধিকারের সঙ্গে পার্থিব কোন রাজত্ব পদেরও তুলনা হয় না! সত্য সত্যই ঈশ্বর কেমন মহা আশ্চর্য্য অধিকার আমাদিগকে দান করিয়াছেন; কেমন উন্নত

আভিজাত্য দান করিয়াছেন ; বিশ্বাস, প্রত্যাশা, প্রেমের পুণ্যের প্রসাদ দ্বারা, পবিত্রাত্মার দানসমূহ দ্বারা ঈশ্বর তাঁহার নিজ জ্ঞানে আমাদের অন্তর আলোকিত করিতে, এবং তাঁহার নিজ শক্তিতে আমাদিগকে সবল করিতে বিরত হন না। মন্দ অতিক্রম করিয়া চলিতে, আমাদের আত্মার শক্রগুলির উপর জয়ী হইতে এবং ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া আমাদের পদ ও মর্য্যদার যোগ্যভাবে পবিত্র জীবন যাপন করিতে তিনি নিয়তই আমাদিগকে সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। এই দানসমূহের দ্বারাই প্রতিদিন আমাদের কাছে এমন নূতন নূতন স্বর্গীয় ধনরত্নাদি রাখা হয় যে, পৃথিবীর ধনরত্ন সব তাহার তুলনায় ধূলি হইতেও নগণ্যের মধ্যে গণ্য। অতএব ঐ সমস্ত দান আমাদের জ্ঞানে কত মহামূল্য বিবেচিত হওয়া কর্ত্তব্য! আমি অতীব সতর্কতার সহিত ঐ গুলি রক্ষা করিব, এবং ঐ সমস্ত দান লাভের প্রত্যেকটি সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে আগ্রহান্বিত হইব।

৬। ধ্যান করিব ;—ঐ সকল স্বর্গীয় ধনরত্ন লাভের জন্য ও অনন্ত মুকুট লক্ষ্য করিয়া সেইগুলি রক্ষা ও বৃদ্ধি করার জন্য কত কত নানাবিধ শক্তিসম্পন্ন উপায় ঈশ্বর আমাদের কাছে রাখিয়া দেন ; আমাদের আত্মিক জীবন সজীব ও সবল করিতে, আমাদিগকে সান্ত্বনা দিতে ত তাঁহার বাক্যই বিদ্যমান ; মণ্ডলী ও আমাদের উপরিস্থ ব্যক্তিদের দ্বারা তিনি আমাদেরে পরিচালনা করেন ; তাঁহার সাক্রামেন্তগুলি, বিশেষভাবে তাঁহার পবিত্র এউ-খারিয়াস্তিয়া—যাবতীয় কৃপার উৎস—আমাদের আত্মিক সজীবতার উৎস। সেই সুখময় অনন্তের সাহায্যের জন্য ঈশ্বর অবিরত নানা উপায় যোগাইয়া দিতেছেন। আমাদের প্রতি ঈশ্বরের দানশীলতা দেখিয়া তাঁহার প্রতি আমাদের অন্তরে প্রশংসা ও ধন্যবাদের ভাব সতত উদ্দীপিত থাকা উচিত।

৭। ধ্যান করিব ;—স্বর্গীয় ধনরাশি সঞ্চয়ের নানাবিধ মহা সুযোগ পাইয়াও যদি আমরা সেই সুযোগ ও উপায় অবলম্বনে অলসতা ও অবহেলা

করি, আর ইহা আমাদের মঙ্গলজনক মনে না করিয়া ঈশ্বরের প্রতি যদি অকৃতজ্ঞতার ভাব দেখাই, তবে আমাদের কেমন নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য হইবে! পৃথিবীর কেহ যদি ধনলাভের সুযোগ ও উপায় হাতের কাছে পাইয়াও অলসতায়, অবহেলার ভাবে আর পরিশ্রম করিতে হইবে ভাবিয়া, সেই সুযোগ ছাড়িয়া দিয়া মহা দরিদ্রতার ভিতর গিয়া পড়ে, তবে লোকে তাহাকে নির্ব্বোধই বলে। আর যাহার কিছু থাকে, সে যদি তাহা বাড়াইবার চেষ্টা না করিয়া কেবল উড়াইয়া দেয়, তবে লোকে তাহাকেও ঘৃণা করে। তাহা হইলে স্বর্গীয় ধন সঞ্চয়ের জন্য ঈশ্বর যে সকল সুযোগ ও উপায় যোগাইয়া দেন, সেইগুলি যাহারা অবহেলা করিয়া থাকে, তাহাদিগকে কি বলা উচিত? মরণ সময়ে তাহাদের দুঃখ বড়ই তীব্র হইবে!

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে ভক্তিভরে যেশুর সহিত আলাপ করিব।

নির্জ্জন ধ্যান।

পঞ্চম ভাগ।

আমাদের প্রভুর, ধন্যাকুমারীর ও পবিত্র ব্যক্তিগণের পর্ব্বদিন সম্বন্ধে ধ্যান।

পবিত্র সাক্রামেন্তের অষ্টাহ।

৩১০। এউখারিস্তিয়া সংস্থাপনের অবস্থার বিষয়।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চহিব।

৩। মনে মনে দেখিব আমাদের প্রভু যেশু প্রেরিতগণ পরিবেষ্টিত হইয়া শেষ ভোজে উপবিষ্ট, আর প্রভু প্রথমবার প্রতিষ্ঠার বাক্য উচ্চারণ করেন।

৪। নম্র অন্তরে যেশুর নিকট প্রার্থনা করিব, আমার অন্তরে তিনি যেন ধন্য সাক্রামেন্তের প্রতি গভীর ভক্তি এবং জ্বলন্ত প্রেম ও অনুরাগ উদ্দীপ্ত করিয়া দেন।

৫। ধ্যান করিব;—যেশু কেমন তাঁহার দুঃখভোগের প্রাক্‌কালে, তাঁহার প্রেমপূর্ণ এই সাক্রামেন্ত সংস্থাপন করিলেন। তাঁহার আসন্ন-

দুঃখসমূহ সজীবভাবে তাঁহার মনের মধ্যে উপস্থিত ; নিষ্ঠুর নিপীড়ন, যাতনা, তীব্র অপমান, তাঁহার পবিত্রা জননী ও বন্ধুবর্গের মর্ম্মপীড়া প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার দুঃখেরই জীবন্ত ছবি তিনি দেখিতেছেন ! তাঁহার নিজের প্রেরিতগণও যে, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে—একজন বিশ্বাস-ঘাতকতা করিবে, আর অন্য একজন তাঁহাকে অস্বীকার করিবে, এই সমস্তই তিনি পূর্ব্বে দেখিতেছিলেন। তথাপি এই সমস্ত মহাদুঃখজনক চিন্তায় অভিভূত হইয়াও আমাদের প্রতি তাঁহার বন্ধুত্বের একটি অতি আশ্চর্য্য নিদর্শন রাখিবার জন্য তাঁহার প্রেমপূর্ণ অন্তরে একটি চিন্তা হইতেছিল। তাঁহার উপর যে নিষ্ঠুর অত্যাচার হইয়াছিল, তাহাতেই তাঁহার দুঃখভোগ শেষ হয় নাই ; কিন্তু ভবিষ্যতে তাঁহার এই প্রেমের দানকে অবিশ্বাসীরা যে, অকৃতজ্ঞতার সহিত উপহাস ও উপেক্ষা করিবে, এমন কি, তাঁহার নিজ সন্তানেরাও যে অপবিত্র করিবে ; খ্রীস্তের অন্তরে এই চিন্তাও ছিল। এই সমস্ত পূর্ব্বেই তিনি স্পষ্টভাবে জানিতে পারিলেও ইহাতে তাঁহার প্রেমের প্রতিরোধ ঘটাইতে পারে নাই। ঈশ্বরেরই প্রশংসা ও ধন্যবাদ করিব, তাঁহার এই ক্ষুদ্র পাপপূর্ণ প্রাণীগুলির প্রতি তাঁহার কেমন প্রেম ! আমি তাঁহার প্রতি যে অকৃতজ্ঞতার কার্য্য করিয়াছি, তাহারই প্রতিকারের জন্য গভীর অধ্যবসায়ী হইয়া পবিত্র এউখারিস্তিয়ার দিকে, ভক্তিমান হইতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইব।

৬। ধ্যান করিব ;—যেশুর যে সব ভাবী পুরোহিতের কাছে, নিয়ত এই নিগূঢ়তত্ত্বের কার্য্য সাধনের ভার সমর্পিত হইবে, তাঁহাদের বিষয় তখন তাঁহার অন্তরে কি চিন্তা ও ভাব হইয়াছিল। তাঁহার নিজের মনোনীত পরিচর্য্যাকারীদের অবজ্ঞা, অবহেলা, ভক্তিহীনতার কার্য্য, তাহাদের অপবিত্রভাব প্রভৃতির দৃশ্যও তাঁহার মনে হইয়া, তিনি কত যে মর্ম্মবেদনা পাইয়াছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। তথাপি যাহারা ভক্তি, আগ্রহ, কৃতজ্ঞতা বিশ্বাস ও নির্ভরের ভাবে পূর্ণ, যাহারা তাঁহাকেই তাহাদের জীবনের কেন্দ্রস্থল

করিয়া, তাঁহার প্রতি লোকের অন্তরকে টানিয়া আনিতে যথাসাধ্য চেষ্টা ও যত্ন করে, তাহাদেরই সান্ত্বনা ও সাহস লাভের উপায়ের জন্য তাঁহার চিন্তা! সেই সময় আমাদের বিষয়ও আমাদের প্রভুর মনে কত চিন্তা হইয়াছিল? আমরা এখনও যদি তাঁহার এমন মহা প্রেমের উপযুক্ত প্রতিদান না দিয়া থাকি, তবে এস, আমরা তাহাই দিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হই।

৭। ধ্যান করিব; যেশু এই সময়টিই পবিত্র এউখারিস্তিয়া সংস্থাপনের জন্য মনোনীত করিলেন, যেন ইহা দ্বারা নিয়তই তাঁহার দুঃখভোগ ও মৃত্যুর বিষয় মনে করাইয়া দিতে পারেন। ইহা দ্বারাই আমরা বুঝিতে পারি যে, তিনি আমাদের জন্য যাহা করিয়াছেন, যত দুঃখভোগ করিয়াছেন, সেই সমস্ত যেন আমাদের মনে থাকে; আর তাঁহার প্রতি আমাদের অন্তরের **প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস** ও **নির্ভর** যেন কখনও হ্রাস না হয়; এইজন্য তাঁহার কেমন জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা। আমাদের সকলেরই বিশেষতঃ, পুরোহিত পদে অভিষিক্ত যাঁহারা, আমাদের প্রভুর পবিত্র হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করাই তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য বিষয় হওয়া উচিত; এইজন্য তাঁহাদের কৃতজ্ঞতার লক্ষণ দেখান, কর্ত্তব্য।

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে যেশুর সহিত ভক্তিভরে আলাপ করিব।

৩১১। যে স্থানে পবিত্র এউখারিস্তিয়া সংস্থাপিত হয়।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঘটনাটি দেখিব;—"তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন; দেখ, তোমরা যখন নগরে প্রবেশ করিতে থাকিবে, তখন এক কলস জল বহন করিতেছে এমন একব্যক্তি তোমাদের সম্মুখবর্ত্তী হইবে; সে যে গৃহে

প্রবেশ করিবে, সেই গৃহে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন কর। আর গৃহস্বামীকে বলিবে যে, গুরু তোমাকে কহিতেছেন, অতিথি-শালা কোথায় (দেখাইয়া দেও), যেন আমি তথায় আপন শিষ্যদের সহিত পাস্খা ভোজন করিতে পারি? এবং সে তোমাদিগকে, দ্বিতীয় তলের একটি সুপ্রশস্ত সজ্জিত আগার দেখাইয়া দিবে। আর সেইখানে তোমরা আয়োজন কর।" (লুক ২২; ১০—১২)।

৪। নম্রঅন্তরে যেশুর কাছে প্রার্থনা করিব, আমার অন্তরে তাঁহাকে অতিথির মত সাদরে অভ্যর্থনা করা কেমন সুখকর, তাহা যেন তিনি আরো উত্তমরূপে আমাকে অনুভব করাইয়া দেন, এবং তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হইতে আমায় যেন সাহায্য করেন।

৫। ধ্যান করিব;—যাহার কাছে আমাদের প্রভু তাঁহার প্রেরিতগণকে পাঠাইয়াছিলেন, সেই লোকটি তাহার নিজকে কেমন মহানুগ্রহীত মনে করিয়াছিল; কারণ সে যে, ত্বরায় তাহার বাড়ীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঘরটিই যেশুর হাতে ছাড়িয়া দিয়াছিল, ইহাতেই তাহার ভাব বুঝাযায়। লোকটি যেশুকে যতদূর জানিত, আমরা যেশুকে তাহার চাইতেও ভালরূপ জানি। তিনিত আমাদের ঈশ্বর, আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা আমাদের পরম মঙ্গল-দাতা; আমাদের পরিত্রাণ সাধনের জন্য ক্রুশের উপর তিনি নিজের প্রাণ সমর্পণ করিলেন। তবে যিনি প্রত্যেকবার, সবসময় আমাদের অন্তরে আসিয়া বাস করিয়া আমাদেরে সম্মানিত করেন, তাঁহার প্রতি আমাদের অন্তরের কেমন কৃতজ্ঞভাব হওয়া উচিত! সুতরাং তাঁহাকে আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা, **ভক্তি, প্রেম** ও **সম্মান** দেখাইবার জন্য আগ্রহ ও ব্যাকুলতার সহিত ঐ সুযোগের অপেক্ষায় থাকা কর্ত্তব্য।

৬। ধ্যান করিব;—এই লোকটি পেত্র ও যোহান প্রেরিতদ্বয়ের দ্বারা যেশুর অনুরোধে কেমন তখনি সম্মত হইল। তাহার প্রশস্ত সুসজ্জিত

খাবার ঘরটি তাঁহার জন্য খোলা। যেশু যখন আমাদের কাছে আসিতে চান, তখন তিনি আমাদের অন্তরগুলি অনুসন্ধান করেন, এই অন্তরে থাকিতে চান। আমাদের অন্তরগুলি যদি এমন করুণাময় প্রভুর আবাসের যোগ্য করিয়া লইতে হয়, তবে ঐগুলি কত প্রশস্ত সদাশয়তায় পূর্ণ হওয়া উচিত। তাঁহার গৌরবের জন্য যে কোন রূপ ত্যাগস্বীকার আবশ্যক হয়, তাহার জন্য সতত প্রস্তুত থাকা এবং সর্ব্ববিষয়ে তাঁহারই প্রীতি সম্পাদনের একমাত্র বাসনায় সতত আমাদের অন্তর সজীব ও সবল হওয়া কর্ত্তব্য। আমাদের অন্তরকে যদি আত্মপ্রীতিতেই চলিতে দেই, এবং সামান্য ত্যাগস্বীকার ও দুঃখভোগেই যদি চম্‌কিয়া উঠিয়া পিছাইয়া পড়িতে দেই, তবে তাঁহার আবাসের জন্য আমাদের অন্তরগুলি নিতান্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া যাইবে। অতএব এস, আমরা আমাদের অন্তরগুলিকে পুণ্য দিয়া সাজাইয়া লই, যেন ঈশ্বর-অতিথিকে প্রতিদিন সাদরে অভ্যর্থনা করিবার জন্য যোগ্য হইতে পারে; তাঁহার আগমনের জন্য নিশ্চয়ই আমাদের এইরূপ হওয়া উপযুক্ত।

৭। ধ্যান করিব ;—যে গৃহে যেশু এমন সাদর অভ্যর্থনা পাইলেন, সেই গৃহের উপর তিনি কেমন প্রচুর আশীর্ব্বাদরাশি বর্ষণ করিলেন। সেই গৃহেই প্রথম পবিত্র এউখারিস্তিয়া সংস্থাপিত হয়, প্রথম মিস্‌সা অর্পিত হয়, প্রথম পুরোহিতবর্গ অভিষিক্ত হন। এই গৃহেই যেশু তাঁহার পুনরুত্থানের পর প্রেরিতগণকে দর্শন দিয়াছিলেন; আর তাঁহাদিগকে পাপ মোচনের ক্ষমতা দিয়াছিলেন; আবার এই গৃহেই পবিত্রাত্মা প্রেরিতগণের উপর অবতরণ করিয়া নানাবিধ স্বর্গীয় দানে তাঁহাদিগকে পূর্ণ করিয়াছিলেন। অতএব, আমাদের যে ঈশ্বর, অতিথির মত আসিয়া আমাদের অন্তর গৃহে বাস করিতে ইচ্ছুক ও আমাদিগকেও প্রেরিতগণের মত নানাবিধ মহামূল্য বর দান করিতে ও আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতে সতত

প্রস্তুত, সেই ঈশ্বর অতিথির বাসোপযোগী করিবার জন্য আমাদের অন্তর-গুলিও এইরূপে প্রস্তুত করিব।

৮। পরিশেষে; এই বিষয়ে যেশুর সহিত ভক্তিভরে আলাপ করিব।

৩১২। পবিত্র এউখারিস্তিয়া সংস্থাপন।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঘটনাটি দেখিব ;—

"আর তাঁহারা ভোজন করিতে করিতে যেশু রুটি লইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া ভাঙ্গিলেন ; আপন শিষ্যদিগকে দিয়া কহিলেন, লইয়া খাও, ইহা আমার শরীর। পরে তিনি পান পাত্র লইয়া প্রসাদ স্বীকার করিয়া তাঁহাদিগকে দিয়া কহিলেন ; ইহা হইতে সকলে পান কর, কেননা ইহা নূতন সন্ধির আমার রক্ত, যে (রক্ত) পাপ মোচনের নিমিত্ত অনেকের জন্য পাতিত হইবে সেই রক্ত।" (মাথা ২৬ ; ২৬-২৮)।

৪। নম্র অন্তরে যেশুর নিকট প্রার্থনা করিব ; তিনি যেন আমার অন্তরে ধন্য সাক্রামেন্তের প্রতি অত্যন্ত প্রেমভক্তি প্রজ্বলিত করিয়া দেন।

৫। ধ্যান করিব ;—আমি যেন নিজেও সেই শেষ ভোজে উপস্থিত ; এবং যেশুর শ্রীমুখের কথাগুলি শুনিতেছিলাম। আমাদের প্রভুর ঐশ্বরিক অন্তরটি তখন আমাদের জন্য কেমন প্রেমে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাই চিন্তা করিব। তিনি অসীম মহিমাময় হইয়াও সামান্য রুটি ও

দ্রাক্ষারসের আকারে আপনাকে গুপ্তরাখিয়া সম্পূর্ণভাবে মানুষের হাতে রাখিয়া-দিলেন ; তাঁহার এই মহাপ্রেমের প্রতিদান যে, মানুষ অতি অল্পই করিবে তাহা অবগত থাকিয়াও তিনি এই ব্যবস্থা করিলেন। আহা, আমাদের প্রতি তাঁহার কেমন অসীম প্রেম! তিনি যে, আমাদের বেদীর উপর থাকিতে চান, আমাদের নিরুপায় পাপপূর্ণ অন্তরগুলির মধ্যে অষ্টপ্রহর বাস করিয়া প্রতিদিন আমাদের আত্মাগুলির পরিপোষণের জন্য নিজেকে দিতে চান। অতএব, এই চিন্তাগুলিতে এউথারিস্তিয়ায় যেশুর প্রতি আমাদের প্রেমভক্তি ও কৃতজ্ঞতা যেন অধিকতর ভাবে বৃদ্ধি হয়।

৬। ধ্যান করিব ;—এই এউথারিস্তিয়া স্থাপনের মধ্যে আমাদের পবিত্রীকরণের জন্য যেশুর কেমন জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা দেখাযায়। সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া তিনি যে তাঁহার সন্তানগণের মধ্যে থাকিবার জন্য উপায়টি মনোনীত করিলেন, তাহার কারণই এই। তাঁহার এই সন্তানবর্গ যতই অকৃতজ্ঞ হউক না কেন, তিনি তাহাদের জন্য বিপদকালের **আশ্রয়,** স্বর্গীয় আশীর্ব্বাদ ও কৃপাসমূহ লাভের জন্য এক অক্ষয় উৎস খুলিয়া দিয়াছেন। আমাদিগকে পবিত্রীকৃত করিয়া লইবার জন্য আমাদের মহান্ ঈশ্বরের এমনি **একাগ্র ইচ্ছা** যে, এই স্বর্গীয় খাদ্য এউথারিস্তিয়ার মধ্য দিয়াই তিনি তাঁহার নিজ জীবন আমাদিগকে দেন ; আমরা যেন তাঁহাতে থাকিতে পারি আর তিনি যেন আমাদিগেতে বাস করিতে পারেন ; আর আমাদিগকে পবিত্রীকরণের এই ইচ্ছাতেই নিয়ত নিশ্চয়ভাবে এমন মহা মহা অতিলৌকিক কার্য্যসমূহের বিষয় প্রকাশ করে যে, ইহাতেই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া যেশু তাঁহার নিজ পবিত্র বিদ্যমানতা বিস্তার করেন, অতএব, আমাদের বিশেষতঃ, যাহাদের এই সমস্ত অনুগ্রহের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ ও নিকটসম্বন্ধ তাহাদের পক্ষে যেশুর এমন প্রেমপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার উত্তর না দেওয়া কেমন লজ্জাজনক অকৃতজ্ঞতার কথা হইবে। যুক্তিতে ও স্পষ্ট দেখাইয়া দেয় যে, পবিত্রীকরণের

এমন আশ্চর্য্য ও এমন সুফলপ্রদ উপায় ও সুযোগগুলি গ্রহণ করাই আমাদের কেমন অবশ্য কর্ত্তব্য।

৭। পরিশেষে, এই বিষয়ে যেশুর সহিত ভক্তিভরে আলাপ করিব।

৩১৩। পবিত্র কোম্মুনিয়োন।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব ;

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে দেখিব ; যেশুর হাত হইতে প্রেরিতবর্গ এই প্রথম কোম্মুনিয়োন গ্রহণ করিতেছেন।

৪। নম্র অন্তরে প্রার্থনা করিব, আমাদের প্রভু যেন তাঁহার এই অতি চমৎকার ও সর্ব্বোত্তম দান সম্বন্ধে আরো উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেন, ইহার জন্য যেন আমার অন্তরে মহা আগ্রহপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি করিয়া দেন।

৫। ধ্যান করিব ;—আমাদের প্রভু কেমন করিয়া পবিত্র কোম্মুনিয়োনে তাঁহার নিজেকেই সম্পূর্ণরূপে আমায় দেন—তিনি আমাকে তাঁহার শরীর ও রক্ত, তাঁহার আত্মা আর তাঁহার ঈশ্বরত্ব দেন। নিষ্ঠুর আঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্রুশের উপরে প্রেকে বিদ্ধ হইতে, এবং তাঁহার রক্তের শেষ বিন্দুটি পর্য্যন্ত পাতিত হইতে দিয়া, লজ্জা, দুঃখ, যাতনায় তাঁহার আত্মাকে অভিভূত হইতে দিলেই যথেষ্ট হইল না, আমাদের প্রতি তাঁহার অসীম প্রেম ও স্নেহভাবে প্রণোদিত হইয়া তিনি ঐ সমস্ত অপেক্ষা আরো অধিক হিতসাধন করিলেন। তিনি আমাদের আত্মার জীবন রক্ষার **খাদ্য**

হইলেন। তাঁহার এই অসীম ত্যাগশীল উদার দানের জন্য আমাদের অন্তরে অবিরত তাঁহার ধন্যবাদ ও প্রশংসা ধ্বনি হইতে থাকা উচিত। অন্যদিকে তাঁহার এই মহাদানের পরিবর্ত্তে আমরা কেমন তাঁহাকে কিছুই দেই না; ইহা ভাবিয়া আমাদের অন্তরে বাস্তবিক দুঃখ ও লজ্জাভাবের উদয় হওয়া কর্ত্তব্য। তিনি যখন আমাদের কাছে আমাদের শরীর ও রক্ত বলি না চাহিয়া কেবল অহঙ্কার-বর্দ্ধক অসার ও তুচ্ছ সুখাসক্তিটুকু কিম্বা কেবল আত্মপ্রীতি-জনক সুখ স্বচ্ছন্দতার সামন্য লালসাটুকু ছাড়িতে বলেন, তখন আমরা এইটি কেমন ভারী বিষয় মনে করিয়া এইটুকু ত্যাগস্বীকার করিতেও অস্বীকার করি। তাহা হইলেও তিনিইত আমাদের মহান্ ঈশ্বর, আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা, আমাদের পরিত্রাণকর্ত্তা, আমাদের যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু আমরা পাইয়াছি, সেই সমস্তেরই জন্য আমরা তাঁহারই কাছে ঋণী। অতএব, আমি তাঁহার সম্মুখে অবনত হইয়া আমাকে সম্পূর্ণভাবে তাঁহারই কাছে সমর্পণ করিবার ইচ্ছাকে নবভাবে উদ্দীপিত করিয়া লইব।

৬। ধ্যান করিব;—কি কি উপায়ে ও কি কি ভাবে আমরা নিজেদেরে আমাদের প্রভুর কাছে সম্পূর্ণ ভাবে সমর্পণ করিতে পারি। স্বর্গদূতগণের ন্যায় **পবিত্রতা অভ্যাস** করিয়া, আমাদের **ইন্দ্রিয়সমুহকে নিগ্রহ** করিয়া আমাদের দেহের **স্বাস্থ্য ও শক্তি** তাঁহারই **পবিত্র সেবার কার্য্যে** ব্যয় করিয়া আমরা তাঁহাকে **আমাদের দেহ ও রক্ত** দান করিতে পারি; ইহা করা কি আমাদের পক্ষে অতি ন্যায়-সঙ্গত ও গৌরবজনক বিষয় নয়? জাগতিক বিষয় হইতে আমাদের আত্মাকে অনাসক্ত করিয়া, এবং যাহাতে আমাদের প্রভুর সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগের ব্যাঘাত ঘটায়, এমন সমস্ত বিষয় হইতে আমাদের আত্মাকে নির্ম্মল রাখিয়া, তাঁহারই সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগের বৃদ্ধির জন্য আমাদের হৃদয় ও মনকে নিয়োজিত রাখিয়া আমরা

তাঁহার কাছে আমাদের আত্মাকে সমর্পণ করিতে পারি। আমাদের নিকট হইতে তিনি যাহা পাওয়ার যোগ্য, তাহা অপেক্ষা ইহা বড় বেশী কিছু নয়! বিশেষতঃ, এই সমস্তইত আমাদেরই নিজের হিতের ও সুবিধার জন্য। ইহাতেই আমরা এই জগতে ও পরলোকে শক্তি, জ্ঞান, শান্তি ও সুখের মূল উৎসটি পাইয়া থাকি। তিনি আমাদের মধ্যে যে সকল পুণ্য দেখিতে চান, যেমন, অবনতভাব, বাধ্যতা, পবিত্রতা, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি সৎসাহস ও উদ্যমের সহিত ঐগুলি অভ্যাস করনের দ্বারা আর এই সকল পুণ্য অভ্যাসের সঙ্গে যে সকল ত্যাগস্বীকারের বিষয় জড়িত, তাহা ছাড়িয়া দিয়া আমরা তাঁহার কাছে আমাদিগকে সমর্পণ করিতে পারি। অতএব আমি মনে মনে বলিব, "যেশু আমার ঈশ্বর, তাঁহার নিজেকে নিরুপায় পাপী যে আমি, সেই আমাকেই সম্পূর্ণরূপে দিয়াছেন ও দিতেছেন। তাঁহাকে যাহা দিবার ক্ষমতা আমার আছে, তাহা হইতেও ত কত অসীম গুণে তিনি যোগ্য। সুতরাং কেবল তাঁহারই জন্য আমার জীবন ধারণকরা একমাত্র ন্যায় সঙ্গত ও উপযুক্ত।

৭। পরিশেষে, এই বিষয়ে যেশুর সহিত ভক্তিভরে আলাপ করিব।

৩১৪। পবিত্র মিস্‌সাবলি।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে দেখিব, আমাদের প্রভু শেষ ভোজের সময় প্রতিষ্ঠা-বাক্য উচ্চারণ করিতেছেন।

৪। নম্র অন্তরে যেশুর কাছে এই প্রার্থনা করিব, তিনি যেন পবিত্র মিস্‌সাবলি উৎসর্গের জন্য মহা প্রশংসা ও গভীর ভক্তির ভাব আমার অন্তরে উদ্দীপিত করিয়া দেন ; আর ইহাই সম্পাদনের জন্য আমাকে উত্তরোউত্তর যোগ্য করিয়া লইতে কার্য্যকরী ইচ্ছা যেন দান করেন।

৫। ধ্যান করিব ;—স্নেহপরায়ণ পিতার মত সন্তানগণের মধ্যে থাকিয়া যে, তিনি নিজেকেই তাহাদের আত্মিক খাদ্যরূপে দিবেন, এই পবিত্র এউখারিস্তিয়া ব্যবস্থাপনে, আমাদের ঈশ্বর প্রভুর কেবল ইহাই উদ্দেশ্যই ছিল না ; কিন্তু আমাদের জন্য নিয়ত, সেই একই ক্রুশীয়বলি কেবল ভিন্ন প্রণালীতে উৎসর্গ করিবার অভিপ্রায়েও ইহা সংস্থাপন করেন। কালবারীর উপর রক্তপাত ব্যতীত **নবভাবে** সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া খ্রীস্তের এই বলি উৎসর্গ করিতে হইবে, কালের অন্ত পর্য্যন্ত তিনি সহ্য করিবেন। ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গীকৃত এই বলি কেমন অসীম **মহা মূল্যবান,** তাহাত আমরা ধারণাও করিতে পারিনা। এই বলি আপনিই স্বয়ং উৎসর্গকারী, পুরোহিত, স্বয়ং ঈশ্বরের পুত্র। ইহাতেই নবভাবে আবার আমাদের প্রভুর মাংস দেহ ধারণ, দুঃখভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থান হইয়া-থাকে। আবার ইহাই আমাদের কাছে অতি চমৎকারভাবে ঈশ্বরের অসীম জ্ঞান, শক্তি ও মঙ্গলময়-ভাবের রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়। মাংস দেহ ধারণ সময়ে যেশু যেমন তাঁহার **মানবীয় জীবন** আরম্ভ করিয়াছিলেন, মিস্‌সাবলি সম্পাদন সময়েও তিনি তেমনি **সাক্রামেন্তের জীবন** আরম্ভ করেন। ক্রুশের উপর তিনি যাহা সম্পন্ন করিয়াছিলেন, আবার তিনি তেমনি নিজেকে বলিরূপে দান করেন ; অতএব, যিনি তাঁহার নিরুপায় প্রাণীদের জন্য এমন আশ্চর্য্য কার্য্য সাধন করেন, এস আমরা গভীর **নতভাবে** সেই ঈশ্বরের মঙ্গলময়ভাব ও জ্ঞানের পূজা করি। এই চিন্তাটি যেন মিস্‌সাবলি উৎসর্গের অতি পবিত্র

গভীর কার্য্য সম্পাদনে আমাদের অন্তরে অতি উচ্চ ভক্তি ও প্রশংসা-কীর্ত্তনের ভাব উদ্দীপিত করে এইজন্য প্রার্থনা করিব।

৬। ধ্যান করিব ;—এই মিস্‌সাবলি উৎসর্গের ব্যবস্থা আমাদের জন্য কেমন কৃতজ্ঞতা ও আনন্দের উনুই স্বরূপ। আমরা ঈশ্বরের কাছে যে কৃতজ্ঞতার জন্য ঋণী এই মিস্‌সা দ্বারাই আমরা তাঁহাকে সেই কৃতজ্ঞতার জন্য ধন্যবাদ দিতে পারি, ও তাঁহার গৌরব কীর্ত্তন করিতে পারি। মিস্‌সাই আমাদিগকে আমাদের পাপের জন্য অনুতাপ এবং পাপমোচন লাভের নানাবিধ ফলপ্রদ উপায় সকল, এবং অন্যান্য অনেক কৃপা ও আশীর্ব্বাদ যোগাইয়া দেয়। জগতে যাহা অতুলনীয় এমন যে এই মহাদান ইহার জন্য কৃতজ্ঞ হইব আর এই দানের সদ্ব্যবহার করনে উদ্যোগী ও যত্নশীল হইব।

৭। ধ্যান করিব ;—ঈশ্বর আমাদের প্রভুর জন্য ও তাঁহার সঙ্গে, না, কেবল তাহাই নয় ; এই মহা বলি উৎসর্গ করণে তাঁহারই প্রতিনিধি হইতে আমাকে কেমন মনোনীত করিয়াছেন। প্রকৃত ঐশ্বরিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হওয়া আমার পক্ষে কেমন মহা সম্মানের কথা! অথচ নিজেকে এমন উচ্চ পদ-মর্য্যদার যোগ্য করিয়া লইতে, এই মহান্ গুরুতর কার্য্য সম্পাদনের যোগ্য-স্বভাবশীল হইতে যেন না ভূলি। এই ঐশ্বরিক নিগূঢ়-বিষয় সম্পাদন সময়ে জ্বলন্ত বিশ্বাস, সরল নম্রতা, গভীর ভক্তি ও ধর্ম্মভাবই যেন স্বভাব হয় ; এই কথা যেন আমরা কেহ না ভূলি। আমি কি নিজেকে উপযুক্তভাবে প্রস্তুত করিয়া জ্বলন্ত আগ্রহের সহিত ধন্যবাদ দান করি ?

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে যেশুর সহিত ভক্তিভরে আলাপ করিব।

৩১৫। এউথারিস্তিয়ায় যেশু আমাদের আশ্রয় ও সহায়।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে প্রভুকে দেখিব এবং তাঁহার শ্রীমুখের বাক্য শুনিব ;—"যাহারা শ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত আছ, সকলে আমার নিকট আইস, আর আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব।" (মাথা ১১ ; ২৮)।

৪। নম্র অন্তরে যেশুর নিকট প্রার্থনা করিব তিনি যেন আমার অন্তরে তাঁহার উপর অসীম বিশ্বাস ও নির্ভর উদ্দীপিত করিয়া দেন।

৫। ধ্যান করিব ;—আমাদের প্রভু যখন এই মর্ত্ত্য জীবনে ছিলেন, তখন তিনি দুঃখ-কষ্ট-গ্রস্ত লোকদের কেমন আশ্রয় ছিলেন ; পীড়ীত লোকেরা সুস্থ হইতে, অজ্ঞানেরা শিক্ষা লাভ করিতে, দুঃখিত লোকেরা সান্ত্বনা পাইতে, আর পাপীরা পাপ ক্ষমা পাইয়া ঈশ্বরের সহিত পুনর্মিলনের জন্য কেমন তাঁহার কাছে আসিত। যেশু কেমন স্নেহশীল ও কৃপাবান্ তাহা তিনি সকলকেই দেখাইয়াছেন ; **অবনতভাব ও অনুতপ্ত অন্তরে** তাঁহার কাছে আসিয়া একজন পাপীও তাঁহার অগ্রাহ্য হইয়া যায় নাই, অথবা দুঃখ-কষ্ট-গ্রস্ত কোন লোক সান্ত্বনা লাভ না করিয়া যায় নাই। দয়া ও করুণায় প্লাবিত তাঁহার অন্তরখানি কখন পরিবর্ত্তিত হয় নাই ; বেদী হইতে যেশু এখনও যাহারা শ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত তাহাদিগকে ডাকেন ; তিনি সব সময়ই আমাদের ব্যাধি সকল দূর করিতে ও দুঃখ বিপদে আমাদিগকে সান্ত্বনা দিতে ব্যাকুল।

৬। ধ্যান করিব ;—যিনি মুখের একটি কথায় ; খঞ্জকে চলিবার শক্তি, অন্ধকে দেখিবার শক্তি, বোবাকে কথা বলিবার এবং কানাকে

শুনিবার শক্তি দিয়াছেন, আমাদের সেই প্রভু কেমন সর্ব্ব-শক্তিমান। তাঁহার আদেশে কুষ্ঠী **শুচি** হইয়াছে, মৃতেরা **পুনর্জীবন** লাভ করিয়াছে। তাঁহার **কৃপার শক্তিতে** ভূতগ্রস্ত ব্যক্তির ভূতকে বিদূরিত করিয়াছেন, মারীয়া মাগ্দালেনার মত পাপীগণকে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন, আর অনুতপ্ত তস্করকে **পবিত্র লোকদের** সমাজ মধ্যে প্রবেশ লাভের যোগ্য করিয়া দিয়াছেন। যাহারা নম্র অন্তরে বিশ্বাস ও নির্ভরের সহিত তাঁহার কাছে আইসে, তাহাদের প্রতি তিনি এখনও তেমনি কৃপাশীল; তাঁহার শক্তি ও কৃপা একই আছে, এক তিলও কম হয় নাই।

৭। ধ্যান করিব;—যাঁহার কাছে অত্যন্ত দুঃখ-কষ্টে ভারাক্রান্ত ও শ্রান্ত-ক্লিষ্ট লোকেরা প্রার্থনা করিয়া বিফল-মনোরথ হয় নাই, তাঁহারই কাছে আমাদের আসিবার জন্য কেমন আগ্রহশীল ও ব্যগ্র হওয়া উচিত। আমাদের দুঃখ-কষ্ট হয়ত একটা **পরীক্ষার** আকারেও আসিতে পারে, আত্মিক শুস্কভাব, বিষাদ, শূন্য শূন্যভাব, অথবা আমাদের ব্যক্তিগত দুর্ব্বলতা এবং আমাদের বিশৃঙ্খল স্বাভাবিক প্রবৃত্তির সঙ্গে নিয়ত যুদ্ধ করিতে অপারগ বলিয়া নিরাশা ও নিরুৎসাহ আসিয়া আমাদিগকে দুঃখ-কষ্টে ভারগ্রস্ত করিতেও পারে। আমাদের দুঃখ-কষ্ট যেরকমেরই হউক না কেন, আমরা এই কথাটি সব সময়ই মনে রাখিব, আমাদিগকে যেশু কেমন প্রেম ও স্নেহভরে তাঁহার কাছে ডাকিতেছেন।

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে অতি ভক্তির সহিত যেশুর সঙ্গে আলাপ করিব।

৩১৬। এউখারিস্তিয়ায় যেশুই আমাদের পরম বন্ধু।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে প্রভুকে দেখিব এবং এই বাক্য ধ্যান করিব। "বিশ্বস্ত বন্ধুই সুদৃঢ় আশ্রয়; যে তাহাকে পাইয়াছে, সে একটি ধনরত্নের ভাণ্ডার পাইয়াছে।" (উপদেশক ৬; ১৪)।

৪। নম্র অন্তকরণের সহিত যেশুর নিকট এই প্রার্থনা করিব, তিনি যেন খুব অন্তরঙ্গ ভাবের বন্ধুত্ব বন্ধনে আমাকে তাঁহার সহিত বাঁধিয়া লইতে শিখাইয়া দেন।

৫। ধ্যান করিব;—শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত ঐ কথাগুলি যদিও পার্থিব বন্ধুর বিষয়ে সত্য, কিন্তু সেই বন্ধু যদি স্বয়ং আমাদের প্রভুই হন, তবে ঐ কথাগুলি আরো কত অভ্রান্ত সত্য। আমাদের প্রতি তাঁহার মনের ভাব কেমন তাহা উপলব্ধি করিতে হইলে, তিনি আমাদের জন্য যাহা করিয়াছেন, যত দুঃখ-কষ্ট-ভোগ করিয়াছেন, ইহাই কেবল আমাদের মনেকরা আবশ্যক। তিনি নিজেই এই প্রমাণ দিয়াছেন যে, বন্ধুর জন্য নিজের প্রাণ দেওয়া অপেক্ষা প্রেমের অধিক প্রমাণ ত আর নাই। আর আমাদের জন্য তিনি তাহাই করিলেন। আবার **জ্ঞানে, শক্তিতে** ও **পবিত্রতায়** যেশুর সহিত তুলনার যোগ্য এমন কোন বন্ধু জগতে হইতে পারে কি? আমাদের নানা দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও এমন **কৃপাময়,** আমাদের দুঃখের সময় এমন **মমতা ও দয়াশীল** ও আমাদের সাহায্যের জন্য সতত এমন **ব্যগ্র** কে আর হইতে পারে! এমন একজনও ত দেখিনা। আমরা এমন নগণ্য, অযোগ্য হইলেও তিনি যে আমাদিগকে তাঁহার অতুলনীয় বন্ধুত্বের **অধিকার**

দিলেন। এই জন্য আমাদের মহান ঈশ্বরকে কখন যথাযোগ্য ধন্যবাদ দিয়া উঠিতে পারি কি? অতএব এই বন্ধুত্ব রক্ষার অধিকারী থাকিবার যোগ্য হইয়া থাকাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

৬। ধ্যান করিব;—এই ঐশ্বরিক বন্ধুত্ব হইতে আমাদের কেমন সর্ব্ববিধ **মঙ্গলরাশি** লাভ হয়। দুঃখের সময় অথবা যখন আমাদের কোন বিষয়ে সান্ত্বনার আবশ্যক হয়, তখন যাহার কাছে আমরা অন্তর খুলিয়া কথা বলিতে পারি, তেমন বন্ধুর কাছেই সুখ দুঃখের কথা বলিয়া থাকি। এই জগতের বন্ধু যতই পবিত্র, জ্ঞানী, বিশ্বাসযোগ্য অথবা শক্তিশালী লোক হউক, যেশুর সঙ্গে তাহার তুলনা খাটেনা। আমাদের যদি সহানুভূতি ও সমবেদনার আবশ্যক হয়, যেশুর অন্তরই **দয়া মমতায়** প্লাবিত রহিয়াছে দেখি। আমাদের দুঃখ-কষ্টের সমস্ত কথা খুলিয়া বলা যদিও আমাদের পক্ষে কঠিন হয়, আমরা জানি যেশু সেই সমস্তই সম্যক্‌ভাবে জানিতে ও বুঝিতে পারেন; যদি পরামর্শ পাইতে আমাদের ইচ্ছা ও আবশ্যক হয়, তবে তাঁহার অসীম জ্ঞান আমাদিগকে পরিচালিত করিবার জন্য সতত আমাদেরই কাছে রহিয়াছেন; আমাদের দুর্ব্বলতার সময়ও তিনিই আমাদের **শক্তি**। তিনি কখনও আমাদিগকে বঞ্চনা করিবেন না, অথবা তাহার বন্ধুত্বে বিশ্বাসকারী ব্যক্তির **জীবনে মরণে** কখনও পরিত্যাগ করিবেন না। যাঁহার বন্ধুত্বে আমাদের এত হিত সাধিত হয় দেখি, তাঁহার বন্ধুত্ব সম্বন্ধে তবে কেমন করিয়া আমরা অমনোযোগী হইয়া থাকিতে পারি! তাহা হইলেও ত এমন অনেক খ্রীষ্টিয়ান আছে, যাহারা তাঁহাকে অগ্রাহ্য করে, ভুলিয়া থাকে! আমাদেরও কি তাদের মধ্যে ধরা যাইবে?

৭। ধ্যান করিব;—যেশুর ও তাঁহার মনোনীত ও আহুত পদে অভিষিক্ত নিযুক্ত ব্যক্তির মধ্যে কেমন **ঘনিষ্ঠ ও প্রগাঢ়** বন্ধুত্ব হওয়া

কর্ত্তব্য। তাঁহার কার্য্য, স্বত্ব, প্রভৃতি সমস্তের ভারই পুরোহিতের উপর তিনি দিয়াছেন, যেশুর বিশেষ আশীর্ব্বাদেই তাঁহারা নিজ নিজ পরিচর্য্যা কার্য্যে সফলতা লাভ করেন; তাঁহাদের জীবন যেশুর নিজ জীবনটির অনুলিপিই হওয়া চাই। তাঁহারা যেশুর বিশেষ প্রেমের পাত্র আর এমন মহান্ গভীর কার্য্যে মনোনীত ও নিয়োজিত ব্যক্তির প্রেম যে, যেশুর প্রেম ও ভালবাসারই অনুরূপ হইবে, ইহাত স্বাভাবিক। অন্যান্য সকলের পূর্ব্বে পুরোহিতেরই **বেদীতে অবিস্থিত যেশুর** বন্ধু হওয়া কর্ত্তব্য, এই বেদী হইতেই তিনি **জ্ঞান, আলো** ও **শক্তি,** ও তাঁহার **প্রেমে সান্ত্বনা** পাইয়া থাকেন।

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে যেশুর সহিত ভক্তিভরে আলাপ করিব।

৩১৭। এউখারিস্তিয়ায় যেশু আমাদের শিক্ষা-দাতা।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ধ্যান করিয়া দেখিব ও ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণ করিব। "যে আমার কথা শুনে ও প্রতিদিন আমার দ্বারের দিকে সাবহিত দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে, এবং আর দ্বারের গোবরাটের কাছে থাকিয়া অপেক্ষা করে সেই ব্যক্তি ধন্য।" (হিতোপদেশ ৮ ; ৩৪ পদ)।

৪। নম্র অন্তরে আমাদের প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিব, পবিত্র ব্যক্তিগণের এই জ্ঞান শিক্ষার জন্য তিনি যেন আমার অন্তরে কার্য্যকরী জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত করিয়া দেন।

৫। ধ্যান করিব ;—ঈশ্বরের সেবাকার্য্যে ব্রতী পুরোহিতের জন্য পবিত্র ব্যক্তির এই জ্ঞান শিক্ষাকরা কেমন আবশ্যক। আর বেদীতে বাসকারী আমাদের এমন মঙ্গলময় জ্ঞানী প্রভুকেই শিক্ষক বলিয়া পাওয়াতে তাঁহার কত সুখী হওয়া উচিত! তিনি অতি উচ্চ কার্য্যের পদে আহুত বলিয়াই **সিদ্ধতায়** উন্নত হইবার জন্য গভীরভাবে তাঁহার চিন্তা করা উচিত। ঈশ্বর যদি তাঁহার কোন পবিত্র লোককে তাঁহার শিক্ষা ও চালনার জন্য পাঠান, তবে বাস্তবিকই তাঁহার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। ঈশ্বরত তাহা অপেক্ষা আরো অনেক বেশী করিয়াছেন, তিনি যে নিজেকেও পুরোহিতেরই হাতে দিয়াছেন ; যে পুরোহিত **স্বর্গীয়** জ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন, তিনি যেশুর কাছ হইতেই তাহা শিক্ষা করিতে পারেন। যেশু কেবল তাঁহাকে শিক্ষাই দিবেন না, কিন্তু সেই শিক্ষানুযায়ী কার্য্য করিতে শক্তিও দিবেন। পবিত্র ব্যক্তিগণ এই **বেদীতলে** বসিয়া পবিত্রতার সম্বন্ধে কত গভীর গভীর শিক্ষা লাভ করিয়াছেন তাহাই আলোচনা করিয়া দেখিব এবং তাঁহাদেরই দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইব।

৬। ধ্যান করিব ;—ধন্য সাক্রামেন্তে যেশুর প্রধান প্রধান শিক্ষাগুলি কি? যাহারা যেশুর পবিত্র ধর্ম্মশিক্ষা গ্রহণ ও ধারণা করিবার যোগ্য অন্তর ও মন লইয়া তাঁহার কাছে আইসে, তাহারাই **যেশুর** শিক্ষা বুঝিতে পারে। অসীম **মহিমাময় ঈশ্বর** যিনি, তিনি যখন সাক্রামেন্তের সামান্য আকারে গুপ্ত থাকিয়া তাঁহার ঐশ্বরিক সিদ্ধতা সমূহই কেবল নয়, কিন্তু তাঁহার পবিত্র মানবীয় স্বভাবের গৌরবও লুকাইয়া রাখেন, তখন ইহা দেখিয়া আমাদেরও যে, লোকের কাছে কেমন অপরিজ্ঞাত ও অবজ্ঞাতের মত থাকিতে ভালবাসাই যে উচিত, ইহাই তিনি সুন্দর ও স্পষ্টভাবে শিখাইয়া দেন! যিনি অসীম জ্ঞানী তিনি বেদীর

নীরবতা মনোনীত করিলেন; **সর্ব্বশক্তিমান** হইয়াও নিজের শক্তি ছাড়িয়া রহিলেন। যিনি সমস্ত বিশ্ব-সৃষ্টির **শাসনকর্ত্তা** তিনিই আমাদের আদেশে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিজেকে আমাদের ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে আমাদের হাতে দেন! ইহা দ্বারা তিনি কেমন সুন্দরভাবে আমাদিগকে **বাধ্যতা** শিক্ষা দেন। নির্জ্জন নীরব বেদীতে থাকিয়া তিনি দিবা রাত্রি অবিরত আমাদের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন, ইহা দ্বারা তিনি **প্রার্থনা ও ধ্যান** সম্বন্ধে যে শিক্ষা দেন, তাহা বাস্তবিকই কেমন ভাবোদ্দীপক! আমাদের জন্য তিনিত কত অত্যাচার, অকৃতজ্ঞভাব, অবজ্ঞা সহ্য করিতেছেন। ইহাতে তিনি আমাদিগকে **মৃদুভাব এবং ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতাই** শিক্ষা দেন। তাঁহাকে গ্রহণ করিবার ও পাইবার জন্য আমরা অযোগ্য হইলেও সম্পূর্ণরূপে নিজেকেই আমাদের কাছে সমর্পণ করিয়া দিয়া, কেমন চমৎকার ভাবে **বদান্যতা** ও **আত্ম-ত্যাগস্বীকার** শিক্ষা দিয়াছেন। অবশেষে, তিনি তাঁহার নিজের কাছে মানব আত্মাগুলিকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়া তাহাদের জন্য নিজেকেই **বলি** উৎসর্গ করিয়া, তাহাদিগকে **আত্মিক** আহার দিয়া পরিপোষণ করিতে দিবারাত্রি বেদীতে আছেন। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা মানব-আত্মার জন্য কেমন আগ্রহ হওয়া উচিত। এই মহা শিক্ষাটি তিনি আমাদিগকে দিতেছেন। তিনি যে বলিয়াছিলেন,—"আমিই সত্য, পথ ও জীবন।" ইহাত সত্যই। অতএব, মাগ্‌দালেনা মারীয়ার দৃষ্টান্তানুযায়ী, বারবার তাঁহারই নিকট আসিয়া তাঁহার পদতলে বসিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইব। এইখানেই তাঁহার শিক্ষা যে, আমাদের অন্তরের মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ করিবে, আমারা এই আশা করিতে পারি।

৭। পরিশেষে, এই বিষয়ে অতি ভক্তিভরে যেশুর সহিত আলাপ করিব।

৩১৮। যেশুর পবিত্র হৃদয়ের উৎসব

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে দেখিব, তিনি পবিত্রা মার্গারিৎ মারীয়াকে কি ভাবে দর্শন দিয়া দেখাইলেন ক্রুশোপরে কণ্টক বেষ্টিত তাঁহার পবিত্রহৃদয় হইতে কেমন অগ্নিশিখা ফুটিয়া বাহির হইতেছে।

৪। নম্র অন্তরে যেশুর কাছে এই বিনতী করিব যেন তাঁহার পবিত্রহৃদয়ের দিকে আমার ভক্তি বাড়াইয়া দেন।

৫। ধ্যান করিব;—পবিত্রা মার্গারিৎ মারীয়ার কাছে আমাদের প্রভু এই কথা বলিয়াছিলেন; "এই দেখ, যে হৃদয় মানবগণকে এত ভালবাসিয়াছে।" দেখ, এই হৃদয়ে সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বরিক সিদ্ধতায় পূর্ণ; আর তোমাদের অসীম প্রেম-ভক্তি ও তোমাদের পূজা ও পরমানুরাগের **যোগ্য পাত্র**; কারণ ইহাই যেশুর হৃদয়; এই হৃদয়ই মানবের প্রতি প্রেমানলে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল; মানবগণের প্রতি যেশুর প্রেম এমনি জ্বলন্ত যে, তিনি তৎপরতার সহিত দুঃখ, কষ্ট ও দরিদ্রতা, আর অপমানজনক **ক্রুশায়-মৃত্যু** পর্য্যন্ত আলিঙ্গন করিলেন। মানবের প্রতি এই **পবিত্র-হৃদয়ের** এমন মহাপ্রেম যে, মানব যেন তাঁহারই সহিত একযোগ হইতে পারে, এইজন্য নানাবিধ অত্যাচার, ঈশ্বরনিন্দা, অবজ্ঞা তাচ্ছল্যভাব সত্ত্বেও যে প্রেমে এই সমস্তেরই ক্ষতিপূরণ করে, সেই **মহা প্রেমেই** যেশু নিজেকে সাক্রামেন্তের রুটির আকারে লুকাইয়া থাকিতে প্রণোদিত হইলেন। মানবগণের মধ্যে **বাস-করা** আর তাঁহার সহিত অন্তরঙ্গভাবে তাহাদেরে **যোগ্য করিয়া লওয়ার** জন্যই এই ঐশ্বরিক-হৃদয়ের অবিতৃপ্ত পিপাসা। অতএব

আমার প্রতি যেশুর এই নিগূঢ়-প্রেমের জন্য তাঁহার **প্রশংসা** গান করিব, অবনত অন্তরের সহিত নতশিরে তাঁহার **পূজা করিব।** তাঁহার প্রতি আমার অকৃতজ্ঞভাব ও শিথিলভাবের জন্য **অনুতাপ** করিব; তাঁহার এই মহা প্রেমের প্রতিদানের জন্য আমিও প্রকৃতরূপে প্রাণ খুলিয়া তাঁহাকে প্রেম-ভক্তি করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইব।

৬। ধ্যান করিব;—আমাদের প্রভু বলেন, "আর ইহার পরিবর্ত্তে আমাকে লোকে কেবল অকৃতজ্ঞতা দেখায় আর ভুলিয়া যায়।" কত অসংখ্য অসংখ্য লোক তাঁহাকে জানেনা, তাঁহাকে মানিতে অস্বীকার করে, ইহা চিন্তা করিব; আর ইহাও ভাবিয়া দেখিব, কত অসংখ্য অসংখ্য খ্রীস্তীয়ান লোকও তাঁহাকে তাহাদের ঈশ্বর ও ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া জানে, কিন্তু তাহাদের মন অন্যান্য বিষয়েই আসক্ত থাকে! এই রকম খ্রীস্তীয়ান-দের মধ্যে কতলোক **যেশুকে** অপমান করিয়া, ঈশ্বরনিন্দা ও অত্যাচার করে! আমারই চিন্তা আমার নিজের পাপের দিকে ফিরাইয়া দেখিব, এই পাপের দ্বারা আমি পরম প্রেমময় পবিত্র-হৃদয়কে কেমন দুঃখিত করিয়াছি! কতবার আমি তাঁহাকে আমার অকৃতজ্ঞ, শিথিল ও অবজ্ঞারভাবের আচরণ দেখাইয়াছি! তাঁহার মহাপ্রেমের প্রতিদান এই ভাবে দেখাইয়াছি বলিয়া দুঃখে, অনুতাপে আমার হৃদয় বিদ্ধ হইয়া যাওয়া উচিত। আমার প্রভুর প্রতি মানুষের এই অবজ্ঞা ও তাচ্ছল্য ভাবের আচরণের জন্য যথাসম্ভব ক্ষতিপূরণ করিতে জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা আমার অন্তরে উদ্দীপিত হওয়া উচিত।

৭। ধ্যান করিব;—যাহারা তাঁহার উদ্দেশ্যে পবিত্রীকৃত হইয়াছে, আমাদের প্রভু কেমন বিশেষভাবে তাহাদেরও অকৃতজ্ঞতা, শিথিলভাবের বিষয় বলেন। এই প্রকার লোকেরাই তাঁহার বিশেষ প্রেম ও আশীর্ব্বাদের পাত্র; প্রভুও যে, তাহাদের কেমন প্রেম ও ভক্তির পরম

যোগ্যপাত্র তাহারা ত অন্যান্য লোকের অপেক্ষা আরো অধিক পরিমাণে অবগত। আর তাহাদেরই অকৃতজ্ঞতার ভাব থাকিলে, কেমন পরিতাপের কথা হয়! যেশু আমাদের যে সকল দোষের সংশোধন দেখিতে আশা করেন, আমরা আত্মপরীক্ষা করিয়া আমাদের নিজের সেই দোষগুলি দেখিব; ধন্য সাক্রামেন্ত ও বেদীর সম্মানার্থ সকল বিষয়ে আমরা যত্নশীল ও উদ্যোগী আছি কি? আমি কি সদাসর্ব্বদাই এই প্রেমের সাক্রামেন্তে আমাদের প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া থাকি? এউখারিস্তিয়ার যেশুর দিকে আমি ও অন্য সকলে যে সমস্ত অপরাধ করিয়াছি, তাহার প্রতিকার ও সংশোধন করিতে চেষ্টা করিয়াছি কি? ভক্তির কোনরূপ বিশেষ অভ্যাস করণ দ্বারা **পবিত্র হৃদয়ের** সম্মান করি কি? আর এই **ভক্তিভাব** অন্য সকলের মধ্যেও বিস্তার করিতে চেষ্টা করি কি? এই সকল বিষয়ের জন্য যে মহা মঙ্গলরাশি সঞ্চিত রহিয়াছে, তাহার বিষয়ে চিন্তা করিয়া কতগুলি উত্তম কার্য্যশীল-সঙ্কল্প স্থির করিব।

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে যেশুর সহিত অতি ভক্তিভরে আলাপ করিব।

৩১৯। ত্বকচ্ছেদ-পর্ব্বদিন।

১লা জানুয়ারী।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঘটনাটি দেখিব; "আর যখন বালকটির ত্বকচ্ছেদনের জন্য আট দিন পূর্ণ হইল, তখন তাঁহার নাম যেশু রাখা গেল; এই নাম

তাঁহার গর্ভস্থ হইবার পূর্ব্বে দূতের দ্বারা রাখা হইয়াছিল।” (লুক ২ ; ২১ পদ)।

৪। নম্র অন্তরে আমাদের প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিব, বৎসরের আরম্ভেই আমি যেন সম্পূর্ণরূপে আমার নিজেকে প্রভুর নিকট সমর্পণ করিতে পারি, এই জন্য আমার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা দান করুন।

৫। ধ্যান করিব ;—যিহুদীদের মধ্যে নবজাত-শিশু যেন ঈশ্বরের লোকদের মধ্যে গণ্য হইতে পারে, এইজন্য ঈশ্বরই কেমন এই ত্বকচ্ছেদ অনুষ্ঠান সংস্থাপন করিলেন। আমাদের প্রভু ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া এই নিয়মের বহির্ভূত ছিলেন ; আর এই অনুষ্ঠান পাপী মানবের নবজাত সন্তানদের জন্যই সংস্থাপিত। এই অনুষ্ঠানের অধীন হওয়া যেশুর পক্ষে যেমন যন্ত্রণা জনক, তেমনি অত্যন্ত অবনতিজনক ; তাহা হইলেও মহিমাময় ঈশ্বরেরই এই বিধান ছিল। যেশু মানব হইয়াছেন বলিয়া অন্য সমস্ত বিষয়ের পূর্ব্বে ঈশ্বরের গৌরবের জন্যই তাঁহার প্রধান চিন্তা। এইজন্যই তিনি নিজেকে অত্যন্ত অবনত করিয়া পাপীদের মধ্যে পরিগণিত হইতে এই বিধি ও নিয়মের অধীন হইলেন,—তিনিত স্বয়ং নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক,—ইচ্ছাপূর্ব্বক এই বিধি অনুযায়ী শারীরিক যাতনার অধীন হইলেন। এই ভাবে, ইহার পরে ভবিষ্যতে আমাদিগের কর্ত্তব্য সম্পন্নের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছামত আমাদেরও অনেক ত্যাগস্বীকার করিতে হইবে ; কখন কখন হয়ত, পাপের যাতনার জন্য আর সদাসর্ব্বদাই ঈশ্বরেরই গৌরব সাধনের জন্য অনেক ত্যাগস্বীকার করিতে হইবে। সকল অবস্থায় কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ হইতে ; আর নিতান্ত বাধ্যতাজনক কর্ত্তব্য ছাড়াও কেবল ঈশ্বরের গৌরব সাধনের জন্য একাগ্রতাপূর্ণ জ্বলন্ত আগ্রহের জন্য ত্যাগস্বীকার করিতে হইবে ; শারীরিক দুঃখ যাতনা, ক্লান্তি এবং মানুষের ঘৃণা, তাচ্ছল্য ও অপমান সহ্য করিতে হইবে। অতএব যেশুর ত্বকচ্ছেদ দিনে তিনি আমার

জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহাই চিন্তা ও ধ্যান করিব এবং এইজন্য ঈশ্বরের সাহায্যে উদ্যোগী ও যত্নশীল হইতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইব।

৬। ধ্যান করিব ;—লেখা আছে, "তাঁহার নাম যেশু রাখা গেল যে নাম স্বর্গদূত দ্বারা রাখা হইয়াছিল।" এই পবিত্র নামের অর্থ ত্রাণকর্ত্তা ; এই নামটিই জগতে তাঁহার কার্য্যের বিষয় প্রকাশ করে। যেশু, এই নামের যাহা অর্থ তাহাই তাঁহার পার্থিব জীবনকাল ব্যাপিয়া, কেমন যথার্থভাবে প্রমাণিত করিয়াছেন। তাঁহার এই ঐশ্বরিক কার্য্যভার **সম্পন্ন করা হইতে** কোন রকমের দুঃখ-কষ্ট-ভোগ, এমন কি, মৃত্যু পর্য্যন্তও তাঁহাকে একতিল নড়াইতে পারে নাই। আমরাত বাপ্তিস্ম দ্বারা খ্রীষ্টীয়ান নাম পাইয়াছি অর্থাৎ যেশু খ্রীস্তের শিষ্য হইয়াছি ; আর চিন্তা করিব ঈশ্বর আমাদের কাছে কি দেখিতে চান ? **খ্রীস্তীয়ান** বলিয়া তিনি চান, আমরা যেন কেবল নামে নয়, কিন্তু কার্য্যতঃ যেশু খ্রীস্তের শিষ্য হই। আমাদের ঈশ্বর প্রভুর শিক্ষা ও নীতির তত্ত্বানুযায়ী, তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া যেন আমাদের এই জীবন যাপন করিয়া চলি ; আর আমাদের মধ্যে ক্রমেই অধিক পরিমাণে যেন যেশুর মূর্ত্তি সজীবভাবে প্রতিফলিত দেখাযায়। তাঁহার যে সকল পুণ্য এমন উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশিত, তাঁহার সেই অবনত ভাব, পবিত্রতা, বাধ্যতা, ঈশ্বরের গৌরব আর মানবগণের পরিত্রাণের জন্য জ্বলন্ত আগ্রহ প্রভৃতি সমস্ত **পুণ্যই** যেন আমাদিগেতে প্রকটিত হয়। নিজেকে নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিব, আমাতে এই সমস্ত আছে কিনা ? বৎসরের আরম্ভেই আমি সৎসঙ্কল্প স্থির করিয়া লইব। এই সঙ্কল্প সাধনে দৃঢ়চিত্ত ও তৎপর হইবার জন্য ঈশ্বরের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করিব।

৭। পরিশেষে, এই বিষয়ে যেশুর সহিত ভক্তিভরে আলাপ করিব।

৩২০। যেশুর পবিত্র নামের পর্ব্ব।

(জানুয়ারী)

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঘটনাটি দেখিব; "এবং দূত তাঁহাকে কহিলেন, মারীয়া, ভয় করিও না, কারণ তুমি ঈশ্বরের সন্নিধানে কৃপা পাইয়াছ। দেখ, তুমি গর্ভে সন্তান ধারণ করিবে ও পুত্র প্রসব করিবে, ও তাঁহার নাম যেশু রাখিবে। তিনি মহান্ হইবেন ও সর্ব্বোচ্চের পুত্র বলিয়া আখ্যাত হইবেন; (লূক ১; ৩০—৩২)।

৪। নম্র অন্তরে যেশুর নিকট প্রার্থনা করিব, আমি যেন তাঁহাকে আরো উত্তমরূপে জানিতে পারি এবং তিনি যেন আমার অন্তরে তাঁহার প্রতি প্রেম-ভক্তি, বিশ্বাস নির্ভর, এবং কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ করেন।

৫। ধ্যান করিব;—যেশুর পবিত্র নাম, কেমন আমাদিগকে আমাদের পরিত্রাণের মঙ্গলরাশি মনে করাইয়া দেয়; আর এই জন্যই ত্রাণকর্ত্তার প্রতি আমাদের অন্তরের প্রেম, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা উদ্দীপিত হওয়া উচিত। আমরা যদি **নিষ্ঠুর শত্রুদের** হাতে পড়িতাম, আর তাহারা যদি আমাদের স্নেহ ভালবাসার পাত্রদের কাছে থেকে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া আমাদিগকে সময় সময় যতদূর সম্ভব অকথ্য-যাতনা দিয়া শেষে প্রাণে মারিয়া ফেলিবার জন্য **কারাকূপে** বন্দী করিয়া রাখিতে লইয়া যাইত, তখন আমাদের কোন বন্ধু দয়া মমতা-পরবশ হইয়া মহা আত্মত্যাগ স্বীকার করিয়া আমাদিগকে যদি সেই শত্রুর হাত হইতে উদ্ধার করিতেন, তবে তাঁহার প্রতি আমাদের অন্তরের

ভাব কেমন হইত! এমন উপকার আমরা কখন ভুলিতেই পারিতাম না; আর আমাদের কার্য্যের দ্বারা আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের যত **সুযোগ** ঘটে, তাহাই ত আমরা খুঁজিতাম। তাহা হইলে, যিনি এই পার্থিব দাসত্বের অপেক্ষাও সহস্র সহস্র গুণে মন্দ, আর যে যাতনা মানুষ দিতে পারে, তাহা অপেক্ষাও বহুকাল ব্যাপী বহুগুণ অধিক অকথ্য ভীষণ ও গভীর যন্ত্রণা হইতে আমাদিগকে **নিস্তার** করিয়াছেন, **সেই যেশুর প্রতি** আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা কত অধিক হওয়া উচিত! আমাদের স্বর্গরাজ্যের অধিকার **পুনরুদ্ধার** করিবার জন্যই যেশু আত্মত্যাগস্বীকার করিয়া এই প্রকার বন্ধুত্ব দেখাইয়াছেন।

৬। ধ্যান করিব;—আমাদের ত্রাণকর্ত্তা যেশু আমাদের পরিত্রাণের জন্য যাহা যাহা করিয়াছেন এবং যত অকথ্য **দুঃখযাতনা** সহ্য করিয়াছেন এই নামেই তাহা স্মরণ করাইয়া দেয়। তিনি ত আমাদেরই জন্য বেত্রাঘাত, অপমান, লাঞ্ছনা সহ্যকরিয়া মাথায় কাঁটার মুকুট লইয়া প্রাণ দিবার জন্য ক্রুশকাষ্ঠ স্কন্ধে লইয়া কালবেরীতে গিয়াছিলেন। কোন বন্ধু, এমন কি, পিতা কিম্বা মাতা, যাহাদের সঙ্গে আমরা দৃঢ় সম্বন্ধে বাঁধা, তাহারা আমাদের জন্য এইরূপ যাতনা সহিতে চাইবে কি? আর এইরূপেই কিন্তু যেশুখ্রীস্ত তাঁহার অপার স্নেহের মহা প্রমাণটি দেখাইলেন। আমাদের দ্বারা তাঁহার কোন দরকার ছিল না, আমাদের পাপের জন্য আমরাত তাঁহার দৃষ্টিরও অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছি। তবে তাঁহার এমন প্রেমের প্রতিদান আমরা কেমন করিয়া দিতে পারিব? অতএব এই দৃঢ়সঙ্কল্প করিব যে, আজ যতবার এই পবিত্র নাম উচ্চারণ করিব, ততবার অতি দীনতার সহিত নম্রভাবে ও ধন্যবাদের সহিত তাঁহার দিকে আমার হৃদয়কে তুলিয়া ধরিব।

৭। এখনই এই বাক্যটি ধ্যান করিব ;—"আকাশের নীচে মানবের কাছে এমন আর কোন নাম দেওয়া হয় নাই, যাহার দ্বারা আমরা পরিত্রাণ পাইবই।" যেশুই আমাদের একমাত্র **আশ্রয় ও গতি** ; তিনিই যাবতীয় শত্রুর হস্ত হইতে **রক্ষাকর্ত্তা**। তিনিই পাপীগণের আশা ও ভরসা। যাহারা তাঁহাকে ডাকিয়া প্রার্থনা করে, তাহারাই তাঁহার মঙ্গলময় সমস্ত আশীর্ব্বাদ পায়। যাহারা তাঁহাকে পায়, তাঁহাদের কাছেই তাঁহার শক্তি ও মধুরভাব থাকে। অতএব, এই চিন্তার দ্বারা আমার অন্তর হইতে সমস্ত নিরাশ-ভাব দূর করিয়াদিয়া বিশ্বাস ও নির্ভরে পরিপূর্ণ করিয়া লইব।

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে যেশুর সহিত ভক্তিভরে আলাপ করিব।

৩২১। মহামূল্য রক্তের পর্ব্ব।

(জুলাই)

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে দেখিব, আমাদের প্রভু যেশু ক্রুশের উপর প্রাণত্যাগ করিতেছেন ; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে আঘাতের ক্ষত হইতে রক্তস্রোত বহিতেছে।

৪। নম্র অন্তরে আমাদের প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিব, তাঁহার প্রতি আমাদের অন্তরের প্রেম ও ভক্তি যেন বৃদ্ধি করিয়া দেন, এবং মানব-আত্মা সকলের জন্য আমার অন্তরে জ্বলন্ত আগ্রহ উদ্দীপিত করিয়া দেন !

৫। ধ্যান করিব ;—মানবআত্মার পরিত্রাণ সাধনের জন্য আমাদের প্রভু কেমন তাঁহার শরীরের শেষ রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত পাত করিয়াছেন! আমার আত্মার জন্যও তিনি **এই মূল্যই** দিয়াছেন ; "তোমরা সোণা রূপার মত ক্ষয়শীল বস্তুসমূহের দ্বারা পরিত্রাণ পাও নাই ; কিন্তু যেশুর **মহামূল্য রক্তের** দ্বারাই পাইয়াছ।" (১ পেত্র ১০ ; ১৮, ১৯)। যেশু যখন আমার আত্মার এমন উচ্চমূল্য স্থির করিয়াছেন, তখন ঠিক ঠিক এই মূল্যই আমারও স্থির করা উচিত নয় কি ? মানবের আত্মার পরিত্রাণের ও রক্ষার জন্য যেশুত কোন রকম ত্যাগস্বীকারকেই অতি বেশী কিছু মনে করেন নাই। তবে আত্মার পরিত্রাণ সুনিশ্চিত করিয়া রাখিবার জন্য যতটুকু ত্যাগস্বীকার কর্ত্তব্য, তাহা করাইত আমার উচিত। আমার হাতে যে সকল আত্মার ভার আছে, সেইগুলিও ত যেশু একই মূল্য দিয়া কিনিয়াছেন। আমি যদি বাস্তবিকই যেশুকে ভালবাসি, তবে যেশুর এই অতি প্রিয় আত্মাগুলিকেও আমি কি ভালবাসিব না ? তাহাদের জন্য প্রার্থনায় আমার অবহেলার জন্য, কদূষ্ণভাবের জন্য, আমার উত্তম ও সদাশয়তার অভাবের জন্য এই আত্মাগুলি পাছে বিনষ্ট হয়, এই ভয়ে আমার প্রাণ কেমন কাঁপিয়া উঠা কর্ত্তব্য।

৬। ধ্যান করিব ;—অবিরত-স্রোতধারে পতিত আমাদের প্রভুর মহামূল্য রক্তই আমাদের প্রতি আমাদের প্রভুর অসীম **প্রেমের পণ**। এমন মহামূল্য দিয়া আমাকে কিনিয়া তিনি কখনও পরিত্যাগ করিতে পারেন না, যদি আমি নিজে তাঁহাকে পরিত্যাগ না করি। যাহারা চারিদিগের নানা চিন্তা ভাবনায় ও পরীক্ষা প্রলোভনের মধ্যে আছে, এই চিন্তার দ্বারাই তাহারা সান্ত্বনা লাভ করিতে পারে। তাঁহার মহাপ্রেমের এমন মহা পণের বিষয় চিন্তা করিয়া আমি কখনও আমার অন্তরের মধ্যে অন্য ভাব ও নিরুৎসাহ-জনক চিন্তা আসিতে দিব না।

৭। ধ্যান করিব ;—আমি যে যেশুর অসংখ্য কৃপারাশি লাভ করিয়াছি, নিজ মহামূল্য রক্ত দিয়াই তিনি তাহার মুল্য দিয়াছেন ; আর এই মূল্য দ্বারাই নিয়ত আমার পরিত্রাণ ও পবিত্রতার কৃপারাশি লাভ করাইতেছেন। অতএব এই কৃপারাশি যে কত মূল্যবান, তাহা ভাবিয়া দেখা আমার উচিত ও পাছে তাহার কোন একটি হারাইয়া ফেলি, সেই জন্য সতত সতর্ক ও চিন্তিত থাকা উচিত। ঐ কৃপারাশি দ্বারা মঙ্গলপ্রাপ্ত হইবার সুযোগ উপস্থিত হওয়া মাত্রই আমারা যেন সেই কৃপারাশি আরো বাড়াইয়া লইতে পারি, এই জন্য আমাদের আরো কেমন অধিক উদ্যোগী ও সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য।

৮ পরিশেষে, এই বিষয়ে যেশুর সহিত ভক্তি পূর্ব্বক আলাপ করিব।

৩২২। পবিত্র ক্রুশ-উত্তোলন পর্ব্ব।

(২৪ সেপ্টেম্বর)

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে এই কথা ধ্যান করিয়া দেখিব ; "আমাদের প্রভু যেশু খ্রীস্তের ক্রুশ ছাড়া আমি যে অন্য কিছুর গৌরব করি, ঈশ্বর এমন না করুন" (গালা ৬ ; ১৪)

৪। নম্র অন্তরে আমাদের প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিব, তিনি যেন তাঁহার ক্রুশের প্রতি আমার অন্তরে গভীর প্রেম ও ভক্তি উদ্দীপিত করিয়া দেন।

৫। ধ্যান করিব ;—মণ্ডলী এই পর্ব্ব-দিনটি সংস্থাপন করিয়া পবিত্র ক্রুশের প্রতি তাঁহার সন্তানগণের প্রেম ও ভক্তি কেমন বৃদ্ধি করিতে চান ;

কারণ শিক্ষিত হউক কিম্বা অশিক্ষিতই হউক সকল খ্রীষ্টীয়ানের পক্ষেই এই ক্রুশ যেন একখানা বিজ্ঞান শিক্ষার গ্রন্থ; ইহা দ্বারাই পবিত্র ব্যক্তিগণের বিজ্ঞান শিক্ষা করাযায়। ইহাই বলিয়া দেয়, আমাদের প্রতি ঈশ্বরের কেমন প্রেম ও স্নেহ; ইহাই কেমন বাগ্মীতার সহিত আমাদের পাপের জন্য অনুতাপ করিতে প্রচার করে; আমাদের ত্রাণকর্ত্তা প্রভুর প্রতি আমাদের অন্তরের **কৃতজ্ঞতা**, মানব আত্মাগণের জন্য আমাদের **আগ্রহ**, **অবনতভাব** ও **বাধ্যতা** এবং **ধৈর্য্য** ও **সহিষ্ণুতা** প্রভৃতি প্রতিটি পুণ্যই কেমন যেশুর শিষ্যকে বিশেষভাবে প্রকাশকরে, তাহা এই ক্রুশেই দেখাইয়া দেয়। এখন হইতে এই ক্রুশই আমার ধ্যানের বিষয় হউক; এই সুন্দর শিক্ষাটি আমি যেন লাভ করিতে পারি, এই জন্য ঐ ঈশ্বরের সেবা কার্য্যে পবিত্র ক্রুশই আমার পক্ষে একটি শক্তিশালী আগ্রহ উদ্দীপক সহায় হইবে।

৬। ধ্যান করিব; - সমস্ত দিনের মধ্যে, সচরাচর আমরা যে ক্রুশোচিহ্ন করি, তাহা কত ভক্তির সহিত করা আমাদের কর্ত্তব্য। ইহা কেমন সুন্দর ও **শক্তিশালী** প্রার্থনা! ক্রুশের চিহ্ন দ্বারা আমরা আমাদের দেহ ও আত্মাকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নূতনভাবে পবিত্রীকৃত ও উৎসর্গীকৃত করিয়া লই; আমরা **তাঁহারই** বলিয়া স্বীকার করি; আর এইভাবে আমাদিগকে তাঁহারই **শরণে** রাখিয়া দেই। ক্রুশের চিহ্নই **শয়তানের শক্তি** পরাজয়ের নিদর্শন। এই চিহ্ন দ্বারা আমি যে সকল আশীর্ব্বাদ পাইয়াছি, তাহা স্মরণ করিব। এই চিহ্নদ্বারা বাপ্তিস্মের জলে আমাদের আত্মা পরিষ্কার হইয়াছে; প্রায়শ্চিত্তের সাক্রামেন্তে এই চিহ্নদ্বারা পাপের ক্ষমা-বাক্য আমার কাছে উচ্চারিত হইয়াছে; হস্তার্পণ সময়ে কপালে এই চিহ্ন দ্বারা আমি প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছি; আর এই ক্রুশচিহ্নই মৃত্যু শয্যায় অন্তর্লেপনে আমার জ্ঞান ও শক্তিকে পবিত্রীকৃত করিবে। গৌরবময় পুনরু-

থানের সময় এই ক্রুশচিহ্নই আমার কবরস্থ দেহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লইবে। অতএব বিশ্বাসের ভাবে, উপযুক্ত শ্রদ্ধা, সম্মান ও নিবিষ্টতার সহিত এই পবিত্র ক্রুশচিহ্নের প্রতি আমার অন্তরের গভীর ভক্তি রাখিতে আমার দৃঢ়সঙ্কল্প হওয়া উচিত নয় কি ?

৭। ধ্যান করিব ;—আমাদের প্রভুর মনোনীতগণ যেন একদিন তাঁহারই গৌরবের একটি প্রধান অংশ পায়, এইজন্য তিনি নিজ ক্রুশের কাছে, যে দুঃখভোগ ও হীনতা দীনতার যে ক্রুশের দ্বারা তাহাদিগকে একত্র সংযোগ করেন, সেই ক্রুশ কেমন মহামূল্য ! যেশু ত আমাদের ক্রুশ হালকা ও লঘু করিয়া পবিত্রীকৃত করিয়াছেন। সুতরাং আমরা যদি ভক্তি ও প্রেম ভরে এই ক্রুশ গ্রহণ করি, অথবা অন্ততঃ সম্পূর্ণ আত্মত্যাগ সহ তাঁহারই পবিত্র ইচ্ছাতে আমাদেরে সমর্পণ করি, তবে এই ক্রুশই আমাদের পক্ষে আত্মিক জীবনের উন্নতি-জনক শক্তিশালী উপায় হইবে। এইভাবে আমি ক্রুশের সম্মান রক্ষা করি কি ? আর দুঃখ, কষ্ট, যাতনা, বেদনা এবং নানা-রকমের হীনতা প্রভৃতিকে ঈশ্বরের হাত হইতেই আগত এবং তাঁহারই মহা প্রেমের চিহ্ন বলিয়া আমি গ্রহণ করি কি ? এই ক্রুশের প্রতি প্রেমভক্তি, শ্রদ্ধা ও সমাদর না রাখিলে, এই ক্রুশের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তির উৎকর্ষতা সাধন না করিলে, আমি কেমন মহা ক্ষতিগ্রস্ত হইব !

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে ভক্তিভরে যেশুর সহিত আলাপ করিব।

৩২৩। কুমারী মারীয়ার শুদ্ধি।

(২রা ফেব্রুয়ারী)

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঘটনাটি দেখিব; "এবং যখন মোসির ব্যবস্থানুসারে, তাঁহার (অর্থাৎ মারীয়ার) শুদ্ধা হইবার কাল পূর্ণ হইল, তখন তাঁহাকে (যেশুকে) প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত করিবার জন্য যেরুসালেমে লইয়া গেল।" (লূক ২ ; ২২)।

৪। নম্র অন্তরে প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিব, তিনি যেন স্বর্গস্থ জননীর পুণ্যরাশি অনুকরণ করিতে শিক্ষা দেন।

৫। ধ্যান করিব ;—মারীয়া এই শুদ্ধির বিধি পালন ও পূর্ণ করিয়া আমাদিগকে কেমন অবনতভাবের চমৎকার দৃষ্টান্ত দেন। তিনি নিষ্কলঙ্ক হইয়া জন্মিয়াছিলেন, কৃপাপূর্ণা ছিলেন। তাঁহার উজ্জ্বল **জ্যোতির্ম্ময়ী** আত্মায় পাপের কোন ছায়া বা দাগ ছিল না। ঈশ্বরের মাতা হওয়ায় তাঁহার এই পবিত্রতা আরো অধিক **সমুজ্জল** হইয়া উঠিল। শুদ্ধির বিধি ব্যবস্থা পালনের কোন আবশ্যক তাঁহার ছিল না ; অধিকন্তু তাঁহার উচ্চ পদমর্য্যদা ও তাঁহাকে এই বিধি ব্যবস্থার বহির্ভূত রাখিয়াছিল। মারীয়াও তাঁহার ঈশ্বর পুত্রেরই মত, ঈশ্বরের গৌরবের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট ঈশ্বরের বিধি সমূহে গভীর ভক্তিমতী ছিলেন ; আর সেই জন্যই অন্য অন্য সাধারণ নারীগণের জন্য যে ব্যবস্থা ছিল, তিনি ও তাহাদেরই সমতুল্যা হইয়া সেই ব্যবস্থার অধীন হইলেন। আমাদের পবিত্রা মারীয়ার এই পুণ্যটির অনুকরণ হইতে আমরা এখনও কেমন নিজেদেরে বহুদূরে রাখিয়া দিয়াছি ! যিনি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে এত উন্নতা, তিনিই মানুষের চক্ষে কেবল নগণ্যের মত

প্রতিপন্ন হইতে চাহিলেন, আর আমরা পাপী হইয়াও লোকের প্রশংসা, সম্মান চাই! ঈশ্বরের যাহাই প্রীতিজনক মারীয়া বিশ্বস্তভাবে তাহাই সংসাধন করিয়াছেন; আর আমরা হয়ত খুজি, কিরূপ মিথ্যা ছলে আমাদের কর্ত্তব্য ছাড়িয়া চুপি চুপি সরিয়া পড়িব।

৬। ধ্যান করিব;—মারীয়া এই নিগূঢ়তত্ত্বের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি কেমন আশ্চর্য্য উদার উদ্যোগশীলতার দৃষ্টান্ত দিতেছেন! আব্রাহাম তাঁহার নিজ একমাত্র পুত্রকেই ঈশ্বরের জন্য বলিরূপে উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, এইজন্য আমরা ন্যায্যভাবেই তাঁহার প্রশংসা করি; কিন্তু মারীয়া সমস্ত জগতের পাপরাশির প্রায়শ্চিত্তের **বলির জন্য** নিজ পুত্রকে **উৎসর্গ** করিলেন! তাঁহার এই কার্য্য আরো কত অধিক প্রশংসার যোগ্য। যেশুর অপেক্ষা অধিক স্নেহ আদরের পাত্র এমন কোন পুত্র কখন কাহারও ত ছিল না; মারীয়ার মতও এমন স্নেহময়ী মাতাও কখন কাহারই ছিলনা। মারীয়ার কাছে ঈশ্বর কেমন ভয়ানক বলি দাবি করিলেন! আর কেমন আশ্চর্য্যভাবের সরলতাপূর্ণ উদারতার সহিত মারীয়া এই বলিদানই করিলেন। এই মায়ের যোগ্য সন্তান যেন আমরা ও হইতে পারি, তাহার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইব;—অতএব বিশুদ্ধভাবে আমার কর্ত্তব্য সম্পন্নের জন্য যে ত্যাগস্বীকার টুক আবশ্যক, আমি যেন বিনা বচসায় ও ওজর আপত্তিতে, অন্ততঃ সেই ত্যাগস্বীকারটুকুই করিয়া ঈশ্বরের প্রতি মারীয়ার উদার উদ্যোগ শীলতার অনুকরণ করিতে পারি, তাহার জন্য স্থিরসঙ্কল্প হইব।

৭। পরিশেষে, এই বিষয়ে যেশুর সহিত ভক্তিভরে আলাপ করিব।

৩২৪ ধন্যাকুমারীর নিকট দূত-সংবাদ।

(২৫শে মার্চ্চ)

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঘটনাটি দেখিব,—"গাব্রিয়েল দূত ঈশ্বর কর্ত্তৃক গালিলেয়ার নাজারেথ্ নামক নগরে এক কুমারীর নিকট প্রেরিত হইল ; (সেই কুমারী) দাবিদের বংশোদ্ভব যোসেফ নামক এক পুরুষের প্রতি বাগ্দত্তা হইয়াছিলেন ; আর সেই কুমারীর নাম ছিল মারীয়া। এবং দূত প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট আসিয়া, কহিলেন, প্রণাম কৃপা পূর্ণা প্রভু তোমার সহিত আছেন, তুমি নারীগণের মধ্যে ধন্যা। তিনি শুনিয়া তাঁহার বাক্যে উদ্বিগ্নাও হইলেন, এবং ভাবিতে লাগিলেন ; এ কি প্রকার আশীর্ব্বাদ। এবং দূত তাঁহাকে কহিলেন ; মারীয়া ভয় করিওনা, কারণ তুমি ঈশ্বরের সন্নিধানে কৃপা পাইয়াছ। দেখ, তুমি গর্ভে সন্তান ধারণ করিবে, ও পুত্র প্রসব করিবে, ও তাহার নাম যেশু রাখিবে। তিনি মহান্ হইবেন, ও সর্ব্বোচ্চের পুত্র বলিয়া আখ্যাত হইবেন, ও প্রভু পরমেশ্বর তাঁহাকে তাঁহার পিতা দাবিদের সিংহাসন দিবেন ও তিনি যাকোবের বংশের উপর অনন্তকাল রাজত্ব করিবেন ; ও তাঁহার রাজত্বের শেষ হইবেনা। এবং মারীয়া দূতকে কহিলেন, ইহা কেমন করিয়া হইবে, কারণ আমি পুরুষ জানিনা। এবং দূত উত্তর করিয়া কহিলেন ; পবিত্রাত্মা তোমার উপর আসিবেন ও সর্ব্বোচ্চের শক্তি তোমার উপর ছায়া করিবেন ; অতএব, তোমা হইতে যাহা প্রসূত হইবে সেই পবিত্র অপত্য ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া আখ্যাত হইবে। এবং দেখ,তোমার জ্ঞাতি এলিজাবেথ্, সেও বৃদ্ধ বয়সে গর্ভে পুত্র ধারণ করিয়াছে ; এবং যাহাকে বন্ধ্যা বলে, এই তাঁহার ষষ্ঠ মাস ; কেননা ঈশ্বরের কাছে

কোন কথা অসাধ্য হইবে না। এবং মারীয়া কহিলেন, এই দেখ, প্রভুর দাসী, তোমার কথা অনুসারে আমার হউক।" (লূক ১ ; ২৬—৩৮)।

৪। নম্র অন্তরে আমাদের প্রভু যেশুর নিকট প্রার্থনা করিব, তাঁহার পবিত্রা মাতার প্রতি আমার অন্তরের ভক্তি-শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করিয়া দিউন।

৫। ধ্যান করিব ,—কেমন মহাগভীর সন্মানের সহিত দূত আসিয়া মারীয়াকে মঙ্গলবাদ ও নমস্কার করিলেন। তিনি দেখিলেন, মারীয়া ঈশ্বরের মাতা, স্বর্গ ও পৃথিবীর রাণী ; স্বর্গের আত্মার সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়াও এই দূত, দীনাত্মা মারীয়ার আত্মাকে ঈশ্বরের কৃপা-ধনে সজ্জিতা দেখিয়া মহাশ্রদ্ধা ও সম্মানের ভাবে পূর্ণ হইলেন ; ঈশ্বরের সহিত মারীয়ার যোগ দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন ; এমন ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গভাবের যোগ কখনও কোন নির্ম্মল প্রাণী লাভ করে নাই। এই **যোগ** এত উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ যে, তাহা এই সৃষ্টির মানবের জ্ঞান-বুদ্ধি ইহার ধারণা করিতেও অক্ষম। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিব, মারীয়ার **পবিত্রতা ও মহত্ত্ব** আমিও যেন আরো অধিক বুঝিতে পারি ; আর তাঁহার প্রতি আমার অন্তরের শ্রদ্ধাভক্তি যেন ঈশ্বর আরো গভীরতর করিয়া বাড়াইয়া দেন ; বিশেষতঃ, যখন প্রার্থনায় আমি তাঁহার কাছে উপস্থিত হই, তখন যেন আমার শ্রদ্ধাভক্তি উদ্দীপিত হয়। যাঁহার মর্য্যদা ও গৌরব এত উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ, তাঁহারই সহিত আলাপ করিবার ও তাঁহাকেই মা বলিয়া ডাকিবার অধিকার পাওয়া, কেমন মহা অনুগ্রহের বিষয় তাহাই চিন্তা করিব। ঈশ্বরের সঙ্গে এমন অন্তরঙ্গ ও ঘনিষ্ঠ ভাবের যাঁহার যোগ, এবং আমার জন্য সাধ্যসাধনা করিতে যাঁহার এমন **শক্তি**, তেমন মা পাওয়া আমার পক্ষে কেমন সান্ত্বনা ও বিশ্বাস এবং নির্ভরের উপায় হয় তাহাই চিন্তা করিব!

৬। ধ্যান করিব ;—মারীয়া কেমন গভীর নম্রভাবে ঈশ্বর প্রদত্ত এই

মহা গৌরবময় অতি উচ্চ পদমর্য্যদা গ্রহণ করিলেন। স্বর্গদূতের মুখে তাঁহার প্রশংসা সুখ্যাতি শুনিয়াও তাঁহার অন্তর ভয়ে উদ্বিগ্ন হইল। লোকের প্রশংসা সুখ্যাতি শুনা হইতে আমাদেরে কেমন দূরে রাখা উচিত। ইহাতে অত্যন্ত বিপদের আশঙ্কা আছে; মারীয়ার মত নম্রভাবের দৃঢ়তা আমাদের ত নাই। ঈশ্বর তাঁহাকে যে উচ্চ সম্মানের পদমর্য্যদায় উন্নত করিয়াছেন, তাহা মনে করিয়া তাঁহার অন্তর যে, আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই; তাঁহার মনের চিন্তা আত্ম-প্রসন্নতায়ই আবদ্ধ ছিল না। তিনি তখনই তাঁহার মনের চিন্তাকে নিজের অসারতার দিকে ফিরাইয়া নিলেন; আর যে কর্ত্তব্য সাধনের জন্য তাঁহার এই উচ্চ পদমর্য্যদা সেই কর্ত্তব্যের চিন্তার দিকেই মনকে ফিরাইয়া নিলেন। আমাদের নিজ নিজ আহ্বানের দিকে আমাদেরও এইরকম ভাব হওয়া কর্ত্তব্য। আমরা যদিও নিতান্ত দীনহীন নিরুপায়, তথাপি ঈশ্বর আমাদিগকে তাঁহারই বহু কৃপাপূর্ণ সেবকের উচ্চ পদমর্য্যদায় উন্নত করিয়া লইতে ইচ্ছা করিলেন। অতএব, আমাদের প্রতি ঈশ্বরের এই মহা অনুগ্রহের বিষয় চিন্তা করিয়া তাঁহার ধন্যবাদ দিবার অনেক কারণ নিশ্চয়ই রহিয়াছে। তাহা হইলেও আমরা যে কিছুই নয়, নিতান্ত অসার, এইটি যেন আমরা সর্ব্বদাই দেখি; আর এমন উচ্চপদ গ্রহণ করিয়া আমরা কেমন দায়িত্ব ভার লইয়াছি, তাহা যেন কখনও না ভুলি। ঈশ্বরের গৌরবের জন্য আমাদের জীবন ধারণকরাই যদি আমাদের কর্ত্তব্য হয়, তবে সম্পূর্ণরূপে আত্মত্যাগ-স্বীকার দ্বারাই এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিব। মারীয়া যেমন ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করিয়াছিলেন, তেমনি আমাদেরও বলা উচিত, "আমি প্রভুর দাস তিনি আমার কাছে যাহা চান, তাঁহারই সাহায্যে আমি তাহাই তাঁহাকে দিব"।

৭। পরিশেষে, এই বিষয়ে যেশুর সহিত ভক্তিভরে আলাপ করিব।

৩২৫। মে মাসের আরম্ভ।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে দেখিব, ধন্যা মারীয়া স্বর্গে তাঁহার গৌরবময় সিংহাসনে বসিয়া আমাকে ডাকিয়া বলিতেছেন, আমি যেন তাঁহাকে আমার করুণাময়ী মা বলিয়া জ্ঞান করি; এবং তাঁহার স্নেহে, এবং ঈশ্বরের কাছে আমার জন্য তাঁহার সর্ব্বশক্তি-পূর্ণ সাধ্য-সাধনায় বিশ্বাস ও নির্ভর করি।

৪। নম্র অন্তরে প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিব, তিনি যেন আমার অন্তরে মারীয়ার প্রতি সুমধুর সত্য ভক্তি উদ্দীপিত করিয়া দেন।

৫। ধ্যান করিব;—মারীয়ার কেমন মহত্ত্ব এবং তাঁহার ঈশ্বর-পুত্র দ্বারা তাঁহাকে কেমন আশ্চর্য্য শক্তি দত্ত হইয়াছে। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতাপন্ন রাজাও ঈশ্বরের দাস, এমন কি স্বর্গদূতগণও ঈশ্বরকে তাঁহাদের রাজাদের রাজা প্রভুদের প্রভু বলিয়া মানিয়া সর্ব্বপ্রকারে অবনতভাবে তাঁহার সেবা ও বন্দনা করে। যিনি সকলের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা, সেই যেশুকে মারীয়া পুত্র বলিয়া ডাকেন, আর যেশু অতি মাতৃবৎসল পুত্রের মত, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সন্তানবৎসল মারীয়াকে সন্মান শ্রদ্ধা ও ভক্তি করেন। ঈশ্বরের সহিত অসাধারণ **যোগেই** মারীয়ার মহত্ত্ব, আর সম্পূর্ণরূপে এই মহত্ত্ব বুঝিতে হইলে, স্বয়ং ঈশ্বরের মহত্ত্ব বুঝা অতি আবশ্যক। বিশেষতঃ, যেশু তাঁহার মাতা মারীয়াকে অতি ভক্তি করেন ও ভালবাসেন বলিয়াই স্বর্গের সমস্ত ধনভাণ্ডার মাতা মারীয়ারই কাছে দিয়াছেন। যেশু নিজ মারীয়াকে যে কৃপা-সম্পদ দিয়াছেন, তাহার পরিমাণ করিতে পারে কে? যে গৌরব-সৌন্দর্য্যে মাতা মারীয়াকে সাজাইয়াছেন, যে

জলন্ত স্নেহে ও মমতায় তাঁহার অন্তরটিকে পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন, তাহার পরিমাণ করিতে কে সক্ষম? যেশুত ধন্যা মারীয়াকে, তাঁহারই জননী হইবার যোগ্যা করিয়া লইবার জন্য যতদূর সম্ভব যাবতীয় বর দান করিয়াছেন। এমন গৌরবময়ী পবিত্রা রাণীকে আমাদের কত **সম্মান** করা উচিত, এমন স্নেহময়ী জননীকে কেমন **ভালবাসা ও ভক্তি** করা উচিত!

৬। ধ্যান করিব;—আমাদের অন্তরের সমস্ত বিশ্বাস ও নির্ভর কেমন মাতা মারীয়ারই উপর রাখা উচিত। মানুষ যেন মাতা মারীয়াকে অধিক সম্মান ও শ্রদ্ধা ভক্তি করে, এইজন্য তাঁহার ঈশ্বরপুত্র স্বর্গের সমস্ত ধনরাশি তাঁহারই হস্তে দিয়াছেন। আত্মার দুরবস্থায় আমাদের পাপরাশি স্মরণ করিয়া, অথবা পরীক্ষা প্রলোভনের উগ্রতায় ও প্রাবল্যে যখন আমরা ভারাক্রান্ত হইয়া **নুইয়া পড়ি,** তখন পাপীগণের আশ্রয় মাতা মারীয়াই আমাদের পক্ষে ঈশ্বরের কাছে সাধ্য-সাধনা করিতে, আর আমাদের জন্য রিপুগুলি জয় করিবার আবশ্যকীয় শক্তি লাভ করিতে স্বর্গে রহিয়াছেন। মাতা মারীয়াই জ্ঞানের আবাস স্থল; সকল প্রকার জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অপেক্ষাও যেশুর বিষয়ক যে জ্ঞান **পবিত্রগণের বিজ্ঞান,** তাহাই আমাদিগকে দিবার জন্য তিনি সতত প্রস্তুত। তিনিই দুঃখী-তাপীদের সান্ত্বনাদায়িনী জননী। আমাদের ক্রুশভার যদি গুরুতর হইয়া পড়ে, তবে আমরা নিশ্চয় জানি, এই দুঃখ পবিত্রীকৃত করিবার জন্য তাঁহার স্নেহময় মাতৃ-অন্তরের সান্ত্বনা ও সাহায্য পাইব। তবে এমন শক্তিময়ী, কল্যাণময়ী মাতার উপর আমাদের নিজের নিজের সমস্ত ভার সম্পূর্ণ **নির্ভর ও বিশ্বাসের** সহিত না দিয়া কিরূপে থাকিতে পারি? অতএব, এই মাসে আমাদের সর্ব্বপ্রকার অভাবে আবশ্যকীয় সহায়তার জন্য এবং স্নেহ ও মঙ্গলময়ী মাতাকে সন্তানের যেমন শ্রদ্ধা-ভক্তি করা

উপযুক্ত, তেমনিভাবে জননী মারীয়াকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিবার জন্য আমরা দৃঢ়সঙ্কল্প হইব।

৭। পরিশেষে, এই বিষয়ে ভক্তিভরে যেশুর সহিত আলাপ করিব।

৩২৬। ধন্যা কুমারী মারীয়ার সাক্ষাৎ পর্ব্ব।

(২রা জুলাই)

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঘটনাটি দেখিব ;—"আর দেখ, তোমার জ্ঞাতি এলিজাবেথ্ সেও বৃদ্ধ বয়সে গর্ভে পুত্র ধারণ করিয়াছে ; এবং যাঁহাকে বন্ধ্যা বলে এই তাঁহার ষষ্ঠ মাস ; কেননা ঈশ্বরের কাছে কোন কথা অসাধ্য হইবে না। এবং মারীয়া তদানীন্তন কালে উঠিয়া পর্ব্বতময় প্রদেশে যিহুদার এক নগরে সত্বর গমন করিলেন এবং জাকাবিয়ার গৃহে প্রবেশ করিয়া এলিজাবেথ্কে মঙ্গলবাদ করিলেন। এবং এই ঘটিল যে, এলিজাবেথ্ যেমন মারীয়ার মঙ্গলবাদ শুনিলেন, অমনি তাঁহার গর্ভে শিশু নাচিয়া উঠিল, এবং এলিজাবেথ্ পবিত্রাত্মায় পরিপূর্ণ হইলেন, এবং উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া করিয়া কহিলেন, "তুমি নারীগণের মধ্যে ধন্যা ও তোমার গর্ভের ফল এবং আমার প্রভুর মাতা যে, আমার কাছে আইসেন, এমন সৌভাগ্য আমার কোথা হইতে হইল ? ..এবং মারীয়া কহিলেন, আমার আত্মা প্রভুর মহিমা কীর্ত্তন করে . আর মারীয়া উঁহার সহিত প্রায় তিন মাস থাকিয়া আপন গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।" (লুক ১ ৩৬-৫৬)।

৪। নম্র অন্তরে আমাদের প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিব আমার

পবিত্রা জননী মারীয়ার অবনতভাব ও প্রেমভাবের অনুকরণের দৃঢ় ইচ্ছায় আমার অন্তর যেন উদ্দীপিত হইয়া যায়।

৫। ধ্যান করিব ;—এলিজাবেথের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মাতা মারীয়ার কি উদ্দেশ্য ছিল। তিনি যে অশেষ আশীর্ব্বাদ রাশি পাইয়াছেন, অন্য সকলকেও তাহারই সহভাগী করিয়া ঈশ্বরের গৌরব কীর্ত্তন করিতে ও তাহাদের কাছে যেশুকে লইয়া যাইতে তিনি ইচ্ছুক ছিলেন। আবার যে অবনত ও বিশ্বপ্রেমিকভাবের পুণ্যসমূহ তাঁহার অতি প্রিয় এবং তাহা হইতেও অধিক প্রিয় ঈশ্বরের সহিত এমন যে **ঘনিষ্ঠ-যোগ,** এই সুন্দর পুণ্যগুলি সকল কার্য্যে **প্রয়োগ** করিবার জন্য তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। আমিও যখন আমার বন্ধুবান্ধবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই, তখনও আমার পবিত্রা জননী মারীয়ার এই **পুণ্য আচরণের** অনুকরণের ক্ষেত্র পাই। কতগুলি বাজে অসার কথা বলিবার ইচ্ছাই আমার সাক্ষাতের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয় ; এই রকম সময় **অপচয়** ঈশ্বরের সন্তানের পক্ষে ভাল নয়। সময় ঈশ্বরের দৃষ্টিতেও বড়ই মূল্যবান। ঈশ্বরের গৌরবকরা, তাঁহার জন্য মানব আত্মাগণকে লাভ করা, তাঁহাকেই উত্তমরূপে সকলের পরিচিত ও প্রেমপাত্র করাই আমাদের সাক্ষাতের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এই রকম সাক্ষাতে প্রেম ও অবনতভাবের পুণ্য আচরণের অনেক সুযোগ আপনা আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয়। ধনী ও দীনহীন সকলের সঙ্গে সমানভাবে সাক্ষাৎ করিতে আমি প্রস্তুত আছি কি? দীনহীন লোকের প্রতি আমাদের মনোযোগ করা ঈশ্বরের কেমন প্রীতিজনক তাহাই ধ্যান করিব।

৬। ধ্যান করিব ;—ঈশ্বর-জননীকে নিজের ঘরে অভ্যর্থনা করিতে পারিয়া এলিজাবেথের কেমন মহা আনন্দ। মারীয়ার সঙ্গে কথাবার্ত্তায়

সুযোগ প্রার্থনায়ই সদাসর্ব্বদা আমরা পাই। পবিত্র কথাবার্ত্তায় এলিজাবেথের উপর যেমন স্বর্গের আশীর্ব্বাদরাশি আনিয়াছিল, তেমমি পবিত্র আলাপে আমাদেরও উপর সেই আশীর্ব্বাদ আনিবার উপায় হইবে। অতএব আমি এলিজাবেথের অনুকরণে মাতা মারীয়ার সহিত আলাপ করিবার উপায় করিব, আর সিদ্ধতার পরিণতি সুনিশ্চিত করিয়া লইব। ঈশ্বর যে, আমাকে এই অনুগ্রহ প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য সরলভাবে আমি তাঁহার ধন্যবাদ কীর্ত্তন করিব।

৭। ধ্যান করিব ;—যেশুর মাতা মারীয়ার এই সাক্ষাতে এলিজাবেথের গৃহের লোকদিগকে কেমন পবিত্রীকৃত করিয়াছিল। তাঁহার বিনয়-নম্র-অমায়িকতা, নিরহঙ্কারতা, বিশ্ব-প্রেমিকতা, মনের স্থৈর্য্য ও একাগ্রতা, আর কর্ত্তব্য সম্পন্নে চিত্তের প্রফুল্লতা প্রভৃতি নিশ্চয়ই ঐ সৎলোকদিগের অন্তরে গভীর ভাবোদ্দীপক হইয়া তাঁহাদিগকে ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী করিয়া লইয়াছিল। ঈশ্বরের পবিত্র সন্তান তাহার স্বর্গস্থ মাতা মারীয়ার কাছে অন্যের সহিত ব্যবহার সম্বন্ধে ঐ সমস্ত **পুণ্য** আচরণ শিখিয়া যে দৃষ্টান্ত দেখায়, সেই দৃষ্টান্তের উত্তম ফল ও শক্তির বিষয় চিন্তা করিব। ঈশ্বরের পবিত্র সন্তানগণও যেখানে যাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায়, সেইখানেই তাহাদের কাছে যেশুকে নিয়া যায়, আর যেশুর আশীর্ব্বাদ বর্ত্তায়।

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে যেশুর সহিত ভক্তিভরে আলাপ করিব।

৩২৭। কার্ম্মেল পর্ব্বতের আমাদের রাণীর পর্ব্ব দিন।

(১৬ই জুলাই)।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। পবিত্র ধর্ম্মপুস্তকের এই সতর্কবাণী স্মরণ করিব, "তোমার মাতার ব্যবস্থা ছাড়িয়া যাইও না।" (হিতো ৬ ; ২০)।

৪। নম্র অন্তরে আমাদের প্রভুর কাছে এই প্রার্থনা করিব, তিনি যেন মাতা মারীয়ার দিকে আমার বিশ্বাস-ভক্তি বৃদ্ধি করিয়া দেন, আর আমি যেন তাঁহার যোগ্য সন্তান হইতে পারি, এইজন্য তিনি যেন আমার সাহায্য করেন।

৫। ধ্যান করিব ;—ভক্তিপূর্ব্বক স্কাপুলার পরিধান করা, মাতা মারীয়ার আশ্রয়ের কেমন একটি বিশেষ অঙ্গীকৃত চিহ্ন। এই স্কাপুলার ধারণ করায় সর্ব্বসাধারণের কাছে ইহাই স্বীকার করা হয় যে, আমরা তাঁহাকেই আমাদের মাতা ও রাণী বলিয়া মানি ; আর আমরা বিশেষভাবে আমাদিগকে **তাঁহারই উদ্দেশে** উৎসর্গীকৃত করিয়া লইয়াছি ; মণ্ডলীর প্রার্থনা দ্বারা আমরা তাঁহারই গৌরবজনক পতাকায় অধীনে সেবিকা শ্রেণীভুক্ত হইয়াছি। এমন মায়ের অভিভাবকত্বাধীনে আমরা নিজেদেরে রাখিয়াছি জানিয়া আমাদের কেমন নিরাপদ বোধ করা উচিত। যিনি এমন শক্তিমতী উদার সদাশয়া ও যিনি নিজের লোকের প্রতি এমন স্নেহ-মমতাময়ী তাঁহার নিকট হইতে আমরা কতইনা আশীর্ব্বাদ ও অনুগ্রহ লাভের আশা করিতে পারি।

৬। ধ্যান করিব ;—এই স্কাপুলার নিয়ত এই বিষয়টি মনে করাইয়া দেয় যে, আমরা যেন আমাদের স্বর্গস্থ মাতার **যোগ্যসন্তান** বলিয়া

প্রতিপন্ন হইতে পারি। কেহ যদি তাহার রাজ-প্রদত্ত পদের চিহ্ন ধারণ করিয়া অপরাধ করিতে **সাহসী** হয়, তবে সে কেবল নিজেকেই নয়, কিন্তু তাহার রাজাকেও অসম্মানিত করে। এইজন্য আমাদের জীবনে মাতা মারীয়ার **পুণ্যরাশি** যাহাতে প্রতিফলিত হয়, তাহাই করিতে হইবে। তাঁহার বিনয়-নম্রভাব অমায়িকতা এবং তাঁহার কৌমার্য্যের পবিত্রতা, সামান্য পাপের লেশ দেখিয়া ভয়, যীশুর জন্য তাঁহার স্নেহ মমতার ভাব প্রভৃতি আমাদের জীবনে প্রকাশিত করিতে পারিলেই আমরা তাঁহার যোগ্য সন্তান হইয়া যেশু খ্রীস্তকে লোকের কাছে প্রদর্শন করিতে পারিব। তাহা হইলে, যাঁহার চিহ্ন আমরা ধারণ করি, আমাদের সেই স্বর্গস্থ মাতার প্রকৃত সম্মান করিতে পারিব। অন্যদিকে, আমাদের যাহারা ধন্যা মারীয়াকে আমাদের স্বর্গস্থ মাতা স্বীকার করিয়াও তাহারদৃষ্টান্ত ভুলিয়া যায়, তাহারাই তাঁহার পক্ষে লজ্জাজনক হয়!

৭। ধ্যান করিব ;—এই স্কাপুলার সম্বন্ধীয় ভক্তি হইতে আমরা কি **আত্মিক-মঙ্গল** লাভ করি। যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক স্কাপুলার ধারণ করে, তাহাদের প্রতি মাতা মারীয়ার বিশেষ আশ্রয়ের অঙ্গীকার ছাড়া মণ্ডলীও তাহাদিগকে বিশেষভাবে বহু আশীর্ব্বাদ ও পাপক্ষমা প্রদান করেন। আবার মহা ধর্ম্মমণ্ডলীর যোগ্যতাও পুণ্যের যে অংশ দ্বারা মণ্ডলী বহুসংখ্যক পবিত্র ব্যক্তিগণকে পাইয়াছে ; স্কাপুলার আমাদের জন্য সেই অংশ আনিয়া দেয় ; এমন কি, ইহাদ্বারা এখনও হাজার হাজার পবিত্র নর-নারী কঠোর প্রায়শ্চিত্ত ও প্রার্থনায় জীবন যাপন করিতেছে। এইরূপে ঈশ্বরই আমাদিগকে এত সমস্ত অনুগ্রহের লাভের সহজ **সুযোগ** দিয়া তাঁহার **মঙ্গলময়ভাব** দেখাইতেছেন। অতএব আমরা

সাবধান ও সতর্ক হইব, আমরা যেন এমন মহামূল্য রত্নভাণ্ডার হইতে আমাদের অবহেলার জন্য বঞ্চিত না হই।

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে যেশুর সহিত ভক্তিভরে আলাপ করিব।

৩২৮। কুমারী মারীয়ার স্বর্গানয়নোৎসব।

(১৫ই আগষ্ট)

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। এই প্রবাদটি স্মরণ করিব;—ধন্যামারীয়া ঈশ্বর-পুত্রের স্বর্গারোহণের পরেও জীবিতা ছিলেন; এবং তাহার মৃত্যু হইলে, তাঁহার পুত্র যেশু মাতার পবিত্র দেহ কবরে নষ্ট হইতে না দিয়া, আবার পুনর্জীবিত করিয়া দূতগণের দ্বারা স্বর্গে লইয়া গেলেন।

৪। নম্র অন্তরে আমাদের প্রভুর কাছে এই প্রার্থনা করিব; তিনি যেন আমার স্বর্গস্থ মাতা মারীয়ার গৌরব-সুখের জন্য আহ্লাদিত হইবার জন্য কৃপা দান করেন এবং তাঁহার দিকে আমার ভক্তি বৃদ্ধি করেন।

৫। ধ্যান করিব;—যতদিন মারীয়ার এই জগতে থাকিতে হইয়াছিল, ততদিন তাঁহার ঈশ্বর-পুত্রের **গৌরব বৃদ্ধির** জন্য কত উদ্যোগ ও যত্নের সহিত তিনি শ্রম করিয়াছিলেন। তাঁহার পুণ্যসমূহ দ্বারা সমস্তই শিক্ষাপ্রদ ও আত্মার উন্নতিজনক করিয়াছিলেন; তাঁহার **শক্তিময়ী** প্রার্থনা দ্বারা প্রেরিতগণকে সাহায্য করিয়াছিলেন; প্রেরিতগণের ও যে সকল নূতন খ্রীস্টীয়ানগণের সঙ্গে তিনি ছিলেন, তাঁহাদের কাছে পরীক্ষা প্রলোভনের সময় **শক্তি** ও **সান্ত্বনার** উৎস হইয়া ছিলেন; আর

তাঁহার জ্ঞানই তাঁহাদের পথের আলো স্বরূপ ছিল। এই সমস্ত কার্য্য তিনি এখনও সাধন করিতে ইচ্ছুক; এবং জগতে থাকিবার সময় অপেক্ষা এখন আরো অধিক পরিমাণে সিদ্ধ করিতে পারেন। তিনি প্রেরিতগণকে যেমন সাহায্য করিয়াছিলেন তেমনি এখনও তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী ঈশ্বরের সন্তানবর্গকেও সাহায্য করিবেন। তাহাদের সন্দেহ ও কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় অবস্থায় অন্ধকারের মধ্যে তিনিই পথপ্রদর্শক নক্ষত্র হইয়া **শান্তি** ও **সান্ত্বনা** দিয়া থাকেন।

৬। ধ্যান করিব;—মারীয়ার মৃত্যু কেমন **সুখময়**। জগৎ তাঁহার একটি নির্ব্বাসন স্থান ছিল, আর যদিও তাঁহার ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরেরই অভিপ্রায়ের অনুযায়ী দৃঢ় ছিল, তবু যেশুর সহিত পুনরায় মিলিত হইবার জন্য তাঁহার জ্বলন্ত আগ্রহ ছিল। কেবল যেশুর জন্যই মারীয়া নিজ জীবন যাপন করিয়াছিলেন; তিনি যেশুর জন্যই কাজ করিতেন, দুঃখ, কষ্ট সহ্য করিতেন এবং তাঁহারই জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। যেশু তাঁহার জন্য কি মহা পুরস্কার সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন, তিনি তাহা বিলক্ষণ জানিতেন। এইজন্য অশেষ **আনন্দভরে** তিনি দেখিতেছিলেন, এমন সময় আসিবে, যখন তাঁহার ঈশ্বর-পুত্র তাঁহাকে নিজের কাছে ডাকিয়া নিয়া যাইবেন। এখন মনে রাখিব, আমার স্বর্গস্থ মাতার দৃষ্টান্ত যত ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করিব, আমার মৃত্যুও ততই মারীয়ার মৃত্যুর সদৃশ হইয়া উঠিবে। অতএব তাঁহারই মত আমার অন্তরকে জাগতিক বিষয়ে **অনাসক্ত** রাখিয়া একমাত্র যেশুরই জন্য জীবন ধারণ করিব, তাঁহারই সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক, তাঁহারই জন্য, তাঁহারই মহদুদ্দেশ্যের জন্য যত্ন ও শ্রম করিব, দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিব।

৭। ধ্যান করিব ;—মারীয়ার স্বর্গানয়ন কিরূপ গৌরবময়! তাঁহাকে হাজার হাজার স্বর্গদূত তাঁহাদের **প্রভুর মাতা** জানিয়া তাঁহাদের নিজেদের **করুণাময়ী রাণী** জানিয়া অভ্যর্থনা করিতে করিতে প্রণাম করিতেছেন। পবিত্র ব্যক্তিগণ তাঁহার চারিদিকে থাকিয়া তাঁহাদের ভক্তি, আরাধনা, কৃতজ্ঞতা ও প্রেম প্রকাশিত করিতেছেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে স্বয়ং যেশু অগ্রসর। তাঁহার পবিত্রা মাতা তাঁহাকে কত স্নেহ-মমতা, যত্ন ও আদর করিয়াছেন; তাঁহার জন্য কত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়াছেন; সেইজন্য যেশু এখন তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছেন; পিতা ঈশ্বর তাঁহাকে দূত ও পবিত্রগণের রাণীর মকুট পরাইয়া দিতেছেন। এত মঙ্গলময়ী ও করুণাময়ী মায়ের কাছে আমি কত ঋণী! তাঁহার এই মহা গৌরব ও সুখের স্বর্গীয় সিংহাসনের কাছে, কেমন আনন্দ! ইহা ধ্যান করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে আমিও আনন্দ করিব।

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে যেশুর সহিত ভক্তিভরে আলাপ করিব।

৩২৯। মারীয়ার পরম নির্ম্মল-হৃদয়ের পর্ব্ব।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে দেখিব; আমার স্বর্গস্থ মাতা মারীয়া, তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুযায়ী চলিয়া ইহার পর স্বর্গসুখের সহভাগী হইবার জন্য আমাকে কেমন ডাকিতেছেন

৪। নম্র অন্তরে প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিব, ধন্যা কুমারীর অন্তরের নির্ম্মলতার অনুকারী হইবার জন্য আমার হৃদয়ে যেন প্রবল আগ্রহযুক্ত আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত করেন।

৫। ধ্যান করিব; ঈশ্বর যখন তাঁহার পুত্রের জননী হইতে মারীয়াকে মনোনীত করিলেন, তখনই ইচ্ছা করিলেন মারীয়ার অস্তিত্বের সূত্রপাত হওয়ার সময় হইতেই মারীয়ার **আত্মার সৌন্দর্য্যে** যেন কোন মন্দের ছায়াও না পড়ে। মারীয়াও এই গৌরবজনক **পবিত্রতা ও নির্ম্মলতাকে** অতীব মহামূল্য জ্ঞান করিয়া সতত সাবধানতার সহিত রক্ষা করিতেন। আমরাও এই পরম পবিত্রা জননীর সন্তান-বর্গ। তাঁহার এমন সর্ব্বোত্তম দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিয়া অন্তরের পবিত্রতা ও নির্ম্মলতার উৎকর্ষ সাধন না করিলে, আমরা কেমন করিয়া তাঁহার **যোগ্য সন্তান** হইব বলিয়া মনে করিতে পারি? আমরা যে সমস্ত **অপরাধ** করিয়াছি, তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে, সাবধান ও সতর্কতার সহিত, **সবরকম পাপ** হইতে দূরে থাকিতে, আর আমাদের অন্তরের যে **মন্দ প্রবৃত্তিগুলি** নূতন নূতন পাপের কারণ হইয়া পড়িতে পারে, সেই প্রবৃত্তিগুলিকে নষ্ট করিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিয়া আমরা অবশ্যই পবিত্রা মারীয়ার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিব।

৬। ধ্যান করিব;—মারীয়ার নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক হৃদয় কেমন করিয়া তাঁহাকে ঈশ্বরের পূর্ব্বানুরাগের পাত্রী করিয়াছিল; কারণ স্বচ্ছ ও নির্ম্মল দর্পণে যেমন সমস্তের প্রতিবিম্ব পড়ে, তেমনি অন্য সকলের অপেক্ষা ঈশ্বর তাঁহার নিজের **পূর্ণতা ও সিদ্ধতা** সম্পূর্ণরূপে মারীয়াতেই, অন্য সকলের অপেক্ষা অধিক প্রতিফলিত দেখিয়াছিলেন। যতই **ঘনিষ্ঠভাবে** আমি স্বর্গস্থা জননী মারীয়ার অনুকারী হইব, আমি ততই

ঈশ্বরের প্রিয় হইব। ইহা অপেক্ষা অধিক মূল্যবান ও আদরণীয় আর কিছু আছে কি? কিম্বা ঈশ্বরের **প্রেমেরপাত্র** হওয়া অপেক্ষা আমাদের আর অধিক বাঞ্ছনীয় বিষয় কিছু হইতে পারে কি?

৭। ধ্যান করিব;—মারীয়ার নির্ম্মল হৃদয়ের এই প্রখ্যাত পবিত্রতা কেমন করিয়া তাঁহার জন্য স্বর্গের উৎকৃষ্ট দানসমূহ লাভ করিয়া তাঁহাকে **সিদ্ধতার** পথে অগ্রসর করিয়া লইয়া গেল। ঈশ্বর আমাদিগকেও অতীব প্রচুর কৃপারাশি দান করিতে চান; কিন্তু আমাদের অন্তরের **পবিত্রতা ও নির্ম্মলতার** অভাবে আর **পাপ স্বভাবে** নিয়তই তাঁহার অসীম প্রেমময় কৃপাপূর্ণ অভিপ্রায়গুলি একবারে ব্যর্থ করিয়া ফেলে। অতএব আমাদের হৃদয় ও মনের পবিত্রতা ও নির্ম্মলতা লাভকেই আমাদের লক্ষ্য বিষয় করিয়া লইতে দৃঢ়-সঙ্কল্প হইব।

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে অতি ভক্তিভরে যেশুর সহিত আলাপ করিব।

৩৩০। ধন্যাকুমারী মারীয়ার জন্মোৎসব।

(৮ সেপ্টেম্বর)

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে দেখিব; স্বর্গদূতগণ ও পবিত্র ব্যক্তিগণ এক সঙ্গে, তাঁহাদের পবিত্রা রাণী ও জননীর জন্মদিনে স্বর্গে কেমন মহাআনন্দ উল্লাস করিতেছেন।

৪। নম্র-অন্তরে আমাদের প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিব, পরম ধন্যা মাতার প্রতি আমার ভক্তি শ্রদ্ধার বৃদ্ধি করিতে তিনি যেন সাহায্য করেন।

৫। ধ্যান করিব;—মারীয়ার জন্মদিন স্বর্গদূতগণের পক্ষে কেমন আনন্দের দিন হইয়াছিল। যাহাতেই ঈশ্বরের বিশেষ গৌরব প্রকাশিত হয়, তাহাই তাঁহাদের পক্ষে আনন্দ ও উল্লাসের কারণ হয়। এই ছোট শিশু কন্যাকে তাঁহারা যখন এমন পবিত্র, এমন নির্ম্মল, এমন আশ্চর্য্য কৃপাপূর্ণ দান-রাশি-সমন্বিতা দেখিলেন; যখন ঈশ্বর তাঁহাদিগকে জানাইলেন যে, এই শিশু-কন্যাই জগতের ত্রাণকর্ত্তার জননী হইবেন, আর এই কন্যার নিজ পবিত্রতার জন্য ঈশ্বরের কেমন মহাগৌরব হইবে, এবং এই কন্যা কত হাজার হাজার মানব-আত্মাকে সিদ্ধতার পথে লইয়া যাইবেন; স্বর্গদূতগণ যখন বুঝিলেন, এই **শিশু কন্যাই** একা ঈশ্বরকে সকল দূত ও **পবিত্র ব্যক্তিদের** অপেক্ষা অধিক গৌরব প্রদান করিবেন; বাস্তবিকই তখন তাঁহাদের অন্তরে অত্যন্ত উল্লাস ও আনন্দ হইয়াছিল। আমার অন্তরেও এই **আনন্দ উল্লাসের** ভাব অনুভব করিতে চেষ্টা করিব। মারীয়ার কাছে এই যাচ্ঞা করিব, যেন তাঁহারই সাহায্যে আমার জীবনের পবিত্রতা এবং মানব-আত্মা সকলের জন্য আগ্রহ আমার পক্ষে পরলোকে পরমানন্দের কারণ হয়।

৬। ধ্যান করিব;—মারীয়ার জন্মদিন কিরূপে সমস্ত জগতের আনন্দের দিন। এই ক্ষুদ্র শিশুকন্যাকে দিয়াই মানবজাতির উপর মহা মঙ্গল ও আশীর্ব্বাদরাশি বর্ষিত হইল। যিনি পাপকে জয় করিয়া মানবজাতিকে শয়তানের দাসত্ব হইতে মুক্ত করিবেন, ঈশ্বরের সহিত মানবের **পুনর্মিলন** সাধন করিয়া মানবের জন্য স্বর্গদ্বার খুলিয়া দিবেন, সেই ত্রাণকর্ত্তাকে জগৎ এই শিশু কন্যা হইতেই পাইবে।

এই শিশু কন্যাই মানবের পরম-মঙ্গলময়ী জননী হইয়া, ঈশ্বরের কাছে তাঁহার **শক্তিসম্পন্ন** সাধ্য-সাধনা দ্বারা মানবকে শান্তি ও সান্ত্বনা লাভে সাহায্য করিবেন, তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন; পাপীরা তাঁহারই আশ্রয়ে ঈশ্বরের সেবায় ফিরিয়া আসিবে। ধ্যান করিব, মারীয়ার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ ছিল এবং এখনই বা কি সম্বন্ধ। ইহাই চিন্তা করিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিব যে, তিনি সুখময় শুভদিনে আমাদিগকে এমন মা দিয়াছিলেন?

৭। ধ্যান করিব;—এই দিনটি নরকের পক্ষে কেমন ঘোর ভয় ও ত্রাসের দিন হইয়াছিল! শয়তান ও তাহার সঙ্গীগুলি নিশ্চয়ই জানিয়াছিল যে, **আদি-পাপ-মুক্তা** নিষ্কলঙ্ক এই শিশু কন্যা তাহাদের রাজ্যের বাহিরে; তাহারা নিশ্চয় বুঝিয়াছিল যে, এই শিশু কন্যা মারীয়াই ঈশ্বরের অঙ্গীকৃত সেই নারী, যাঁহার সন্তান হইতে শয়তানের মস্তক চূর্ণ হইবে। মারীয়ার এই **মহা ক্ষমতার** বিষয় জানিয়া, ও যে তাঁহাকে ডাকিয়া সাহায্য প্রার্থনা করে, তিনি তাহাকে আশ্রয় দিতে প্রস্তুত জানিয়া শয়তান মহাভয়ে কম্পান্বিত হইল।

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে ভক্তিভরে যেশুর সহিত আলাপ করিব।

৩৩১। ধন্যা মারীয়ার পবিত্র নামের পর্ব্ব।

(সেপ্টেম্বর)

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে দেখিব ;—মারীয়া তাঁহার স্বর্গের প্রাসাদে চারিদিকে স্বর্গদূত ও পবিত্র ব্যক্তিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া গৌরব-সিংহাসনে বসিয়া আছেন।

৪। নম্র অন্তরে আমাদের প্রভুর কাছে প্রার্থনা করিব, ধন্যা কুমারীর প্রতি আমার অন্তরের ভক্তি শ্রদ্ধা যেন বৃদ্ধি করিয়া দেন ; আর ঈশ্বরের কাছে আমার জন্য তাঁহার সাধ্য-সাধনায় যেন আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভর করিতে পারি।

৫। ধ্যান করিব ;—মারীয়ার নামে আমাদিগকে কেমন তাঁহার মহত্ত্বের বিষয় মনে করাইয়া দেয়। এই নামেরই অর্থ পরম-শ্রেষ্ঠা মহিলা, মহারাণী। তিনি স্বর্গও পৃথিবীর মহারাণী ; তাঁহার মাতৃবৎসল ঈশ্বর পুত্র, তাঁহাকে **শ্রদ্ধা সম্মানের সহিত ভালবাসেন** বলিয়া, নিজের সমস্ত সম্পদ তাঁহারই হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন ; তাই মাতা মারীয়া তাঁহার পুত্র ঈশ্বর যেশুর কাছে **যাহা চান,** যেশু তাহা **অগ্রাহ্য** করেন না। যেশু তাঁহার মাতাকে সকল স্বর্গদূত ও পবিত্র ব্যক্তিগণ হইতেও এত উন্নত পদস্থ করিয়াছেন যে, সকলেই যেন মারীয়ার ইচ্ছা সম্পন্ন করাকে সম্মানের কার্য্য মনে করে ও সকলেই তাঁহাকে ঈশ্বর পুত্রের জননীও তাঁহাদের রাণী জানিয়া তাঁহার সেবা করিতে আনন্দিত ও উল্লাসিত হয়। অতএব, ঈশ্বর যাঁহাকে এমন **মহাসম্মানিতা** করিয়াছেন, তাঁহাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা এবং সম্মান করা আমাদের কত উচিত ! অন্তরের গভীর ভক্তির

সহিত তাঁহার পবিত্র নাম উচ্চারণ করা ও প্রার্থনায় তাঁহার সহিত আলাপ করা আমাদের কর্ত্তব্য নয় কি ?

৬। ধ্যান করিব ;—এই নামটি আমাদের রাণীর নাম, মাতারও নাম; তাই আমাদের প্রতি তাঁহার কেমন **মহাস্নেহ** তাহা মনে রাখা উচিত। আমাদের প্রতি এখনও তাঁহার কত দয়া ও মমতা। তিনি আমাদের জন্য তাঁহার নিজপুত্রকে **ক্রুশের উপরে** যাতনা ভোগকরিয়া প্রাণ দিতে দিলেন। এইজন্য যেশুর যাতনার সঙ্গে একযোগে স্বেচ্ছাপূর্ব্বকা তিনিও হৃদয়-ভেদী যাতনা ভোগ করিলেন। তাহা ছাড়া তাঁহারই হাত দিয় ঈশ্বরের নিকট হইতে যে **মহা মঙ্গলরাশি** লাভ করিয়াছি, তাহারওত সংখ্যাই নাই। অতএব আমরা যতবার মাতা মারীয়ার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিব, ততবারই অন্তরে অন্তরে এই বিষয়টী ধ্যান করিব।

৭। ধ্যান করিব ;—যে সমস্ত পুণ্য মাতা মারীয়ার জীবনকে উজ্জ্বল-কিরণময় করিয়াছিল ; তাঁহার নামে সেই **পুণ্যসমূহে** আমাদের মনকেও উদ্বুদ্ধ করা উচিত। আমাদের জন্য তিনি কেমন আশ্চর্য্য ও প্রশংসনীয় দৃষ্টান্তস্থাপন করিয়াছেন ;—এমন পবিত্রতা, এমন অবনত ও নিরভিমান ভাব, এমন বাধ্যতা, ঈশ্বরের প্রতি এমন পূর্ণ ভক্তি ও প্রেম-পরায়ণতা, এবং মানবের প্রতি এত দয়া ও মমতা প্রভৃতির পূর্ণ দৃষ্টান্ত আর কোথায়ও পাওয়া যায় কি ? অতএব যতবার আমরা তাঁহার নাম **শুনি ও মুখে উচ্চারণ করি**, ততবারই আমাদের মনের চিন্তাগুলি তাঁহার ঐ **অতুলনীয়** পুণ্যসমূহের দিকে ফিরিয়া আসা উচিত। আমরা যদি একাগ্রমনে তাঁহার এই গুণসমূহের অনুকরণ করি, তবে আমরাও আমাদের মহা মহিমাময়ী করুণাময়ী মাতারই যোগ্য সন্তান-সন্ততি হইব।

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে যেশুর সহিত ভক্তিভরে আলাপ করিব।

৩৩২। কুমারী মারীয়ার সপ্ত-শোক পর্ব্বদিন।

(১৫ই সেপ্টেম্বর)

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব ;

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে দেখিব, আমাদের রাণী ক্রুশ-তলে দাঁড়াইয়া আছেন।

৪। নম্র অন্তরে আমাদের প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিব, তাঁহার মাতা মারীয়ার দিকে আমার যেন ভক্তি বৃদ্ধি হয় ; এবং কেমন করিয়া আমার ক্রুশকে পবিত্রীকৃত করিয়া লইতে পারিব, মারীয়ার দৃষ্টান্ত দ্বারা আমি যেন তাহাই শিখিতে পারি এইজন্য প্রভু যেন আমাকে সাহায্য করেন।

৫। ধ্যান করিব ;—ক্রুশতলে থাকিয়া মারীয়া যখন তাঁহার প্রাণাধিক ঈশ্বর-পুত্রের অসহ্য ও তীব্র-যাতনা দেখিতেছিলেন, তখন তাঁহার **পবিত্র** কোমল অন্তর শোক ও দুঃখের **মর্ম্মভেদী** যাতনায় কেমন নিদারুণ নিপীড়ন করিতেছিল ! তাঁহার ঈশ্বর-পুত্রের কঠোর যাতনা ও তাঁহার শত্রুদের বিচার, তাহাদের **ঈশ্বর নিন্দার** কার্য্য প্রভৃতির দৃশ্য তাঁহার অন্তরে ভাসিতে লাগিল ; আর এই হৃদয়-বিদারক দৃশ্য তাঁহার অন্তরকে ও আত্মাকে* যেন **শতধা** ছিন্ন ছিন্ন করিতে লাগিল। তিনি সমস্তই দেখিতে লাগিলেন ও সকল যন্ত্রণাই সহিতে লাগিলেন। কেবল এই দুঃখার্ত্ত জীবনই তাঁহাকে **গৌরব মুকুট-ভুষিতা** করিতেছিল। যেশুর যে যে অকথ্য নিষ্ঠুর যাতনা ও দুঃখ-কষ্ট ভোগকরিতে হইবে, অনেক-দিন আগে হইতেই তাহার দৃশ্য, যেশুর জননী মারীয়ার মনের মধ্যে ভাসিতে ছিল। যেশু নিজ ক্রুশীয় যাতনার যে **অংশ** মাতাকে দিলেন, তাহা বাস্তবিকই অতীব গুরুভার ! এই রকমেই তিনি **সাক্ষ্যমরগণের রাণী** বলিয়া উপাধি পাইয়াছেন। যেশুর কাছে অন্য সকল প্রাণী অপেক্ষা

মাতা মারীয়াই অধিক প্রিয় ও আদরের ছিলেন; আর যেশু নিজ মাতা মারীয়াকে এত অধিক ভাল বাসিতেন বলিয়াই নিজ দুঃখ-কষ্ট-ভোগের সঙ্গেও এত **ঘনিষ্ঠ-ভাবে** তাঁহাকে যোগ করিয়া লইয়াছিলেন। অতএব, এই বিষয় বুঝিতে চেষ্টা করিব। তাহা হইলে ইহাও বুঝিতে পারিব যে, আমাদের কাছে ঈশ্বর প্রেরিত **প্রত্যেকটি ক্রুশই** তাঁহার মহা প্রেমের চিহ্ন। এই ভাবে যদি আমরা ক্রুশ ধরিয়া লই, তবেই অতি তৎপরতার সহিত তাহা গ্রহণ করিতে পারিব।

৬। ধ্যান করিব ;—যেশুর মাতা মারীয়া কেমন ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তার সহিত তাঁহার ঈশ্বর পুত্রের যাতনা ও দুঃখভোগের অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। যে মুহূর্ত্তে তিনি স্বর্গদূতকে উত্তর দিয়াছিলেন, তখনই তিনি সেই দুঃখভোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন ;—মারীয়া বলিয়াছিলেন, "**দেখ প্রভুর দাসী,** তোমার কথা অনুসারে আমার হউক"। এই একইরূপ দৃঢ়তা ও সহিষ্ণুতা সহকারে, মারীয়া তাঁহার শিশু পুত্র যেশুকে জগতের পাপরাশির **প্রায়শ্চিত্তের জন্য** বলিরূপে মন্দিরে উৎসর্গীকৃত করিয়াছিলেন ; আর ভবিষ্যতে তিনি যে অকথ্য মর্ম্ম-বেদনা ভোগ করিবেন, বৃদ্ধ শিমেয়োনের মুখে ঈশ্বরানুপ্রাণিত **সেই ভবিষ্যদ্বাণীও** শুনিয়াছিলেন। ঈশ্বরেরই ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ে তাঁহার পক্ষে যতই কষ্টজনক হউক না কেন, মারীয়ার মুখে তাহার সম্বন্ধে **আপত্তি-জনক** একটি শব্দও উচ্চারিত হইল না ; তাঁহার মুখ দিয়া বচসাজনক কোন কথাও বাহির হইল না ; যেমন দুঃখ-কষ্টই হউক, সম্পূর্ণ প্রশান্তভাবে ও শান্তমনে, তাহাই গ্রহণ করিলেন। এমন সৎ-সাহসশীলা মাতার সন্তান যে আমরা ইহা আমাদের পক্ষে কেমন **চমৎকার শিক্ষাপ্রদ**। ঈশ্বর আমাদের কাছে একটু সামান্য কষ্ট পাঠাইলেই আমরাত অতি সহজেই নিরাশ ও হতাশ হইয়া পড়ি, অল্পেই বচসা করি, গজ গজ করি।

৭। ধ্যান করিব ;—মারীয়া কোথা হইতে এমন চমৎকার দৃঢ়তা ও সহিষ্ণুতা পাইলেন। **ঈশ্বরের প্রতি** তাঁহার প্রবল প্রেম-ভক্তি, অনুরাগ আর **মানব আত্মার প্রতি** তাঁহার স্নেহ-মমতা হইতেই পাইলেন। ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার প্রবল প্রেম ও অনুরাগের কাছে কোন ত্যাগস্বীকারই তাঁহার পক্ষে এমন বেশী কিছু ছিল না। তাহার **জীবন্ত-বিশ্বাসই** তাঁহাকে সর্ব্ব প্রকার দুঃখ-কষ্টের মধ্যে ঈশ্বরের প্রেমময় ও মঙ্গলময় হস্ত দেখাইয়াছিল। তাঁহার পুত্রের দৃঢ়তা ও সহিষ্ণুতা সততই তাঁহার মনে জাগিত। শেষে, এই আশীর্ব্বাদেরই জন্য তিনি সতত ঈশ্বরের কাছে জ্বলন্ত আগ্রহ সহকারে নম্রভাবে প্রার্থনা করিতেন। অতএব এই শক্তিলাভের সন্ধান করিলে আমরাও তাহা পাইব।

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে যেশুর সহিত অতি ভক্তিভরে আলাপ করিব।

৩৩৩। ধন্যা কুমারী মারীয়ার পবিত্র জপমালার পর্ব্বাহ।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে দেখিব ;—স্বর্গের সিংহাসনে ধন্যা কুমারী মারীয়া উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন, আর তাঁহার চারিদিক বেষ্টন করিয়া স্বর্গদূতগণ ও পবিত্র ব্যক্তিগণ ভক্তি ও সম্মানের সহিত তাঁহার আরাধনা করিতেছে।

৪। নম্র অন্তরে প্রভু যেশুর কাছে এই প্রার্থনা করিব, তিনি যেন পবিত্র রোজারি রাণীর প্রতি আমার অন্তরের মহা ভক্তি উদ্দীপিত করিয়া দেন!

৫। ধ্যান করিব;—আমরা যখন রোজারি বলিয়া থাকি, তখন স্বর্গ ও পৃথিবীর রাণী ঈশ্বর-জননীকেই ডাকি। কোন বিশেষ বিখ্যাত লোকের কাছে আমাদের আবেদন পত্র যদি পাঠ করিতে হয়, তবে অবহেলার ভাবে ও অসাবধানতার সহিত তাহা করিলে, আমাদিগকে কি লজ্জিত হইতে হয় না? যাঁহার সেবা করিতে পারিলে, পৃথিবীর মহা মাহারাজাধিরাজগণও নিজেদেরে মহা সম্মানিত মনে করে, সেই পূজনীয়া মাতার কাছে প্রার্থনায় কথা বলিবার সময় যদি আমরা তাঁহার **সম্মান** দিতে ত্রুটি করি, তবে আমাদের আরো কত **গভীর লজ্জা** হওয়া উচিত। রোজারি বলিবার সময় আমরা ঈশ্বরের স্তব-গানকারী স্বর্গদূতগণের সঙ্গে, ও যাহারা গভীর ভক্তি এবং জ্বলন্ত আগ্রহযুক্ত অনুরাগভরে মারীয়ার গৌরব ঘোষণা করে, এমন **ভক্ত ব্যক্তিবর্গের** সঙ্গে আমাদিগকেও যোগ করিয়া লই। এমন সুন্দর একতান পূর্ণ প্রশংসাগানের মধ্যে কদূকভাবে, শ্রদ্ধা-ভক্তি ও সম্মানহীন ভাবে, তাল মান শূন্য বেমিল্ বেসুরের গানের মত স্বর ধরিতে কে সাহস করে? অতএব, আমরা কাহার কাছে কথা বলিতেছি, তাহা মনে রাখিয়া মনোযোগের সহিত জপমালা আবৃত্তি করিব।

৬। ধ্যান করিব;—**জপমালার** প্রার্থনা, পরম পবিত্রা স্নেহ ও করুণাময়ী জননীর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের কার্য্য। ইহাতে আমরা তাঁহার দুঃখভোগ ও এখন তাঁহার স্বর্গীয় গৌরব প্রভৃতি নানাবিধ **নিগূঢ়তত্ত্বময় দৃশ্যে** তাঁহারই জীবনের ও পুণ্যসমূহের সুন্দর দৃষ্টান্তের চিত্র আমাদের মনের মধ্যে আনিয়া দেখিতে পাই। পার্থিব মায়ের **সন্তান-বৎসলতা** ও সন্তানের জন্য **আত্মত্যাগ-**

স্বীকার প্রভৃতির কথা মনে হওয়ায় আমাদের **অন্তরে** যদি কৃতজ্ঞতা টানিয়া আনে, মায়ের সুখেই যদি সন্তানের সুখ ও আনন্দের কারণ হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদের স্বর্গস্থ জননী মারীয়ার বিষয়ের চিন্তায় আমাদের অন্তরে **প্রেম, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার ভাব** কেমন জ্বলন্ত-ভাবে প্রকাশিত হওয়া কর্ত্তব্য। পার্থিব মাতা তাঁহার সন্তানের উপর যে **দাবী** করিতে পারেন, মাতা মারীয়াত তাহা অপেক্ষা আরো কত অধিক দাবী করিতে পারেন। অতএব, **জপ-মালার** পার্থনা যেশুর মাতা মারীয়ার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা পোষণের একটি অতি শক্তিসম্পন্ন উপায়। আমরা যখনই **জপমালার** প্রার্থনা করিব, তখনই এই চিন্তাটি মনে রাখিব।

৭। ধ্যান করিব;—মারীয়ার সন্তানবর্গ তাঁহার চারিদিক বেষ্টন করিয়া একসঙ্গে তাঁহার কাছে তাহাদের ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেছে, তাঁহার **ভজনা** করিতেছে, **ভক্তি-বিশ্বাস** দেখাইতেছে; ইহা দেখিয়া তাঁহার অন্তরে কত সন্তোষের ভাব! এইজন্য তিনি তাহাদিগকে কত আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। যাহার অভাব দেখিতেছেন, তাহার সাহায্য করিতেছেন; আর তাঁহার ঈশ্বর পুত্রেরই মনোমত আশীর্ব্বাদ ও কৃপা দান করিতেছেন। এই চিত্রটি দেখিয়া আমাদের অন্তর **জপ-মালার** প্রার্থনা অভ্যাসের প্রতি কত ভক্তিভাবে পূর্ণ হওয়া উচিত; এবং যথাসম্ভব সম্পূর্ণরূপে এই জপমালার প্রার্থনা সম্পন্ন করা উচিত।

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে ভক্তিভরে যেশুর সহিত আলাপ করিব।

৩৩৪। ধন্যা কুমারী মারীয়ার উৎসর্গ।

(২১ নবেম্বর)

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে দেখিব ; ক্ষুদ্র শিশুকন্যা ধন্যা মারীয়া আপনাকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিতে পিতা মাতার সঙ্গে যেরুসালেমের মন্দিরে আসিয়াছেন।

৪। নম্র অন্তরে প্রভুর নিকট এই প্রার্থনা করিব, মারীয়ার এই দৃষ্টান্ত যেন আমার অন্তরে এমন জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত করিয়া দেয় যে, আমি যেন সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরেরই হইয়া, ঈশ্বরেরই সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করিতে পারি।

৫। ধ্যান করিব ;—শৈশবাবস্থা হইতেই মারীয়ার আত্মাকে ঈশ্বর যে স্বর্গীয় **অতিলৌকিক জ্ঞানে** আলোকিত করিয়াছিলেন, তাহার ফল কি। এমন কি, অতি কচি বয়সেই মারীয়া বুঝিয়াছিলেন যে, এই জগৎ যত ধন-সম্পদ, মান-সম্মান, আমোদ ও সুখ ইত্যাদি দিতে পারে, সেই সমস্ত **ঈশ্বরলাভের** সঙ্গে তুলনা করিলে দেখাযায়, কিছুই নয়, অসার। ঈশ্বরই যাবতীয় জ্ঞানের, পবিত্রতার, সুখ ও শান্তির আকর। অতএব জগতের **প্রলোভনকে** তুচ্ছ করিয়া মারীয়া তাঁহার হৃদয় ও মন সমস্তই অনন্ত মঙ্গলময় ঈশ্বরেই নিবিষ্ট করেন। তাঁহার জীবনে এখন কেবল সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের হওয়া এবং তাহার পরিবর্ত্তে ঈশ্বরকে লাভকরাই **একমাত্র** উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। আমার অন্তরে ও আত্মায় এই প্রকার জ্ঞানের উদ্ভব যাহাতে হয়, তাহারই জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া মারীয়ার দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিব।

৬। ধ্যান করিব ;—সেই দিনই মারীয়া কেমন সম্পূর্ণ উদারতা ও উত্তম সহকারে নিজেকে **ঈশ্বরের উদ্দেশে** উৎসর্গ করেন। তিনি তাঁহার পিতামাতাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, তাঁহাদের নিকট হইতে পৃথক হওয়াতে তাঁহার অন্তরে যথেষ্ট কষ্টও হইয়াছিল, যে সামান্য বাড়ী খানিতে তিনি মাতা পিতার কাছে কাছে থাকিয়া তাঁহাদের স্নেহ মমতায় ও আদর যত্নে কত সুখী ছিলেন, সেই সমস্ত ছাড়িয়া পৃথক হইতে তাঁহার মনে কষ্ট হইয়াছিল। তিনি সমস্তই ঈশ্বরের জন্য ত্যাগস্বীকার করিলেন। ঈশ্বরের **প্রীতি সাধন,** এবং **ঈশ্বর** ভিন্ন অন্য কিছুরই অনুসন্ধান করিয়া একমুহূর্ত্তের জন্যও কখনই তাঁহার প্রথম উদ্দেশ্য হইতে নিজেকে বিচ্যুত হইতে দেন নাই। এইভাবে প্রতিদিনই তিনি **সিদ্ধতার দিকে** উন্নত ও অগ্রসর হইয়া যাইতে লাগিলেন। আমরাও ত আমাদের ঈশ্বর প্রভুর উদ্দেশ্যে নিজেদেরে উৎসর্গ করিয়াছি। আমরাও উদারভাবে ও উত্তমের সহিত মারীয়া যেমন তাঁহার প্রথম সঙ্কল্প বিশ্বস্তভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন, এবং ঈশ্বরেরই **প্রীতি ও গৌরব সাধনেই** একমাত্র লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন, তেমনি ঈশ্বরের আহ্বান অনুযায়ী আমরাও মারীয়ার এই আদর্শ অনুকরণ করিতে যেন কৃপা লাভ করিতে পারি, এইজন্য প্রার্থনা করিব।

৭। ধ্যান করিব ;—মারীয়া এই **আত্ম-উৎসর্গের** পরিবর্ত্তে কেমন অশেষ ও প্রচুর পুরস্কার লাভ করিলেন। ঈশ্বর তাঁহার উপর ভূরি ভূরি **কৃপারাশি** বর্ষণ করিলেন। আর এখন স্বর্গে; তাঁহার ঈশ্বর পুত্র যে সুখ, গৌরব, ক্ষমতারাশি দিয়া তাঁহার ত্যাগস্বীকারের **ক্ষতি পূরণ** করিয়াছেন, তাহার ধারণা করিতে পারে কে ? অতএব যাহারা ঈশ্বরের জন্য **উদারভাবে** ত্যাগস্বীকার করে, তাহাদের স্বর্গীয় নিত্যস্থায়ী আনন্দের সহিত পৃথিবীর **ক্ষণস্থায়ী**

সুখ-ভোগের তুলনা করিয়া দেখিব; আর ঈশ্বর আমাদের কাছে যে ত্যাগস্বীকার চান, স্বেচ্ছায় আমরা সেই **ত্যাগস্বীকার করিতে** দৃঢ়সঙ্কল্প করিব; যাহা ঈশ্বরের প্রীতিজনক তাহা ঈশ্বরকে দিতে কখনই অস্বীকৃত হইব না; আর তাঁহার অসন্তোষকর কিছু করা অপেক্ষা বরং তাঁহার **প্রীতির** জন্য দুঃখভোগ সহ্য করিতেও দৃঢ়সঙ্কল্প হইব।

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে যেশুর সহিত ভক্তিভরে আলাপ করিব।

৩৩৫। ধন্যা কুমারী মারীয়ার নির্ম্মল গর্ভাগমন।

(৮ই ডিসেম্বর)

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান, করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মারীয়ার এই গৌরবময় বিশেষ অধিকার সম্বন্ধে মণ্ডলী যে মত ও শিক্ষা ঘোষণা করেন, মনে মনে তাহাই ধ্যান করিয়া দেখিব; ভবিষ্যতে মারীয়া তাঁহার ঈশ্বর পুত্রের মাতা হইবেন বলিয়াই গর্ভস্থ হওন সময়েই আদি বা মূল পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত ছিলেন।

৪। নম্র অন্তরে প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিব, আমি সতত যেন এই পরম পবিত্রা জননীর প্রকৃত সন্তানের যোগ্য হইয়া থাকিতে পারি, এইজন্য তাঁহার কৃপাদ্বারা আমাকে যেন সবল ও দৃঢ় করেন।

৫। ধ্যান করিব;—ঈশ্বর যখন তাঁহার পুত্রের জননী হইবার জন্য মারীয়াকে মনোনীত করিলেন, আর এই জন্যই অতি বরেণ্যভাবে মারীয়াকে তাঁহার নিজের সহিত একযোগে সংমিলিত থাকিতে পূর্ব্বেই নির্দ্ধারিত

করিলেন ; তখন হইতেই মারীয়ার আত্মায় কোন পাপের দাগ কখন যেন স্পর্শ না করে, এই ইচ্ছা ও বিধানও তিনিই করেন। চিন্তা করিয়া দেখিব, ঈশ্বরের কার্য্য-কারী হওয়ার আহ্বান কত রকমে মারীয়ার গৌরবান্বিত সুমহান্ আহ্বানের সদৃশ ; আর তাহা হইলেই অনুভব করিতে পারা যাইবে, ঈশ্বরের সহিত তাঁহার কার্য্যকারী ব্যক্তির ঘনিষ্ঠসম্বন্ধের জন্য ঈশ্বর তাঁহার কার্য্যকারীর হৃদয়ের কতটা **পবিত্রতা ও নির্ম্মল-ভাব** চাহিয়া থাকেন। আত্মার এই পবিত্রতা ও নির্ম্মলতা লাভ করা, আমাদের অতি জ্বলন্ত আগ্রহপূর্ণ **প্রার্থনা** ও উদ্যম পূর্ণ **চেষ্টার** বিষয়। অতি আগ্রহের সহিত আমাদের সমস্ত **পাপের দাগ** মুছিয়া দূর করিতে চেষ্টাকরা কর্ত্তব্য ; নিয়ত **রিপুসমূহকে** নিগ্রহও দমন করিয়া অতি সামান্য পাপ পর্য্যন্তও পরিহার করিয়া চলিতে সর্ব্বদা সাবধানতার সহিত দৃষ্টিরাখা কর্ত্তব্য।

৬। ধ্যান করিব ;—ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত এই আশ্চর্য্য অধিকারটি মারীয়া নিজে কেমন মহা মূল্যবান জ্ঞান করিয়াছিলেন। তিনি যদিও ঈশ্বর-কৃপায়ই নির্দ্ধারিত হইয়াছিলেন, তবু তাঁহার অন্তরের পবিত্রতা ও নির্ম্মলতা রক্ষার জন্য তিনি নিজে নিরতিশয় যত্নশীলা ছিলেন। সেই পবিত্রতায়ই মারীয়াকে ঈশ্বরের এত প্রিয়পাত্রী করিয়াছিল। আমিওত আমার বাপ্তিস্মের দিনে যেশুখ্রীস্তের রক্তের দ্বারা পবিত্রীকৃত হইয়াছি ; আর তখন হইতে যদিও সেই বাপ্তিস্মে প্রাপ্ত নির্দ্দোষাবস্থা হারাইয়া ফেলিয়া থাকি, তবে **পাপস্বীকারের** সাক্রামেন্ত আমাকে তাহাই পুনর্লাভ করাইয়াছে ! এই পবিত্রকারী কৃপার অবস্থা আমাকে ঈশ্বরের বিশেষ কৃপার পাত্র করিয়াছে। এমন ধনকে আমার কত মহা মূল্যবান জ্ঞান করা উচিত ; এবং ইহা রক্ষার জন্য সতত আমার কেমন অত্যন্ত **যত্নশীল** থাকা উচিত ! আর ইহা রক্ষার জন্য ঈশ্বর আমাদিগকে যে সমস্ত **সুযোগ ও**

উপায় দেন, অতি যত্ন ও সতর্কতার সহিত সেই সেইগুলি ব্যবহার করা যে, অতি কর্ত্তব্য তাহারত বাস্তবিকই বহু কারণ আছে। মারীয়ার মত ঈশ্বর-কৃপায় নির্দ্ধারিত হইলেও প্রতি মুহূর্ত্তেই কিন্তু এই ধন অপহরণের উদ্দেশ্যে শয়তান নিয়ত সচেষ্ট।

৭। ধ্যান করিব;—নিষ্কলঙ্ক মাতা তাঁহার সন্তানগণকে, তাঁহারই পবিত্রতার **অনুকরণ** করিতে দেখিয়া কত আহ্লাদিতা হন। তাঁহার মত হইতে তাহারা যতই চেষ্টা করে, তাহারা ততই তাঁহার স্নেহ ও আদরের এবং আশ্রয়ের পাত্র হইয়া পড়ে। অতএব **অন্তরের যে পবিত্রতা** আমাদের পক্ষে এমন সুফলজনক আশীর্ব্বাদ রাশির মূল, তাহাই লাভ করিবার উদ্দেশ্যটি কি আমাদিগকে চেষ্টায় উদ্যোগশীল করিবে না?

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে যেশুর সহিত ভক্তিভরে আলাপ করিব।

৩৩৬। সালের পবিত্র ফ্রান্সিসের পর্ব্বদিন।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। এই পবিত্র বিশপের কথাগুলি মনে রাখিব;—"ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুযায়ী নয়, এমন কোন অনুরাগ বা আসক্তি আমার অন্তরে রহিয়াছে যদি জানিতাম, তবে তাহা একেবারে উচ্ছেদ করিয়া দিতাম।"

৪। নম্র অন্তরে প্রভু যেশুর কাছে প্রার্থনা করিব, পবিত্র ব্যক্তি যে সকল পুণ্যের দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে রাখিয়াগিয়াছেন, সেইগুলি অনুকরণের আকাঙ্ক্ষা যেন আমার অন্তরে প্রদীপ্ত করিয়া দেন।

৫। ধ্যান করিব ;—এই পবিত্র ব্যক্তি সততই কেমন ঈশ্বরের উপস্থিতি মনে রাখিতেন। এই চিন্তাই পবিত্রতায় বৃদ্ধিলাভের সুফল-জনক উপায় হইয়াছিল। তাঁহার উপর ঈশ্বরের অসীম মহিমা ও পবিত্রতার এমনই একটা গভীর ছাপ পড়িয়াছিল যে, তাঁহার অন্তরটি যে গভীর **ভক্তিরসে পরিপ্লাবিত** হইয়াছিল, তাঁহার সমস্ত বাহ্যিক আকারেও সেই ভক্তির আভাস প্রতিভাসিত হইয়াছিল। অতি সামান্য দোষও যেন তাঁহাতে না আসিতে পারে, সেইজন্য এই ভক্তিই তাঁহার সতর্ককারী প্রহরী হইয়াছিল ; ইহাতেই তাঁহার মধ্যে **জীবন্ত ধর্ম্মভাব** উদ্ভব করিয়া স্বর্গদূতের মত বিনীত ও শ্রী-সম্পন্ন করিয়াছিল ; যাহারাই তাঁহার সংস্পর্শে আসিতেন, তাঁহারাই বিস্মিত ও মুগ্ধ হইতেন। তবে পবিত্র ফ্রান্সিস্ যেরূপ করিয়াছিলেন, সেইরূপ কার্য্য করাই কি আমার যথেষ্ট কারণ নয়? আমি যেখানেই থাকি, যাহাই করি, আমি কি অসীম মহিমাময় ঈশ্বরের সদর্ব্বর্শী চক্ষুর দৃষ্টির অধীন নই? ঈশ্বরের উপস্থিতির সম্বন্ধে এই চিন্তাই যদি আমার অন্তরে সর্ব্বদা থাকিত, তবেত আমি যে কোন পাপকেই পরিহার করিয়া চলিতে পারিতাম ; আর **সিদ্ধতার** দিকে অনবরত অগ্রসর হইয়া যাইবার জন্য অধিক চেষ্টা করিতে পারিতাম।

৬। ধ্যান করিব ;—পবিত্র ফ্রান্সিস কেমন তাঁহার নিজকে এবং যাহা কিছুতে তাঁহার স্বার্থ আছে, সেই সমস্তই সর্ব্বদা ঈশ্বরেরই হাতে সমর্পণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ঈশ্বরের **পবিত্র ইচ্ছা** সম্পন্ন-করণ ভিন্ন তাঁহার আর অন্য কোন আকাঙ্ক্ষাই ছিলনা। ঐ **পবিত্র ইচ্ছাই** তাঁহার সমস্ত কার্য্যের প্রধান পরিচালক ছিল। আর তাঁহার **সৃষ্টিকর্ত্তা পিতার** অতি প্রীতির সম্পূর্ণ অনুরূপ-বিহীন কোন বাসনা বা আসক্তির স্থান তাঁহার অন্তরে ছিল না।

তাঁহার জীবনের যে সমস্ত অবস্থার উপর তাঁহার নিজের হাত ছিলনা, তিনি নিজের কথায় বলেন, মায়ের কোলের ছোট শিশু সন্তানটির মত তিনি সেই সকল অবস্থায়, ঈশ্বরের বিধানের উপর ভার দিয়া শান্তিতে থাকিতেন। তাই গুরুতর পরীক্ষায়ও তাঁহার **শান্তির** পরিবর্ত্তন ঘটিত না; মহা বিপদেও নির্ভীকতা ও **সাহস** হ্রাস হইত না; ঈশ্বরের গৌরবজনক সকল কার্য্যেই তাঁহার **দৃঢ়তা** থাকিত। আমরা যদি এই মহৎ-দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিতে পারিতাম, তবে দুঃখ ও বিপদকালে, এবং পরীক্ষায় পড়িয়া আমরা চিন্তা ভাবনায় সহজেই ব্যাকুল হইয়া পড়িতাম না; কিম্বা আমাদের ইচ্ছা ও অভিপ্রায়মত কোন কার্য্যে সফলতা না দেখিলে, নিরাশ হইয়া যাইতাম না।

৭। ধ্যান করিব;—পবিত্র ফ্রান্সিস **আত্মজয়** করণে নিজ উদার উদ্যোগশীলতার জন্য পবিত্রতার কেমন উচ্চ-সীমায় উন্নত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার প্রবৃত্তিকে এমনই **সম্পূর্ণভাবে** জয় করিয়া আয়ত্তাধীন করিয়াছিলেন যে, যাহাদের সঙ্গে তিনি বাস করিতেন, তাহাদের কেহই তাঁহার কার্য্যে একতিলও অমিতাচারভাব দেখিতে পায় নাই! যদিও স্বভাবতঃ সহজেই একটু রাগভাব প্রকাশ করিতেন, তবু তিনি মৃদুশীলতা ও অমায়িকতার আদর্শ হইয়াছিলেন। এইরূপ **আত্মজয়** করা হইতে আমরা কত দূরে পড়িয়া রহিয়াছি! অতএব, নম্রতা ও উদ্যমশীল অধ্যবসায়ের সহিত আমাদের **রিপুসমূহ জয় ও দমন** করিতে সতত সচেষ্ট হইলে, আমরাও এইরূপ আত্মজয়ী হইব; কারণ ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে থাকিবেন।

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে ভক্তিভরে যেশুর সহিত আলাপ করিব।

৩৩৭। পবিত্র থোমা আকুইনাস্।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে দেখিব;—পবিত্র থোমা তাঁহার ক্রুশ-তলে বসিয়া **শক্তি** ও **জ্ঞানালোকের** জন্য প্রার্থনা করিতেছেন।

৪। নম্র অন্তরে প্রভু যেশুর কাছে এই প্রার্থনা করিব, তিনি যেন আমাতে প্রার্থনা ও আলোচনার ভাব বৃদ্ধি করেন।

৫। ধ্যান করিব;—পবিত্র থোমা নানা বিপদে পড়িয়াও নির্দ্দোষ থাকিতে কেমন চমৎকার অধ্যবসায়ী ছিলেন। তাঁহার **শৈশব-কাল** হইতেই, পরম পবিত্রা ঈশ্বর জননীর প্রতি ভক্তিমান ছিলেন; জ্বলন্ত আগ্রহপূর্ণ প্রার্থনা দ্বারা তাঁহার আত্মার শত্রুদের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য **আশ্রয়** সন্ধান করিতেন; প্রবল পরীক্ষা প্রলোভনগুলি জয় করিবার জন্য **শক্তির** সন্ধান করিতেন। তিনি বড় লোকের সন্তান ছিলেন বলিয়া জাগতিক সকল রকম সুখ সুবিধাই ভোগ করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি যেন মহামূল্য ধন **আত্মার নির্দ্দোষীতা** লাভ করিতে পারেন, এইজন্য বিপদ ও প্রলোভন-জনক জাগতিক বিষয় সমূহ ত্যাগ করিলেন; এই মহান্ পবিত্র ব্যক্তির জীবনের পবিত্রতা হইতে আমরাত কত দূরে পড়িয়া রহিয়াছি! আমাদের পক্ষে এই দৃষ্টান্তটি কেমন শিক্ষা-প্রদ। আমাদিগকেত **রিপু জয়** করিতেই হইবে; যাহা **বিপদ-জনক** তাহা পরিহার করিয়া চলিতেই হইবে; এইজন্য যেশুর ও তাঁহার জননী পরম পবিত্রা মাতা মারীয়ার **আশ্রয় লাভ** আর **একাগ্র প্রার্থনার** নিতান্ত আবশ্যক।

অন্তরের নির্ম্মলতা রক্ষার জন্য যে যে উপায় আছে, পবিত্র থোমার দৃষ্টান্তানুযায়ী আমিও কি সেই উপায়গুলি অবলম্বন করিবনা ?

৬। ধ্যান করিব ;—পবিত্র থোমা কেমন অধ্যয়ন ও আলোচনায় আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন। ঈশ্বর তাঁহাকে যেমন প্রতিভা ও প্রভাব সম্পন্ন মন দিয়াছিলেন, তেমন অতি অল্পই দেখাযায়। তিনি আমাদের জন্য যে সকল বিখ্যাত চমৎকার চমৎকার গ্রন্থসমূহ রখিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই তিনি মণ্ডলীর বিখ্যাত পণ্ডিতগণের মধ্যে গণ্য হইয়াছেন ; এবং সেই গ্রন্থগুলিই তাঁহার প্রভূত অধ্যয়ন ও গভীর ধ্যান-ধারণার এবং অধ্যয়ন-আলোচনায় তাঁহার গভীর উদ্যম ও যত্নপরতার প্রমাণ দিয়া থাকে। তিনি বাইবেলের এই কথা কয়টি বেশ জানিতেন; "যাজকের মুখ জ্ঞান রাখিবে।" (মালাখি ২ ; ৭)। ঈশ্বরের **গৌরব বিস্তারের** জন্য জ্ঞান কেমন শক্তিশীল **উপায়,** মন্দতা **প্রতিরোধ** করিবার জন্য কেমন **অপরিহার্য্য** অস্ত্র ! এইজন্যই তিনি তাঁহার ঐশ্বরিক দানপূর্ণ অন্তরকে সম্পূর্ণ আগ্রহ ও উদ্যম সহকারে অধ্যয়নে নিয়োগ করিয়াছিলেন। স্বর্গের জ্ঞানে সুপণ্ডিত এই পবিত্র ব্যক্তির অধ্যয়নপরতার কি উদ্দেশ্য ছিল, তাহা চিন্তা করিব। আমরা যে কর্ত্তব্যের জন্য আহূত হইয়াছি, তাহাই সম্পন্ন করিবার জন্য তাঁহার যত্ন ও পরিশ্রমের অনুকরণ করিব।

৭। ধ্যান করিব ;—পবিত্র থোমা প্রার্থনায় কেমন যত্নপর ও কঠিন পরিশ্রমশীল ছিলেন। প্রার্থনায়ই তিনি তাঁহার অধ্যয়নে জ্ঞানের আলোক লাভের সন্ধান করিতেন ; তিনি নিজেই স্বীকার করেন যে, তাঁহার ক্রুশ-তলে বসিয়াই বহু দুরূহ দুরূহ বিষয়ের মীমাংসা দেখেন। ক্রুশ-তলে বসিয়াই তিনি ঈশ্বরের কার্য্য করিবার জন্য **শক্তি,** আর ঈশ্বরের **গৌরব বৃদ্ধির** পরিচায়ক, তাঁহার

পরিশ্রমের সুফল অনুসন্ধান করিতেন। তাঁহার অপেক্ষা আমাদের অরো কত অধিক ঈশ্বরের সাহায্য আবশ্যক! অতএব যেখানে, জ্ঞানের আলোক ও কার্য্যসাধনের শক্তি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, সেই স্থানেই অনুসন্ধান করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প করিব।

৮। পরিশেষে, যেশুর সঙ্গে এই বিষয়ে ভক্তিভরে আলাপ করিব।

৩৩৮। পবিত্র যোসেফের পর্ব্বদিন

(১৯ মার্চ্চ)

১

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে দেখিব, পবিত্র যোসেফ নাজারেথের বাড়ীতে কাজ করিতেছেন, আমি তাঁহার কাছে আছি।

৪। নম্র অন্তরে আমাদের প্রভুর নিকট এই প্রার্থনা করিব ঈশ্বরের মহা কৃপারাশি পবিত্র যোসেফ যেমন ব্যবহার করিয়াছিলেন, তেমননিভাবে তাঁহার অনুকণ করিবার জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা ও দৃঢ় সঙ্কল্প যেন আমাকে দেন।

৫। ধ্যান করিব ;—পবিত্র পরিবারে কর্ত্তা হইবার জন্য ঈশ্বর কর্ত্তৃক আহুত হইয়া পবিত্র যোসেফ কেমন পবিত্রতার **উচ্চ সোপানে** উন্নত হইয়াছিলেন আর এই পদের অনুযায়ী কেমন **মহা কৃপারাশি** লাভ করিয়াছিলেন! ঈশ্বরের বিধানে যদিও হীনবস্থায়

লোক ছিলেন, যদিও জগতের চক্ষে জাঁকজমকের কোন কিছু করিবার সুযোগও তাঁহার ছিল না, তবু তিনি একজন মহান্ পবিত্র লোক হইয়াছিলেন। তিনি যে, মহা পবিত্র **উচ্চ আহ্বানে** আহূত হইয়াছিলেন, বিশ্বস্তভাবে সেই আহ্বানের অনুরূপ কর্ত্তব্যও তিনি সাধন করিয়াছিলেন। তিনি যে যে কৃপা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যেকটি **কৃপাই** তাঁহার আত্মাতে পবিত্রতার **সুফল** উৎপন্ন করিয়াছিল। ঈশ্বর আমাদিগকেও ত এইভাবে জীবনের উন্নত অবস্থার জন্য আহ্বান করিয়াছেন; প্রকৃত পবিত্র জীবন যাপন না করিলে এই **উন্নত জীবনের** কর্ত্তব্যগুলি উপযুক্তভাবে সুসম্পন্ন করাযায় না। অসীম মঙ্গলময় ঈশ্বর আমাদের কাছে যাহা চান, সম্পূর্ণরূপে তাহার জন্য প্রত্যেকটি কৃপাই আমাদিগকে দান করিয়াছেন, এবং প্রতিদিন দিতেছেন। অতএব ঈশ্বর এমন উদারভাবে যে সকল কৃপা আমাদিগকে দান করিয়াছেন, পবিত্র যোসেফের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী সেই সমস্তই আমরা ব্যবহার করিব; আমাদের প্রত্যেক দিনের কার্য্যগুলি পবিত্র করিয়া লইতে বিশেষভাবে চেষ্টা করিব! তাহা করিলে আমাদের মহা পুরস্কার লাভ হইবে, নচেৎ আমাদের অবহেলা ও অসতর্কতার জন্য এমন ক্ষতি হইবে যে, তাহার আর পূরণ হইবে না।

৬। ধ্যান করিব;—ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া পবিত্র যোসেফকে কেমন মহান্ অধিকার দান করিয়াছিলেন। যেশু ও মারীয়ার সংশ্রবে সতত থাকিয়া তাঁহার সমস্তটা জীবন কাটাইয়াছেন; আর ঈশ্বরের এই অনুগ্রহকে তিনি বাস্তবিকই অতি মহামূল্য জ্ঞান করিতেন। পৃথিবীর সমস্ত **ধনরত্নও** ইহার সহিত তুলনায় তাহার দৃষ্টিতে নগণ্য বোধ হইয়াছিল; যেশু ও মারীয়াকে পাইয়াছিলেন বলিয়া অন্য কিছুই তাঁহার অন্তরে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই, তাঁহার **অনুরাগ** আকর্ষণ করিতে

পারে নাই। একমাত্র **যেশু** আর **মারীয়াতেই** তাঁহার সমস্ত **সুখ-শান্তির** সন্ধান পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তা বলা, তাঁহাদের সম্মুখে থাকা, তাঁহাদেরই জন্য কাজকর্ম্মাই তাঁহার পক্ষে নিয়ত স্বর্গীয় আনন্দভোগ ও সিদ্ধতার জন্য সুফল-প্রদ উদ্দীপনাজনক বিষয় হইয়াছিল। যেশু ও মারীয়ার সহিত নিয়ত সংস্পর্শে থাকার যে অধিকার ঈশ্বর যোসেফকে প্রদান করিয়াছিলেন, সেই **উচ্চ অধিকার** ঈশ্বর তাঁহার প্রত্যেক সন্তানকেই দিয়াছেন। এই অধিকারকে পবিত্র যোসেফের মত মূল্যবান্ জ্ঞান করিতে ও তাহাদ্বারা মঙ্গল লাভ করিতে যে জানে, সেই ধন্য। যেশু ও মারীয়ার পবিত্রতার দৃষ্টান্ত নিয়ত চক্ষের সম্মুখে দেখা ও তাঁহাদের স্বর্গীয় জ্ঞানপূর্ণ কথা শুনিবার আর একটি অধিকার পবিত্র যোসেফের লাভ হইয়াছিল। তিনি তাঁহাদের রত্ন তুল্য কথাগুলি কেমন সতর্কতার সহিত অন্তরে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন; আর সেই অনুযায়ী তাঁহার জীবনটিকে কেমন নিয়মিত করিয়া লইয়াছিলেন! আমরা যদি **প্রার্থনাপরায়ণ** লোক হই, তবেত সেই একই রকম **অনুগ্রহ** আমাদিগকেও দেওয়া হইবে; আর ক্রমে ক্রমে আমাদের জীবনগুলিত যেশু ও মারীয়ারই দৃষ্টান্তের অনুরূপ হইবে এবং **প্রার্থনায়** তাহাদের নিকট হইতে যে সকল **জ্ঞানের কথা** শুনিব তাহারও অনুরূপ হইবে। পবিত্র যোসেফের তৃতীয় **অধিকারটি** ছিল এই,—তাঁহার সমস্ত পরিশ্রম ও দুঃখ-কষ্টের মধ্যে বিশেষভাবে **যেশুরই** সম্বন্ধ ছিল। সেই পরিশ্রম ও দুঃখ-কষ্ট প্রভৃতির ভার যেশুরই জন্য লইতে হইয়াছিল, তাই ঈশ্বরের সাক্ষাতে সেইগুলি অতি পুণ্য-কার্য্য বলিয়া গণিত হইল। এই চিন্তাতেই সাহসপূর্ব্বক অধ্যবসায়ের সহিত শ্রম করিতে ও দুঃখ কষ্টের ভার বহিতে তাঁহাকে উদ্দীপনা দিয়াছিল। ঈশ্বরের যে সন্তান একাগ্রমনা, তাঁহারও অধিকার এই রকমই। সত্য সত্যই তিনি বলিতে পারেন, "আমি

যাহা করি, যে রকম দুঃখকষ্টই ভোগকরি এই সমস্তই আমার ঈশ্বর প্রভুর জন্য, তাঁহার প্রেমেই আমার পুরস্কার বাড়িবে।" দুঃখ-কষ্টের পরীক্ষায় এই চিন্তাতে আমার সাহস উদ্দীপিত হইবে না কি?

৭। পরিশেষে, এই বিষয়ে ভক্তিভরে যেশুর সহিত আলাপ করিব।

৩৩৯। পবিত্র যোসেফের পর্ব্বদিন।

(২)

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে দেখিব ;—পবিত্র যোসেফ নাজারেথে তাঁহার ক্ষুদ্র গৃহেতে কাজ করিতেছেন ; আর আমি তাঁহার সাক্ষাতে আছি।

৪। নম্র অন্তরে প্রভু যেশুর নিকট প্রার্থনা করিব, পবিত্র যোসেফের অনুকরণ করিবার জন্য আমার অন্তরে যেন প্রদীপ্ত কার্য্যশীল আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত করিয়া দেন।

৫। ধ্যান করিব ;—পবিত্র যোসেফের পবিত্রতা কেমন উন্নত ও শ্রেষ্ঠ। রাজার ছেলেদের শিক্ষা দান করা একটা অত্যন্ত গুরুতর ও মহা সম্মানের কাজ। প্রকৃত উপযুক্ত সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন যোগ্যব্যক্তির উপরই এই কার্য্যভার দেওয়া হয়। যে ঈশ্বরে কোন **ভুল** সম্ভবে না, সেই ঈশ্বর যখন নিজে বিবেচনা করিয়া যোসেফকে যেশু ও তাঁহার মাতা পবিত্রা মারীয়ার **অভিভাবক** মনোনীত করিলেন দেখি, তখন পবিত্র যোসেফের **পবিত্রতা** যে কত অধিক তাহার প্রমাণত আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই। বিশেষতঃ, সুসমাচারে দেখি, পবিত্রাত্মা তাঁহাকে **ধার্ম্মিক**

বলিয়া বলেন। রাজাদের রাজা প্রভুদের প্রভু ঈশ্বর স্বয়ং যাঁহাকে এমন সম্মান দেন, তিনি ত নিশ্চয়ই আমাদেরও অত্যন্ত ভক্তির পাত্র। আর ইহাতেই আমাদেরও যেশু এবং মারীয়ার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিতে হয়।

৬। ধ্যান করিব ;—পবিত্র যোসেফের হাতে ঈশ্বর যে কার্য্যভার দিয়াছিলেন, তাহা তিনি কেমন প্রেম-ভক্তিভাবে, শ্রম ও যত্ন সহকারে দৃঢ়তা ও বুদ্ধি বিবেচনার সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন। যাঁহাদের **রক্ষণাবেক্ষণ** করিবার কার্য্যে তিনি নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের জন্য এমন কোন পরিশ্রম নাই যাহা অতি **বেশী** বলিয়া তিনি মনে করিতেন, এমন কোন দুঃখ-কষ্টই ছিল না, যাহা তিনি **ভারি গুরুতর** মনে করিয়া অসহ্য বোধ করিতেন। নিজের কি চাই বা না চাই, নিজের কি আবশ্যক, তাহার বিষয় তিনি ভুলিয়া গিয়া, তাঁহাদেরই মঙ্গলের জন্য **সম্পূর্ণরূপে** নিজকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ঈশ্বরের সন্তান ও সেবকগণেরও কতকভাবে নিজেদের অন্তরে যেশুকে রক্ষা করিবার ভারপ্রাপ্ত। আমরা যদি যোসেফের মত এই অতি উচ্চ ও সম্মানিত পদের কার্য্য যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত, প্রেম ভক্তি ও বিশ্বস্ততার সহিত সম্পন্ন করি, তবে ঈশ্বরও আমাদিগকে তাঁহার নিজের মনোমত আশীর্ব্বাদরাশি বর্ষণ করিবেন।

৭। ধ্যান করিব ;—পবিত্র ব্যক্তিগণ পৃথিবীতে অতি আগ্রহে ও উৎসাহের সহিত যে সকল মঙ্গলজনক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ছিলেন, স্বর্গে থাকিয়াও যেন নিয়তই তাহা সম্পন্ন করিতে পারেন, এইজন্য কতকটা পুরস্কার স্বরূপ তাঁহারা যে, মহা ক্ষমতা প্রাপ্ত হন, পবিত্র যোসেফের বিষয় হইতে দেখা যায়, ইহা কেমন সত্য। তিনি ত এখনও ভক্তদের অন্তরে যেশুর অভিভাবক ও পালক-পিতা। যাহারা যেশুকে **অন্তরে রক্ষা** করিতে চায়, এবং তাঁহারই জীবন যাপন করিতে চায়, পবিত্র যোসেফের শক্তিশালী **সাধ্য-সাধনার** উপায় লাভে অবহেলা করা তাহাদের

উচিত নয়। সুতরাং ঈশ্বরের কার্য্যকারী যাহারা তাহাদের **নিজের আত্মায়** ও তাহাদের হস্তে যাহাদের ভার রহিয়াছে, সেই সকল ব্যক্তিদের আত্মায় **কৃপার জীবন**টি রক্ষা করার আবশ্যকতা সম্বন্ধে আমরা চিন্তা করিয়া পবিত্র যোসেফের প্রতি সত্য আগ্রহযুক্ত ভক্তি প্রদর্শন করিতে দৃঢ়-সঙ্কল্প হইব।

৮। পরিশেষে, ভক্তিভরে যেশুর সহিত এই বিষয় আলাপ করিব।

৩৪০। পবিত্র যোহান বাপ্তিস্তা দেলা সালের পর্ব্ব।

(১৫ই মে)

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে দেখিব ঃ—পবিত্র যোহান ছোট ছোট ছেলেদের মধ্যে থাকিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন।

৪। নম্র অন্তরে প্রভু যেশুর নিকট এই প্রার্থনা করিব, তিনি যেন আমার অন্তরে এই মহা পবিত্র ব্যক্তির পুণ্যসমূহ অনুকরণ করিতে প্রকৃত আকাঙ্ক্ষা দেন।

৫। ধ্যান করিব ;—দীন দুঃখী লোকের ছেলে পিলেদের আত্মার জন্য পবিত্র যোহানের কেমন জ্বলন্ত আগ্রহ। উচ্চ-সম্ভ্রান্ত বংশের তাঁহার জন্ম, এবং অসাধারণ গুণ-সম্পন্ন বলিয়া মণ্ডলীর অতি উচ্চপদ মর্য্যদা লাভের আশা করিতে পারিতেন ; কিন্তু তিনি তাঁহার ধন সম্পত্তি ইত্যাদির অধিকার পরিত্যাগ করিয়া, খ্রীস্তীয়ান বালক বালিকাদেরে বিশেষতঃ গরীব দুঃখীদেরে

শিক্ষাদানের কার্য্যে নিজেকে উৎসর্গ করিলেন। তিনি দেখিলেন, তাহাদের অমর আত্মাগুলির জন্য, যেগু খ্রীস্ত তাঁহার **মহামূল্য রক্ত** ব্যয় করিয়াছেন; ধর্ম্ম-শিক্ষার অভাব হইলে, তাহাদের বিশ্বাস ও নৈতিক জীবনের **মহা অনিষ্ট** হইবে! এই আশঙ্কায় তাঁহার অন্তরে অত্যন্ত দুঃখ হইল। সুতরাং তাহাদিগকে **সৎ-খ্রীস্তীয়ান** জীবনে উন্নত করিয়া লইবার আশায় জ্বলন্ত আগ্রহে তাঁহার অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এই জ্বলন্ত আগ্রহই তাঁহাকে মহা ত্যাগস্বীকারে সাহসী করিয়া এত উন্নত করিয়াছিল। তাঁহার এই উদ্দেশ্যগুলির বিষয় চিন্তা করিব; এই উদ্দেশ্যগুলি তখনও যেমন সত্য ছিল, এখনও তেমনি আছে, এই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়াই ছোট ছোট ছেলে পিলেদিগকে শিক্ষা দিবার **জ্বলন্ত আগ্রহ** নিয়ত আমার অন্তরে যেন প্রদীপ্ত থাকে, এই প্রার্থনা করিব।

৬। ধ্যান করিব;—তাঁহার এই কঠিন **কার্য্য সাধনের** জন্য তাঁহার কেমন দৃঢ়তা ও ধৈর্য্য ছিল। তিনি বহু ভারি ভারি বাধা পাইয়াছেন; কত অবমাননা ও বাক্‌বিতণ্ডা তাঁহাকে সহিতে হইয়াছে; এমন কি, তাঁহার আশ্রয়দাতা হওয়া যাহাদের উচিত ছিল, তাহাদের কাছেও কত **উৎপীড়ন** সহ্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু যদি অর্থের **অভাব** হইত কিম্বা তাঁহার কোন কোন শিষ্যবর্গ তাঁহার **পক্ষত্যাগ** করিত, অথবা তাঁহার উপরিস্থ ব্যক্তিগণ অন্যায়মত তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইতেন, তবু তিনি ঈশ্বরেব **গৌরবের** জন্য যে কার্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, **সেই কার্য্য** করিতে হীন সাহস হইতেন না। ঈশ্বরের প্রতি প্রবল **প্রেম ভক্তি**, এবং ঈশ্বরের বিধানে **বিশ্বাস ও নির্ভরই** সমস্ত কষ্ট ও বাধা-বিপত্তির মধ্যেও তাঁহার সাহস ও উত্তম অক্ষুণ্ণ রাখিত। আমরাও যদি ঈশ্বরের গৌরব রক্ষার জন্য আগ্রহশীল হই, তবে নিশ্চয়ই অনেক বাধা-দুঃখ, কষ্ট, বিফলতা, লোকের সমালোচনা ও অবমাননা প্রভৃতির সম্মুখীন্

হইয়া কার্য্য সাধন করিতে সক্ষম হইব। এই রকম অবস্থায়ই ঈশ্বরের উপর আমাদের কেমন **বিশ্বাস ও নির্ভর** আছে, আর ঈশ্বরের দিকে আমাদের কত **প্রেম ও ভক্তি** আছে, তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

৭। ধ্যান করিব ;—পবিত্র যোহান তাঁহার কার্য্যের কি কি ব্যবহার করিয়া সফল হইয়াছিলেন। তাঁহার **পবিত্র** ও **সংযম শীল-জীবন** দ্বারা মানুষের অন্তর ঈশ্বরের দিকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন ; তাঁহার আগ্রহশীল অবনতভাব পূর্ণ **প্রার্থনায়** ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমান সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন ; অন্তরের **নির্ম্মলভাব** দ্বারা সমস্ত বিষয় একমাত্র ঈশ্বরের হাতে রাখিয়া, ঈশ্বরেরই গৌরব সাধনের দিকে পরিচালিত করিতেন ; এই সকল উপায় তিনি অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিয়াছিলেন, আর ইহা করিবার জন্য অন্য অন্য পবিত্রগণের দৃষ্টান্ত অনুসারে চলিতেন। পবিত্রগণ সকলেই ঐ উপায়গুলি অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়াই ঈশ্বরের জন্য মহৎ মহৎ কার্য্যও সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন !

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে ভক্তি ভরে যেশুর সহিত আলাপ করিব।

৩৪১। পবিত্র আলয়সিয়ুসের পর্ব্বদিন।

(২১শে জুন)।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে দেখিব ;—পবিত্র আলয়সিয়ুস বেদীতলে বসিয়া প্রার্থনায় নিমগ্ন।

৪। নম্র অন্তরে প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিব, তিনি যেন আমার অন্তরে এই পবিত্র ব্যক্তির দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প উদ্দীপিত করিয়া দেন।

৫। ধ্যান করিব ;—পবিত্র আলয়সিয়ুস একজন নির্ম্মলতার দূত ছিলেন। স্পেন দেশের রাজ-দরবারে, জাগতিক সকল রকম সুখ-সম্ভোগের মধ্যে, সুখভোগের সমস্ত উপায় নিজের হাতে থাকা সত্ত্বেও তিনি বাপ্তিস্মে প্রাপ্ত **নির্দ্দোষতা** অটুট রাখিয়াছিলেন। অন্তরকে নির্ম্মল রাখিবার জন্য তিনি চেষ্টা যত্ন বড় কম করেন নাই। তিনি সতত সচেষ্ট ছিলেন বলিয়াই চিন্তা ভাবনায় কৃত কোন সামান্য **পাপের দাগ** লাগিয়াও মৃত্যু সময়ে, তাঁহার আত্মাকে কলঙ্কিত করিতে পারেন নাই। ঈশ্বর ও তাঁহার দূতগণের কাছে তাঁহার আত্মা কেমন **প্রীতি-জনক ও প্রেমের পাত্র** ছিল! এইরূপ **নির্ম্মল অন্ত-রের** লোক হওয়া কেমন সুখের বিষয়! নির্ম্মল অন্তরের লোক হওয়াই কেমন সুফল-জনক, ও ঈশ্বর-কৃপা লাভের উপায়। অতএব আমরা স্মরণ রাখিব, পবিত্র আলয়সিয়ুস অতীব উদ্যম ও চেষ্টা ব্যতীত এমন উচ্চ নির্ম্মলতা লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার চক্ষের **দৃষ্টি,** মনের **চিন্তা** ও **অনুরাগ** প্রভৃতিকে তিনি কঠোর **শাসনে** রাখিয়াছিলেন; তাঁহার দৈহিক-অভিলাষ প্রভৃতিকে **কঠোর নিগ্রহে** দমন করিয়াছিলেন। আমরা যদি এই মহান্ পবিত্র ব্যক্তির সদৃশ হইতে বাঞ্ছা করি, তবে তিনি যে সকল উপায় **অবলম্বন** করিয়াছিলেন, সেই উপায়গুলি অবলম্বন করিতে আমরাও দৃঢ়-সঙ্কল্প হইব।

৬। ধ্যান করিব ;—পবিত্র আলয়সিয়ুস, স্বর্গদূতের মত কেমন জাগ-তিক বিষয়সমূহে সম্পূর্ণ অনাসক্ত ছিলেন। ধন, সম্পদ, মান-মর্য্যাদা, যশঃ, খ্যাতি প্রভৃতিতে লোকে যত সুখ ও আমোদ পায়, সেই সমস্তই

তাঁহার হাতে ছিল ; কিন্তু এই সমস্ত তাঁহাকে জগতের দিকে টানিয়া রাখিতে পারিল না ; এই সমস্ত তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিল না। এই সমস্ত লাভের জন্য অন্য অন্য লোক কত সুযোগ ও উপায় খুজে ; কত শ্রম ও চেষ্টা করে ; কিন্তু তিনি যেন এইগুলি পদ দলিত করিতেই দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছিলেন। স্বর্গদূতগণের মত ঈশ্বরকে **প্রেমভক্তি** করা এবং ঈশ্বরেরই **প্রেমেরপাত্র** হইবার আকাঙ্ক্ষাই ছিল তাঁহার জীবনের **আনন্দ** ; এবং ঈশ্বরের **প্রীতিসাধনই** ছিল, তাঁহার একমাত্র **উচ্চাভিলাষ**। তাঁহার অন্তরটি স্বর্গে নিবদ্ধ ছিল, আর ঈশ্বরই তাঁহার অন্তর **অধিকার** করিয়াছিলেন। ঈশ্বর-ভক্তির প্রমাণ দিবার প্রত্যেকটি সুযোগ তিনি আগ্রহভরে অবলম্বন করিতেন। তিনি এই বিষয়টি মনোনীত করিয়া যে, বুদ্ধিমানের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। তাহা হইলে আমরাও তাঁহারই অনুসরণ করিয়া চলিতে আপ্রাণ-চেষ্টা করিব না কেন ?

৭। ধ্যান করিব ;—পবিত্র আলয়সিয়ুস ভক্তিভাবে ও ঈশ্বরের সহিত **যোগে** স্বর্গদূতের মত ছিলেন। স্বর্গদূতগণ মানুষের দিকে দৃষ্টি রাখেন সত্য, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টিহীন হন না ; তাই আলয়সিয়ুসের **অন্তর ও মন** কেবল সাংসারিক বিষয়েই ঈশ্বরের নিকট হইতে সরাইয়া নিতে পারিত না। তিনি কত **ব্যগ্রভাবে** প্রার্থনা করিতেন ; কেমন **প্রেম-ভক্তি ও যত্ন-সহকারে** তাঁহার আত্মিক-কর্ত্তব্যগুলি, সম্পন্ন করিতেন ! পার্থিব বিষয় ও সৃষ্টির জীবসমূহ তাঁহার মনকে **পার্থিব বিষয়ের** দিকে আকর্ষণ করিয়া নেওয়ার পরিবর্ত্তে, বরং সতত ঈশ্বরের **মহিমা** ও **মহত্ত্ব** আর **অসীম জ্ঞান** ও **মঙ্গলময় ভাবসমুহ** তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিত। ঈশ্বরের যে সন্তান ও সেবক এইভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে **যোগে** থাকে,

সে কত সুখী! ঈশ্বরের সহিত এইরূপ যোগই, সকল **জ্ঞানের** আর **শক্তির** ও **পবিত্রতার** মূল ও উপায়। পবিত্র আলয়সিয়ুস তাঁহার এই আশ্চর্য্য ধর্ম্মভাব, ও ঈশ্বরের সহিত **যোগ** কঠোর চেষ্টা ব্যতীত লাভ করেন নাই। আমরাও কঠোর শ্রম, যত্ন ও চেষ্টা বিনা এইসব লাভের আশা করিতে পারি না।

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে ভক্তিভরে যেশুর সহিত আলাপ করিব।

৩৪২। পবিত্র পেত্রের পর্ব্বদিন।

(২৯ জুন)

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে দেখিব;—পবিত্র পেত্র আমাদের প্রভুর ঈশ্বরত্ব স্বীকার করিয়া বলিতেছেন;—"আপনি খ্রীস্ত জীবিত ঈশ্বরের পুত্র।" (মথি ১৬; ১৬)।

৪। নম্র-অন্তরে প্রভুর নিকট এই প্রার্থনা করিব যে, তিনি যেন, আমার অন্তরে জীবন্ত বিশ্বাস এবং তাঁহার প্রতি আমার জ্বলন্ত প্রেম ও ভক্তিভাব উদ্দীপিত করিয়া দেন।

৫। ধ্যান করিব;—পবিত্র পেত্র আমাদের পক্ষে **জীবন্ত বিশ্বাসের** কেমন একটি আদর্শ! **বিশ্বাস** অনুযায়ীই তাঁহার সমস্ত কার্য্য নিয়মিত হইত; ইহার জন্যই তিনি যেশুর **অনুগামী** হইবার জন্য সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিলেন; প্রভুর কথায় বিশ্বাস করিয়াই **জলের** উপর দিয়া হাটিয়াছিলেন; তিনিই সর্ব্ব প্রথম **প্রকাশ্য-ভাবে** যেশুর ঈশ্বরত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। আমাদের প্রভু পবিত্র

এউখারিস্তিয়ার অঙ্গীকার বাক্য বলিবার পর যখন "শিষ্যদের অনেকেই ফিরিয়া গেল এবং তাঁহার সহিত আর চলিল না", তখনও পবিত্র পেত্রের বিশ্বাস অটল রহিল ; এবং তিনি তাঁহার ঈশ্বর প্রভুর কাছে বলিলেন, "আপনার কাছেই অনন্ত-জীবনের কথা আছে"। তাহার পর তাঁহার এই বিশ্বাসই সমস্ত আপদ বিপদে তাঁহাকে অতি **সাহসী** করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি এই বিশ্বাসের **শক্তিতেই** সমস্ত দুঃখ-কষ্ট অতিক্রম করিতে ও আহ্লাদের সহিত মৃত্যু-যাতনা পর্য্যন্ত সহ্য করিয়াছিলেন। আমারাও মহামূল্য-বর এই বিশ্বাস লাভ করিয়াছি ; ইহা দ্বারাই আমরা কতকটা ঈশ্বর-জ্ঞানের সহভাগী হইয়াছি। অতএব, এই বিশ্বাসের বরই আমাদের আত্মিক-জীবনের মূল হউক ; আর আমাদের সমস্ত কার্য্যের পরিচালক হউক ! এই বিশ্বাসের **আলোকেই** আমরা সমস্ত দেখিব, আর বিশ্বাসের মধ্যেই আমাদের শত্রুগণকে পরাজয়ের **শক্তি** পাইব।

৬। ধ্যান করিব ;—পবিত্র পেত্র আমাদের **অনুতাপের** আদর্শ। তিনি তাঁহার প্রভুর নিকটে যদিও পাপক্ষমার বহু প্রমাণ পাইয়াছিলেন, তথাপি তিনি যে দোষ করিয়াছিলেন, **সারা জীবন** ব্যাপিয়া তাহার জন্য বিলাপ করিতে কখনও ক্ষান্ত হন নাই। নিয়ত গভীর **অবনত মনা** হইয়া থাকিবার **উদ্দেশ্যেই** তিনি সেই দোষের কথা স্মরণ করিতেন। তিনি প্রভুর মনে দুঃখ দিয়াছিলেন বলিয়া যত দুঃখ-কষ্ট, দৈন্যতা, এমন কি, মৃত্যু পর্য্যন্ত **কৃতজ্ঞচিত্তে** গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরাওত ঈশ্বরকে বিরক্ত করিয়াছি ; আমাদেরও পবিত্র পেত্রের এই **অনুতাপের** অনুকরণ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

৭। ধ্যান করিব ;—পবিত্র পেত্র প্রভু যেশুর প্রতি **বিশুদ্ধ প্রেমের** আদর্শ। তিনি তাঁহার প্রভুর জন্য যাহা যাহা করিয়াছেন,

যত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়াছেন ;—যেশুকে জানাইবার জন্য, লোকে যেন যেশুকে প্রেমভক্তি করে, এই জন্য তিনি কেমন আপদ-বিপদ-পূর্ণ সুদীর্ঘ পথ-যাত্রা করিয়াছিলেন ; কতবার অর্থাভাব, কারাক্লেশ সহ্য করিয়াছেন, নিজেকে বেত্রাঘাতেরই যোগ্য মনে করিয়া বেত্রাঘাত সহ্য করিয়া আনন্দিত হইয়াছেন ! যেশুর নামের জন্য নিজেকে সব রকম দুঃখ-কষ্ট ভোগেরই **উপযুক্ত** বলিয়া মনে করিতেন। অবশেষে, কেমন গৌরবান্বিতভাবে **সাক্ষ্যমর** হইয়া প্রাণ দিলেন ! আমাদের প্রভু আমাদের **দুর্ব্বলতার** বিষয় জানেন বলিয়াই আমাদের কাছে এতদূর কিছুই চান না। তিনি আমাদের কাছে চান, আমাদের **দৈনিক কর্ত্তব্যগুলি** সম্পন্ন করিতে ; আর আত্ম-নিগ্রহে ইন্দ্রিয় সংযমে, পরীক্ষা প্রলোভনে ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা ; আর তাঁহারই গৌরবের জন্য যত্ন ও পরিশ্রমে যে **ত্যাগস্বীকার** আবশ্যক হয়, কেবল সেইটুকু চান। এই **ত্যাগস্বীকার** করিয়া আমরা প্রভুর প্রতি আমাদের প্রেম-ভক্তির প্রমাণ দিয়া থাকি কি ?

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে যেশুর সহিত ভক্তিভরে আলাপ করিব।

৩৪৩। পবিত্র পৌলের পর্ব্বদিন।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে দেখিব,—পবিত্র পৌল সাক্ষ্যমর হইতে চলিয়াছেন !

৪। নম্র অন্তরে প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিব, তিনি যেন আমাকে মানব-আত্মার পরিত্রাণের জন্য দৃঢ়-সঙ্কল্প দান করেন।

৫। ধ্যান করিব;—পবিত্র পৌল তাঁহার ঈশ্বর প্রভুর গৌরবের জন্য নিজের জীবন ব্যয় করিয়াছিলেন। এমন কোন ত্যাগ-স্বীকারই ছিল না, যাহা তিনি অতি কঠিন মনে করিতেন; একবার তাঁহাকে **প্রস্তরাঘাত** করিয়া মরা মনেকরিয়া লোকে ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছিল; তিনবার **বেত্রাঘাত** সহ্য করিয়াছিলেন; তিনবার **পোতভঙ্গ** হইয়া সমুদ্রে পড়িয়াছিলেন; তাঁহার জীবন প্রায়ই **শঙ্কটের মধ্যে** পড়িত; কিন্তু আপদ বিপদ বা শ্রান্তি ক্লেশে অথবা লোকের অত্যাচার উৎপীড়নে কিছুতেই তাঁহার **জ্বলন্ত** আগ্রহ নির্ব্বাপিত করিতে পারে নাই। তাঁহার **পরীক্ষা, দুঃখ-কষ্ট** যতই **গুরুতর** হউক না কেন, তাঁহাতে যদি লোকে যেশুর পরিচয় পাইত, যেশুকে প্রেম ও ভক্তি করিতে পারিত, তবে **ঐগুলি** তাঁহার আগ্রহ দমন না করিয়া বরং **পরম আনন্দের** কারণ হইত। আমাদের প্রভু আমাদের জন্য যাহা করিয়াছেন, সেই সকল বিষয় যদি আমরা চিন্তা করি, তবে আমরাও কি পৌলের মত আমাদের জীবনগুলি সম্পূর্ণরূপে প্রভুরই **পবিত্র সেবা কার্য্যে** উৎসাহিত ও উত্তেজিত বোধ করিব না? আমরা যখন, পরিশ্রমের ভয়ে অথবা অবমাননা কিম্বা দুঃখ-কষ্টের ভয়ে আমাদের কর্ত্তব্যগুলি হইতে পিছপা হইয়া পড়ি, তখন আমাদের সত্য প্রেম ভক্তির ভাব আমাদের মধ্যে কেমন ত্রুটিপূর্ণ দেখাযায়!

৬। ধ্যান করিব;—পবিত্র পৌল আমাদিগকে নম্রতার কেমন মহৎ দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। যদিও ঈশ্বরের জন্য এমন অতি **দুরূহ** কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, যদিও তিনি অলৌকিককার্য্য সম্পন্নে বর প্রাপ্ত ছিলেন; এবং তাঁহার খ্রীস্তীয়ানবর্গ তাঁহার জ্ঞান ও পবিত্রতার জন্য তাঁহার প্রশংসা করিত, যদিও আত্মাতে ঈশ্বর তাঁহাকে **তৃতীয় স্বর্গ** পর্য্যন্ত উঠাইয়াছিলেন, এবং মানুষের ভাষায় যাহা বলা যায় না,

তেমন বিষয়ও ঈশ্বর তাঁহার কাছে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তথাপি পবিত্র পৌল সর্ব্বদা ঈশ্বরকেই সমস্ত গৌরব প্রদান করিয়া, নিজেকে কেবল লোকের ঘৃণারই পাত্র বলিয়া মনে করিয়া **গভীর নতভাবে** থাকিতেন ! আমরাত **পবিত্রতায়** উন্নত না হইয়াও, আর ঈশ্বরের জন্য তেমন কিছু না করিয়াও সব সময়ই ঈশ্বরের গৌরবকে নিজেদেরই বলিয়া মনে করি ; আর মানুষের প্রশংসা ও সুখ্যাতিরই সন্ধান করি। এই মহান্ প্রেরিতের নিকট হইতে আমরা সত্য নম্রতা শিক্ষা করিব।

৭। ধ্যান করিব ;—পবিত্র পৌল এমন নম্র হইলেও তিনি এই অতি গুরুতর ও কঠিন কার্য্যভার গ্রহণ করিতে ভীত হন নাই ; ঈশ্বরেই তিনি সমস্ত **বিশ্বাস ও নির্ভর** রাখিয়াছিলেন। রোমীয় ও গ্রীক লোক এমন ভীষণ **ভ্রষ্টাচারী ও অহঙ্কারী** হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহাদের মন-পরিবর্ত্তন করান জগতে মানুষের শক্তির অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। সেই কার্য্য সম্পন্নের জন্যই তিনি প্রেরিত হইয়াছিলেন ; কিন্তু পবিত্র পৌলের প্রভাবশালী মূলনীতিই ছিল এই যে, "আমি নিজে কিছুই নয় ; কিন্তু যিনি আমাকে শক্তিশালী করেন, তাঁহাতে সমস্তই করিতে পারি।" অতএব ইহা হইতে আমরা এই শিক্ষা গ্রহণ করিব যে, অবনতভাবই **দুর্ব্বল-চিত্ততা** নয় ; খাঁটি অবনতভাবের সঙ্গে ঈশ্বরেতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভর থাকে ; আর যে ব্যক্তি নিজেকে অবনত করিয়া তাঁহাতে বিশ্বাস ও নির্ভর করে, তিনি তাহাকে কখন বিফল হইতে দেন না।

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে যেশুর সহিত ভক্তি-ভরে আলাপ করিব।

৩৪৪। পবিত্র ভিন্‌সেন্ত-দে-পৌলের পর্ব্বদিন।

(১৯শা জুলাই)

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে দেখিব, পবিত্র ভিন্‌সেন্ত গরীব দুঃখী লোকদের মধ্যে থাকিয়া তাহাদিগকে সাহায্য ও সান্ত্বনা দিতেছেন।

৪। নম্র অন্তরে প্রভুর নিকট এই প্রার্থনা করিব, তিনি যেন আমাকে পবিত্র ভিন্‌সেন্তের পুণ্য-সমূহ অনুকরণ করিতে শিক্ষা দেন।

৫। ধ্যান করিব ;—পবিত্র ভিন্‌সেন্তের প্রেম ও দয়া কেমন আশ্চর্য্য! আমাদের প্রভু বলেন—"আমার ক্ষুদ্রতমদের প্রতি যাহা কিছু কর, তাহা আমারই প্রতি কর"।—এই বাক্য তাঁহার অন্তরে **গভীরভাবে অঙ্কিত** হইয়া গিয়াছিল। যাহারা **অনাথ** ও **দুঃখ কষ্টের** মধ্যে আছে, তাহাদের প্রতিই তাঁহার প্রেম ও দয়া ছিল। রুগ্ন, অন্ধ, দীন-দরিদ্র, ছোট ছোট ছেলেপিলে, অজ্ঞ, কয়েদী, ক্রীতদাস, প্রভৃতি তাঁহার দয়ার পাত্র ছিল। এইপ্রকার সকল লোকই তাঁহার নিকট অভাব ও আবশ্যক অনুযায়ী **সাহায্য ও সান্ত্বনা** পাইত। তিনি স্বয়ং যেশুর জন্যই এই সমস্ত প্রেমের কার্য্য করিতেছেন মনে করিয়াই প্রত্যেক জনের দুঃখ-কষ্টের **উপশম** করিতেন। তিনি প্রত্যেকের মধ্যেই যেশুকে দেখিতেন। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহার অন্তরের **প্রেম ও দয়ার ভাব** অন্য লোকের মনেও সঞ্চার করিয়া দিয়া প্রেম ও দয়ার কার্য্য সাধন করিতেন। যেখানে যাইতেন, সেইখানেই এইরূপ করিতেন। তাঁহার এই সকল কার্য্য ঈশ্বর ও স্বর্গদূতগণের দৃষ্টিতে কত সুন্দর ও **প্রীতি-প্রদ** ছিল! দীন-দুঃখীদের প্রতি, পীড়ীত ও

অজ্ঞান লোকদের প্রতি আমাদেরও মনের ভাব কি পবিত্র ভিন্‌সেন্তেরই মত? তাহাদের মধ্যে আমরাও কি যেশুকে দেখিতে পাই? আর যেশুরই জন্য তাহাদিগকে যথাসাধ্য প্রেম ও সাহায্য করি কি? আমরা কি কখন কখন তাহাদের বিষয় বিচার করিয়া অধৈর্য্য ও কর্কশভাবের কথায় ও কাজে, তাহাদের প্রতি ব্যবহার করি? যেশুর প্রতিও আমরা এই ব্যবহার কি দেখাইতাম? আমাদের প্রভুর বাক্যগুলি স্মরণ রাখিব, "এই ক্ষুদ্রতমগণের প্রতি যাহা কর নাই, আমার প্রতি তাহা কর নাই।"

৬। ধ্যান করিব;—পবিত্র ভিন্‌সেন্তের এই অক্লান্ত **দয়ার** কার্য্যে কত অসংখ্য মানব-আত্মাকে ঈশ্বরের দিকে আকর্ষণ করিয়াছিল—তিনি অতি প্রেমভাবে গরীব দুঃখী লোককে কত সাহায্য করিতেন; আর যে সকল ধনী লোকদের মধ্যে তিনি থাকিতেন, তাহাদিগকে তাঁহার সৎ-কার্য্যের দ্বারা কেমন নিজের আগ্রহভাবে উদ্দীপিত করিয়া দিতেন। আমাদের মধ্যে যাহারা ঈশ্বরের সন্তান ও সেবক তাহাদের পক্ষে এই **প্রেম ও দয়াই** মানব-আত্মা সকলকে আমাদের স্বর্গস্থ পিতার দিকে আকর্ষণ করিবার প্রধান সুযোগ। এই পুণ্য কার্য্যের দ্বারাই আমাদের স্বর্গস্থ পিতা ঈশ্বরের **দয়া ও মঙ্গলভাব** আমাদের মধ্যে প্রকাশ পায়। অন্যদিকে, দয়া ও প্রেমের **অভাব,** ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার অভাব, আর **আত্মত্যাগের** অভাবসমূহই মানব-আত্মাগণের অন্তর ঈশ্বর হইতে দূরে ঠেলিয়া সরাইয়া দেয়।

৭। ধ্যান করিব;—পবিত্র ভিন্‌সেন্তের কেমন গভীর অবনত ভাব! তাঁহার দয়ার কার্য্য এমন কি, এখনও পর্য্যন্ত মণ্ডলীর শত্রুদেরেও চমৎকৃত করে; তাহারাও তাঁহার সুখ্যাতি করে; সকলের মুখেই তাঁহার প্রশংসা। তিনি রাজগণের মন্ত্রণাদাতা ছিলেন; তিনি অতি ধনশালী বড়লোকের ঘনিষ্ট-সম্পর্কের লোক ছিলেন বলিয়া গরীব দুঃখীর সাহায্যের জন্য রাশি

রাশি অর্থ পাইতেন। তাহা হইলেও তিনি নিজেকে দীনহীনই মনে করিতেন। তিনি নিজেকে ঈশ্বরের হাতের একটি অতি **অযোগ্য যন্ত্র** বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার বিষয় তাঁহারই একজন আত্মীয় লোক বলেন, "উচ্চাভিলাষী লোকেরা যেমন **মান সম্ভ্রমের** জন্য লালায়িত, পবিত্র ভিনসেন্তও তেমনি লোকের কাছে **নগণ্য অবজ্ঞার পাত্র** হইতে লালায়িত। তাঁহার চারি পাশের লোকেরা তাঁহার প্রশংসা করিলে তিনি **পাপের শাস্তি** পাইতেছেন বলিয়া মনে করিতেন।" তাঁহার কার্য্যের সহিত আমার কার্য্যের তুলনা করিব; তাঁহার অবনত ভাবের সহিত আমার নম্রতার তুলনা করিয়া কার্য্যশীল সঙ্কল্প স্থির করিব।

৮। পরিশেষে, ভক্তিভরে যেশুর সহিত এই বিষয় আলাপ করিব।

৩৪৫। পবিত্র ইগ্নাতিয়ুসের পর্ব্বদিন।

(৩১ জুলাই)

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে দেখিব;—পবিত্র ইগ্নাতিয়ুস ঈশ্বরের সেবা কার্য্যে সৎ-সাহস ও উদ্যমের সহিত আত্ম-উৎসর্গ করিবার জন্য তাঁহারই দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিতে আমাকে ডাকিতেছেন।

৪। নম্র অন্তরে আমাদের প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিব, আমি যাহাতে সিদ্ধতার দিকে সাহসের সহিত আত্ম-নিয়োগ করিতে পারি, এইজন্য তিনি যেন আমাকে সঙ্কল্পের দৃঢ়তা দান করেন।

৫। ধ্যান করিব ;—পবিত্র ইগ্নাতিয়ুস যখন আহত হইয়া তাঁহার ভ্রাতার প্রাসাদে ছিলেন, তখন আমাদের প্রভুর ও পবিত্র ব্যক্তিগণের জীবনী পাঠ করিতে করিতে এই চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই জগতের রাজা যত সৎ ও উদার ও সদাশয় হউক না কেন, তাঁহার সেবাকরা অপেক্ষা **সর্ব্বান্তঃকরণে** আমাদের প্রভুরই সেবাকরা কত অধিক উপযুক্ত ও আবশ্যক! বিশ্বস্তভাবে ঈশ্বরের সেবায় জীবন উৎসর্গ করাতে, পবিত্র ব্যক্তিগণের যে প্রকৃত জ্ঞানটি লাভ হইয়াছিল, তাহা তিনি হৃদ্বোধ করিলেন। পবিত্র ব্যক্তিগণ এখন যে **পুরস্কার** ভোগ করিতেছেন, তাহা ত পৃথিবীর রাজাদের দত্ত চরম অনুগ্রহ হইতেও কত অধিক শ্রেষ্ঠ। এই চিন্তায় ইগ্নাতিয়ুসের অন্তরে পবিত্র ব্যক্তিগণের দৃষ্টান্ত অনুকরণের প্রবল **জ্বলন্ত আগ্রহ** উদ্দীপিত করিয়াছিল। তিনি নিজেই নিজেকে বলিলেন, "ঈশ্বরের কৃপার সাহায্যে স্ত্রীলোক আর ছোট ছোট ছেলে পিলেরা যাহা করিতে পারিল, আমি কেন তাহা করিতে পারিব না ?" পবিত্র ইগ্নাতিয়ুস যে **সিদ্ধান্ত** করিয়াছিলেন, সেই **সত্যজ্ঞানের** বিষয় আমিও চিন্তা করিব, আর আমি যেন কার্য্যতঃ সেই জ্ঞানপূর্ণ সিদ্ধান্তের সুফল লাভ করি, সেই জন্য প্রভুর সাহায্য প্রার্থনা করিব।

৬। ধ্যান করিব ;—পবিত্র ইগ্নাতিয়ুস কেবল বৃথা ইচ্ছা করিয়াই সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন নাই। তাঁহার ইচ্ছা দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া উঠিল ; এবং সেই দৃঢ়-সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইল। পার্থিব রাজার কার্য্য তিনি যেরূপ **রাজ-ভক্তি ও বিশ্বস্ততার** সহিত করিতেছিলেন, এখন তিনি তেমনি বিশ্বাস ও ভক্তির সহিত স্বর্গস্থ রাজার কার্য্যে **আত্মোৎসর্গ** করি-লেন ; তিনি বিলম্ব করিলেন না। তিনি আধমনাভাবে কাজ আরম্ভ করেন নাই। তাঁহার মহৎ অন্তরের **তৎপরতায়** সম্পূর্ণরূপে খ্রীস্তে

আত্মউৎসর্গের ফলও ফলিল। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি **পবিত্রতার** উচ্চসোপানে আরোহণ করিলেন। আমাদের উন্নতি তবে এত কম্ অথবা কোনই উন্নতি হয় না কেন? ইহার কারণ, খুব সম্ভব আমরা শুধু ইচ্ছাই করিয়া থাকি, অথবা উন্নতির জন্য আধমনাভাবে সামান্য চেষ্টা করিয়া থাকি! **সরলতা ও আগ্রহ সহকারে চেষ্টা** না করিয়া পরে করিব বলিয়াই একেবারে চিরদিনের মত **চেষ্টাহীন** হইয়া থাকি! খুব সম্ভব এইজন্যই আমাদের উন্নতি হয় না।

৭। ধ্যান করিব;—পবিত্র ইগ্নাতিয়ুস কিভাবে সম্পূর্ণরূপে **আত্মজয়** করিয়া পবিত্র ব্যক্তি হইয়াছিলেন। তিনি একজন সাংসারিক লোকই ছিলেন; মান-সম্ভ্রম, লাভের উচ্চাভিলাষ, ধন-সম্পত্তি লাভের ইচ্ছা, জীবনে সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি তাঁহার সবই ছিল। তিনি একেবারে ঈশ্বরের দিকে তাঁহার অন্তর দিয়া মান-সম্মানের পরিবর্ত্তে সকল রকমে **অবনত ভাবাপন্ন** হইলেন; ধন সম্পদের পরিবর্ত্তে তিনি **ত্যাগ-স্বীকারের** কঠোর জীবন যাপনকরা মনোনীত করিলেন; তাঁহার আত্মিকভাবের প্রিয় **স্বতঃ-সিদ্ধ কথাই** ছিল, **'আত্মজয়'**। তাঁহার কথাও কার্য্যতঃ কেমন একই ছিল তাহাই চিন্তা করিব। "নিজের উপর যতই বল প্রয়োগ কর, তোমার উন্নতিও ততই অধিক হইবে।" পবিত্র ইগ্নাতিয়ুসের এই মহৎ দৃষ্টান্ত ও তাঁহার ঐ কথাগুলি আমাদের কার্য্যেতে পরিণত হইয়া আমাদিগকে অত্যন্ত উৎসাহী ও সাহসী করিয়া তুলুক।

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে ভক্তিভরে যেশুর সহিত আলাপ করিব।

৩৪৬। আল্‌ফন্স্‌ুস্‌ দে-লিগোরির্‌ পর্ব্বদিন।

(২রা আগষ্ট)

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে দেখিব ;—এই মহান্‌ পবিত্র লোক পরিত্রাণের পথ শিক্ষা দিবার জন্য কেমন তাঁহার চারিদিকে গরীব দুঃখী লোকদিগকে একত্র করিয়াছেন।

৪। নম্র অন্তরে, প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিব, মানব-আত্মার জন্য তিনি যেন আমার অন্তরে জ্বলন্ত আগ্রহ উদ্দীপিত করিয়া দেন।

৫। ধ্যান করিব ;—মানব-আত্মার জন্য আমাদিগকে পবিত্র আল্‌ফন্স্‌ুস্‌ কেমন চমৎকার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। তিনি একজন উচ্চশ্রেণীরও অসাধারণ **গুণ-সম্পন্ন** লোক ছিলেন। ১৬ বৎসর বয়সের সময়ই তিনি সাধারণ সাংসারিক আইন ও মণ্ডলীর বিধান সম্বন্ধে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া উচ্চ উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি রাজ্যের মধ্যে উচ্চ সম্মানিত পদ লাভের অভিলাষ করিতেও পারিতেন ; কিন্তু তাঁহার চারিদিকে **অজ্ঞান-অন্ধকারে মগ্ন** বহু নিরুপায় লোকদিগকে দেখিয়া তাহাদের **আত্মিক মঙ্গলের** চিন্তায় ব্যাকুল হইলেন, তিনি যখনই দেখিলেন যে, ঈশ্বরের সাদৃশ্য এই মানব-আত্মাগুলি শ্রীভ্রষ্ট ও **কদাকার** হইয়াগিয়াছে, তাহাদের জন্য পাতিত যেশু খ্রীস্তের **রক্ত** বৃথা হইয়া পড়িতেছে, তখনই তাহাদিগকে ঈশ্বরের দিকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য তাঁহার অন্তর জ্বলন্ত আগ্রহে উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। তাঁহার পিতা তাঁহার প্রতিরোধী হইলেও তিনি জগতের সমস্ত উন্নতির আশা ভরসা পরিত্যাগ করিয়া পুরোহিত হইয়া তাঁহার জীবনের যত

কার্য্য নিতান্ত দীন-দুঃখীদের জন্য উৎসর্গ করিলেন। মাঠে তিনি মাঠের চাষা মজুরদিগকে অনুসন্ধান করিয়া আনিতেন, তাহাদের সঙ্গে গিয়া খাটিতেন, এইরূপে তিনি তাহাদের আত্মার পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের বাক্য মন দিয়া শুনিবার জন্য তাহাদিগকে লাভ করিয়াছিলেন। আমাদের চারিদিকে যে অসংখ্য অগণ্য আত্মাগুলি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অতুলনীয় মূল্যবান, সেই আত্মাগুলি কেমন **বিনাশের** মুখে গিয়া পড়িতেছে, তাহাই চিন্তা করিব। পরিত্রাণের জন্য তাহাদের অনেকেইত আমাদেরই যত্ন ও আগ্রহের উপর নির্ভর করে। তাহাদেরই জন্য আমাদের জীবন ব্যয় করিতে প্রভু যেন আমার অন্তরে দৃঢ়-সঙ্কল্প উদ্দীপ্ত করেন।

৬। ধ্যান করিব ;—মানব-আত্মার জন্য এই মহা আগ্রহই পবিত্র আল্‌ফন্স্‌সকে কেমন কখন এক মুহূর্ত্ত কালও অপব্যয় না করিবার ব্রত ধারণ করাইয়াছিলেন। সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত্ত যে, ঈশ্বরের **গৌরবের** জন্য, মানব-আত্মার **পরিত্রাণের** জন্য, আর নিজের পবিত্রতা লাভের জন্য এক একটি সুযোগ আনিয়া দেয়, ইহা তিনি বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছিলেন। তাই কৃপণ যেমন তাহার টাকা কড়িকে বড় মূল্যবান মনে করে, তিনিও তেমনি সময়কে মূল্যবান মনে করিতেন। এই ভাবেই তাঁহার এই কঠিন ব্রত, বিরনব্বই বৎসর বয়সে মৃত্যু পর্য্যন্ত পালন করিয়াছিলেন। ঈশ্বরের সন্তান ও সেবকগণের সময় কেমন মূল্যবান্‌ তাহা চিন্তা করিব। এই সময়ের সৎ-ব্যবহার করিলে, ঈশ্বরের সন্তান ও সেবকগণ কত **সৎকার্য্য** করিতে পারেন ; আর এই সময় অপচয় করিলে, তাঁহাদের নিজের ও অপরের জন্য কেমন মন্দ ফল ফলিয়া থাকে ! ঈশ্বরের কাছে তাঁহাদের কেমন গুরুতর দায়িত্ব !

৭। ধ্যান করিব ;—পবিত্র আল্‌ফন্স্‌স্‌ ধন্য-সাক্রামেন্ত ও ঈশ্বর জননীর প্রতি ভক্তিদ্বারা কিরূপে নিয়তই তাঁহার আগ্রহ উত্তেজিত

দেখিতেন ; এবং তাঁহার কার্য্যে ঈশ্বরের প্রচুর আশীর্ব্বাদ লাভ করিতেন। আমাদের পুণ্য, শক্তি ও কার্য্যকারীতা যতই বেশীই হউক না কেন, ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তি-মান **সাহায্য** ভিন্ন আমরা নিজে কিছুই করিতে পারি না। আমরাও পবিত্র আল্‌ফন্‌সুসের মত আমাদের ঈশ্বর প্রভুর **পবিত্র হৃদয়ের** সাহায্য এবং ধন্যা মারীয়ার **সাধ্বী-সাধনার** সাহায্য অনুসন্ধান করিব ; তাঁহাদের প্রতি আমার অন্তরে ভক্তি রাখিব।

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে প্রভু যেশুর সহিত ভক্তিভরে আলাপ করিব।

৩৪৭। পবিত্র যোহান বার্কমান্সের পর্ব্বদিন।

(১৩ আগষ্ট)

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে দেখিব,—পবিত্র যোহান বার্কমান্সের মৃত্যু শয্যায় তাঁহার হাতে **ক্রুশ, জপমালা** ও ধার্ম্মিক সম্প্রদায়ের **নিয়মের পুস্তক** লইয়া বলিতেছেন—“এই তিনটি লইয়া আমি মরিতে সুখী।”

৪। নম্র অন্তরে আমাদের প্রভুর কাছে প্রার্থনা করিব, আমারও যেন সুখের মরণ হয়, এইজন্য যোহান বার্কমান্সের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিবার দৃঢ়-সঙ্কল্প যেন আমার মনে উদ্দীপ্ত করিয়া দেন।

৫। ধ্যান করিব ;—**ক্রুশই** পবিত্র যোহান বার্কমান্সের পক্ষে এত সান্ত্বনা ও আনন্দের উপায় হইয়াছিল কেন ? কারণ তিনি ক্রুশারোপিত

যেশুর **প্রকৃত শিষ্য** ছিলেন ; তিনি প্রভুর প্রেমের প্রতিদান স্বরূপ প্রভুকেও প্রেম করিতেন, এবং যে কৃপা রাশি তিনি পাইয়াছিলেন, যে কৃপালাভের জন্য আমাদের প্রভুকে এতদূর সহ্য করিতে হইয়াছিল ! সেই **কৃপারাশিরই** অনুযায়ী অতি যত্নে চেষ্টায় তিনি চলিতেন। আর এখন মৃত্যুশয্যায় তাঁহার ঈশ্বর প্রভুর অঙ্গীকার স্মরণ করিয়া তাঁহার দৃঢ় আশা হইয়াছে, তিনি অনন্ত জীবনের পরম আনন্দে নীত হইবেন। যদি আমরাও এই পবিত্র যুবকের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী আমাদের কুপ্রবৃত্তিগুলি নাশ করিয়া যেশুর জন্য আমাদের দৈনিক জীবনের ক্রুশ বহন করি আর ক্রুশারোপিত যেশুরই অনুগামী হইয়া চলি, তবে মৃত্যু সময়ে আমরাও **ক্রুশকেই** সান্ত্বনার ও আনন্দের উপায় বলিয়া দেখিব।

৬। ধ্যান করিব ;—এই পবিত্র যোহানের মৃত্যু সময়ে আনন্দের আর একটি উপায় ছিল, তাঁহার **জপমালা**। তিনি প্রায়ই কেমন অতি **ভক্তিভরে** তাঁহার রাণী ও মাতা মারীয়ার ভজনা করিয়া, তাঁহার **প্রশংসা** কীর্ত্তন করিয়া, তাঁহার **সাহায্য** প্রার্থনা করিয়া, আর মনে মনে তাঁহার **পুণ্য, দুঃখভোগ,** ও তাহার **গৌরব** স্মরণ করিয়া জপমালার এই সুন্দর প্রার্থনা করিতেন। তিনি মিতাচার, পবিত্রতা, এবং প্রভুর প্রতি তাহার প্রেমভক্তি দ্বারা নিজেকে স্বর্গস্থ জননীর প্রকৃত সন্তান বলিয়া প্রমাণ দিবার জন্য কেমন সাহস ও উদ্যমের সহিত সতত চেষ্টা করিতেন ; তিনি জানিতেন যে, মৃত্যুসময়ে তাঁহার যে বিশ্বস্ত দাস ও সন্তান, অনন্তের পথে সান্ত্বনা ও সাহায্য লাভের জন্য তাঁহারই উপর নির্ভর করে, মাতা মারীয়া কখনই তাহাকে বিফল হইতে দেন না। আমাদের নিজের জন্যও যদি অনন্ত সুখ লাভের আকাঙ্ক্ষা করি, তবে যে পথে পবিত্র যোহান বার্কমান্স চলিয়াছিলেন, আমাদিগেরও সেই পথ দিয়াই চলিতে হইবে।

৭। ধ্যান করিব ;—পবিত্র যোহান বার্কমান্সের ধার্ম্মিক সম্প্রদায়ের **নিয়মাবলীর পুস্তক** ঈশ্বরের পবিত্র ইচ্ছার ভাব প্রকাশ করে। তাঁহার সারাজীবন ব্যাপিয়া, এমন কি, অতি সামান্য সামান্য বিষয়েও এই **পবিত্র ইচ্ছা** সম্পন্নের জন্যই সচেষ্ট ছিলেন। আমরাও যত কিছু ক্ষতিই হউক না কেন, যদি সকল বিষয়ের আগে ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পন্নেরই চেষ্টা করি ও বাধ্যতার সন্তান হই তবে আমরাও সুখী হইব।

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে অতি ভক্তিভরে যেশুর সহিত আলাপ করিব।

৩৪৮। পবিত্র বার্ণার্ডের পর্ব্বদিন।

(২০ আগষ্ট)

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব ;

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে দেখিব,—অনন্ত জীবনের মুকট লাভ করিবার জন্য পবিত্র বার্ণার্ড তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া চলিতে আমাকে ডাকিতেছেন।

৪। নম্র অন্তরে প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিব, তাঁহার পবিত্র সেবা-কার্য্যে, পবিত্র বার্ণার্ডের দৃষ্টান্তানুযায়ী আমার অন্তরে যেন তিনি মহা উৎসাহ ও উদ্যম উদ্দীপিত করিয়া দেন!

৫। ধ্যান করিব ;—পবিত্র বার্ণার্ড **অবনতভাবের** কেমন সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। তিনি একজন বিশেষ বিখ্যাত বংশের লোক ছিলেন ; তাঁহার বিদ্যা, বক্তৃতা-শক্তি, এবং তাঁহার জীবনের পবিত্রতার সুখ্যাতি সমস্ত খ্রীস্তীয় রাজ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তিনি

রাজা, বিশপ ও পাপাদের বন্ধু ও অতি প্রশংসাযোগ্য পরামর্শদাতা মন্ত্রী ছিলেন। ঈশ্বরের কার্য্যের জন্য তিনি অনেক পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন; তিনি এমন সুন্দর সুন্দর গ্রন্থসমূহ লিখিয়াছেন যে, সেইজন্য তিনি মণ্ডলীর পণ্ডিত-চূড়ামণি উপাধি পাইয়াছেন। তিনি বহু মানব-আত্মাকে ঈশ্বরের কাছে আনিয়াছিলেন, এবং অনেককে পবিত্রতার পথে চালিত করিয়াছেন। ঈশ্বরও বহু আশ্চর্য্য কার্য্য দ্বারা তাঁহার এই দাসের পবিত্রতা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি যদিও সকলেরই সন্মান ও প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন, তবু **নিজকে** কিন্তু তিনি অতি অবজ্ঞা করিতেন; এবং অন্যের কাছেও নিজেকে **অবজ্ঞার পাত্রের** মত দেখাইতেন। এই পবিত্র ব্যক্তির জীবনী আমাদের জন্য কেমন চমৎকার দৃষ্টান্ত! জন্ম, বিদ্যা, বক্তৃতাশক্তি ও পবিত্রতা প্রভৃতির জন্য আমরা এমন কি অহঙ্কার করিতে পারি? ঈশ্বরের জন্য আমরা এতকাল ঈশ্বরের এমন কি **উদ্দেশ্য** সম্পন্ন করিয়াছি? তথাপি আমরা নিজেদেরেই অতি যোগ্য মনে করি! আমরাত সামান্য একটু হীনতা বোধ করিলেই অমনি **রাগিয়া** উঠি; কত **অসুখী** হই! যে কারণে পবিত্র বার্ণার্ডকে এত **নতভাবাপন্ন** করিয়াছিল, তাহারই মর্ম্ম বোধ করিয়া আমাদের নিজেকেও সেইভাবে নিয়োজিত করিব।

৬। ধ্যান করিব;—পবিত্র বার্ণার্ড আমাদের **ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের** কেমন সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন! তিনি এই পৃথিবীতে থাকিয়া পৃথিবীর সমস্তের পক্ষে সম্পূর্ণ **মৃতের** মত ছিলেন। যদিও বহুলোক সদাসর্ব্বদাই আগ্রহের সহিত তাঁহার কথা শুনিবার জন্য ও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য, তাঁহার চারিদিক ঘেরিয়া থাকিত; যদিও সময় সময় তিনি বহু দূরে দূরে যাইতে বাধ্য হইতেন, অথবা রাজ-দরবারে ও পাপার দরবারে তাঁহার থাকিতে হইত, তবুও তিনি এমন **সংযতমনা** ও **আত্মজয়ের শক্তি**

লাভ করিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি একমাত্র **ঈশ্বরেরই গৌরবের** জন্য ব্যবহার করিতেন। আহারের সম্বন্ধে তাঁহার দৃষ্টি বড় কম ছিল। খাবার বস্তু ভাল হইল, কি মন্দ হইল সেইদিকে তিনি একটুও ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। তিনি বহু সুন্দর সুন্দর **মন-মুগ্ধকর দৃশ্য** বস্তুর ভিতর দিয়া চলিয়া যাইতেন, কিন্তু সেই দিকে তাঁহার **দৃষ্টি** পড়িত না, তিনি চক্ষু তুলিয়াও দেখিতেন না। বহু লোকাকীর্ণ স্থানেও ঈশ্বরের সহিত এমন **যোগে** থাকিতেন যে, তাঁহার চলা-ফিরায় তাঁহাকে জগতের মানুষ নয়, বরং **স্বর্গদূত** বলিয়া বোধ হইত। সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ দ্বারা **আত্মজয়** করিয়াই পবিত্র বার্ণার্ড **পবিত্রতার** এত উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন। এখন তিনি আত্মজয়ের উদ্যম ও সৎ-সাহস পূর্ণ **চেষ্টার ফল** অনন্ত জীবনের **পুরস্কার** উপভোগ করিতেছেন। অতএব, আমার ইন্দ্রিয়সমূহের আকাঙ্ক্ষা ও অন্তরের অনুরাগের প্রতি বিশেষ আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টি রাখিতে শিক্ষা করিব।

৭। ধ্যান করিব ;—পবিত্র বার্ণার্ডের দৃষ্টান্তের প্রভাবে তাঁহার ভ্রাতা ও ভগ্নীদিগকে এবং অন্যান্য বহু লোককে সংসারাসক্তি ছাড়িয়া সিদ্ধতার জীবনে আত্ম-উৎসর্গ করিতে কেমন উৎসাহিত করিয়াছিল। এইরূপ পবিত্রতার ফলেই অন্তরকে ঈশ্বরের প্রেমে উদ্দীপ্ত করিয়া দেয়। অতএব সৎ-সাহস ও উদ্যমের সহিত সিদ্ধতার জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত ; কারণ আমরা যে পরিমাণে নিজের পবিত্রতার দৃষ্টান্ত দেখাই, ঈশ্বরের জন্য মানব-আত্মা লাভ করিলে আমাদের পরিশ্রমের সুফলও সেই পরিমাণে আমরা লাভ করি।

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে যেশুর সহিত ভক্তিভরে আলাপ করিব।

৩৪৯। পবিত্র পেত্র ক্লেভারের পর্ব্বদিন।

(৯ সেপ্টেম্বর)

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে দেখিব পবিত্র পেত্র ক্লেভার গরীব নিগ্রো ক্রীতদাসগণের মধ্যে থাকিয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা ও সাহায্য করিতেছেন।

৪। নম্রঅন্তরে প্রভু যেশুর নিকট প্রার্থনা করিব, পবিত্র পেত্র ক্লেভারের দৃষ্টান্ত যেন আমার অন্তরে মানব-আত্মাগণের পরিত্রাণের জন্য মহা আগ্রহ উদ্দীপিত করে।

৫। ধ্যান করিব ;—পবিত্র পেত্র ক্লেভার প্রৈরিতিক কার্য্য সাধনের জন্য নিজেকে কেমন প্রস্তুত করিয়াছিলেন! তাঁহাকে পবিত্র আল্‌ফন্স্‌ুস্‌ রোড্রিগেইস পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন, ঈশ্বর তাঁহার কাছে মহৎ মহৎ বিষয় চান ; এবং তিনি তাঁহার নিজের পরিশ্রমের মহাপুরস্কার যেন লাভ করেন ইহাও ঈশ্বরের ইচ্ছা। এই বয়োবৃদ্ধ পবিত্র ব্যক্তির বাক্যে পেত্র ক্লেভারের অন্তর উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। আমাদের প্রভু বলেন,—"আমি ছাড়া তোমরা কিছুই করিতে পারনা। শাখা যেমন দ্রাক্ষালতার সঙ্গে যুক্ত না থাকিলে নিজে নিজেই ফল উৎপন্ন করিতে পারেনা, তদ্রূপ তোমরা ও আমাতে না থাকিলে কিছুই করিতে পারনা।" (যোহান ১৫-৪)। পবিত্র পেত্র ক্লেভার তাঁহার নিজকে পবিত্রীকরণের কার্য্যে **অতি আগ্রহ** ও **ব্যগ্রতা** সহকারে যেমন নিয়োজিত করিয়াছিলেন, আমরাও তেমনি ঈশ্বরেরই কার্য্য সাধনের জন্য আহুত হইয়াছি বলিয়া যদি কার্য্যের **সফলতা** লাভ করিতে চাই, তবে প্রথম ঈশ্বরেরই কৃপাদ্বারা আমাদের জীবনের **পবিত্রতায়** নিজেদেরে তাঁহারই হস্তের **উপযুক্ত যন্ত্র** করিয়া লইতে হইবে।

ঈশ্বর ছাড়া আমরা বিশুদ্ধ ও প্রকৃত ফল উৎপন্নের আশা করিতে পারিনা। অতএব, আমাদের ত্রুটিসমূহ সংশোধন করিতে, আমাদের অন্তর অধিকতর পবিত্র করিতে, আর যে সকল বিশেষ বিশেষ পুণ্য প্রকৃত প্রেরিতের **লক্ষণ,**—নতভাব, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, প্রেম ও ঈশ্বরের সহিত **যোগ** প্রভৃতি সমস্তই লাভ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইব।

৬। ধ্যান করিব;—পবিত্র পেত্র ক্লেভার আমাদিগকে কেমন **আত্মত্যাগ স্বীকারের** দৃষ্টান্ত দিয়াছেন! ঈশ্বরের জন্য মানব আত্মাগণকে লাভ করিতে তিনি নিজেকে ক্রীতদাসগণেরও ক্রীতদাস করিয়াছিলেন। অক্লান্ত **প্রেমভাবে** চল্লিশ বৎসর কাল তাহাদের সেবায় কাটাইয়াছিলেন। তাহাদের চারি পাশের নোঙ্‌রা অবস্থায়, অনেক সময় জাহাজের তল দেশে—অথবা তাহাদের ব্যারাম পীড়ার পচা-গন্ধের মধ্যে কিম্বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাবে, আর নানা ভাষায় তাহা-দেরে শিক্ষা দেওয়ার মুস্কিলের মধ্যে থাকিয়াও অতীব প্রেমভাবে, ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতার সহিত, মনোযোগ সহকারে ঐ সমস্ত লোকের সেবা করিতে কোন বাধা বোধ করেন নাই। এই রকমে আমিও দীন-দুঃখী, অজ্ঞ ও পাপে পতিত লোকদিগকে ভালবাসিতে শিক্ষা করিব। পবিত্র-পেত্র ক্লেভার যেমন ঈশ্বরের জন্য তাঁহার স্বাভাবিক ঘৃণা-বিতৃষ্ণারভাব জয় করিয়াছিলেন, তেমনি আমিও যদি ঈশ্বরের অতি-প্রিয় মানব আত্মাগুলিকে **পাপ ও অজ্ঞতার** মধ্য হইতে ফিরাইয়া আনিতে চাই, তবে আমারও এইরূপ হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

৭। ধ্যান করিব;—পবিত্র পেত্র ক্লেভারের **আত্ম-নিগ্রহের** ভাব কিরূপ! তাঁহার জীবনটি ছিল অশেষ কষ্টের। তিনি যে কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন, তাহার জন্য তিনি **নিজকে** সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গিয়া-ছিলেন; শ্রান্তি, ক্লান্তি, দুঃখ, বিপদ, ঘৃণা-বিতৃষ্ণার ভাব কিম্বা লোকের

অকৃতজ্ঞতা প্রভৃতি গ্রাহ্যও করিতেন না। ইহাতেও সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত না হইয়া তিনি নিজেকে আরো কঠোর **আত্মনিগ্রহের** অধীন করিয়াছিলেন, যেন সেই সমাজ-চ্যুত দীন দুঃখী নিরুপায় লোকদের জন্য **প্রায়শ্চিত্ত** সাধন করিয়া তাহাদের জন্য **মনপরিবর্ত্তনের** কৃপা লাভ করিতে পারেন। পবিত্র পেত্র যেরূপ দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন, তাহার **তুলনায়** আমাদের দুঃখকষ্টত কিছুই নয়। তথাপি সেই অতি সামান্য দুঃখ-কষ্টও সহ্য করিতে হইলে, আমরা কেমন অনিচ্ছুক হই এবং অধৈর্য্যের ভাব দেখাই! আমাদের হাতে যাহাদের ভার তাহাদের অকৃতজ্ঞতার ভাব ও দোষ ও ত্রুটির জন্য বিনা বচসায় সহ্য করিবার শক্তি যাহাতে দেয়, এমন আত্মনিগ্রহের ভাব আমার আছে কি? মানব-আত্মাগণের পরিত্রাণের জন্য আমি ঈশ্বরের কাছে কিরূপ ক্রুশ উৎসর্গ করি? এইসব চিন্তা করিয়া পবিত্র পেত্র ক্লেভারের দৃষ্টান্ত দ্বারা ভবিষ্যতে আমাকে আরো অধিক উদ্যমশীল করিতে চেষ্টা করিব।

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে ভক্তিভরে যেশুর সহিত আলাপ করিব।

৩৫০। পবিত্র রক্ষীদূতগণের পর্ব্ব-দিন।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঈশ্বরের বাক্য ধ্যান করিয়া দেখিব; "কারণ তোমাকে তোমার সকল পথে রক্ষা করিবার জন্য তিনি স্বর্গদূতগণকে তোমার ভার দিবেন।" (গীত ৯১; ১১)।

৪। নম্র-অন্তরে যেশুর নিকট প্রার্থনা করিব, আমার রক্ষী-দূতের প্রতি আমার ভক্তিশ্রদ্ধা যেন বৃদ্ধি হয়।

৫। ধ্যান করিব ;—আমাদের নিজের নিজের এবং অপরের রক্ষী-দূতের প্রতি আমাদের কেমন ভক্তি রাখা কর্ত্তব্য! এই সকল দূতগণ সেই স্বর্গীয় রাজার দরবারের রাজকুমারবর্গ। তাঁহারা সর্ব্বদাই ঈশ্বরের বিদ্যমানে থাকিয়া সম্মুখাসম্মুখিভাবে ঈশ্বরকে দর্শন করেন। তাঁহাদের নির্ম্মলভাব, পবিত্রতা, বুদ্ধি, জ্ঞান ও শক্তি আমাদের ধারণার অতীত। সংসারের মান-মর্য্যদা-সম্পন্ন কোন ব্যক্তির প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধারভাবে আমরা যদি তাঁহার সম্মুখে, কথায় ও কার্য্যে সংযতভাবে সাবধান হইয়া চলি, তবে যে **রক্ষীদূত** সতত আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন, তাঁহার সম্মুখে কত অধিকতর সংযত হইয়া চলা আমাদের কর্ত্তব্য! **রক্ষীদূত** যে, সর্ব্বদাই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন, এই কথাটি মনে থাকিলে, **অপ্রেম-জনক** কথা বলিতে এবং আমাদের প্রতিবাসীর প্রতি **গ্লানি** ও **নিন্দাজনক** কোন কার্য্যকরা হইতে আমাদিগকে কত অধিক সংযত করিয়া রাখিবে। রক্ষীদূতের উপরও আগ্রহ সহকারে একজন দূত দৃষ্টি রাখেন।

৬। ধ্যান করিব ;—আমাদের রক্ষীদূত আমাদিগকে কত প্রেম করেন, আর তাঁহার কাছে আমরা কত প্রেমঋণে ঋণী! আমাদের যে আত্মাগুলি ঈশ্বরের কাছে অতি প্রিয়, যে আত্মাগুলি যেশু খ্রীস্তের **অমূল্য রক্ত** দিয়া উদ্ধার করিয়াছেন, রক্ষীদূতগণ সেই আত্মাগুলিকে দিবা রাত্রি কত যত্ন ও সাবধানতার সহিত রক্ষা করিতেছেন! আমাদের রক্ষীদূতের এই বন্ধুত্বকে অতি মহামূল্য জ্ঞানকরা কি আমাদের উচিত নয়? প্রেমত প্রেমকেই প্রতিদানস্বরূপ ফিরিয়া পাইতে চায়। অতএব, সদা সর্ব্বদাই আমার রক্ষীদূতকে সম্ভাষণ ও ধন্যবাদ করিব যেন, তাঁহার সহিত আমার বন্ধুত্ব বৃদ্ধি হয়; এবং তাঁহারই পরিচালনার আলোকে চলিয়া যেন আনন্দ উপভোগ করিতে পারি; এইজন্য দৃঢ়-সঙ্কল্প হইব।

৭। ধ্যান করিব ;—আমাদের রক্ষীদূতের আশ্রয়ে কেমন মহা বিশ্বাস ও নির্ভরের ভাব উদ্দীপিত করা কর্ত্তব্য! রক্ষীদূত আমাদিগকে যে **নিঃস্বার্থ** ও **পবিত্রভাবে** প্রেম করেন, এবং ঈশ্বর তাঁহাদের হাতে যে কার্য্যভার অর্পণ করিয়াছেন, যেরূপ **বিশ্বস্তভাবে** সেই কার্য্য তাঁহারা সম্পন্ন করেন, এই সমস্ত স্মরণ ও চিন্তা করিলে নিশ্চয়ই আমরা দেখিতে পাই, রক্ষীদূতের উপর আমাদের **বিশ্বাস ও নির্ভর** রাখিয়া তাঁহারই সাহায্য প্রার্থনা করিবার অনেক কারণ আছে। আমাদের রক্ষীদূতগণ নিয়তই আমাদের হইয়া ঈশ্বরের কাছে সাধ্য-সাধনা করেন, তাঁহাদের শক্তিশালী সাধ্য-সাধনায় আমাদিগকে কত আকস্মিক আপদ বিপদ হইতে নিয়ত রক্ষা করিয়াছে এবং করিতেছে! এইরূপ যাহাদের পরিত্রাণের জন্য আমরা কার্য্য করি, সেই মানব-আত্মা সকলের পরিত্রাণের কার্য্যে আর তাহাদিগকে ঈশ্বরের কাছে লইয়া যাইবার জন্য আমরা তাহাদেরই রক্ষীদূতগণের কাছে সাহায্য চাহিতে পারি।

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে যেশুর সঙ্গে ভক্তিভরে আলাপ করিব।

৩৫১। পবিত্র ফ্রান্সিস্ বোর্জিয়ার পর্ব্বদিন।

(১০ অক্টোবর)

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে দেখিব, পবিত্র ফ্রান্সিস্ বোর্জিয়া যেরূপ পুরস্কার লাভ করিয়াছেন, তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুযায়ী চলিয়া সেইরূপ পুরস্কার লাভ করিবার জন্য আমাকেও ডাঁ

৪। নম্র অন্তরে যেশুর কাছে প্রার্থনা করিব, তাঁহারই পবিত্র সেবা কার্য্যের জন্য আমার অন্তর যেন উদ্যমে উদ্দীপিত করিয়া দেন।

৫। ধ্যান করিব ;—পবিত্র ফ্রান্সিস্ বোর্জিয়া এই জগতের সমস্ত সুখ-স্বচ্ছন্দতা আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতিতে কেমন **অনাসক্ত** ছিলেন। তিনি স্পেন-রাজের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, ছিলেন। মান-সম্ভ্রম, ধন-সম্পত্তি ও নাম-যশঃ প্রভৃতি যাহা লাভের জন্য মানুষের .অতি উচ্চাভিলাষ থাকে, তিনি এই সমস্তেরই অধিকারী হইয়াও এই সমস্তের অপেক্ষা, **ঈশ্বরকে প্রেম-করা** ও ঈশ্বরেরই **প্রীতির পাত্র হওয়াই** শ্রেষ্ঠ বিষয় মনে করিয়া সকলই পরিত্যাগ করিলেন। ইহাতে তিনি কি অতি জ্ঞানবানের কার্য্য করেন নাই? তিনি যদি জাগতিক ঐ সমস্ত **সুখ, সুবিধার** বিষয়ের মধ্যেই **লিপ্ত** থাকিতেন, যদি তাঁহার অন্তর ঐ সকল বিষয়েই **আসক্ত** থাকিত, তবে এখন সেই সমস্তের কি থাকিত? ঐ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তিনি যে আশ্চর্য্য **গৌরব-মুকুট** লাভ করিলেন, তাহা হইতে তিনি কখনও বঞ্চিত হইবেন না। তাঁহার এই মনোনয়ন যেমন বুদ্ধিমানের কার্য্য বলিয়া স্বীকার করি, তেমনি তদনুযায়ী কার্য্য-করণেও জাগতিক উত্তম বিষয়ের কোন আসক্তি রাখিয়া **সিদ্ধতার পথে** অগ্রসর হওয়ার পক্ষে বাধা ঘটান কিছুতেই আমার উচিত নয়।

৬। ধ্যান করিব ;—**বাধ্যতার পুণ্যের** জন্য পবিত্র ফ্রান্সিস্ বোর্জিয়া কেমন উচ্চ-সুখ্যাতি-ভাজন হইয়াছেন। তিনি কাতালনীয়া রাজ্যে রাজপ্রতিনিধি শাসন-কর্ত্তা, কত লক্ষ লক্ষ প্রজা তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী তাঁহারই আদেশ পালন করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। এমন রাজ-অধিকার ও প্রভুত্ব পরিচালন তুচ্ছকরিয়া তিনি পবিত্র ইগ্নাতিয়ুসের স্থাপিত যেশুর সম্প্রদায়ে থাকিয়া সম্পূর্ণ **বাধ্যতার জীবন** দ্বারা তাঁহার ঈশ্বর,

প্রভুর শ্রীপদানুসরণ করিয়া চলাই শ্রেষ্ঠ বিষয় জ্ঞান করিলেন। **বাধ্যতাই** তাঁহার পক্ষে স্বর্গের নিরাপদ পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিল; কারণ ইহাই সর্ব্বদা নিভুর্লভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছা দেখাইয়া দেয়। বিশ্বাসের শিক্ষাও এইরূপ। অতএব আমরা যে মূল-নীতিটি অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করি, তাহা আমাদের দৈনিক জীবনে কার্য্যতঃ অভ্যাস করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হওয়া কর্ত্তব্য। আমাদের নিজে ইচ্ছার স্বাবলম্বীভাবে, এবং নিজব্যক্তিগত স্বাধীনভাবে চলিবার **প্রবৃত্তি** বা **আসক্তিই** সেই মূলনীতি অনুযায়ী চলিবার পথ প্রতিরোধ করে। আমরা কি তবে এই রকম কোন **আসক্তিকে** আমাদের অন্তরে রাখিয়া, এই সুন্দর পুণ্য অভ্যাসের সঙ্গে যে মহা পুরস্কার থাকে, সেই পুরস্কার হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিতে দিব?

৭। ধ্যান করিব;—পবিত্র ফ্রান্সিস্ বোর্জিয়া আমাদিগকে কেমন প্রার্থনাশীল জীবন এবং আত্মনিগ্রহের **দৃষ্টান্ত** দিয়াছেন! দিবায় ও রাত্রিতে তিনি অনেক ঘণ্টা ব্যাপিয়া ঈশ্বরের সম্মুখে প্রণত হইয়া পড়িয়া থাকিয়া জ্বলন্ত আগ্রহের সহিত প্রার্থনা করিতেন। এইরূপে তিনি ঈশ্বরের নিকট হইতে এমন কৃপারাশি পাইয়াছিলেন যে, তাহাতেই তাঁহাকে পবিত্রতায় এত উন্নত করিয়াছিল; এমন প্রচুর-পরিমাণে আশীর্ব্বাদ পাইয়াছিলেন, যাহাতে তিনি ঈশ্বরের গৌরবজনক কার্য্যে এত সুফল লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার **আত্মনিগ্রহের** ভাব এত গভীর ছিল যে, পবিত্র ইগ্নাতিয়ুস অনেক সময় তাঁহাকে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিবার **জ্বলন্ত উৎসাহ** হইতে নিবৃত্ত করিতেন। এই পবিত্রব্যক্তি জগতে জীবিত থাকা কালীন যদি এমন উচ্চ **পবিত্র জীবন** যাপন করিতে পারিয়াছিলেন এবং **প্রার্থনা** ও **আত্মনিগ্রহকে** ধর্ম্মজীবনের **সিদ্ধতার পক্ষে** এত আবশ্যকীয় মনে করিতেন, তবে এই সকল

পুণ্য আমার এই বর্ত্তমান অবস্থায় আমার পক্ষে কি কম আবশ্যকীয় ? প্রার্থনা ও আত্মনিগ্রহ ভিন্ন আমার রিপুসমূহের উপর সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব লাভের আশা কখনও আমি করিতে পারি না।

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে ভক্তিভরে যেশুর সহিত আলাপ করিব।

৩৫২। পবিত্রা তেরেজার পর্ব্বদিন।

(১৫ই অক্টোবর)

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে প্রভুর শ্রীমুখের কথা শুনিব এবং "বৎসেরা আইস, আমরা বাক্যে কিম্বা জিহ্বাতে নয়, কিন্তু কার্য্যে ও সত্য প্রেম করি।" (১ যোহান, ৩ ; ১৮)।

৪। নম্র অন্তরে প্রার্থনা করিব, যেশু যেন আমার অন্তরে তাঁহার প্রতি সত্য ও উদ্যমশীল প্রেম-ভক্তির ভাব উদ্দীপিত করিয়া দেন।

৫। ধ্যান করিব ;—পবিত্রা তেরেজা কেমন করিয়া পাপের প্রতি ঘৃণা ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার প্রেম ও ভক্তির প্রমাণ দেখাইয়াছিলেন। যদি তাঁহার জীবনটি সবসময়ই নির্দ্দোষ ছিল, তবু তিনি যে অতি সামান্য দোষ করিয়াছিলেন, তাহাতেই অসীম মঙ্গলময় ঈশ্বরের প্রতি মহা অকৃতজ্ঞতা প্রকাশিত করিয়াছিলেন বলিয়া তীব্র খেদ করিতেন। তাঁহার দেহের স্বাস্থ্য না থাকা সত্ত্বেও তাঁহার এই **দুঃখ** এবং **অনুতাপই** তাঁহাকে কঠোর প্রায়শ্চিত্ত অভ্যাস করনে এবং সমস্ত প্রেমভক্তির পাত্র ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার প্রেম ও ভক্তি সামান্য বলিয়া নিজকে সর্ব্বাগ্রে আরো

নত করিবার জন্য পবিত্রা তেরেজাকে আরো অধিক উত্তেজিত করিয়াছিল। যে সামান্য ত্রুটিতে তাঁহার অন্তরে ঈশ্বরপ্রেমের অনুগ্রহ হ্রাস করিয়া দিতে পারে, সেই ত্রুটিটুকুও পরিহার করিতে **পাপের প্রতি ঘৃণাই** পবিত্রা তেরেজাকে উদ্দীপিত করিয়া দিয়াছিল। পবিত্রা তেরেজা অপেক্ষা আমরাত আরো কত অধিক গুরুতরভাবে ঈশ্বরের অসন্তোষ উৎপাদন করিয়াছি। ঈশ্বর প্রেমের দ্বারা আমাদের অন্তরে প্রকৃত **প্রায়শ্চিত্তের ভাব** ও **নতভাব** উদ্দীপিত করা কর্ত্তব্য ; আমরা **যে সমস্ত দোষ** করিয়াছি, তাহার প্রায়শ্চিত্তের জন্যও অন্ততঃ যে সমস্ত পরীক্ষা প্রলোভন ও দুঃখভোগ আমাদের উপর আইসে, সেইগুলি ধৈর্য্যপূর্ব্বক গ্রহণ করা আবশ্যক। ঈশ্বরের প্রতি আমাদের প্রেম-ভক্তি যদি সরল হয়, তবে যে, ভাবিয়া চিন্তিয়া কখন যেন ঈশ্বরের অসন্তোষ না জন্মাই এইজন্য অন্তরের **নির্ম্মলতা** ও **পবিত্রতা** এইরূপ আগ্রহ সহকারেই রক্ষা করিব।

৬। ধ্যান করিব ;—যেশু যে সকল পুণ্যের আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, সেই পুণ্য সমূহ অভ্যাস করিয়া ঈশ্বরের **প্রীতি** ও **গৌরব** সাধনের জন্য পবিত্রা তেরেজা অতি আগ্রহ ও ব্যাকুলভাবে চেষ্টা করিতে করিতে আমাদের প্রভুর প্রতি নিজ মহা প্রেম ও ভক্তির প্রমাণ দেখাইয়াছিলেন। **ঈশ্বর প্রেমে** তিনি যদি সামান্য একটুও বৃদ্ধি লাভ করিতে পারিতেন, তাহাই তিনি জগতের সমস্ত ধন সম্পত্তি অপেক্ষা ও অধিক মূল্যবান্ মনে করিতেন। চারিদিকের কোন কিছুরই দিকে তাঁহার **অনুরাগ** বা আসক্তি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। আমরা যাহাদেরে ভালবাসি তাহাদেরে সন্তুষ্ট করিবার জন্য স্বভাবতঃ আমাদের অন্তরের আকাঙ্ক্ষা থাকে! ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালবাসায় আমাদের **অন্তরের ভাব** তেমন হয় কি ?

৭। ধ্যান করিব ;—আমরা একজনকে যতই বেশী ভালবাসি, ততই তাহার চিত্তাকর্ষক বিষয়ের দিকে আমাদের বেশী মন থাকে ; পবিত্রা তেরেজা এই স্বতঃসিদ্ধ বিষয়টি ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার প্রেমের দ্বারা দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। মানুষের পাপের জন্য তিনি কত **খেদ ও বিলাপ** করিয়াছেন, আর তিনি নিজে মানুষের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, নানাবিধ সৎকার্য্য করিয়া মানুষের পাপাবস্থা **পুনঃ-সংশোধন** করিবার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছেন! জ্বলন্ত আগ্রহের সহিত প্রার্থনা করিয়াছেন ; আর পাপী মানুষের **মন-পরিবর্ত্তনের** জন্য অশেষবিধ কষ্টও সহ্য করিয়াছেন। মানুষ যেন ঈশ্বরকে আরো উত্তমরূপে জানে এবং ভালবাসে, এই জন্য তিনি কঠোর পরিশ্রম করিয়াছেন।

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে যেশুর সহিত ভক্তিভরে আলাপ করিব।

৩৫৩। পবিত্র আল্‌ফন্সো রোদ্রিগেইসের পর্ব্বদিন।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে দেখিব ;—পবিত্র আল্‌ফন্সো মৃত্যু-শয্যায় পড়িয়া কেমন সম্পূর্ণ শান্তিতে ও সুখে তাঁহার আত্মাকে ঈশ্বরের নিকট সমর্পণ করিলেন।

৪। নম্র অন্তরে প্রভু যেশুর নিকট প্রার্থনা করিব, পবিত্র আল্‌ফন্সোর দৃষ্টান্তনুযায়ী আমি যেন আমার দৈনিক কার্য্য আরো উত্তমরূপে পবিত্র করিয়া লইতে শিক্ষা করি।

৫। ধ্যান করিব ;—এই অতি পবিত্র লোকটি তাঁহার ৮৬ বৎসর বয়সে মৃত্যুর সময় পর্য্যন্ত, **সিদ্ধতায়** কেমন নিয়ত উন্নত হইয়া যাইতেছিলেন। তাঁহার এই উচ্চ পবিত্রতার **নিগূঢ়তত্ত্ব** এই যে, মানুষেরই প্রশংসাজনকভাবে ঈশ্বরের গৌরবের কার্য্যে তাঁহার কোন আগ্রহই ছিল না ; কিন্তু সম্পূর্ণরূপে তাঁহার **দৈনিক কর্ত্তব্য** সম্পাদনের মধ্যেই ছিল। তিনি মেজর্‌কার কলেজের দ্বার-রক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এই হীন-কার্য্যের মধ্যেই তিনি ঈশ্বরের প্রীতিজনক **পুণ্যরাশি,**—বাধ্যতা, অবনতভাব, ধৈর্য্য, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ আমাদের প্রভুর ও তাঁহার পবিত্রা মাতার প্রতি ধর্ম্ম ভাব প্রভৃতি অভ্যাস করিবার নানা সুযোগ তিনি পাইতেন। অতএব, এইরকম একটি দৃষ্টান্ত হইতে আমরা এই বিশ্বাস্য প্রমাণ পাই যে, সিদ্ধতায় উন্নত হইবার প্রকৃত আকাঙ্ক্ষায় কোন অসাধারণ কতগুলি কার্য্য করা বুঝায় না, কিন্তু আমাদের **দৈনিক কর্ত্তব্যগুলি** সম্পূর্ণরূপে সম্পাদনের মধ্যেই কেবল **সিদ্ধতার** উন্নতি। প্রত্যেকটি কর্ত্তব্য আমাদেরে বিশেষ বিশেষ এক একটি পুণ্য আচরণের অসংখ্য **সুযোগ** যোগাইয়া থাকে ; আর আমরা যদি সাবধানতার সহিত ঐ সকল কর্ত্তব্য-সাধনে যত্নশীল ও সচেষ্ট হই, তবে ঐ কর্ত্তব্যই আমাদের মহা **যোগ্যতা** ধনের আকর হইয়া থাকে।

৬। ধ্যান করিব ;—পবিত্র আল্‌ফন্সোস এই **সিদ্ধতার** অবস্থায় আসিবার উপায়সমূহের মধ্যে **প্রার্থনাশীলতাকেই** কেমন প্রধানভাবে ব্যবহার করিয়াছিলেন! যেশু ও মারীয়ার সহিত **নিয়ত** আলাপ করা হইতেই তিনি পবিত্র ব্যক্তিগণের বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়াছিলেন ; আর তাঁহার এই নীচ-পদের কার্য্যের অতি সামান্য কর্ত্তব্যগুলিকেও **উন্নতির** উপায়ে পরিণত করিয়া লইয়াছিলেন। **মহা কঠোর**

পরীক্ষা ও **প্রলোভনের** সময়ও এই প্রার্থনা দ্বারাই তাঁহার আত্ম-জয়ের ও আত্মত্যাগের সঙ্কল্প সুদৃঢ় রাখিয়াছেন। এই রকমে যে **আলো** ও **শক্তি** আমাদের অতি আবশ্যকীয়, জ্বলন্ত আগ্রহ-পূর্ণ প্রার্থনায় তাহার অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য, যেন আমরা আমাদের **পবিত্রতা** দ্বারা আমাদের আহ্বানের **যোগ্য** হইয়া উঠিতে পারি।

৭। ধ্যান করিব ;—পবিত্র আল্‌ফন্সোস যাহাতে এমন একজন বড় পবিত্র লোক হইয়াছিলেন, তাহার আর একটি উপায় ছিল, এই **ঈশ্বরের উপস্থিতি** সর্ব্বদা তাঁহার স্মরণে থাকিত। তাঁহার উপরিস্থ ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিতেন, সমস্ত দিনের মধ্যে তাঁহার মনের চিন্তা ও অনুরাগ যদি ঈশ্বরের উপর নিবদ্ধ না থাকিত, তবে বার বার প্রেরিতগণের ধর্ম্ম-সংক্ষেপ আবৃত্তি করিলেও কোন ফল হইত না। প্রেমময় ঈশ্বরের **উপস্থিতি** নিয়ত স্মরণ থাকাতেই তাঁহাকে স্বর্গদূত তুল্য **সংযত,** প্রার্থনায় গভীর **ভক্তিশীল** আর তাঁহার কার্য্যে পাছে ঈশ্বরের অসন্তোষজনক কোন কিছু প্রবেশ করে, এইজন্য সর্ব্বদা **সচেতন** করিয়া রাখিয়াছিল। এই অভ্যাসের আর একটি ফল হইয়াছিল এই যে, তিনি যদিও ঈশ্বরের নিকট অসাধারণ অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন, তবু ঈশ্বরেরই অসীম পবিত্রতার আলোকে সর্ব্বদাই নিজেকে গভীর হীন বলিয়া দেখিতেন, আরও নিজের প্রতি ঘৃণায় তাঁহার অন্তর পূর্ণ থাকিত।

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে যেশুর সহিত ভক্তিভরে আলাপ করিব।

৩৫৪। সমগ্র পবিত্র ব্যক্তির পর্ব্বাহ।

(১লা নবেম্বর)

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ধ্যান করিব ;—স্বর্গের রাজপ্রসাদে ঈশ্বরের সিংহাসনের চারিদিকে ঘেরিয়া অসংখ্য পবিত্র ব্যক্তিগণ আমাকে তাঁহাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া চলিতে ডাকিতেছেন।

৪। নম্র অন্তরে প্রার্থনা করিব, যেশু যেন মহা আগ্রহ ও উদ্যমের সহিত তাঁহারই সেবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প আমার অন্তরকে উপদ্দীপিত করিয়া দেন।

৫। ধ্যান করিব ;—স্বর্গের চিন্তায় আমাদের অন্তর কেমন আনন্দে পূর্ণ হওয়া উচিত! যিনি রাজাদের রাজা, প্রভুদের প্রভু, তিনি এই জগতে তাঁহার শত্রুদেরেও কেমন সুন্দর প্রাসাদে থাকিতে দেন, আর তাঁহার নিজ প্রাসাদ কেমন অতুলনীয়, সৌন্দর্য্যময়! সেই স্থান আনন্দের রাজ্য ; দুঃখের ছায়াও সেখানে নাই, আনন্দ-উল্লাসেরই আবাস-স্থল ; সেখানে প্রত্যেকেরই সুখ, তাহার চারিদিকের সকলেরই সুখ বাড়িয়া যাইতে থাকে ; সেই স্থানের সকলেই পবিত্র, সুন্দর ; আর **পরস্পরের অন্তর** মধুর প্রেমভাবে পূর্ণ ; তাঁহারা যেশু আর মারীয়ার সমাজে বাস করেন ; আর তাঁহারা ঈশ্বরের অসীম সিদ্ধতার পূর্ণতা দর্শন করিতে করিতে **নিত্যকালের জন্য** ঈশ্বরাধিকারী হইয়া থাকে। এই অনন্ত অসীম সুখের প্রদেশ আমাদের পিতার আবাস স্থান। যদি আমরা বিশ্বস্ত থাকি, অল্পকাল পরে আমাদিগকেও ঐ স্থানেই যাইবার জন্য ডাক্ পড়িবে।

৬। ধ্যান করিব ;—স্বর্গের চিন্তায় ঈশ্বরের সেবার জন্য আমাদের অন্তরকে উৎসাহে উদ্যমে উত্তেজিত করা কেমন কর্ত্তব্য! পবিত্র ব্যক্তিগণ জগতে **ঈশ্বরের সেবার্থে** যাহা যাহা করিয়া গিয়াছেন, সেই সকলের জন্য এখন **স্বর্গে** তাঁহারা কত সুখী! তাঁহারা যদি আবার জগতে ফিরিয়া আসিতে পারিতেন ; তবে তাঁহারা এখন আরো কত অধিক করিতেন! তাহারাও ত আমাদেরই মত ছিলেন, একই মানব-স্বভাব তাহাদেরও ছিল, একইরূপ **রিপুসমুহকে** ও **পরীক্ষা** ও **প্রলোভন কে** তাঁহাদের জয় করিতে হইয়াছিল। ঈশ্বরের সাহায্যেই তাঁহারা এই সমস্ত রিপু ও প্রলোভনের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে তাঁহাদের পরমমঙ্গলময় **শেষ লক্ষ্য স্থলে** উপস্থিত হইতে পারিয়াছেন। তাঁহারা এখন আমাদিগকেও ডাকিয়া বলিতেছেন, আমরাও যেন তাঁহাদের পদানুসরণ করিয়া দৃঢ়তার সহিত সাহস ও উদ্যমভরে ক্ষণকালের জন্য যুদ্ধ করিতে, করিতে শেষে **জয়লাভ** করিয়া নিত্যকালের জন্য তাঁহাদের সঙ্গে গিয়া মিলিত হই।

৭। ধ্যান করিব ;—এই জীবনের পরীক্ষা প্রলোভনের মধ্যে **স্বর্গের চিন্তায়** আমাদের মহা উৎসাহ সাহস এবং সান্ত্বনা হওয়া উচিত। দুঃখ-কষ্টভোগে, পরীক্ষা-প্রলোভনে, ভাবনা-চিন্তায় ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতার সহিত, সাহসভরে ক্রুশ বহন করিলে, এই সমস্তই সত্বর শেষ হইয়া যাইবে ; আর আমাদের কর্ত্তব্য যে ত্যাগ স্বীকারটুকু চায় উদ্যম ও আগ্রহের সহিত প্রেম ও ভক্তিভরে তাহা করিলে জীবনের শেষে, এই সমস্ত দুঃখ-কষ্ট দূর হইয়া চিরস্থায়ী অনন্ত কালীন পরম-সুখে আমরা চলিয়া যাইব। তখন আমাদের ক্রুশ, দুঃখ-কষ্ট, আত্মজয়ের শ্রম ও চেষ্টা প্রভৃতিই আমাদের অশেষ আনন্দের আর একটি উপায় হইবে।

৮। পরিশেষে, ভক্তিভরে এই বিষয়ে যেশুর সহিত আলাপ করিব।

৩৫৫। পরলোক গত ভক্তবৃন্দের স্মরণ।

(২রা নবেম্বর)

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে দেখিব ;—অতি গভীর দুঃখ-ভোগ দ্বারা অসংখ্য মানব-আত্মা মধ্যস্থানে থাকিয়া নির্ম্মল হইতেছে।

৪। নম্র অন্তরে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিব,—আমার নিজ আত্মা নির্ম্মল করিবার এবং প্রার্থনাদ্বারা মধ্যস্থানের যাতনাগ্রস্থ আত্মাগণের সাহায্য করিবার জন্য যেন আমার অন্তরে দৃঢ়-সঙ্কল্প উদ্দীপিত হয়।

৫। ধ্যান করিব ;—মধ্যস্থানের আত্মাগণের নিকট হইতে আমরা কেমন মহা শিক্ষালাভ করিতে পারি! তাঁহারা অতি সামান্য জ্ঞানে, সচরাচর যে সকল পাপ করিয়া ছিলেন, তাহার জন্য তাঁহাদের এখন কেমন **গভীর যাতনা**! অপ্রেম, প্রার্থনায় অবহেলা ও ভক্তিহীন-ভাব, অসত্য আচরণ এবং আরো এই রকম অন্যান্য যে সকল পাপ পরিত্যাগ করিতে তাঁহারা সাবধান সতর্ক হন নাই, তাঁহাদের পাপ-স্বীকারের সময় যে সকল পাপের জন্য সম্পূর্ণরূপ অনুতাপ করেন নাই, এই সমস্ত পাপের জন্য তাঁহারা এখন মধ্য-স্থানে যাতনা ভোগ করিতেছেন! তাঁহারা যদি আবার **নূতনভাবে** জীবন আরম্ভ করিতে পারিতেন, তবে কত যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত নিজেদেরে **সংশোধন** করিয়া লইতে চেষ্টা করিতেন ; কত উদ্যমের সহিত অতি সামান্য ও ক্ষুদ্র পাপটি পর্য্যন্ত **পরিহার** করিয়া চলিতে চেষ্টা করিতেন! পাছে একদিন আমারও নিষ্ফল দুঃখ পরিতাপে যাতনা ভোগ করিতে হয়, সেই বিষয় ভাবিয়া ঈশ্বরের বিচারাসনের সম্মুখে যখন উপস্থিত হইব, তখন আমার কি করিতে হইবে, তাঁহাদের এই **দুঃখ জনক** অবস্থা

হইতেই ইহা শিক্ষা করিব। সেই নিরুপায় আত্মাগুলি, তাঁহাদের যে সকল পাপের ক্ষমা পাইয়াছেন, তাহার জন্য যে **ক্ষণিক দণ্ডে** তাঁহারা ঈশ্বরের কাছে ঋণী, সেই ঋণ পরিশোধ করিতে পারেন নাই বলিয়াই এখন তাঁহারা কষ্ট পাইতেছেন। নানারূপ ক্রুশের দ্বারা ও অবনতভাব সহনদ্বারা যখন তাঁহারা পরীক্ষিত হইতেন, তখন তাঁহাদের ঐ ঋণ শোধের নানা **সুযোগ** পাইতেন; কিন্তু তাঁহারা সেই সুযোগগুলি **ব্যবহারোপযোগী** করিয়া লইতে পারেন নাই। তাঁহারা যে **পাপের মোচন** লাভ করিয়াছিলেন, সেই পাপের **প্রায়শ্চিত্ত-জনক** কার্য্যাদি অভ্যাস করিয়া ও জ্বলন্ত আগ্রহ সহকারে **ঈশ্বরের সেবা** করিয়াই, তাঁহারা সেই সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিতে পারিতেন। ঈশ্বরই তাঁহাদিগকে **ক্ষমা লাভের** এই সমস্ত সুযোগ দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা সেই সুযোগ অবহেলা করিয়া চলিয়াছিলেন, এখন তাহাদের স্বর্গে প্রবেশের পূর্ব্বে ঈশ্বরের **ন্যায়-বিচারের** দাবী পূরণ করিতেই হইবে। *অতএব, তাঁহারা যাহা অবহেলা করিয়া এখন যাতনাগ্রস্থ, আমরা সেই সুযোগগুলিই অবলম্বন করিব।*

৬। ধ্যান করিব ;—মধ্য-স্থানের যাতনাগ্রস্থ **আত্মাগুলিকে** *সাহায্য করা কেমন মহা দয়ার কার্য্য!* পাপের ছিটছাটে কলঙ্কিত বলিয়া ঈশ্বরের ন্যায় ও পবিত্রতায় জন্য যদিও তাঁহাদিগের স্বর্গে প্রবেশাধিকার লাভের বাধা ঘটিয়াছে, তথাপি তাঁহারা ঈশ্বরের অতীব প্রিয়। তাঁহার কৃপাই তাঁহার ন্যায়ের সন্তোষজনক **উপায়সমূহ** যেশু খ্রীস্তের সন্তুষ্টির ভিতর দিয়া আমাদের হাতে দিয়াছেন। দুঃখ-কষ্টগ্রস্থ এই সকল সন্তানকে সাহায্য করিবার জন্য ঈশ্বর কেমন ইচ্ছুক; তাঁহাদের প্রতি আমাদের প্রেমের কার্য্য তাঁহার কেমন প্রীতিজনক, ইহা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি। এই পৃথিবীতে আমাদের প্রেমের কার্য্য দ্বারা **প্রতি-**

বাসীদের দুঃখকষ্টের প্রতিকারকরা যদি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে এত **প্রীতিজনক** হয়, তবে আমাদের প্রার্থনাদ্বারা মধ্যস্থান-বাসী আত্মাদের মহা দুঃখ যাতনার **উপশম** করিতে চেষ্টা করিলে, ঈশ্বর আরো কত সন্তুষ্ট হইবেন। চিন্তা করিয়া দেখিব ;—মধ্যস্থান-বাসীদের প্রায়শ্চিত্ত-ভোগের কাল যাহারা হ্রাস করাইতে চেষ্টা করে, তাহাদের প্রতি মধ্যস্থান-বাসী আত্মাদেরও অন্তর কত কৃতজ্ঞ হইবে ; যাহাদের কাছে তাঁহারা মধ্য স্থানের যন্ত্রণা হইতে মুক্তির জন্য ঋণী, তাঁহারা মুক্তি পাইয়া তাহাদের জন্যও ঈশ্বরের কাছে কত প্রার্থনা করিবেন! তবে অত্যন্ত আগ্রহপূর্ণ অন্তরে ঈশ্বরের এমন প্রীতিকর এবং আমাদের এমন হিতজনক এই দয়ার কার্য্য এখন হইতেই আরম্ভ করা উচিত নয় কি?

৭। পরিশেষে, ভক্তিভরে এই বিষয়ে যেশুর সঙ্গে আলাপ করির।

৩৫৬। পবিত্র চার্লস্ বরোমেওর পর্ব্বদিন।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে দেখিব ;—এই মহান্ পবিত্র ব্যক্তি মহামারীতে আক্রান্ত ব্যক্তিগণের জাগতিক ও আত্মিক মঙ্গলের জন্য কেমন মহা প্রেমভরে দয়ার কার্য্য করিতেছেন।

৪। নম্র অন্তরে প্রভু যেশুর নিকট প্রার্থনা করিব,—অন্তরে যেন নিরুপায় গরীবদিগের প্রতি মহা প্রেমেরভাব আর প্রার্থনা ও ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের জ্বলন্ত ভাব উদ্দীপিত করিয়া দেন।

৫। ধ্যান করিব ;—পবিত্র চার্লস্ কেমন প্রেমভরে তাঁহার যাহা কিছু ছিল, সমস্তই দীন দুঃখীদিগের মধ্যে বিতরণ করিরা দিলেন। যে মহা কষ্টের সময় তিনি ছিলেন, তখন সমস্ত ইটালীদেশ বিশেষতঃ, মিলান সহর মহামারীতে উজাড় হইয়া যাইতেছিল। একদিনে তিনি ৪০ চল্লিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা বিতরণ করিলেন, তাহার পরই আরো ২০ কুড়ি হাজার বিতরণ করিলেন। তিনি তাঁহার ঘরের আসবাব পত্র, এমন কি, তাঁহার খাট বিছানা পর্য্যন্ত লোকের বিপদোদ্ধারের জন্য ব্যয় করিলেন। তিনি তাঁহার নিজেকেও ছাড়েন নাই ; সহরে যেখানে মহামারীর কবলে পতিত লোকের মৃত দেহগুলি গাড়ী বোঝাই দিয়া নিয়া যাইতে হইয়াছিল, লোকে যখন ভয়ে সেইস্থান ছাড়িয়া পালাইয়া যাইতেছিল, তিনি তখনও সেইস্থান ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে চান নাই, বরং তিনি তাঁহার তত্ত্বাবধানের অধীন খ্রীস্তীয়ানগণের মধ্যে থাকিয়া তাহাদিগকে **সান্ত্বনা** ও **সাক্রামেন্ত** দান করিতেছিলেন। শ্রান্তি-ক্লান্তি কিম্বা আপদ বিপদের আশঙ্কায় তাঁহাকে দয়ার কার্য্যকরণ হইতে বিরত করিতে পারে নাই। অতএব পবিত্র চার্লসের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী গরীব দুঃখী লোকদিগকে প্রেম করিয়া, তাহাদের তত্ত্বাবধান করিয়া ও তাহাদিগকে সাহায্য করিয়া আমাদের প্রভু যেশুর কার্য্য করিতে, শিখিব।

৬। ধ্যান করিব ;—পবিত্র চার্লস্ এই কষ্টের সময়ও তাঁহার ডায়োসিসের পুনঃ-সংশোধন ও মণ্ডলীর মঙ্গলকর কার্য্য সাধনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন ; তাঁহার প্রার্থনার ভাব কখনও **শিথিল** হয় নাই ; এই **প্রার্থনা** দ্বারাই তিনি এমন মহা শঙ্কট সময়েও আবশ্যকীয় সাহস ও জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন ; পার্থনা দ্বারাই তিনি তাঁহার নিজ কার্য্যের উপর ঈশ্বরের **আশীর্ব্বাদ** লাভ করিয়াছিলেন ; তাঁহার কঠোর পরীক্ষাকালে তিনি প্রার্থনাতেই **সান্ত্বনা** লাভ করিতেন ; ঈশ্বরের যে

সেবক পবিত্র চার্লসের মত প্রার্থনার মূল্য জানে, সে কত সুখী! প্রার্থনাই ঈশ্বরের ধনাগারের চাবি।

৭। ধ্যান করিব ;—পবিত্র চার্লসের স্বাস্থ্য যদিও দুর্ব্বল ছিল, যদিও তিনি নিতান্ত নিরীহও নির্দ্দোষ ছিলেন,তথাপি তিনি নিজেকে কঠোর **প্রায়শ্চিত্ত** এবং **আত্মনিগ্রহের** অধীন করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি কেবল একটা তক্তার উপর শয়ন করিতেন, অন্য কোন বিছানা তাঁহার ছিল না ; তিনি প্রায়ই কেবল জল আর রুটি খাইয়াই থাকিতেন ; চুলের তৈয়ারী জামা গায় দিতেন ; এই প্রকার কঠোর নিয়মের অধীনে তিনি দেহেকে শাসনে রাখিতেন। এইভাবে তিনি তাঁহার কাছে যাঁহাদের তত্ত্বাবধানের তাঁহার উপর ভার ছিল, তাহাদের জন্য ও তাঁহার নিজের জন্য ঈশ্বরের **দয়ার** অনুসন্ধান করিতেন। এমন মহান্ পবিত্র ব্যক্তিকে এইরূপ **প্রায়শ্চিত্ত** অভ্যাস করিতে যখন দেখি, তখন আমাদের কি লজ্জায় অভিভূত হওয়া উচিত নয়? আমরা ত পাপী, আমাদের **ইন্দ্রিয়-সমূহেরই** উত্তর-সাধক! যে প্রায়শ্চিত্ত আর আত্মনিগ্রহ আমাদেরই অতি আবশ্যক, তাহা একেবারেই আমরা অবহেলা করি!

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে যেশুর সহিত ভক্তিভরে আলাপ করিব।

৩৫৭। পবিত্র স্তানিস্লায়ুস কোস্তকার পর্ব্বদিন।

(১৩ নবেম্বর)

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে দেখিব, এই পবিত্র ব্যক্তি মহা আনন্দ ও গৌরবে পূর্ণ হইয়া তাঁহার পরমানন্দময় নিত্যসুখে প্রবেশ করিতেছেন

৪। নম্র অন্তরে যেশুর নিকট প্রার্থনা করিব, আমিও যেন পবিত্র স্তানিস্‌লায়ুসের মত সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত পবিত্রতার জন্য আত্মনিয়োগ করিতে পারি।

৫। ধ্যান করিব ;—একমাত্র ঈশ্বরের জন্যই জীবন যাপন করিতে পবিত্র স্তানিস্‌লায়ুসের কেমন ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা ছিল। ভালরূপে যেন সেই কার্য্য সাধন করিতে পারেন, এইজন্য তিনি কত আহ্লাদের সহিত তাঁহার প্রভূত ধন সম্পত্তি, এবং রাজতুল্য বিষয়-বিভব ও উচ্চ মান-সম্ভ্রম প্রভৃতি সমস্তই **পরিত্যাগ** করিয়াছিলেন। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিজেকে পবিত্রীকৃত ও উৎসর্গীকৃত করিবার জন্য তাঁহার অতি প্রিয় পিতামাতাকেও পরিত্যাগ করিয়া, কেবল ভিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া পায়ে হাটিয়া হাটিয়া সুদূরপথ ভিয়েনা হইতে রোমে চলিয়া গেলেন। সম্পূর্ণরূপে **ঈশ্বরের হওয়া** যে, কেমন বিষয় তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি না ; সেইজন্য ঈশ্বরেরই হইবার জন্য আমাদের এমন সামান্য চেষ্টা !

৬। ধ্যান করিব ;—কেমন করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে স্তানিস্‌লায়ুস পবিত্র লোক হইলেন ! পবিত্রতা লাভের কোন একটি সুযোগ ও উপায় কখনও ছাড়িয়া না দেওয়ার মধ্যেই তাঁহার এই দ্রুত উন্নতির নিগূঢ়তত্ত্ব রহিয়াছে দেখাযায়। ঈশ্বর যখনই তাঁহাকে যে **সুযোগটি** দিয়াছেন, তিনি অতি যত্ন ও সতর্কতার সহিত সেই সুযোগটি তখনি ধরিয়াছেন। তাঁহার প্রভুকে কেমন করিয়া আরো ভালরূপে সেবা করিতে পারিবেন, এই বিষয়ে অতি আগ্রহ সহকারে তিনি মনোযোগ-পূর্ব্বক নানা **উপদেশ** শুনিতেন ; এইভাবে তিনি যাহা শুনিতেন, তাহা **কার্য্যে পরিণত** করিতেও চেষ্টা করিতেন ; তাঁহার জীবনের অতি সামান্য কার্য্যটিও অতি **নিখুঁৎ-ভাবে** সাধন করিতেন। পবিত্রতা

লাভের **উপায়** আমাদের জন্যও এই একই রকম। পবিত্র স্তানিস্‌লায়ুসের দৃষ্টান্ত যতই অনুকরণ করিব, ইহার পর স্বর্গে আমার মুকুটও ততই অধিক উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিবে।

৭। ধ্যান করিব ;—অন্তরকে পবিত্র ও নির্ম্মলভাবে রক্ষা করিবার জন্য পবিত্র স্তানিস্‌লায়ুস কেমন দৃঢ়-সঙ্কল্প ছিলেন। এজন্য তাঁহার ভাই এবং অন্যান্য সঙ্গীগণের কাছে অনেক নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছেন ; তথাপি নিজেকে পাপে বিপদাপন্ন করিতে দেন নাই। পাপ পরিত্যাগ করিয়া চলিবার জন্য ও অন্তর পবিত্র রাখিবার জন্য তাঁহার মত **পরীক্ষা** আমাদের সহ্য করিতে হয় না। তাহা হইলেও কিছু **ত্যাগ স্বীকার** না করিয়া আর আমাদের **ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ** না করিয়া এবং আমাদের **মন্দ প্রবৃত্তিগুলি** জয় না করিয়া আমরা আমাদের অন্তরকে **নির্ম্মল ও পবিত্রভাবে** রক্ষা করিতে পারি না। মনের যে অনুরাগে আমাদের পুণ্যকে সঙ্কটাপন্ন করে, সেই অনুরাগকে আমাদের মন হইতে দূর করিতে যদি কষ্টও হয়, কিন্তু তাহা হইলেও ঈশ্বরের এই পবিত্র সন্তান স্তানিস্‌লায়ুসের সাহস ও উদ্যম আর সহিষ্ণুতার দৃষ্টান্ত দেখিয়া কি আমাদিগকেও পবিত্রতার জন্য সৎসাহসী এবং উদ্যমশীল করিয়া লওয়া উচিত নয় ?

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে যেশুর সহিত ভক্তিভরে আলাপ করিব।

৩৫৮। পবিত্র ফ্রান্সিস্ জাবিয়েরের পর্ব্বদিন।

(৩রা ডিসেম্বর)

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে দেখিব;—পবিত্র ফ্রান্সিস্ অজ্ঞলোক ও ছেলেপিলে দিগকে শিক্ষা দিতেছেন।

৪। নম্র অন্তরে প্রভু যেশুর নিকট প্রার্থনা করিব, এই পবিত্র প্রেরিতের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী মানব আত্মার জন্য আমাদের অন্তরে যেন প্রবল আগ্রহে প্রজ্জ্বলিত হয়।

৫। ধ্যান করিব;—মানব-আত্মার পরিত্রাণের জন্য পবিত্র ফ্রান্সিস্ কেমন নিজের জীবন ব্যয় করিলেন। এই জন্য তিনি তাঁহার **প্রিয়তম** আত্মীয় স্বজন ও নিজের দেশ পরিত্যাগ করিলেন; অতি বিপদ ও সঙ্কটপূর্ণ সুদূর পথ ভারতবর্ষে ও পরে জাপান যাত্রা করিয়াছিলেন। ভারতে তাঁহার মিশনরী-কার্য্যে তাঁহাকে হাটিয়া হাটিয়াই নানাস্থানে যাইতে হইয়াছিল; নানা **আপদ-বিপদ, অন্নাভাব, অর্থাভাব** জনিত নানাবিধ দুঃখ কষ্টের দিকে তাঁহার **লক্ষ্যই** ছিল না। দিনের বেলায় অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া তিনি অজ্ঞলোকদিগকে ও ছোট ছোট ছেলেপিলেদেরে শিক্ষা দিতেন, আর যে সব লোককে তিনি এত ভালবাসিতেন, তাহাদের আত্মার জন্য ঈশ্বরের কাছে ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করিতে করিতে রাত্রি যাপন করিতেন। দশ বৎসর কাল এইরূপ **অক্লান্ত** পরিশ্রমের সহিত তাঁহার প্রৈরিতিক কার্য্য করিতে করিতে **স্বভাবতঃই** তাঁহার সুস্থ ও সবল দেহের শক্তি দুর্ব্বল হইয়া আসিল। শেষে, তাঁহার জীবনের **বিপদাশঙ্কা** সত্ত্বেও

চীন-দেশে সুসমাচার প্রচার করিতে গিয়া পথশ্রমে একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। মানুষ যেন ঈশ্বরকে **উত্তমরূপে** জানে ও ভালবাসে, এইজন্য তাঁহার অন্তরের এতই প্রবল আগ্রহপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা ছিল। এই কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি ঈশ্বরের জন্য কেমন মহৎ কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন; কত কত মানব-আত্মাকে তিনি স্বর্গের জন্য লাভ করিয়াছিলেন! আমি ধ্যান ও চিন্তা করিয়া দেখিব, এইভাবে ঈশ্বরের জন্য জীবন যাপনকরা কেমন গৌরবজনক! আর এই মহৎ দৃষ্টান্ত দ্বারা আমার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ উদ্দীপিত করিয়া লইব।

৬। ধ্যান করিব;—কি ইচ্ছায় ও কি অভিপ্রায়ে পবিত্র ফ্রান্সিস্‌কে এমন কঠিন পরিশ্রম করিতে **প্রণোদিত** করিয়াছিল। তাঁহার ঈশ্বর ও ত্রাণকর্ত্তার প্রতি তাঁহার মহা প্রেম ও ভক্তিই ছিল তাঁহার প্রথম ও প্রধান **অভিপ্রায়**। তিনি যখন দেখিলেন, কত কত লোক যাহাদের, জন্য তাহাদের স্রষ্টা ও ত্রাণকর্ত্তা নিজ প্রাণ দিয়াছিলেন, তাহারা তাঁহারই বিষয়ক জ্ঞানহীন; তিনি যখন দেখিলেন, কত কত মানব-আত্মা ঈশ্বরের **সাদৃশ্যে সৃষ্ট** হইয়াও মানুষ সেই সাদৃশ্যকে পাপের দ্বারা **কদাকার** করিয়া ফেলিয়াছে, তখন দুঃখে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল; এবং ঈশ্বরের মঙ্গলময়ভাব তাঁহার সৃষ্ট প্রাণী মানবেরা স্বীকার করিয়া যেন তাঁহার ধন্যবাদ করে, ইহাই দেখিবার জন্য তাঁহার অন্তরে একটা অনির্ব্বাপিত আগ্রহ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। আর একটি **অভিপ্রায়** ছিল এই, যে সকল মানব-আত্মাকে খ্রীস্ত নিজ অমূল্য রক্ত দিয়া কিনিয়াছেন, সেই আত্মাগুলি পাপ ও অজ্ঞতায় দ্রুতবেগে দৌড়িয়া অনন্ত বিনাশে গিয়া পড়িতেছে দেখিয়া তাঁহার অন্তর ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। যাহাদেরে তিনি তাঁহার নিজের ভাই বন্ধু বলিয়া মনে করিতেন, তাহাদিগকে এই দুর্ভাগ্য ও বিপদ হইতে নিস্তার করিতে, যে কোন রকমের **পরিশ্রম** ও

ত্যাগ-স্বীকার করিতেই হউক না কেন, সেই সমস্তকে তিনি বড় বেশী কিছু মনে করিতেন না। মানব-আত্মার জন্য কার্য্যেও এই অভিপ্রায়ে ও ইচ্ছায় প্রণোদিত হওয়া উচিত। তাহা হইলে, **ঈশ্বরের বিরুদ্ধে** এত পাপ দেখিয়া, এতগুলি মানব-আত্মাকে প্রতিদিন **নরকে** গিয়া পড়িতে দেখিয়া আমরা কি নিশ্চল হইয়া থাকিব? আমরাও আমাদের ঈশ্বর আর ভাই বন্ধুগণের জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক আমাদের জীবন ব্যয় করিতে দৃঢ়-সঙ্কল্প করিব।

৭। ধ্যান করিব;—মানব-আত্মার পরিত্রাণের কার্য্য ঈশ্বরেরই কার্য্য জানিয়া, ঈশ্বরেতেই পবিত্র ফ্রান্সিস্ কেমন তাঁহার পরিশ্রমকে ফলদায়ী করিবার আবশ্যকীয় কৃপা অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। এই দৃঢ়-প্রত্যয়ই তাঁহাকে আরো অধিক পবিত্র জীবন যাপন করিতে ও ঈশ্বরের সহিত আরো অধিক যোগ করিয়া লইতে, এবং অবিরত ঈশ্বরেরই সাহায্য যাচ্ঞা করিতে এত উত্তেজিত ও উৎসাহিত করিয়াছিল। অতএব, আমরা এই মহান্ প্রেরিতের দৃষ্টান্ত হইতে আমাদের জন্য একটি উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করিব।

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে যেশুর সহিত ভক্তিভরে আলাপ করিব।

প্রতিমাসের ধ্যানের বিষয়।

জানুয়ারী।

৩৫৯। সিদ্ধতালাভের আকাঙ্ক্ষা।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঈশ্বরের বাক্য শুনিব; তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা যেমন সিদ্ধ তোমরাও তেমনি সিদ্ধ হইবে; ৫; ৪৮।

৪। নম্র অন্তরে প্রভু যেশুর নিকট প্রার্থনা করিব, তিনি যেন আমাকে সিদ্ধতার জন্য সরল আকাঙ্ক্ষা এবং তাহার জন্য আমার নিজকে নিয়োগ করিবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প দান করেন।

৫। ধ্যান করিব;—সিদ্ধতা লাভের জন্য আমাদের কি উদ্দেশ্য প্রয়োগ করিতে হইবে।

প্রথমতঃ, ইহাই ঈশ্বরের সুস্পষ্ট ইচ্ছা। অসীম মহিমাময় ঈশ্বর আমাদিগকে নিয়ত **অন্তরঙ্গভাবে** তাঁহার সহিত আলাপ করিতে দেন। তিনি আমাদিগকে যে **পদমর্য্যদা** দান করিয়াছেন, আরো অধিক পরিমাণে সেই পদমর্য্যদার **যোগ্য** হইতে আমরা যেন উৎসাহ ও ও উত্তমের সহিত চেষ্টা করি; ইহাই তিনি আমাদের কাছে চান্। পবিত্র বাইবেল্ বলে, "ফলতঃ ঈশ্বরেরই ইচ্ছা, এই তোমাদের পবিত্রতা।" (১ থিষল ৪; ৩)

দ্বিতীয়তঃ,—ইহা ঈশ্বরের প্রতি আমাদের **কৃতজ্ঞতা**-জানত কর্ত্তব্য। কারণ, তিনিত অসীম উদারভাবে আমাদের প্রতি ব্যবহার করিয়াছেন, আর এখনও করিতেছেন। ঈশ্বর যাহাতে প্রাত হন বলিয়া

আমরা জানি, **প্রেমভক্তিভরে** ও প্রফুল্ল অন্তরে তাহা সাধন না করিয়া ঈশ্বরের প্রতি আমাদের যথাযোগ্য ব্যবহারের ত্রুটি দেখান আমাদের কেমন অযোগ্যতা প্রকাশক।

তৃতীয়তঃ ;—সিদ্ধতালাভের চেষ্টা করাই আমাদের প্রধান ঈষ্ট-জনক বিষয় ; কারণ আমাদের অন্তরের **নির্ম্মলতা সাধনে** ও পুণ্যসমূহ অভ্যাস করনে **ঐশ্বরিক সিদ্ধতার** যে, প্রতিচ্ছায়া আমরা বহন করি, তাহারই সহিত আমাদের প্রকৃত গুরুত্বের পরিমাপ ও তুলনা হইবে। এতদ্ভিন্ন ঈশ্বর আমাদিগকে যে **প্রভুত কৃপারাশি** দান করিয়াছেন, ইহার পর তাহার হিসাব দিতে হইবে ; এবং যদি সেই কৃপারাশি ফলশালী করিয়া লইতে পারি, তবেই আমরা সুখী হইব। তাহা না হইলে, আমাদের অবহেলা ও তাচ্ছল্যভাবের জন্য যদি সেই কৃপারাশি **ফলহীন** প্রমাণিত হয়, তবে কি উত্তর দিব ?

৬। ধ্যান করিব ; সিদ্ধতায় উন্নত হইবার বাধা-বিঘ্নগুলি কি কি ? প্রথমতঃ ;—**অহঙ্কার** আমাদের অন্তকরণকে অন্ধ করিরা আমাদের নিজ নিজ দোষগুলি দেখিতে দেয় না ; বরং ঈশ্বরের গৌরব করার বদলে নিজের গরিমা প্রকাশের দিকেই মনকে টানিয়া নেয় ; ইহা হইতেই অসংখ্য অসংখ্য পাপরাশির মধ্যে নিয়া ফেলে।

দ্বিতীয়তঃ ;—**ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা** আমাদিগকে ঈশ্বরের মঙ্গলময় প্রীতি সাধনের পরিবর্ত্তে ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ করার অনুসন্ধান করায় ; আর চেষ্টা যত্ন ও শ্রমের ভয় দেখাইয়া আমাদের কর্ত্তব্যসমূহ এড়াইয়া চলিতে পরিচালিত করে।

তৃতীয়তঃ ;—এই জাগতিক মঙ্গলজনক বিষয়ে **অনিয়মিত-ভাবের আসক্তি** আমাদিগকে স্বর্গীয় সুখকর বিষয়ের চেষ্টা হইতে বিরত রাখে।

চতুর্থতঃ ;—মনের **বিক্ষিপ্তভাব** দ্বারা আমাদের সমস্ত কার্য্যের নিয়ামক বিশ্বাসের প্রধান প্রধান **মূল-তত্ত্বগুলিকে** দেখিবার শক্তিও হারাইয়া ফেলি ; ইহাতে অবহেলা আর আত্মিক বিষয় অভ্যাস করণে **কদুষ্ণভাব জন্মে** এবং ঈশ্বরও আমাদের প্রতিবাসীগণের কাছে যে মূল্যবান্ সময়ের জন্য আমরা ঋণী, সেই সময়ও মনের বিক্ষিপ্ত ভাবের দ্বারা নষ্ট করি। অতএব আত্মপরীক্ষা করিয়া দেখিব, এই সকল বাধার কোন্ কোন্‌টা আমাদের **সিদ্ধতার পথে** অগ্রসর হওয়ার ও উন্নতির প্রতিবন্ধক ঘটায় ; এই সকল বাধা অতিক্রম করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইব।

৭। পরিশেষে এই বিষয়ে ভক্তিভরে যেশুর সহিত আলাপ করিব।

ফেব্রুয়ারী।

৩৬০। নম্রতা।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিতে কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে প্রভুর শ্রীমুখের বাক্য শুনিব, "আমার কাছে শিক্ষা কর, কেননা আমি মৃদুশীল ও নম্রচিত্ত ; (মথি ১১ ; ২৯)।

৪। নম্রঅন্তরে প্রভু যেশুর নিকট প্রার্থনা করিব, এই পুণ্যটি লাভ করিবার জন্য আমি যাহাতে আগ্রহের সহিত আত্ম-নিয়োগ করিতে পারি, এইজন্য আমার প্রবল আকাঙ্ক্ষা যেন প্রদীপ্ত হইয়া উঠে।

৫। ধ্যান করিব ;—আমাদের প্রভুর জীবনটি বেথ্‌লেহেম্ হইতে কালবারী পর্য্যন্ত অনবরত কেবল **অবনত-ভাবের** দৃষ্টান্তের শিক্ষা। এই পুণ্যটির জন্য প্রভু যেশু কেন এত জেদ করিয়াছেন,

স্বভাবতঃই এই প্রশ্নটি আমাদের মনে উঠিতে পারে। তিনি কেন নিজ জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা এমন চমৎকারভাবে ইহা শিখাইয়াছিলেন? অহঙ্কার ও গর্ব্বিতভাব আমাদের আত্মাকে কেমন ভয়ানক মন্দতায় নিয়া ফেলিতে পারে, তাহা জানিয়াই আমাদের প্রতি তাঁহার মহাপ্রেমের জন্য তিনি পূর্ব্ব হইতেই আমাদিগকে ইহা জানাইয়া দিতে ইচ্ছা করিলেন। অন্যদিকে দীনাত্মার লোকেরা ঈশ্বরের কেমন মহা **অনুগ্রহের পাত্র**; নম্রতাদ্বারা কত মহা **আশীর্ব্বাদরাশি** আমাদের উপর বর্ত্তে তাহাই দেখাইতে চাহিলেন। **অহঙ্কারই** হাজার হাজার স্বর্গদূতকে শয়তান করিয়া ফেলিয়াছে; আর ঈশ্বরের সন্তান ও সেবকগণেরও অনেককে অনন্ত বিনাশের পথে নিয়া ফেলিয়াছে। তাহারা এই অহঙ্কারেরই বশে ঈশ্বরের বিদ্রোহী ও তাঁহার মণ্ডলীর বিদ্রোহী হইয়াছে; আর দলভেদ ও ভ্রান্ত মত প্রকাশ করিয়াছে। **অবনতভাব** পবিত্র লোকগণের **অঙ্গরক্ষক বর্ম্ম**; আর যাহারা এই অঙ্গরক্ষক-বর্ম্ম পাইয়াছে, তাহাদিগকেই ঈশ্বর উন্নত করিবেন বলিয়াই অঙ্গীকারও করিয়াছেন। আমাদের প্রভু আমাদিগকে এই শিক্ষাটিই দিয়াছেন। আমরা জানি, তিনিত অসীম জ্ঞানী, তবে তাঁহার এই শিক্ষাটি আমাদের অন্তরের সহিত গ্রহণ করিবার যথেষ্ট কারণ নাই কি?

৬। ধ্যান করিব;—কোন্ কোন্ **উদ্দেশ্য** আমাদিগকে অবনতভাব অভ্যাস করিতে উত্তেজনা দেয়। আমরা নিজেরাত কিছুই নয়; আমাদের গুণ, শক্তি, জ্ঞান, পুণ্য যাহা কিছু আছে, সেই সমস্তই **ঈশ্বরের দান**। তিনি এইগুলি যেমন দান করিয়াছেন, তেমনি অতি সহজেই এই সমস্ত আমাদের নিকট হইতে লইয়া যাইতেও পারিতেন; আবার অসীম মহিমাময়, ও মঙ্গলময় ঈশ্বরকে কতভাবে কতরকমে আমরা বিরক্ত করিয়াছি! অতি গুরুতর দুঃখও দিয়াছি; তাঁহার **দয়া** না

থাকিলে, অনন্ত যন্ত্রণা ও লজ্জার মধ্যে গিয়া কি আমরা পড়িতাম না! এখনও কি আমরা নিত্য নিত্য আমাদের অশেষ দুর্ব্বলস্বভাবের পরিচয় পাই না? ঈশ্বরের বিশেষ সাহায্য ভিন্ন আমরা আমাদের রিপুসকল জয় করিতে পারিতাম না; অথবা ভয়ঙ্কর গুরুতর গুরুতর পাপসমূহে গিয়া পড়িতে নিবৃত্ত হইতে পারিতাম না। তবে এমন কি আছে, যাহার জন্য আমরা আত্মগর্ব্ব প্রকাশ করিতে পারি? বরং নিজেকে **ঘৃণা করিবারই** অনেক কারণ আমাদের আছে; আর যে রকম অবনতভাবই আমাদের কাছে আসে, তাহাই আমাদের ঠিক উপযুক্ত বলিয়া সত্বর গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

৭। ধ্যান করিব;—অতি আবশ্যকীয় এই পুণ্যটী এইপর্য্যন্ত আমি কিরূপ অভ্যাস করিয়াছি? আমি কি আমার অন্তর হইতে সর্ব্বপ্রকার **আত্মগর্ব্ব** আর আমার **আত্মপ্রশংসাজনক** যে সমস্ত বিষয়ে আমাদের নিজকে অন্যের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করায়, ও অন্যকে ঘৃণা করিতে প্রবৃত্তি দেয়, সেই বিষয়গুলিকে আমার অন্তর হইতে দূর করিয়া দিয়াছি কি? আমি কি আমার নিজের বিষয় একটুও না ভাবিয়া নির্ম্মমের মত অন্য লোকের **বিচার** করি; আর অন্য লোকের ত্রুটি ও দুর্ব্বলতার বিষয় **কঠোর সমালোচনা** করি? আমি কি একগুঁয়েমি করিয়া আমার নিজের মতকেই বজায় রাখি, আর আমার **নিজ দোষ** শুধরাইতে পরামর্শ লইতেও অনিচ্ছুক হই? আমি কি মানুষের প্রশংসা ও সুখ্যাতি লাভের জন্যই খুব লালায়িত নই? মানুষের প্রশংসা ও সুখ্যাতি না পাইলে মনে মনে **বিরক্ত** আর **মনভাঙ্গা** হইয়া যাই না কি? অথবা আমার চাইতে ভাল বলিয়া অন্য লোকের প্রশংসা হইতেছে শুনিলে, আমার হিংসা হয় না কি? যে **স্বেচ্ছাচারী-ভাবে** উপরিস্থ ব্যক্তিগণের বাধ্য হইয়া চলিতে মনে আক্রোশের ভাব আনিয়া দেয় ও উপরিস্থ ব্যক্তিগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিতে প্রবৃত্তি

দেয়, সেই **স্বেচ্ছাচারী স্বাধীনভাবকে** দমন করিয়া চলিয়া থাকি কি ? কৃতকার্য্যতার গর্ব্বকরণের অভ্যাসের দ্বারা অথবা নিজ গুণপনার কথা আকারে প্রকারে লোককে জানাইয়া অনেক সময়ইত অহঙ্কার প্রকাশ করিয়া থাকি ! আর যখন লোকে আমাদের একটু ক্ষতি করে, আমাদের প্রতি অবজ্ঞার ভাব ও তুচ্ছ-তাচ্ছল্যের ভাব দেখায়, অথবা আমাদেরে বড় গ্রাহ্যকরে না, তখনইত আমরা মনে মনে রাগ ও **নিরুৎসাহ ভাব** পোষণ করিতে থাকি। ঈশ্বর আমাদিগকে যে সকল ক্লেশ ও হীনতা পাঠান, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত **বশ্যতারভাবে** তাহা গ্রহণ করিতে আমরাত সচরাচরই অস্বীকার করিয়া থাকি ! দায়ুদের ভাব আর আমাদের নিজেদের ভাব কত ভিন্ন দেখি ! দায়ুদ বলেন, "হে সদাপ্রভো ? তুমি যে আমাকে হীন করিয়াছ, ইহাত মঙ্গল।" অতএব, **হীনতা** সহ্য না করিলে, আমরা যে অবনত হইতে শিখিতে পারি না। এই কথাটি মনে রাখিয়া দৃঢ়সঙ্কল্প সহকারে ও আগ্রহপূর্ণ অন্তরে এই পুণ্যটি অভ্যাসের জন্য ঈশ্বরের কাছে কৃপা প্রার্থনা করিব।

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে ভক্তিভরে যেশুর সহিত আলাপ করিব।

মার্চ্চ।

৩৬১। শুচিতা।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে পবিত্র আথানসিয়ুসের কথা শুনিব "হে স্বর্গের শুচিতা তোমাকে যে পাইয়াছে, সেই পরমসুখী। সে অতি অল্প শ্রম করিয়া তোমাতেই মহা আনন্দের উপায় পায়।

৪। নম্রঅন্তরে যেশুর নিকট প্রার্থনা করিব, শুচিতা রক্ষার উপায়-গুলি অতি যত্ন ও সতর্কতা সহকারে ব্যবহার করিবার জন্য আমার সঙ্কল্প যেন তিনি সুদৃঢ় করিয়া দেন।

৫। ধ্যান করিব ;—আমাদের শুচিতা রক্ষার জন্য অতীব সতর্ক-দৃষ্টি রাখিবার উদ্দেশ্য কি। **শুচিতা** এমনই একটি বিষয় যে, ইহাতে আমাদিগকে জাগতিক সমস্ত বিষয় হইতে অনেক উন্নত করিয়া তুলে, আর আমরা স্বর্গদূতগণ অপেক্ষা স্বভাবতঃ অনেক নিকৃষ্ট হইলেও এইপুণ্য অভ্যাসের দ্বারা আমরা তাঁহাদের **সমতুল্য** হইয়া পড়ি। আমাদের জীবন ঈশ্বরেরই উদ্দেশ্যে যতই অধিক প্রতিষ্ঠিত ও পবিত্রীকৃত হয়, ততই সম্পূর্ণরূপে আমরা তাঁহার সেবায় আমাদের জীবন ব্যয় করিতে সক্ষম হইয়া থাকি ; এই পুণ্য দ্বারা আমাদের অন্তর স্বর্গীয় বিষয়সমূহের দিকে আমাদের হৃদয় ও মনকে উন্নত করিয়া তুলে ; বিশেষভাবে আমাদিগকে আমাদের প্রভুর **প্রিয়পাত্র** করে ; আর তাঁহারই অঙ্গীকার অনুযায়ী আমাদিগকে স্বর্গের বিশেষ **গৌরবের** যোগ্য করিয়া লয়। অতএব অতি যত্ন ও সতর্কতা সহকারে, ধনভাণ্ডার জ্ঞানে এই **শুচিতা** রক্ষাকরা কর্ত্তব্য ; কারণ ইহা অতি কোমল ; আর আমরাও অতি দুর্ব্বল। যাহাতেই আমাদিগকে ঈশ্বরের প্রিয় করিয়া লয়, শয়তান ত অতি তীব্র হিংসারভাবে আমাদের অন্তর হইতে সেই পুণ্যগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিতে যথা-সাধ্য চেষ্টা করিয়া থাকে। এমন প্রলোভন একটিও নাই, যাহাদ্বারা সে আমাদেরে ভুলাইতে চেষ্টা না করিবে ; আমাদেরে তাহার ফাঁদে ফেলিবার জন্য সে নানারকম. কপট ছল-চাতুরী করিবে ; প্রার্থনায় **অবহেলা** করিবার **প্রবৃত্তি** দিয়া আমাদিগকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিবে ; আর সে যাহাতে অতর্কিতে আমাদিগকে পরাজয় করিতে পারে, এইজন্য সতর্ক ও সজাগ থাকা অনাবশ্যক

বলিয়া আমাদের কাছে নানাপ্রকার যুক্তিতর্ক এবং কারণ ও দেখাইবে।

অন্যদিকে ঈশ্বরের সন্তান ও সেবক, তাহার পদমর্য্যদার জন্য তাহার ঈশ্বরের কাছে যে ঋণে ঋণী, সেই বিষয় **অমনোযোগী** হইয়া নিজের বাসনা-চরিতার্থের চেষ্টা করিলে, কেমন ভয়ানক কথা হয়! তাহার **পতন** কেমন গভীর! সে ঈশ্বরের **মন্দির** অপবিত্র করিয়া ঈশ্বরের প্রতি কি ঘোর অত্যাচার করে! সে নিজেই নিজের, আর এই মানব আত্মাগুলিরও কেমন মহা অনিষ্ট সাধন করে! এই **পবিত্রতার** পুণ্য-রত্ন-ভাণ্ডার নিখুঁৎ নিষ্কলঙ্কভাবে রক্ষা করিবার জন্য ঈশ্বর আমাদের কাছে **যে সকল উপায়** যোগাইয়া দেন, এই চিন্তাটি দ্বারা অতি যত্ন ও সাবধানতার সহিত সেই **উপায়গুলি** ব্যবহার করিতে, আমার অন্তরে দৃঢ়-সঙ্কল্প উদ্দীপিত করিয়া লইব। একাগ্রমনে **প্রার্থনা,** আমাদের অন্তরের আসক্তিসমূহের উপর **সতর্ক দৃষ্টি,** ঈশ্বরের প্রীতি সাধনে **উদ্যোগ ও সাহস,** আর আমাদের ইন্দ্রিয়-বৃত্তি-সমূহ **নিগ্রহ ও দমন** করাই সেইসমস্ত উপায়।

৬। ধ্যান করিব ;—এই অতীব কোমল **পুণ্যটি** রক্ষার জন্য আমি কতদূর সতর্কতা অবলম্বন করি,তাহা আত্মপরীক্ষা করিয়া দেখিব। শুচিতার অতি সামান্য বিরোধীও কিছু আমার অন্তরে আসিতে দিতে আমি ভয় করি কি? আমি, এমন কি, ধার্ম্মিকলোকদেরও সঙ্গে আমার কথা-বার্ত্তায় অতিরিক্ত অন্তরঙ্গভাব পরিহার করিয়া চলিতে সতর্ক হই কি? অন্য লোকের প্রতি আমার অন্তরের অনিয়মিত **অনুরাগকে** একেবারে দমন করি কি? অতিরিক্ত ঘনিষ্টভাবে এই রকম অনুরাগ ও আসক্তি কখন প্রকাশ না করিতে সাবধান ও সতর্ক হই কি? যখন এই রকম বিরুদ্ধভাব আবশ্যক হয়, তখন আমি আমার ইন্দ্রিয়সমূহের উপর

সতর্ক কঠোর দৃষ্টি রাখি কি? আমার **রিপুর উত্তেজক** কোন বস্তু দেখিতে, কোন পুস্তক পড়িতে, এবং কোনরূপ কথা শুনিতে কি আমি নিজেকে **সাবধানে** রক্ষা করিয়া থাকি? **অমিতা-চারিতা, অলসতা** পরিহার করিয়া পাপের সর্ব্বপ্রকার **সুযোগ** হইতে উত্তম ও চেষ্টার সহিত দূরে সরিয়া যাই কি? আমি কি সদাসর্ব্বদা প্রার্থনার উপায় অবলম্বন করি, বিশেষতঃ প্রলোভনের সময় যেশু ও তাঁহার মাতা মারীয়াকে মিনতির সহিত ডাকিয়া সাহায্য প্রার্থনা করি কি? আমি কি আত্মত্যাগ-স্বীকার অভ্যাস করি?

৭। পরিশেষে, এই বিষয়ে যেশুর সহিত ভক্তিভরে আলাপ করিব।

এপ্রিল।

৩৬২। বাধ্যতার বিষয়।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে দেখিব, প্রভু যেশু নাজারেথে, পবিত্র যোসেফের আদেশ মত কাজ করিতেছেন।

৪। নম্রঅন্তরে যেশুর নিকট প্রার্থনা করিব, বাধ্যতা ভালবাসিয়া ও বাধ্যতাকে মূল্যবান জ্ঞান করিয়া. সম্পূর্ণরূপে ইহা অভ্যাস করিবার দৃঢ় সঙ্কল্পটি তিনি যেন আমাকে দেন।

৫। ধ্যান করিব;—আমাদের প্রভু যেশু সমস্ত পৃথিবীর **নিয়ন্তা** ও **শাসনকর্ত্তা** হইয়াও কেমন নীচ হইয়া বাধ্যতা মনোনীত করিলেন। যত স্বাধীন স্বেচ্ছাচারীভাবে ও মানমর্য্যাদার উচ্চাভিলাষের ভাবে কত কত

লোকের **সর্ব্বনাশ** ঘটাইয়াছে। আমাদের অন্তর হইতে সেই সমস্ত দূর করিয়া দিতে শিখাইবার জন্যই তিনি এইরূপ করিলেন। স্বর্গের পথে যাইতে আমাদের পক্ষে ইহা অপেক্ষা নিরাপদ **উপায়** যে আর নাই, তাহা তিনি জানিতেন; তাই ঈশ্বর যাহাদিগকে আমাদের শাসনের জন্য উপরিস্থ পদে স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহাদের বাধ্য হইয়া আমরা **ঈশ্বরেরই ইচ্ছা** পালন করি। এই **পুণ্য অভ্যাসই** যে, স্বর্গের জন্য অশেষ যোগ্যতা লাভের উপায়, তাহাও তিনি জানিতেন; কারণ **বাধ্যতায়ই** আমরা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে আমাদের সমস্ত উত্তম উত্তম বিষয় বলিদান করি। আমাদের নিজের ইচ্ছাও বলি দিয়া তাঁহার প্রতি আমাদের প্রেমের সরল প্রমাণ দিতে পারি। এত কষ্ট-দুঃখ সহ্য করিয়া যেশু আমাদেরে যে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা যদি অভ্যাস করিয়া কার্য্যে পরিণত করিতে না পারি, তবে কেমন করিয়া আমারা তাঁহার প্রকৃত শিষ্য নামে পরিচিত হইতে পারি?

৬। ধ্যান করিব;—পবিত্র যোসেফের কাছে যেশু কি অভিপ্রায়ে এমন সম্মান, ও শ্রদ্ধা ভালবাসায় সম্পূর্ণ বাধ্য হইয়া রহিলেন। তিনি পবিত্র যোসেফে তাঁহার স্বর্গস্থ পিতাকেই দেখিয়াছিলেন; পবিত্র যোসেফের আদেশেই যেশু তাঁহার **পিতার ইচ্ছা** প্রকাশ দেখিতেন! আমাদের উপরিস্থগণের প্রতিও আমাদের এইরূপ দেখা উচিত। মানুষ বলিয়া ভুল করা সম্ভব; আমাদের অপেক্ষা বিদ্যা, বুদ্ধি, ও পুণ্যে কম হইলেও তাঁহারা আমাদের কাছে ঈশ্বরেরই **প্রতিনিধি**। এইভাবে যদি আমরা দেখি, তবে সর্ব্বদাই তাঁহাদিগকে প্রকৃত বাধ্যতা-জনিত সম্মান ও বশ্যতা দেখাইব; তাঁহাদের আদেশই আমাদের কাছে ঈশ্বরের ইচ্ছা বলিয়া মানিব। তাহা হইলে ঈশ্বর আমাদের যে বাধ্যতা চান, উপরিস্থগণের বশ্যতা অস্বীকার করিলে কেমন করিয়া ঈশ্বরকে আমরা বাধ্যতা দেখাইতে পারি!

৭। আত্মপরীক্ষা করিয়া দেখিব, আমরা আমাদের উপরিস্থগণের বাধ্য আছি কি না। আমাদের উদ্দেশ্য কি **স্বর্গীয়?** অর্থাৎ ঈশ্বরের জন্য কি আমরা তাঁহাদিগকে মানিয়া চলি? অথবা ভয়ে, মানুষের সুখ্যাতির আশায়, অথবা, অসার অনুরাগে কিম্বা মানুষকে সন্তুষ্ট করিবার ইচ্ছায়, বাধ্যতা দেখাই। আমাদের প্রভু স্বয়ং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আদেশ দিলে যেমন করিতাম, ঠিক তেমনিভাবে সম্পূর্ণ তৎপর ভাবে প্রফুল্লচিত্ত হইয়া আমরা কি উপরিস্থ ব্যক্তিগণের আদেশের বাধ্য হই। ঈশ্বর যতদিন আমাদিগকে যাহাদের অধীনে রাখিতে•ইচ্ছা করেন, আমরা কি ততদিন সন্তুষ্ট মনে তাহাদের অধীনে বাধ্য হইয়া থাকিতে চাই? আমরা কি আমাদের **উপরিস্থগণের** বিরুদ্ধে বচসা করি, আর তাঁহাদের কার্য্যসমূহের সমালোচনা করি? কর্ত্তৃত্বের ভার প্রাপ্ত হওয়া অপেক্ষা বরং অধীনস্থ পদে থাকা যে, **নিরাপদ** এবং **মঙ্গলজনক** ইহাই নিজে নিজে বুঝিতে চেষ্টা করা আমাদের কর্ত্তব্য; আর এইজন্যই আমাদের অন্তর হইতে যত দুরাকাঙ্ক্ষা ও স্বাধীনতার উচ্চাভিলাষসমূহ দূর করিয়া দেওয়া উচিত। সম্পূর্ণ **বাধ্যতার মঙ্গলসমূহ** স্মরণ করিয়া আর অবাধ্যতার জন্য জগতে যত সমস্ত **কুফল** উৎপন্ন হইয়াছে, সেই সমস্ত চিন্তা করিয়া যেশু খ্রীস্তের দৃষ্টান্তানুযায়ী উদার ও মহৎ-ভাবে দৃঢ়তার সহিত বাধ্যতার পুণ্যে সংযুক্ত থাকিতে দৃঢ় সঙ্কল্প হইব।

৮। পরিশেষে এই বিষয়ে যেশুর সহিত ভক্তিভরে আলাপ করিব।

মে।

৩৬৩। প্রেম।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে প্রভু যেশুর শ্রীমুখের কথা শুনিব "আমি এক নূতন আজ্ঞা তোমাদিগকে দিতেছি, তোমরা পরস্পর প্রেম কর; আমি যেমন তোমাদিগকে প্রেম করিয়াছি।" (যোহান ১৩; ৩৪)।

৪। নম্র অন্তরে যেশুর নিকট প্রার্থনা করিব, তিনি যেন আমার অন্তরকে **প্রতিবাসীর** প্রতি জ্বলন্ত প্রেমে পূর্ণ করেন।

৫। ধ্যান করিব;—যাহারা আমাদের প্রভু যেশুর লোক তাহারা যেন **প্রতিবাসীগণকে** প্রেম করিতে অভ্যাস করে, এইজন্য তাঁহার কেমন মহা আকাঙ্ক্ষা। আমরা যেন পরস্পরকে প্রেম করি, এইটিই তাঁহার **বিশেষ আদেশ**; ইহাকেই তিনি নূতন আদেশ বলেন। তিনি আমাদিগকে বলিয়াছেন, তাঁহার ক্ষুদ্রতমগণের প্রতি আমরা যাহা করি, তাহা তাঁহারই নিজের প্রতি করা হইল বলিয়া তিনি মনে করিবেন। অধিকন্তু অন্তিম-দিনে শেষ বিচারাজ্ঞাটি এই **পুণ্য আচরণের** উপরই নির্ভর করিবে বলিয়া তিনি দেখাইয়া দেন। অতএব আমাদের প্রভু প্রেমের এত গুরুত্ব ও আবশ্যকতা দেখান বলিয়াই সম্পূর্ণ ভাবে, এই **পুণ্য অভ্যাসের** জন্যই নিজেদেরে নিয়োজিত করা আমাদের কর্ত্তব্য,—বিশেষতঃ, যাহারা নিজ নিজ জীবনের দৃষ্টান্ত ও শিক্ষা দিয়া অন্য সকলকে স্বর্গের পথে লইয়া যাইতে তাঁহারই দ্বারা নিযুক্ত এই পুণ্য অভ্যাস তাহাদের জন্য নিতান্ত কর্ত্তব্য।

৬। ধ্যান করিব ;—যেশু আমাদের কাছে প্রেমের কেমন উচ্চ আদর্শ স্থাপন করেন। তিনি **স্বয়ং** আমাদিগকে যেমন প্রেম করিয়াছেন, তেমনি আমরাও যেন আমাদের প্রতিবাসীদিগকে প্রেম করি, তিনি এই আদেশ আমাদিগকে দেন। অতএব প্রতিবাসীগণের প্রতি আমাদের প্রেম **স্বর্গীয় প্রেমই** হওয়া উচিত। আমাদের সর্ব্বপ্রকার দুঃখ, কষ্ট, মন্দতা সত্ত্বেও তিনি আমাদিগকে প্রেম করিয়াছেন ; কারণ আমাদের আত্মাতে তিনি তাঁহার স্বর্গস্থ পিতার প্রতিচ্ছায়া দেখিয়া ছিলেন। আমাদের প্রেমও সকলেরই প্রতি এইভাবে বিস্তারিত হওয়া কর্ত্তব্য ; বিশেষতঃ, দীন দরিদ্র, অজ্ঞ ও পাপীদিগের প্রতি আমাদের প্রেম থাকা নিতান্ত আবশ্যক। **আত্মত্যাগ-স্বীকার** দ্বারাই এই প্রেম প্রণোদিত হওয়া উচিত। আমাদের পরিত্রাণের জন্য আমাদের প্রভু এমন কোন দুঃখ-কষ্টইত নাই, যাহা স্বয়ং সহ্য না করিয়াছেন ! আমাদের জন্য তিনি যে কোন রকমের দীনতা-হীনতা সহ্য করিতে পশ্চাৎ-পদ হন নাই ; এমন কি, অকথ্য নিষ্ঠুর দুঃখভোগ করিয়া আমাদের জন্য মৃত্যু পর্য্যন্ত সহ্য করিলেন। সুতরাং আমাদের প্রেমওত **ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতা, দয়া** ও **মমতায়** পূর্ণ হওয়া উচিত ! আমাদের **নানা পাপ,** আমাদের **অকৃতজ্ঞতা** এবং আমাদের **অনুরাগ-হীন ভাব** সত্ত্বেও তাঁহার ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা বাস্তবিক এইরূপ ছিল। এইরূপেই যেশু তাঁহার নিজেকেই আমাদের কাছে প্রেমের আদর্শ করিয়া দেখাইয়াছেন ; আর এখন তাঁহারই অনুকারী হইতে আদেশ করেন।

৭। আত্ম-পরীক্ষা করিয়া দেখিব ;—আমাদের প্রেম-আচরণে আমরা কি ভাবে আমাদের প্রভুর আদেশানুযায়ী কার্য্য করি। পবিত্র পৌল বলেন, **"প্রেম চিরসহিষ্ণু"** ; অন্যের অজ্ঞতা, দোষ, এবং অকৃতজ্ঞতা প্রভৃতি ধৈর্য্যপূর্ব্বক সহ্য করে ;—**"প্রেম মধুর"** ; **ইহা** চিন্তায়,

কথায় ও কার্য্যে সর্ব্বপ্রকারের কর্কশভাব নষ্ট করে ;—"**প্রেম ঈর্ষা করেনা**", পরের সফলতাও উন্নতি দেখিয়া হিংসা করেনা ; পরের প্রশংসা শুনিয়া সেই প্রশংসা নষ্ট করিতে চায় না ;—"**প্রেম আত্মশ্লাঘা করে না, গর্ব্ব করেনা** ; চিন্তায় বা কার্য্যে উদ্ধতভাব ও অশিষ্টাচরণ করেনা ;—"**প্রেম স্বার্থচেষ্টা করে না**" ; সর্ব্বদাই প্রতিবাসীদের মঙ্গলের জন্য ত্যাগস্বীকার সহ্য করিতে প্রস্তুত ;—"**প্রেম রাগিয়া উঠেনা,**" ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্যেরকৃত অপকার গণনা করে না ;—"**প্রেম মন্দ চিন্তা করে না,**" সহজেই সন্দেহ অথবা হঠাৎ বিচার করিবার স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া অন্যের কার্য্যের বিরূপ অর্থ করেনা। ঈশ্বর নিশ্বঃসিত বাক্যে **প্রেম** সম্বন্ধে ইহাই আমরা পাই। আমাদের **প্রেম** কি এইরূপ ?

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে যেশুর সহিত ভক্তিভরে আলাপ করিব।

জুন

৩৬৪। আমাদের দৈনিক কার্য্যসমূহ পবিত্রীকরণ।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব !

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। ঈশ্বরের বাক্য মনে মনে চিন্তা করিব ;—"অতএব তোমরা ভোজন, কি পান, কি যাহা কিছু কর, সকলই ঈশ্বরের গৌরবার্থে কর"। (১ করি ১৩ ; ৩১)।

৪। নম্র অন্তরে যেশুর কাছে প্রার্থনা করিব, তিনি যেন আমার সমস্ত কার্য্যই পবিত্রীকৃত করেন।

৫। ধ্যান করিব ; -আমার সকল কার্য্য পবিত্রীকরণ দ্বারা কেমন **আত্মিক মঙ্গল** লাভ ও বৃদ্ধি হয়। আমরা সারাজীবন ব্যাপিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া কত কার্য্য করি তাহার সংখ্যা নাই ; ঐ সকল কার্য্যের এমন কি, অতি ক্ষুদ্রটিও কোন না কোন **পুন্য অভ্যাসের** সুযোগ আনিয়া দেয় ; এই কার্য্যসমূহই ঈশ্বরের **গৌরবের** জন্য আর আমাদের নিজেদের **যোগ্যতা** লাভের জন্য এক একটি উপায় আনিয়া উপস্থিত করে। যে ব্যক্তি তাহার সমস্ত কার্য্য **পবিত্রীকৃত** করিয়া লয়, সে কত রাশি রাশি স্বর্গীয় ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে ! আর যে অবহেলা করিয়া তাহা না করে, তাহার কত ভয়ানক ক্ষতি হয় !

৬। ধ্যান করিব ; – ধন্যা কুমারী এই বিষয়ে কেমন সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। মানুষের অবস্থার হিসাবে ধরিতে গেলে, তাঁহার সাংসারিক অবস্থা ভাল ছিল না। সাধারণ, গরীব দুঃখী লোকদের মত তাঁহাকেও সামান্য ভাবের কাজ করিতে হইত। তিনি যে কাজ করিতেন, মানুষের দৃষ্টিতে তাহা অতি সামান্যই ছিল। তথাপি **সিদ্ধতার হিসাবে** তাঁহার প্রত্যেকটি কার্য্যই মানুষের প্রশংসাযোগ্য। তাঁহার কার্য্যে অন্য সমস্তের অপেক্ষা ঈশ্বরেরই অধিক গৌরব প্রকাশিত হইত। অতএব অত্যন্ত অসাধারণ কোন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াই আমরা যে, ঈশ্বরকে অধিক গৌরবান্বিত করিতে পারি এবং **পুণ্য ও যোগ্যতা** লাভ করিতে পারি তাহা নয় ; কিন্তু যে সকল কর্ত্তব্যের জন্য আমরা বিবেকে বাধ্য সেই **কর্ত্তব্যগুলি** সম্পূর্ণ ভাবে সম্পন্ন করিয়াই আমরা তাহা পারি।

৭। ধ্যান করিব ;—আমাদের দৈনিক কার্য্যগুলি সুসম্পন্ন করিবার জন্য আমাদিগের কি করিতেই হইবে ? সমস্ত কার্য্যের মধ্যেই বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক সিদ্ধতা আছে। যে সকল কার্য্য আমাদের কর্ত্তব্যের অংশ **যথা সময়ে** সেই কার্য্যগুলি সম্পাদনের মধ্যে **বাহ্যিক** সিদ্ধতা

থাকে। সেই কার্য্যগুলি যথা সময়ে সম্পন্ন না করিয়া পরে করা যাইবে বলিয়া রাখিয়া দিলে, সেইগুলি সম্পন্ন করা অসম্ভব হইয়া উঠে; অত্যন্ত ব্যস্ততা ও তাড়াতাড়ি শেষ করিতে হয়; কাজেই সুসম্পন্ন করা কঠিন হয়। **যত্ন ও সতর্কতার** সহিত কার্য্য সম্পাদনের মধ্যে বাহ্যিক-সিদ্ধতা থাকে;—অবহেলা ও "যাই করি", এই রকম অলসতার ভাবে কার্য্য করিলে, তাহা সুসম্পন্ন হয় না। আর **প্রফুল্ল চিত্তে,** সর্ব্বপ্রকার ওজর, আপত্তি ও বচসা পরিহার করিয়া কার্য্যগুলি সম্পাদনের মধ্যেও বাহ্যিক-সিদ্ধতা থাকে। ভোজন, পান বিশ্রাম, পুস্তকাদি পাঠ, কথাবার্ত্তা বলা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই যথোপযুক্ত মিতাচারিতার সহিত এমন ভাবে নিয়মিত করিয়া লওয়া উচিত যে, তাহাতে যেন কর্ত্তব্যের বাধা না ঘটে ও অনর্থক **সময় নষ্ট** না হয়।

আভ্যন্তরিক সিদ্ধতার জন্য আমাদের কার্য্যগুলির উদ্দেশ্যও লক্ষ্য ঈশ্বরের গৌরবের দিকেই রাখা আবশ্যক। ঈশ্বরের প্রতি আমাদের প্রেম, ভক্তি ও অনুরাগে **উদ্দীপিত** হইয়া, এবং ঈশ্বরেরই সহিত **যোগ** রাখিয়া ঈশ্বরের **সাক্ষাতে** কার্য্যগুলি সম্পাদন করা আবশ্যক। এইভাবে আমাদের কর্ত্তব্যের অংশ কার্য্যসমূহ সম্পন্ন করার মধ্যেই আভ্যন্তরিক সিদ্ধতা থাকে। অতএব আমাদের অনন্তকালীন হিতের জন্য আমাদের সমস্ত কার্য্যই এইভাবে পবিত্রীকৃত করা আবশ্যক বলিয়া আমাদের দৈনিক প্রতিটি কার্য্য পরীক্ষা করিয়া দেখিব; আর কিরূপে আমাদের সেই কার্য্যগুলিকে ঈশ্বরেরই প্রীতিকর করিয়া লইতে পারি, তাহাই দেখিব।

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে ভক্তিভরে যেশু সঙ্গে আলাপ করিব।

জুলাই।

৩৬৫। সময়ের ব্যবহার।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঈশ্বরের বাক্য শুনিব;—"দেখ এখনই পরম গ্রাহ্য সময়; দেখ, এখনই পরিত্রাণের দিবস।" (২ করি ৬; ২)।

৪। নম্র অন্তরে যেশুর নিকট প্রার্থনা করিব, তিনি যেন আমাকে সময়ের মূল্য বুঝাইয়া দেন, আর সময়ের সদ্ব্যবহার করিবার জন্য তিনি যেন আমাকে দৃঢ়-সঙ্কল্প দান করেন।

৫। ধ্যান করিব;—সময় কেমন মহা মূল্যবান। আমাদের অনন্ত জীবনের জন্য প্রস্তুত হইতেই এই সময় আমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে; কাজেই আমাদের জীবনের এই সময় অপেক্ষা অধিক মূল্যবান ও আবশ্যকীয় বিষয় আর কিছুই নাই। মানুষ যদি এমন কোন ব্যবসায় বা কার্য্যে নিযুক্ত হয় যে, তাহাতে অনেক ধন প্রাপ্তি হইতে পারে, অথবা অসতর্কতা ও অবিবেচনার সহিত চলিলে বহু ক্ষতিও হইতে পারে, তবে সে কখনও তাহার মনকে অন্যদিকে যাইতে দিবেনা। অন্য কেহ তাহার মনকে **অন্যমনস্ক** করিতে চাহিলে বরং এই উত্তর দিবে;—"অন্য কোন দিকে আমার মন দিবার সময় নাই; আমার সময় বড় মূল্যবান।" অতএব আমার কার্য্যের বিষয় চিন্তা করিব;—আমার আত্মার **পবিত্রতা** সাধনকরা, আমি যে সব পাপ করিয়াছি তাহার প্রায়শ্চিত্ত সাধন করা, এবং স্বর্গের জন্য **যোগ্যতা** লাভ করাই আমার বাঞ্ছনীয় বিষয়। অধিকন্তু অন্য লোকের পরিত্রাণ সাধনের কার্য্যও আমি যে ভাবে সময়ের ব্যবহার করি, তাহারই উপর নির্ভর করে বলিয়া প্রার্থনা, ধর্ম্মগ্রন্থ-

পাঠ ও আলোচনা এবং আমাদের হাতে ঈশ্বর যে সকল আত্মার ভার দিয়াছেন, তাহাদিগকে শিক্ষাদান করা প্রভৃতি কার্য্যদ্বারা ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করিয়া আমার কর্ত্তব্যগুলি সম্পন্ন করিতে হইবে। আমার সময়ত অতি অল্প ; কতকাল থাকিবে তাহার নিশ্চয়তা নাই ; এই সময়ের যতটুকু আমি হারাই, সেইটুকু আরত ফিরিয়াও পাওয়া যাইবে না। "জগতের সন্তানগণ আলোর সন্তানগণের অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী" এই কথাগুলি কি আমার প্রতিও খাটিবে ?

৬। ধ্যান করিব ;—আমরা কেমন করিয়া আমাদের মূল্যবান সময় হারাইতে পারি। **মারাত্মক পাপে থাকিলে** আমরা স্বর্গের যোগ্যতা হীন হইয়া যাই। **অলস হইয়া** অথবা বাজে কাজে—যেমন বাজে পুস্তকাদি পড়িয়া, অনেক্ষণ ধরিয়া অনর্থক **ক্রীড়া-কৌতুক** করিয়া সময় নষ্ট করিতে পারি। **বে নিয়মে** বিশৃঙ্খল-ভাবে আমাদের দৈনিক কার্য্য করিয়াও আমরা অনেক সময় নষ্ট করি। **অবহেলার ভাবে,** আর ঈশ্বরের গৌরবের বিষয় চিন্তা না করিয়া কেবল নিজেরই স্বার্থ চেষ্টাকরিয়া আমরা সময় হারাই ; কারণ আমরা যতটুকু স্বর্গের যোগ্যতা লাভ করিতে পারিতাম এই ভাবে সেইটুকু হারাইয়া ফেলি। অতএব প্রেরিত পৌল যে কথা দ্বারা আমাদিগকে সাবধান করিতেছেন, তাহা মনে রাখিব "দেখ, এখনই পরম গ্রাহ্য সময়". এখনই সেই সময়, যে সময়ের মধ্যে তুমি ঈশ্বরের জন্য ও তোমার জন্য বহু কাজ করিতে পার ; "দেখ, এখনি পরিত্রাণের দিবস।" ঈশ্বর আমাকে যে সময়টুকু দিয়াছেন, ইহার প্রতিটি মুহূর্ত্ত তাঁহারই স্বর্গীয় ইচ্ছানুযায়ী, সদ্ব্যবহার করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইব।

৭। পরিশেষে, এই বিষয়ে ভক্তিভরে যেশুর সহিত আলাপ করিব।

আগষ্ট।

৩৬৬। দৈনিক ক্রুশ।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে যেশুর বাক্য ধ্যান করিব;—"কেহ যদি আমার পশ্চাদ্গামী হইতে বাঞ্ছা করে, তবে সে আপনাকে অস্বীকার করুক, আপন ক্রুশ তুলিয়া লউক, এবং আমার পশ্চাৎ আইসুক।" (মাথা ১৬; ২৪)।

৪। নম্র অন্তরে যেশুর কাছে প্রার্থনা করিব, তিনি যেন আমাকে ক্রুশের মূল্য বুঝিতে ও ক্রুশের প্রশংসা করিতে শিক্ষা দেন।

৫। ধ্যান করিব;—আমরা কেমন আমাদের দৈনিক ক্রুশ তুলিয়া লইতে বাধ্য। ক্রুশ আমরা **পরিহার** করিতে পারিনা। প্রথম কারণ আমরা মানুষ, আর **দুঃখকষ্টভোগ** আমাদের পাপের দণ্ড; দ্বিতীয় কারণ, আমরা অন্য মানুষের সহিত থাকি, আমাদের মত তাহাদেরও অনেক দোষ ও ক্রটি আছে, সেইজন্য আমাদেরও দুঃখ কষ্ট না হইয়া যায় না। তৃতীয় কারণ, আমরা খ্রীস্তীয়ান, অর্থাৎ যিনি বলিয়াছেন, "কেহ যদি আমার পশ্চাদ্গামী হইতে চায়, তবে সে—আপন ক্রুশ তুলিয়া লউক;" আমরাত তাঁহারই শিষ্য। চতুর্থ কারণ, আমরা ঈশ্বরের **সন্তান ও সেবক** বলিয়া মানব আত্মাগণের পরিত্রাণের মহা কার্য্য সাধনের জন্য আমরা আমাদের প্রভু যেশুর **সহযোগী**; আর এই কার্য্য সাধনের উপায়ই **ক্রুশ**। এইজন্য ক্রুশ অপরিহার্য্য। যেশুর পুণ্যেই এই ক্রুশ **পবিত্রীকৃত** হইতে পারে। আমরা যদি এই ক্রুশ ছাড়িয়া চলিতে চেষ্টা করি, এবং এই ক্রুশ-গ্রহণে অনিচ্ছুক

হই, তবে আমরা অত্যন্ত অবিবেচকের মত কার্য্য করিব। এইরূপ করিলে, আমাদের ক্রুশ আমরাই অত্যন্ত ভারী করিয়া তুলিব, আর প্রচুর ফল হরাইয়া ফেলিব।

৬। ধ্যান করিব; কিরূপ ক্রুশ আমরা তুলিয়া লইব এবং পবিত্র করিব। আমাদের দৈনিক কার্য্যে হীনতারভাব, কার্য্যের বিফলতা, এবং নিরাশা প্রভৃতিই সেই ক্রুশ। আমাদের **শারীরিক** দুঃখ-কষ্ট, রোগ-পীড়া, কার্য্যে অপারকতা; আমাদের **মানসিক** কষ্ট, প্রলোভনাদি জনিত উদ্বিগ্নতা ও ভাবনা, আত্মিক পরিত্যক্ত-ভাব ও শুষ্কভাব; আমাদের প্রিয়জনের অভাবে **শোক-দুঃখ** প্রভৃতি সমস্তই আমাদের সেই **ক্রুশ**। আমাদের আত্মার মঙ্গলজনক এই ক্রুশই ঈশ্বর আমাদের জন্য মনোনীত করিয়াছেন। যেশু তাঁহার অনুগামীদের জন্য যে নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন, সেই নিয়ম অনুসারে ঈশ্বরেরই পবিত্র ইচ্ছায় আত্ম-সমর্পণের ভাবে ঈশ্বরের হাত হইতে এই ক্রুশ গ্রহণে এবং সাহস ও ধৈর্য্যের সহিত প্রফুল্ল মনে এই ক্রুশ বহনেই আমরা সেই মঙ্গল লাভের অধিকারী হইতে পারি।

৭। ধ্যান করিব;—স্বেচ্ছাপূর্ব্বক গ্রহণে পবিত্রীকৃত এই ক্রুশ হইতে আমরা কি মহাসুযোগ লাভের আকাঙ্ক্ষা করিতে পারি। যে সকল পাপের জন্য আমাদিগকে মধ্যস্থানে থাকিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, সেই সমস্ত পাপ হইতে এই ক্রুশই আমাদের আত্মাকে **নির্ম্মল** করে; ইহাতে আমাদের অন্তরকে জাগতিক বিষয়ে অনাসক্ত করিয়া **স্বর্গের** দিকে তুলিয়া ধরে। ইহাই স্বর্গের জন্য অশেষ **যোগ্যতা** লাভের উপায় হয়; কারণ ধৈর্য্যপূর্ব্বক সহিষ্ণুতার সহিত আমাদের দুঃখর-কষ্ট-ভোগঁ সহ্য করিয়া আমরা ঈশ্বরের অসীম কৃপা, জ্ঞান, এবং মঙ্গলময় ভাব স্বীকার করি; আর এই ভাবে ঈশ্বরকে **মহা গৌরব** দান করি।

ইহাতেই আমাদের মধ্যে আমাদের ক্রুশার্পিত প্রভুকে প্রকটিত করে, আর এইভাবেই আমরা ঈশ্বরের বিশেষ **প্রেমের পাত্র** হইয়া উঠি। ক্রুশের মূল্য বুঝিয়া যাহারা সেই জ্ঞানানুযায়ী চলে, তাহারা কত সুখী! এই ভাবে **পবিত্রীকৃত** তাহাদের ক্রুশ মৃত্যু সময়ে **শান্তি, সান্ত্বনা** ও **আনন্দের** উৎস হইবে।

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে যেশুর সহিত ভক্তিভরে আলাপ করিব।

সেপ্টেম্বর।

৩৬৭। প্রার্থনা।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঈশ্বরের স্তব গান করিব; "আমার প্রার্থনা তোমার সম্মুখে সগন্ধি ধূপরূপে, আমার অঞ্জলি প্রসারণ সান্ধ্য উপহাররূপে উপস্থিত হউক।" (গীত ১৪২; ২)। "তোমরা প্রার্থনায় নিবিষ্ট থাক, এবং ধন্যবাদ সহকারে তাহাতে জাগ্রত থাক।" (কল ৪; ২)।

৪। নম্র অন্তরে যেশুর কাছে প্রার্থনা করিব, তিনি যেন আমাকে প্রার্থনা উৎসর্গের মহত্ত্ব আরো ভালরূপে বুঝাইয়া দেন।

৫। ধ্যান করিব;—প্রার্থনা কেমন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিষয়। ইহার অধিকাংশ ঈশ্বরানুপ্রাণিত পবিত্র ব্যক্তিগণের প্রার্থনা; ইহা দ্বারা আমরা তাঁহার যথাযোগ্য প্রশংসা কীর্ত্তন করিতে পারি। প্রার্থনায় সচরাচর সুন্দর সুন্দর কত পুণ্যের কার্য্য থাকে, তাহাই চিন্তা করিব। **বিশ্বাসের** কার্য্য;—ঈশ্বরের দয়ায় বিশ্বাস, তাঁহার বিধানে নির্ভর, তাঁহার অসীম মঙ্গলভাবের

প্রতি প্রেম, তাঁহার পবিত্র ইচ্ছার সহিত আমাদের ইচ্ছার সমভাব হওয়া, তাহার নিকট হইতে প্রাপ্ত মঙ্গলের জন্য **ধন্যবাদ** করা, পাপের জন্য আমাদের **পরিতাপ ও খেদ** করা এবং ঈশ্বরের সহিত **যোগ** প্রভৃতি পুণ্যসমূহ এই প্রার্থনায় থাকে।

৬। ধ্যান করিব;—অসতর্ক ও অবহেলারভাবে যখন আমি প্রার্থনা করি, তখন আমি কি করি! ঈশ্বরকে পরম ভক্তি ও সম্মান দিতে আমরা ত দায়ী। আমরা যখন **তাড়াতাড়ি** তাঁহার কাছে প্রার্থনা করি, তখন আমরা কি বলি, সেইদিকে মনোযোগ থাকে না; আমাদের হাব্‌ভাবও ঠিক ভক্তিযুক্ত থাকে না। পার্থিব রাজাকে যেমন সম্মান দেখাইতাম, এই ভাবের প্রার্থনায় আমরা কি ঈশ্বরকে তাহা হইতেও কম সম্মান প্রদর্শন করি না? অবহেলা ও ভক্তিহীনভাবে ঈশ্বরের শ্রবণের অযোগ্য প্রার্থনা করিলে, **জীবিত ও মৃত** মানব-আত্মা সকলের প্রতিই অন্যায় করা হয় না কি? এই সকল বিষয়ের চিন্তাদ্বারা এই প্রার্থনার কর্ত্তব্য সম্পন্নের জন্য আমাদের অন্তরে আরো কত অধিক যত্ন ও উদ্যোগ উদ্দীপিত করিয়া লওয়া উচিত! আমাদের এই যত্ন ও উদ্যোগ কোনরূপ সংশয়শীলতা যুক্ত হওয়া উচিত নয়।

৭। ধ্যান করিব;—এই প্রার্থনায় আমাদের যে সকল দোষ থাকে তাহার কারণ কি? যে অসীম মহিমাময় ঈশ্বরকে ডাকিয়া আমরা তাঁহার কাছে আবেদন নিবেদন করি; তাঁহার দয়া ও করুণার বিষয় আমরা **পূর্ব্বে চিন্তা করিনা** বলিয়াই আমাদের প্রার্থনায় দোষ থাকে। ইচ্ছাপূর্ব্বক এইদিক ওদিক **মন দেওয়ায়** এবং অনর্থক বাজে বিষয়ে মন দিয়া উপাসনার **বাধা** ঘটিতে দেই বলিয়া প্রার্থনার যোগ্যতা নষ্ট হইয়া যায়! যে প্রার্থনা এই রকম, সেই প্রার্থনা সম্পাদন কার্য্যের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা চিন্তা করি

কি? এই বিষয়ের জ্ঞান আমাদের আছে কি? অতএব এমন গুরুতর অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের জন্য আমি আত্মপরীক্ষা করিয়া দেখিব, প্রার্থনায় আমার এই রকম কোন দোষ আছে কি না? আর এই সব দোষ পরিহারের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প করিব।

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে যেশুর সঙ্গে ভক্তিভরে আলাপ করিব।

অক্টোবর।

৩৬৮। আমাদের দৈনিক ধ্যানের বিষয়।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঈশ্বরের বাক্য শুনিব;—"তাহারা তাহা ধ্বংস স্থান করিয়াছে, তাহা ধ্বংসিত হইয়া আমার কাছে বিলাপ করিতেছে; সমুদয় দেশ ধ্বংসিত হইয়াছে, কেননা কেহ মনোযোগ করে নাই।" (যিরি ১২; ১১)।

৪। নম্র অন্তরে যেশুর কাছে প্রার্থনা করিব, তাঁহার পবিত্র সেবার কার্য্য কত উচ্চ, কেমন মূল্যবান তাহা বুঝিতে আমার অন্তরকে তিনি যেন উদ্বুদ্ধ করিয়া দেন; এবং যত্ন ও উদ্যমেব সহিত ইহাতেই আমাকে নিয়োজিত করিতে যেন দৃঢ়-সঙ্কল্প দান করেন।

৫ ধ্যান করিব;—ধ্যানের আবশ্যকতা কত। ঈশ্বরের সেবক ও সন্তানগণের জন্য বিশেষভাবে অন্যান্যদের অপেক্ষা বিশ্বাসের সত্যসমূহই সমস্ত কার্য্যের **উদ্দেশ্য ও নিয়ম** হওয়া উচিত। আমরা যদি

ঐগুলিকে নিষ্প্রভ হইতে দেই, আর জাগতিক ভাবনা চিন্তায় মনকে ব্যাপৃত করিয়া রাখি, তাহা হইলে ঐ সব চিন্তা ভাবনায় জীবনের যে পবিত্রতা আমাদের উচ্চ আহ্বানের একটি অতি আবশ্যকীয় সহকারী, সেই **পবিত্রতা** হইতে আমাদিগকে পিছনে হটাইয়া নিয়া যায়; আর ঈশ্বরের বন্ধুত্ব হইতে বিচ্যুৎ হইবার বিপদাশঙ্কায়ও নিয়া ফেলে. অতএব আমরা যেন তাঁহারই ভাবে আমাদের অন্তরকে সতত সজ্জিত রাখিয়া শয়তানের আক্রমণের প্রতিরোধ করিতে পারি, এইজন্য আমাদের ঈশ্বর প্রভুর **দৃষ্টান্ত ও শিক্ষা** সর্ব্বদা মনে রাখা আমাদের নিতান্ত আবশ্যক। এতগুলি মানব-আত্মার ধ্বংসের কারণ কি? পবিত্রাত্মাই ইহার উত্তর দেন; "তাহা ধ্বংস স্থান করিয়াছে, তাহা ধ্বংসিত হইয়া আমার কাছে বিলাপ করিতেছে; সমুদয় দেশ ধ্বংসিত হইয়াছে, কেননা কেহ মনোযোগ করে না।" ঈশ্বরের বিশ্বস্ত সেবায় আমাদের আত্মাগুলি রক্ষার জন্য এমন শক্তিশালী উপায়কে কখন যেন অবহেলা না করি, সেইজন্য এই বাক্যগুলি দ্বারা আমাদের কি সাবধান হওয়া উচিত নয়?

৬। ধ্যান করিব;—ধ্যানে, কেমন মঙ্গল ও সুফল লাভ হয়। ধ্যানেই **জ্ঞানের আলোক, শক্তি ও পবিত্রতার আকর** ঈশ্বরের সহিত অন্তরঙ্গভাবে কথোপকথন হয়। জ্ঞানী ও পবিত্র লোকদের সঙ্গে সদা-সর্ব্বদা কথাবার্ত্তা বলা ত **জ্ঞানী ও পবিত্র** হওয়ার একটি মহা উপায় হয়; তবে ঈশ্বরের সহিত **কথাবার্ত্তায়** আমাদের আরো কত অধিক মঙ্গল লাভ হয়? বহু পবিত্র নরনারীগণ এইভাবেই পবিত্র ব্যক্তিগণের জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়াছিলেন; তাঁহাদের মন জ্ঞানালোকে আলোকিত হইয়াছিল; দুঃখ-কষ্টের প্রতিরোধ করিতে তাঁহারা ইচ্ছার দৃঢ়শক্তি লাভ করিয়াছিলেন; আর ঈশ্বর-প্রেমানুরাগে

তাঁহাদের অন্তর প্রদীপ্ত করিয়াছিলেন। অপর লোককে স্বর্গের দিকে লইয়া যাইতে দুঃখ-কষ্টে পরীক্ষায় সান্ত্বনা দিতে, দৃঢ়তার সহিত পুণ্য অভ্যাস করিতে, আর তাহাদের আহ্বানের আবশ্যকীয় মানব-আত্মার জন্য অনুরাগ লাভ করিতে যে **জ্ঞানের** আবশ্যক, তাহাই ঈশ্বরের সন্তান ও সেবকগণ এই ঐশ্বরিক কথোপকথনেতেই পাইয়া থাকে। এমন সুফলজনক ধ্যানের অভ্যাসইত আমার সমস্ত মনপ্রাণ নিয়োগের দাবী করে।

৭। পরীক্ষা করিয়া দেখিব, আমি কিরূপে এই ধ্যানের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকি। বিশেষ কোন গুরুতর ও অপরিহার্য্য কারণ ব্যতীত আমি কি ধ্যানে অবহেলা করি, অথবা তাড়াতাড়ি ধ্যানকে সংক্ষেপ করিয়া লই কি? আমি কি ধ্যানের জন্য যথেষ্ঠ **যত্ন ও সাবধানতার** সহিত প্রস্তুত হই? আমি যখন ধ্যান করিতে যাই, তখন সাহায্য দানে সতত প্রস্তুত, সেই অসীম মহিমাময় ঈশ্বরে মহা বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া তাঁহারই প্রতি গভীর ভক্তি ও অবনতভাবে তাঁহার বিষয় মনে করি কি? ঈশ্বর আমার কাছে যেরকম ত্যাগ স্বীকারই চান, অতি উদার হৃদয়ে তাহা করিতে প্রস্তুতহইয়া ঈশ্বরের জ্ঞানালোক ও সাহায্য লাভের **জ্বলন্ত আগ্রহপূর্ণ** আকাঙ্ক্ষার সহিত প্রার্থনা করিতে ঈশ্বরের নিকটে যাই কি? প্রার্থনার সময়ে আমি কি ইচ্ছা করিয়া মনকে এইদিক ওদিক যাইতে প্রশ্রয় দেই? ধ্যানের জন্য আমি কি কোন **প্রণালী** অবলম্বন করিয়া থাকি? আমার উদ্যম ও চেষ্টার কোন ফল হয় না দেখিয়া অথবা অন্তরের **শূন্য শূন্য-ভাব** ও শুষ্কতা দেখিয়া আমি কি নিরাশ হইয়া যাই?

৮। পরিশেষে ভক্তিভরে এই বিষয়ে যেশুর সহিত আলাপ করিব।

নবেম্বর।

৩৬৯। বিবেকের পরীক্ষা।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। মনে মনে ঈশ্বরের বাক্য শুনিব ; "বিশুদ্ধ হও, আমার নেত্রগোচর হইতে তোমাদের ক্রিয়ার দুষ্টতা দূর কর ; কদাচরণ ত্যাগকর, সদাচরণ শিক্ষা কর, ন্যায় বিচারের অনুশীলন কর ;" (যিশা ১ ; ১৬, ১৭)।

৪। নম্র অন্তরে যেশুর নিকট প্রার্থনা করিব, আত্ম-সংশোধনের জন্য আমার নিজেকে নিজে নিয়োজিত করিবার জন্য তিনি যেন আমার অন্তরে, দৃঢ়-সঙ্কল্প উদ্দীপিত করিয়া দেন।

৫। ধ্যান করিব ;—প্রতিদিন বিবেকের পরীক্ষাকরার আবশ্যকতা ও উপকারিতা কত। আমরা যদি প্রকৃতই আমাদের অন্তর নির্ম্মল করিতে, এবং আমাদের দৈনিক কার্য্যগুলির দোষ ও ক্রুটি **সংশোধন** করিতে আকাঙ্ক্ষা করি, তবে আমাদের ক্রুটি ও দুর্ব্বলতাসমূহের সম্বন্ধে অবশ্য আমাদের জ্ঞান থাকাই চাই। সেই জন্য অতি সাবধানতা-পূর্ব্বক অন্ততঃ দিনে একবার, আমাদের আত্মার অবস্থা কিরূপ, আমাদের কার্য্যগুলি কিরূপ হইল, **পরীক্ষা করিয়া** দেখা আবশ্যক ; কারণ আমরা একটু সাবধান সতর্ক না থাকিলেই আমাদের অতি উত্তম উত্তম নানাকার্য্যের ভিতরেও সর্ সর্ করিয়া নানা দোষ আসিয়া প্রবেশ করে। আর সেই কার্য্য গুলিকে কতক পরিমাণে **নষ্ট** করিয়া দেয় ; আমাদের অন্তরে নানাবিধ **অনিয়মিত** অনুরাগ ও আসক্তি সজোরে ফুটিয়া উঠিয়া একটা প্রকৃত বিপদ হইয়া পড়ে। অতএব

আমাদের প্রভু তাঁহার প্রেরিতগণকে পাছে প্রলোভনে পড়িতে হয়, এইজন্য সজাগ থাকিতে যে গভীর সতর্কবাণী বলিয়াছেন, সেই কথায় এস আমরা কাণ দেই।

৬। ধ্যান করিব ;—আমাদের দোষগুলির সম্বন্ধে **জ্ঞান** হইলেই কোন ফল হইবে না, যদি সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের **অসন্তোষ** জন্মাইয়াছি বলিয়া **সরলভাবের মনদুঃখ** এবং সেই দোষগুলি **সংশোধনের** জন্য আগ্রহপূর্ণ সঙ্কল্প না থাকে। না—, এই অনুতাপ-বিহীন-জ্ঞান লাভ অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর। ইহাতে বিবেক কদূষ্ণভাবে থাকিয়া ক্রমে ক্রমে **চেতনাবোধ শূন্য** অসার হইয়া পড়ে ; আর আমাদের দোষ বাড়িয়াই যায় ; কারণ আমরা জানিনা বলিয়া অজ্ঞতার আপত্তি করিতে পারি না।

৭। ধ্যান করিব ;—আমাদের পাপসমূহের জন্য গভীর দুঃখবোধ করিবার অনেক কারণ আছে। ঈশ্বরের সন্তান ও সেবক বলিয়া আমরা বিশেষ জ্ঞানের আলোক ও বিশেষ বিশেষ নানাবিধ কৃপা পাইয়াছি ; সেইজন্য অন্য সকলের অপেক্ষা আমাদের যে কঠোর বিচার হইবে, ঈশ্বরের সেই বিচারের ভয়ের বিষয় ছাড়িয়া দিলেও, আমাদের কৃতজ্ঞতা ও প্রেমভক্তির বিশেষ বাধ্যতামূলক কর্ত্তব্য আছে। আমরা যখন ঈশ্বরের অসীম **মঙ্গলময়ভাব** আর **পবিত্রতার** বিষয় ভাবি, তখন অন্যান্য লোকদের অপেক্ষা আমাদের কাছে সেইগুলি কেমন স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় ; ঈশ্বর কেমন মুক্ত হস্তে কত রাশি রাশি অমূল্য **মঙ্গলসমূহ** আমাদিগকে দিয়াছেন, আমরা যখন ভাবি তখন যিনি আমাদের অন্তরের সমস্তটুকু প্রেমের পাত্র, তাঁহাকে যতদূর উচিত, তেমন প্রেমভক্তি করি নাই বলিয়া **গভীর দুঃখ** প্রকাশ না করিয়া ত থাকিতেই পারিনা। এসকল চিন্তা দ্বারা বিশ্বস্তভাবে প্রতিদিন অতীব

যত্ন ও সতর্কতার সহিত আমাদের বিবেকের পরীক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে জ্ঞান হওয়া উচিত। ইহাতেই আমার আত্মজ্ঞান হয়; নিজেকে নিজে জানিতে পারি; পাপের জন্য অনুতপ্ত হই, আর নিজদোষ **সংশোধনের** জন্য দৃঢ়-সঙ্কল্প হই। এইরূপে যদি বিবেকের পরীক্ষা করি, তবে ইহা আমাদের পবিত্রীকরণের জন্য কেমন শক্তিপূর্ণ উপায় হইবে।

৮। পরিশেষে, এই বিষয়ে ভক্তিভরে যেশুর সহিত আলাপ করিব।

ডিসেম্বর।

৩৭০। পবিত্র মিস্‌সা বলি।

১। ঈশ্বরকে উপস্থিত দেখিব।

২। ভালরূপে ধ্যান করিবার জন্য কৃপা চাহিব।

৩। নম্র অন্তরে যেশুর নিকট প্রার্থনা করিব, তিনি যেন আমাকে পবিত্র মিস্‌সা বলির আশ্চর্য্য মহত্ত্ব, আরো উত্তমরূপে অনুভব করিতে দেন; আর যতদূর সম্ভব পুরোহিতের সহিত একযোগে পবিত্র নিগূঢ়তত্ত্ব সমূহের অনুষ্ঠানের জন্য দৃঢ়-সঙ্কল্পে আমাকে যেন অনুপ্রাণিত করিয়া দেন।

৪। ধ্যান করিব;—এই মিস্‌সা বলি সম্পাদনানুষ্ঠান কার্য্যের **মহত্ত্ব** কত! যতবার মিস্‌সা বলি উৎসর্গ করা হয়, ততবারই রক্তপাত বিহীনভাবে কালবারীর বলি নূতন করিয়া উৎসর্গীকৃত হয়। যে পুরোহিত এই অনুষ্ঠান সম্পাদন করেন, তিনি স্বর্গীয় ক্ষমতাপ্রাপ্ত

খ্রীস্তেরস্থলে খ্রীস্তের মুখেরই প্রতিষ্ঠা বাক্য উচ্চারণ করেন, আর স্বর্গীয় বলি তখন বেদীতে বিদ্যমান হন। এই অনুষ্ঠানে কেমন মহা অলৌকিক-কার্য্য সাধিত হয়! ইহাতে ঈশ্বরের অসীম গৌরবদান করা হইয়া থাকে; অশেষ মূল্যবান ধন্যবাদ উৎসর্গ করা হয়; ইহাদ্বারা পাপপূর্ণ পৃথিবীকে দণ্ড দিতে উদ্যত ঈশ্বরের বাহু দণ্ডদানে নিবৃত্ত হয়; পাপীরা ক্ষমা পায়, মৃতেরা সাহায্য ও সান্ত্বনা পায়, আর জীবিতদের উপর প্রচুর আশীর্ব্বাদ রাশি বর্ষিত হয়। তবে আমাদের ধর্ম্মের এমন গভীর পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ কার্য্যকে আমাদের দৈনিক সামান্য কার্য্যের মত গণ্য করিব কি? এই পবিত্র কার্য্যটি আমাদের অত্যন্ত আগ্রহ, মনোযোগ ও ভক্তি শ্রদ্ধার যোগ্য বিষয় নয় কি?

৫। ধ্যান করিব;—এই অনুষ্ঠানের জন্য আমাদিগকে কেমন প্রস্তুত করিতে হইবে। মানুষ যতই পবিত্র ও পাপশূন্য হউক না কেন এমন **মহা পবিত্র** কার্য্য সম্পাদনের জন্য কেহই নিজেকে সম্পূর্ণ যোগ্য মনে করিতে পারে না। পবিত্র মিস্‌সা আমাদের জীবনের **কেন্দ্র** হওয়া উচিত; আমাদের সমস্ত **চিন্তা** সমস্ত **কথা** ও **কার্য্যসমূহ,** এই মহান্ বলি উৎসর্গ করিবার জন্য আমাদেরে যেন অনুপযুক্ত না করে। কত গভীর **চিন্তা,** কত গভীর **অবনতভাব** এবং কেমন মহা **বিশ্বাস** ও জলন্ত **প্রেমভাবে** আমাদের আচরণ করা উচিত! অতি যত্ন ও সতর্কতার সহিত প্রস্তুত না হইয়া আমাদের অন্তরে এমন **পুণ্য-কার্য্য** উদ্ভবের আশা করিতে পারি না।

৬। ধ্যান করিব;—মিস্‌সার পর ধন্যবাদের কালটি কেমন মহামূল্য-বান সময়। আমাদের প্রভু আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন—যিনি অসীম মহিমাময়, যাঁহার সম্মুখে স্বর্গদূতগণ মস্তক অবনত করিয়া ভজনা করে। তাঁহাকে যথোপযুক্ত সম্মান না দিয়াই কি আমরা তাঁহার

অভ্যর্থনা করিব ? তিনি কত প্রেম লইয়া আমাদের কাছে আসিয়াছেন, তাঁহার নিজকেই আমাদের কাছে দিতে, আর আমাদের সঙ্গে তাঁহার নিজেকে যোগ করিয়া লইতে আসিয়াছেন, তাঁহার এমন অনুগ্রহের পরিবর্ত্তে আমরা কি তাঁহাকে উপযুক্ত ধন্যবাদ দিয়া থাকি ? তাঁহার ধন্যবাদ করিতে, এবং তাঁহার প্রেমের প্রতিদানের জন্য তাঁহার কাছে আমাদের সর্ব্বস্ব, বিশেষতঃ, আমাদের প্রেম উৎসর্গ করিতে আমরা কি ভুলিয়া যাইব ? তিনিত বহুবিধ স্বর্গীয় ধনরাশি লইয়া আমার কাছে আসিয়াছেন ; আর এমন দরিদ্র জীবনোপায়হীন আমরা, আমাদের কার্য্যে যে সব আশীর্ব্বাদের নিতান্ত আবশ্যক, তাহাই লাভের এইরূপ সুযোগ ও উপায় পাইয়াও কি অবহেলায় হারাইব ?

৭। পরিশেষে, এই বিষয়ে যেশুর সহিত ভক্তিভরে আলাপ করিব।

সমাপ্ত